মারে হাপ্ড়াম কো রেয়াঃক কথা

(সাঁওতাল জাতির ইতিবৃত্ত)

শ্রীঅশোক মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত

অনুবাদক

শ্রীবৈদ্যনাথ হাঁসদা

১৯৫৭।

ভূমিকা

সাঁওতাল পরগণার সাঁওতাল জাতির ইতিবৃত্ত, 'মারে হাপ্‌ড়াম কো রেয়াঃক কথা'র পূর্ণ সংকলন প্রকাশিত করিয়া বেনাগারিয়ার ক্রিশ্চিয়ান মিশন অভ্‌ দা নর্দার্ন চার্চেস্‌ সমাজ ও নৃতত্ত্ববিদ্‌গণকে বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। এ বিষয়ে অবশ্য বয়েডিং, শ্রেফ্‌শ্রুড্‌, ম্যাক্‌ফার্সন, উড্‌ফোর্ড প্রভৃতির সহৃদয় বিবরণী আছে। কিন্তু এই বৃত্তান্তটি সাঁওতালি ভাষায় বয়োবৃদ্ধ ও প্রাজ্ঞ সাঁওতাল অগ্রজমণ্ডলীর রচনা, এবং ইউরোপীয় লেখকদের রচনার তুলনায় অনেক বিশদ ও নিখুঁত। প্রতি বিষয়েই এই রচনা অন্যান্য বিবরণী অপেক্ষা সুপ্রচুর ও বিস্তারিত। উপরন্তু কোন কিছু ঢাকা দিবার প্রয়াস নাই। বরং বলা যায় যে যাহাতে কোন কিছু লুকানো না হয় সে বিষয়ে লেখকগণ যথেষ্ট সজাগ। তথাকথিত সুরুচি কুরুচির হিসাবমত রচনা এ নয়।

অত্যন্ত দরদ দিয়া, সযত্নে অনুবাদ করিয়াছেন ঝাড়গ্রাম মহকুমার প্রচারকর্তা শ্রীবৈদ্যনাথ হাঁসদা। তিনি নিজে সাঁওতাল, এবং যাহাতে অনুবাদ নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয় সে চেষ্টার তিনি ত্রুটি করেন নাই। অনুবাদকালে তিনি অগ্রজদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় সাঁওতালি ভাষার ছন্দ ও আবেগ তিনি আশ্চর্য্য সুন্দরভাবে আনিয়াছেন ; অনুবাদে তিনি প্রায় 'এপিক' গুণ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

আমি যতদূর জানি, এত বিস্তারিত, যথাযথ, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ বাংলা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইল। শ্রীযুক্ত হাঁসদা সকলের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইলেন।

অশোক মিত্র

INDEX—সূচীপত্র

THE TRADITIONS AND INSTITUTIONS OF THE SAONTALS
(Mare Hapram Ko Reak Katha)

পূর্ব্বপুরুষদের কথা

Translated into Bengali
By Sri Baidyanath Hansdah of Jhargram

১। পৃথিবীর জন্ম

(বয়োবৃদ্ধ কালয়ানের কথিত মতে)

সূর্য্য যে দিকে উঠে সেই দিকে (পূর্ব্ব দিক) মানুষের জন্মস্থান। আদিতে সমস্ত জলময় ছিল এবং জলের নিচে মাটী ছিল। তখন ঠাকুরজীউ (ভগবান) জলজীব, কাঁকড়া, হাঙ্গর, কুমীর, রাঘব বোয়াল, শাল, চিংড়ি মাছ, কেঁচো, কচ্ছপ ইত্যাদি সৃষ্টি করিলেন। তারপর ঠাকুর বলিলেন: অতঃপর কাহাদের সৃষ্টি করিব? মানব সৃষ্টি করিব। তারপর মাটীর দ্বারা গড়িলেন, গড়া শেষ হইল; তারপর প্রাণ দান করিবার সময় আকাশ হইতে "সিঞ্‌ সাদম" (সূর্য্যের ঘোড়া) নামিয়া পায়ে দলিয়া ভাঙ্গিয়া দিল। তাহাতে ঠাকুর অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।

তারপর ঠাকুর বলিলেন: মাটী দিয়া গড়িব না, পাখী সৃষ্টি করিব। তারপর হাঁস হাঁসীল পাখী গড়িলেন নিজের বক্ষস্থলের ময়লা দিয়া। তারপর হাতের উপরে রাখিলেন; বড় সুন্দর দেখাইতে লাগিল। তখন ফুঁ দিলেন, অতঃপর তাহারা সজীব হইয়া উঠিল (প্রাণ পাইল) এবং উপরে উড়িয়া উঠিল। উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়; কোথাও বসিবার স্থান পায় না, সেইজন্য ঠাকুরের হাতে আসিয়া বসে। তখন "সিঞ্‌ সাদম" (সূর্য্যের পক্ষিরাজ ঘোড়া) "তড়ে সুগম" (পবিত্র সুতা) সাহায্যে জল পান করিতে নামিয়া আসে। জল পান করিবার সময় মুখের ফেনা ফেলিয়া যায়। ফেনা জলে ভাসিল; সেইজন্য জলে ফেনা হইল।

তখন ঠাকুর পাখী দুইটিকে বলিলেন: যাও, ফেনার উপরে বোস। তারপর তাহারা বসিল। বসিবার পর তাহারা সমস্ত দরিয়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত, সেই ফেনা নৌকার মত তাহাদিগকে লইয়া ঘুরিত। তারপর তাহারা ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিল: ঘুরিয়া ঘুরিয়া তো বেড়াইতেছি, খাবার পাইতেছি না।

তখন ঠাকুরজীউ কুমীরকে ডাকিলেন। সে আসিল। তারপর কুমীর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল: আমাকে ডাকিয়াছেন কেন ঠাকুর? ঠাকুর বলিলেন: মাটী তুলিতে পারিবে? কুমীর বলিল: আপনি আদেশ করিলে তুলিব। কুমীর তখন জলে নামিয়া মাটী তুলিয়া আনিতেছিল; সমস্ত গলিয়া গেল।

তারপর ঠাকুর চিংড়ি মাছকে ডাকিলেন। সে আসিল। আসিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল: কেন ডেকেছেন ঠাকুর? ঠাকুর বলিলেন: মাটী তুলিতে পারিবে? চিংড়ি মাছ উত্তর দিল: আপনি আদেশ করিলে তুলিতে পারিব। সে তখন জলে নামিল, নামিয়া দাঁড়াদ্বারা আনিতেছিল; সমস্ত মাটী গলিয়া গেল।

তখন ঠাকুর রাঘব বোয়ালকে ডাকিলেন। সে আসিল। আসিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল: কেন ডেকেছেন ঠাকুর? ঠাকুর বলিলেন: মাটী তুলিতে পারিবে? রাঘব বোয়াল উত্তর দিল: আপনি আদেশ করিলেই তুলিতে পারিব। সেও তখন জলে নামিয়া কামড়াইয়া কিছু মুখে এবং কিছু পিঠে করিয়া আনিতেছিল, সমস্ত মাটী গলিয়া গেল (তখন হইতে বোয়াল মাছের উপরে আঁশ নাই)।

তারপর ঠাকুর পাথুরে কাঁকড়াকে ডাকিলেন। সে আসিল। আসিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল: কেন ডেকেছেন ঠাকুর? ঠাকুর বলিলেন: মাটী তুলিতে পারিবে? কাঁকড়া ঠাকুরকে উত্তর দিল: আপনি আদেশ করিলে তুলিতে পারিব। তখন জলে নামিয়া দাঁড়ার সাহায্যে আনিতেছিল; সমস্ত মাটী গলিয়া গেল।

তারপর ঠাকুর কেঁচোকে ডাকিলেন। সে আসিল। আসিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল: কেন ডেকেছেন ঠাকুর? ঠাকুর বলিলেন: মাটী তুলিতে পারিবে? কেঁচো ঠাকুরকে উত্তর দিল: আপনি আদেশ করিলে তুলিতে পারিব, যদি জলের উপরে কচ্ছপ দাঁড়ায় (স্থির হইয়া ভাসিয়া থাকে)। তারপর ঠাকুর কচ্ছপকে ডাকিলেন। সে আসিল। আসিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল: কেন ডেকেছেন ঠাকুর? ঠাকুর বলিলেন: মাটী কেউ তুলতে পারছে না। কেঁচো স্বীকার করছে, যদি তুমি জলের উপরে দাঁড়াও। কচ্ছপ ঠাকুরকে জবাব দিল: আপনি আদেশ করিলে দাঁড়াতে পারি। তখন কচ্ছপ জলের উপরে দাঁড়াইল (স্থির হইয়া ভাসিল)। দাঁড়াইবার পর ঠাকুর চারি কোণে চারি পায়েই শিকল দ্বারা বাঁধিলেন (শৃঙ্খলিত করিলেন)। কচ্ছপ একমনে স্থির হইয়া জলের উপরে দাঁড়াইল। অতঃপর কেঁচো মাটী তুলিবার জন্য নামিল। মাটীর নাগাল পাইল, লেজটিকে কচ্ছপের পিঠের উপরে রাখিল এবং নীচে মুখের দ্বারা মাটী খাইতে লাগিল, ও তাহা কচ্ছপের পিঠে বাহির করিল। তারপর তাহা সরের মত

বসিল। তুলিতেই লাগিল, সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত। তারপর স্থির হইল (বন্ধ করিল)।

তারপর ঠাকুর মই দেওয়াইয়া মাটী ঠিক করিলেন। মই দিতে দিতে মাটী আটকাইয়া স্তূপ হইল, তাহাই পর্ব্বত হইয়া গেল। মাটি তোলা শেষ হইলে এবং সমতল হইবার পর, যে ফেনা জলে ভাসিতে ছিল তাহাতে আটকাইল এবং ঐ ফেনার উপরে ঠাকুর বেনা বীজ বুনিলেন তাহাতে বেনা গাছ প্রথম জন্মাইল। তাহার পর দূর্ব্বাঘাস বীজ বুনিলেন; উহার পশ্চাতে করম গাছ, উহার পরে তোপে সরজম (এক প্রকার শাল গাছ), আসন, মহুয়া এবং উহার পরে সর্ব্বপ্রকার গাছ।

পৃথিবী শক্ত হইল। যেখানে যেখানে জল রহিল সেখানে সেখানে চাপড়া বসাইলেন এবং যে সব স্থান দিয়া (ছিদ্র দিয়া) জল বাহির হইতেছিল সেখানে সেখানে পাথরের চাটানী (বড় চাপ) বসাইয়া বন্ধ করিলেন।

তারপর বেনা ঝোপে ঐ পাখী দুইটি বাসা বাঁধিয়া দুইটি ডিম পাড়িল। স্ত্রীটি তা দেয় ও পুরুষটি খাদ্য সংগ্রহ করে। ঐরূপ করিতে করিতে বাচ্চা ফুটাইল: ওমা, দুটি মনুষ্য সন্তান জন্মাল, একটি ছেলে একটি মেয়ে! তারপর তারা (পাখী দুটি) গেয়েছিল।

Hae hae, Jalapurire
Hae Hae nukiu manewa
Hae Hae, busae akankin
Hae Hae nukin manewa
Hae Hae, tokare dohokin.
Hae Hae, do se laiaeben
Hae Hae, maran Thakur-Jiu
Hae Hae, busai akankin
Hae Hae, nukin manewa
Hae Hae, Tokare dohokin.

(হায় হায় দুঃখ দরিয়াতে
হায় হায় এই মানব শিশু
হায় হায় জনম নিল যে
হায় হায় এই মানব শিশু
হায় হায় কোথায় রাখিব।
হায় হায় বল গিয়া যাওরে
হায় হায় ঠাকুরজীউরে
হায় হায় জনম নিল যে,
হায় হায় এই মানব শিশু
হায় হায় কোথায় রাখিব।)

তারপর তাহারা ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিল: কিরূপে শিশু দুটীকে পালন করিব? ঠাকুর তাহাদিগকে তুলা দিলেন এবং বলিলেন: যে যে জিনিস তোমরা খাইবে, তাহার রস নিংড়াইয়া তুলাতে ভিজাইবে এবং তাহাই মুখে চুষিতে দিবে। ঐ চুষি খাইয়া তাহারা বাড়িল। তাহারা বাড়িতে বাড়িতে পাখীর বাসায় স্থান সংকুলান হয় না, বাড়িলে পর তাহাদের কোথায় রাখিবে।

তখন ঠাকুরজীউর নিকট প্রার্থনা করিল এবং তিনি তাহাদিগকে বলিলেন: যাও উড়িয়া গিয়া একটা থাকিবার স্থান তোমরা সন্ধান করিয়া আইস। সূর্য্যাস্তের দিকে তাহারা উড়িয়া গেল। তাহারা হিহিড়ী পিপিড়ী দ্বীপের সন্ধান পাইল। ফিরিয়া আসিয়া তাহার কথা ঠাকুরকে বলিল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন: আচ্ছা সেখানে লইয়া যাও। অতঃপর পিঠে তুলিয়া তাহাদের লইয়া গেল। তাহারা রাখিয়া আসিল। হাঁস হাঁসীল লুকাইল, সে সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদিগকে কিছু বলিয়া যান নাই, সেই জন্য আমরা জানি না।

সেই মানব দুইটীর নাম "হাড়াম" এবং "আয়ো"। কেহ কেহ বলেন "পিলচু হাড়াম" (পিলচুবুড়া) এবং "পিলচুবুঢ়ি" (পিলচুবুড়ি)। সেই হিহিড়ী পিপিড়ী দ্বীপে তাঁহারা সুস্তুবুকুচ্ ঘাস (এক প্রকার ঘাস) ও শ্যামা ঘাসের বীজ খাইয়া বাড়িলেন। তাঁহাদের বস্ত্র ছিল না, উলঙ্গ ছিলেন, তবুও লজ্জা ছিলনা এবং গভীর প্রীতিতে ছিলেন। একদিন লিটা তাঁহাদের নিকট আসিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন: কোথায় গেলে নাতিরা, কেমন আছ? আমি তোমাদের দাদু, দেখতে এসেছি তোমাদের। দেখছি, ভালই আছ, কিন্তু একটা গভীর রসের সন্ধান পাও নাই। যাও হাঁড়িয়া রাখ, বেজায় মিষ্টি। তারপর বাখর তৈরী করিতে শিখাইলেন। তিন জনেই জঙ্গলে গেলেন। লিটা তাঁহাদিগকে শিকড় দেখাইয়া দিলেন। তাহারা তাড়িয়া আনিলেন। আনিবার পর লিটা পিলচুবুড়িকে বলিলেন: তুমি চাল ভিজাও। ভিজাইলেন, ভিজাইয়া গুঁড়ি তৈরী করিলেন, শিকড় কুটিলেন, নিংড়াইলেন এবং শিকড়ের (ঔষধের) জলে গুঁড়ি মাখিলেন। একসাথে মাখাইয়া গুলি (বড়ি) তৈরী করিলেন, বড়ি (গুলি) তৈরী করিয়া একটা ঝুড়িতে খড় সহ রাখিলেন, লুকাইয়া লুকাইয়া রাখিলেন। প্রভাত হইলে যে সময়ে গুলি তৈরী হইয়াছিল সেই সময়ে ঢাকনা খুলিয়া খড় ফেলিয়া দিলেন এবং কুলায় মেলিয়া দিলেন। মেলিবার পর শুকনো হইলে রাখিয়া দিলেন। তারপর সেই সুস্তুবুকুচ্ ঘাস এবং শ্যামা ঘাসের শীষ সংগ্রহ করিয়া আনিলেন, চাউল রান্না হইল, রান্না করিবার পর ঠাণ্ডা করিয়া লইলেন, ঠাণ্ডা হইলে তাহাতে ঔষধ (বাখর) মাখাইলেন, তারপর এক জায়গায় জড়ো করিয়া পাতায় পুঁটুলী বাঁধিলেন এবং রাখিয়া দিলেন। পাঁচ দিন হইলে পচিল (তৈরী হইল) সন্ধ্যাবেলা তাহাতে জল দেওয়া হইল। তারপর লিটা বলিলেন: এস এখন মারাংবুরুকে প্রথমে ভোগ দিয়া তোমরা খাও। আমি কাল আবার দেখিতে আসিব। অতঃপর তাঁহারা তিনটী পাতার বাটী প্রস্তুত করিলেন। বাটী প্রস্তুত

করিয়া তাহা (হাঁড়িয়ার রস) ভর্ত্তি করিলেন, ভর্ত্তি করিয়া একটী মারাংবুরুর নামে পূজা (ঢালিলেন) করিলেন তারপর নিজেরা পান করিলেন। পান করিবার সময় ঠাট্টা তামাসা আরম্ভ করিলেন। হাসিতামাসা করিতে করিতে হাঁড়িয়া পান করিয়া শেষ করিলেন ও ভীষণ মাতাল হইলেন। রাত্রি হইল, একত্র শয়ন করিলেন।

প্রভাত হইলে লিটা আসিলেন তাহাদের ডাকিলেন : কি নাতিরা উঠেছ না কি? তোমরা বাহিরে এস। তাঁহারা চেতনা ফিরিয়া আসিলে পর উলঙ্গ আছেন জানিতে পারিয়া লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন, সেই জন্য উত্তর দিলেন : ও দাদু! কি করে বেরোতে পারব, আমাদের ভীষণ লজ্জা পাচ্ছে : নেংটা নেংটা (উলঙ্গ) আছি, গত রাত্রে হাঁড়িয়া খেয়ে মাতাল হ'য়ে কি যেন খারাপ (অন্যায়) কাজ করেছি।

তখন লিটা বলিলেন : ও কিছু না। তারপর মুচকি মুচকি হাঁসিয়া চলিয়া গেলেন। সেই পিলচু হাড়াম (বুড়া) পিলচু বুটী (বুড়ী) লজ্জা নিবারণের জন্য বটের পাতা পরিধান করিলেন। তারপর সন্তানসন্ততি হইল, সাত ছেলে সাত মেয়ে। বড় ছেলের নাম সাণ্ড্রা, তার ছোট সান্ধম, তার ছোট চারে; তার ছোট হচ্ছে মানে আর সব চেয়ে ছোটটা হচ্ছে আচারে দেলঙ্গু। বড় মেয়ে হচ্ছে ছিতা, পরে হচ্ছে কাপু, ওর পরে হচ্ছে হিসি, আর একজন হচ্ছে ডুমনী। বাকী অন্য সকলের নাম আমরা ভুলে গেছি।

তারপর থাকিল, থাকিয়া বড়সড় হইল। বুড়াও ছেলেদের সঙ্গে একদিকে শিকারে যান, বুড়িও মেয়েদের সঙ্গে অন্য দিকে শাক পাতা সংগ্রহ করিতে যান, এবং সন্ধ্যা হইলে পর বাড়ীতে একত্র হন। একদিন ছেলেরা একলাই খাণ্ডেরায় বনে শিকারে গিয়েছিল আর মেয়েরাও একলাই সুঁড়ুকুচ্ বনে শাক তুলতে গিয়েছিল। তুলে পরিশ্রান্ত হয়ে (মেয়েরা) চাপাকিয়া বট গাছের নীচে বেরিয়ে এল, তারপর বটের ঝুরিতে দোল দোল খেলিতেছিল, তারপর ডাহার নাচ্ (এক প্রকার নাচ) আরম্ভ করে। তারপর গাহিল।

Muc'ko, muc'ko doko dungut' dungudok' nayo
Chapakia bare latar darreko dungut' dungudok.

(পিপিলিকা ২ করে কিলবিল মাগো
চাপাকিয়া বটের নীচ ডালে করে কিলবিল।)

ছেলেরা শিকারে ক্লান্ত হয়ে জঙ্গল হইতে একটী "বইবিন্দি হরিণ" আনিতেছিল। মেয়েদের গান শুনিয়া বলিল : হেঁ রে, কারা গান গাইছে? তারপর হরিণটাকে ফেলিয়া আসিল আর মেয়েদের কাছে গিয়া তাহাদের সহিত নাচিতে আরম্ভ করিল। নাচিতে নাচিতে ভালবাসার সঞ্চার হইল (প্রেমে পড়িল)।

বড় ছেলে বড় মেয়েকে ও ছোট ছেলে ছোট মেয়েকে বাছিয়া লইল, ঐরূপ সকলেই লইল। তারপর বড় ছেলে আর বড় মেয়ে হরিণ দেখিতে গেল। তখন বাকী সকলে গান গাহিল :—

Bare latar latarte jel hopon
Nayo, nel gode boi buidijel hopon

(বট গাছের নীচ দিয়া হরিণ শিশু,
দেখিতে যায়, বইবিন্দি হরিণ শিশু।)

তারপর নিজেনিজেই তাহারা জুড়ি হইল। তাহা বুঝিতে পারিয়া বুড়াবুড়ি বলিলেন, এদের মধ্যে ভালবাসা হইয়াছে তাহাদের বিবাহ দিব। তারপর একটী ঘর তৈরী করিলেন, তাহাতে সাতটী কুঠরী করিলেন, কুঠরী তৈরী হইলে হাঁড়িয়া রাখিলেন, রাখিবার পর প্রত্যেকে খাইল। খাওয়া হইলে পর বুড়াবুড়ি ঐ সাত কুঠরীতে প্রত্যেক কুঠরীতে এক জোড়া করিয়া রাখিলেন। বড় ছেলে বড় মেয়ের সঙ্গে এবং ছোট ছেলের সঙ্গে ছোট মেয়ে, এইরূপ সকলকেই। ঐরূপে তাহাদের বিবাহ হইল।

তাহার পর সকলের সন্তানসন্ততি হইল। বাড়িতে লাগিল। তখন বুড়াবুড়ি বলিলেন : যখন কেহ ছিল না আমরাই প্রণয়ে মিলিত হইয়া সাতটী ছেলে, সাতটী মেয়ের জন্ম দিয়া বংশ বৃদ্ধি করিলাম, এবং এই ছেলে মেয়েদের ও ভাই ভগ্নীতে বিবাহ দিলাম, কিন্তু ইহাদিগের পারিশ করিব (জাতি, গোত্র ভাগ করিয়া দিব), ভাই ভগ্নীতে যেন বিবাহ না হয়। তারপর তাহাদের পারিশ (জাতি গোত্র) ভাগ করিলেন। বড় ছেলেকে হাঁসদা, তার পরেরটাকে মুর্ম্মু, তার পরেরটাকে কিস্কু, তার পরেরটাকে হেম্‌ব্রম্, তার পরেরটাকে মার্ডি, তার পরেরটা সরেন এবং তার পরেরটাকে টুডু। তারপর তাহাদিগকে বলিলেন :—

বিবাহে এইরূপ ভাবে আবদ্ধ হইবে, একই পারিশে (গোত্রে) কখনও বিবাহ দিবেনা। কন্যা যে কোন গোত্রের ছেলে হইতে পৃথক। তারপর বাস করিতে লাগিল। বাস করিতে করিতে বহুদিন হইল এবং সংখ্যা বহু বৃদ্ধি পাইল।

তখন তাঁহারা খজখামানে (দেশে) চলিয়া গেলেন। সেখানে থাকিতে থাকিতে মানবগণ অত্যন্ত খারাপ হইল। গরু মহিষের মত হইল, কেহ কাহাকে গ্রাহ্য করিলনা। সেই সব দেখিয়া ঠাকুর অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন এবং মানুষ ধ্বংস করিবেন স্থির করিলেন, যদি তাহারা তাঁহার কাছে ফিরিয়া না আসে। তারপর (তাহাদের) ডাকিয়া পাঠাইলেন : এস মানবগণ আমার নিকট ফিরিয়া আইস। কিন্তু তাহারা কর্ণপাত করিল না। সেই জন্য ঠাকুর, না জানি পিলচু হাড়াম এবং পিলচু বুড়ি, নামে এক ধার্ম্মিক দম্পতিকে (কেহ কেহ বলেন যে, পিলচু বুড়া ও পিলচু বুড়ী হিহিড়ী পিপীড়ীতেই মারা যান।) নিজের কাছে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন : মানবগণ আমার কথা

শুনিতেছেনা, সেই জন্য মারিয়া শেষ করিব (ধ্বংস করিব) তোমরা হারাতা পর্ব্বতের গুহায় প্রবেশ কর, সেখানে বাঁচিবে।

তাহারা ঠাকুরের কথা শুনিল। পর্ব্বতের গুহায় প্রবেশ করিল। তাহারা প্রবেশের পর, ঠাকুর সাত দিন সাত রাত্রি অগ্নি-জল (অগ্নি) (কোন কোন গুরু বলেন শুধু জল) আকাশ হইতে বর্ষণ করিয়া মানব এবং প্রাণী সকলকে এক এক করিয়া মারিলেন, শুধু হারাতা পর্ব্বত গুহায় যাহারা ছিল বাঁচিয়া অবশিষ্ট রহিল। তাহার সম্বন্ধে গায়:—

Eac sin eac ninda singel dage ho,
Eac sin' eac ninda jadam jadam ho
: : Toka reben Tehekana manewa
Tokareben Sorolen ?
Menak', menak' Harato ho,
Menak menak buru daudher ho
: : Orarelin Tahekana abin'n do
Onarelin' sorolen.

(সাত দিন সাত রাত্রি অগ্নি ঝরে,
সাত দিন সাত রাত্রি ঝম ঝম রবে
কোথা ছিলে মানওয়া
কোথায় লুকায়ে ?
আছে ২ হারাতা, আছে ২ পর্ব্বত গুহায়ে
সেইখানে ছিনু মোরা, সেইখানে লুকায়ে।)

তারপর বৃষ্টি থামিল, থামিবার পর ঐ দুইজন গুহা হইতে বাহির হইতেছে, তখন দেখিল একটী মহিষ পড়িয়া আছে। এইরূপে একটী গরু পাইল, উহা কাড়কে (একপ্রকার গাছ) গুঁড়িতে চাপা পড়িয়া আছে, তাহার একপাশ পুড়িয়া ছাল উঠিয়া গিয়াছে একপাশ ভাল আছে। গান আছে:—(প্রচলিত)

Hurume hurume ho, gai ma Kackelo,
Digire digire bindaren bitkil.

(গাই কাড়কের ধু ধু আগুনের নীচে পুড়িতেছে; আগুনের ঝলকে মহিষ পড়িল)

আরও বহু জানোয়ার পাইল। পর্ব্বত গুহা হইতে বাহির হইবার পর ঠাকুর তাহাদিগকে বস্ত্র দিলেন। হারাতা পর্ব্বতের নিচে তাহারা ঘর বাঁধিল, বসবাস করিল, সন্তানসন্ততি হইল। বহু লোক বাড়িল।

তখন হারাতা হইতে তাহারা সাসাংবেডা নামক বড় প্রান্তরে চলিয়া গেল। সেখানে বহুদিন বাস করিল। সেখানে জাতি বিভাগ হইল। আদি পারিস (পদবি গোত্র) অনুসারে বুড়া এবং বুড়ী পারিশ (পদবি, গোত্র) ভাগ করিলেন, যেমন হাঁসদার মুর্ম্মু কিস্কু হেম্ব্রম মার্ণ্ডি সরেন আর সরেন। ঐ সাবেক সাত খুঁট (পদবি) বাদে আরও পাঁচটী খুঁট করিল যথা বাস্কে, বেশ্‌রা, পাউরিয়া, চঁড়ে আর এক পারিশ হারাইয়া গিয়াছে, উহাদের নাম বডয়া। গান আছে:—

"হিহিড়ি পিপিড়ী রেবন জানাম লেন,
খজ খামান রেবন খজলেন,
হারাতা রেবন হারালেন,
সা সাং বেডারেবন জাতেনা হো।"
(হিহিড়ী পিপিড়ীতে জন্মে ছিলাম
খজ খামানে খোঁজ পড়েছিল
হারাতা (দেশে) বংশ বৃদ্ধি হয়েছিল
সাসাংবেডা (দেশে) জাতি ভাগ হয়েছিল।)

সাসাংবেডাতে পারিশ্‌ (পদবি গোত্র) ভাগ হইবার পর পূর্ব্ব পুরুষগণ জারপি দেশে চলিয়া আসেন। সেখানে বাস করিতে করিতে কোন কারণে থাকিতে পারিলেন না, সেই জন্যে জঙ্গলে জঙ্গলে আসিতেছিলেন (জঙ্গলের মধ্য দিয়া আসিতেছিলেন)। তারপর এক বিশাল পর্ব্বতের নিকট পৌছিলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইলেন পার হইবার পথ খুঁজিতে খুঁজিতে। না পাইয়া বলিলেন: এই পর্ব্বতের দেবতাই সব রাস্তা বন্ধ করিয়াছে। এস মানৎ (মান্‌সিক্) করি, যেমন করেই হোক রাস্তা যেন ছেড়ে দেন। তখন মানসিক্ (মানৎ) করিলেন; ও মারাংবুরু আমাদিগকে রাস্তা ছাড়িয়া দিলে, দেশ পাইয়া (পৌছাইয়া) পূজা করিব। আশ্চর্য, অল্প একটু পরেই সকাল বেলা (ভোর বেলা) পার হইবার পথ পাইলেন। আর দেখিলেন, প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য উদয় হইতেছে; তাহা না হইলে রাস্তার সন্ধান পাইতে পাইতে অনেক বেলা হইয়া যাইত: ঐ পারাপারের পথকে সিংদুয়ার নাম দিলেন। উহার সম্বন্ধে গান আছে:—

"জারপি দিশম খনাঃ ইঞ্‌দ
সিঞ্‌ দুয়ার, বাঁহে দুয়ার
দিশম হড়কো নোড়ং আকানা।"

(এ দেশের লোক জারপি দেশ হইতে সিংদুয়ার বাঁহে দুয়ার হইয়া আসিয়াছে।)

তারপর পার হইতেছেন কতদিন ধরিয়া। তারপর বাঁহে দুয়ার হইতে বাহির হইয়া "আয়রে" দেশ পাইলেন (আয়রে দেশে উপস্থিত হইলেন)। সেখানে বাস করিতে করিতে কাঁয়ডে দেশে চলিয়া গেলেন। "কাঁয়ডে" থাকিতে থাকিতে কি জন্য জানিনা চাত্র (চাই) দেশে আসিলেন। সেখানে দেশের লোক বহুদিন ছিল এবং বহু লোক বাড়িল। সেখানেও তাহারা টিকিয়া থাকিতে পারিলেন না সেই জন্য সপ্ত নদীর দেশ চাম্পাতে চলিয়া আসিলেন। দুইটী পথ ছিল, একটী হ'ল "চাত্রদুয়ার" আর একটী হলো "চাম্পাদুয়ার"।

চাম্পাতে বহু গড় (দুর্গ) তৈরী করিলেন, কোন প্রকারে শত্রু যেন হারাইতে (অধিকার) না পারে, একটী হ'ল খাইরি গড়, উহা হেম্ব্রম লোকদের গড় ছিল, আর একটি হল কঁয়ডা গড়, তাহা কিস্কু লোকদের ছিল, একটী হ'ল চাম্পা গড় তাহা মুরমুদের ছিল, একটী হ'ল বাদলী গড় তাহা মাণ্ডিদের ছিল, আর একটী হ'ল সিম গড়, তাহা টুডুদের ছিল। আরও অনেক গড় ছিল কিন্তু আমরা নাম ভুলিয়া গিয়াছি।

চাম্পাতে বহুদিন ছিলাম এবং সেখানে আমরা সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলাম। তখন আমরা কাহারও অধীন ছিলাম না। রাজা ছিলেন কিস্কু লোকেরা। মুর্মু্রা পূর্ব্বকাল হইতে আমাদের পূজারী ছিলেন, মুরমু ঠাকুর বলিতাম। সরেনেরা সৈনিক ছিলেন, লড়াই করিতেন। হেম্ব্রমেরা জায়গীরদার, মাণ্ডিরা ধনী ছিলেন এবং টুডুরা নাগরা মাদল বাজাইতেন এবং লোহালক্কড়ের সব রকম মিস্ত্রির কাজ করিতেন। বাস্কেরা ব্যবসাবাণিজ্য করিতেন। বাকী অন্যান্য পারিসের লোকেরা কি কাজ করিতেন, আমাদের স্মরণ নাই।

চাম্পাতে আসিয়া মারাংবুরু, মঁড়েকো, তুরুইক এবং জাহের এরা গ্রামের প্রান্তে জাহির স্থানে (পূজার স্থান) স্থাপিত করিয়া পূজা করিলেন। সিঞ্‌বঙ্গাকে (সূর্য্য দেবকে) পাঁচ বৎসর অন্তর সূর্য্যোদয়ের সময় পূজা দেওয়া হয়। পূর্ব্বপুরুষগণ বলিয়াছেন, জানা যায়, পুরাকালে রাম রাজা থাকিবার সময় সমস্ত দেরওয়াল (আদিম) লোক তাঁহার সঙ্গে লঙ্কায় গিয়া রাবণ রাজাকে পরাজিত করিবার জন্য যোগ দিয়াছিলেন, সেই জন্য বহুদিন পর্য্যন্ত দেকোদের (হিন্দুদের) সহিত কোন লড়াই ছিলনা। তাঁহারা ফাঁকা অঞ্চলে থাকিতেন আমরা পাহাড় জঙ্গলে থাকিতাম। কিন্তু পরে দেকোদের (হিন্দু) সহিত অনেক লড়াই হইল; তাঁহাদের সহিত আজ পর্য্যন্ত মিল (সুখ) নাই। আমরা কোন জায়গা পরিষ্কার করিলে দেকোরা (হিন্দু) আসিয়া কাড়িয়া লয়। তবুও বর্ত্তমানে সাহেবেরা তাহাদের সাহায্য না করিলে গঙ্গার পরপারে তাড়াইয়া দিতাম। বিদ্রোহের সময় গঙ্গাকে সীমানা করিব ঠিক করিয়া ছিলাম, তারপর সাহেবরা সাহায্য করে। পূর্ব্বে গঙ্গার এপার ওপার আমাদের দখল ছিল।

গান আছে :—

গাং নাই দ পেরেচ্‌এনা
সড়া নাই দ চড়াংএনা
দো জা মিরু, রুয়াড়মে।
(গঙ্গা নদীতে নামিল বন্যা
সুড়া নদী হইল উতলা
যাও মম প্রিয়তম ফিরিয়া।)
চেলে ঞেলতেইঞ্‌ বুয়াড়া
গাতেঞ রেগে ডিউয়িঞাঃ
সাঙ্গাঞ্‌ রেগে সাতাহে-দেঞাঃ
(কাহারে দিখিয়া ফিরিব
বন্ধু, তোমাতেই মম প্রাণ
বন্ধু, তোমাতেই রহে শ্বাস্‌।)
নাজিঞ্‌ নামার গঁসায় হো
গাং নাইদ সেকেচ্‌ সবচ্‌
গাজিঞ নামার গঁসায় হো
সুড়া নাই দ দোরো বেটোলো।
নাজিঞ্‌ নামার গঁসায় হো
তেঞালাং সুতাম্‌ গানারী ;
নাজিঞ্‌ নামার গঁসায় হো
গালাং আলাং রা'কী জানালম্‌।
নাজিঞ নামার গঁসায় হো
ঝালিয়ালাং সোলে নিচাঃ ;
নাজিঞ নামার গঁসায় হো
গারিয়ালাং বালে মাঙ্গোরী।

(দিদি গঙ্গা নদীতে জল ছলছল, সুড়া নদী কানায়কানায় পূর্ণ। দিদি সুতা দিয়ে চাঁকী জাল বুনিব। দিদি তৈরী ক'রব রা'কী (রঙ্গীন) জাল। দিদি গলদা চিংড়ি ধরিব দিদি বাচা মাঙ্গাড়।)

আমরা চাম্পাতে হিন্দুদের সহিত লড়াইয়ে'হেরে গিয়েছিলাম ; (তাঁহারা) চাম্পা দুর্গ দখল করিয়াছিলেন। তারপর আমরা জয়লাভ করি—আমাদের দুর্গ পুনরায় দখল করি। সেই সময়ে হিন্দু ভ্রাতৃদ্বয় তাহাদের ভগিনীর সহিত কথোপকথন করিয়াছিলেন—

দাদারে ইন্দান 'সিং মাদান সি'
দাদারে ছুটলেম্‌' চাম্পা কাগাড়,
বহিনগে না কান্দো, না পিজো,
বহিনগে হাতে কা শাকা বির্চ ;
বহিনগে কানেকা সোনা বির্চ,
বহিনগে তাওহনা লেবো চাম্পা কাগাড়।

আমরা নিজেরাও কাটাকাটি হইয়া মরিতেছিলাম। গান আছে।

বেরেৎ, বেরেৎ, বেরেৎ মেসে গাতেঞ্‌ হো
চিরগাল চিরগাল চিরগাল মেসে ; গাতেঞ্‌ হো
কোয়েডাকো মাপাঃ গপচ্‌ কান।

(বন্ধু ওঠ, বন্ধু জাগো ; কোয়ডাগণ (কোয়েডাবাসীগণ) পরস্পর হানাহানি (কাটাকাটি) [লড়াই] করিতেছে।)

"বেরেৎ, বেরেৎ, বেরেৎ মেসে গাতেঞ হো,
চিরগাল চিরগাল মেসে গাতেঞ হো
বাদোলিকো ঞেপেৎ গপচ্‌ কান।"

ওঠ বন্ধু, জাগো বাদোলীগণ তীর মারামারি করিয়া মরিতেছে (তীর দ্বারা পরস্পর লড়াই করিতেছে)।

চেতে লাগিৎ মাপাঃ কানা গাতেঞ্ হো
চেতে লাগিৎ গপচ্ কানা গাতেঞ্ হো
চেতে লাগিৎ মাপাঃ—গপচ্ কান।
সিমালাগিৎ মাপাঃ কানা গাতেঞ্ হো
ডাণ্ডি লাগিৎ গপচ্ কানা গাতেঞ হো,
ডাণ্ডি লাগিৎ ঞেপেৎ গপচ্ কান।

(কিসের জন্য তাহারা মারামারি কাটাকাটি করিতেছে বন্ধু? তাহারা সীমানা রেখা লইয়া মারামারি কাটাকাটি করিতেছে।)

চাম্পা পর্য্যন্ত আমরা এবং মুণ্ডাগণ ; বনমানুষগণ, কুঁড়বী (কুর্ম্মি) ও অন্যান্য সকলে খেরওয়াল নামে পরিচিত (অভিহিত) হইতে-ছিলাম। বনমানুষেরা কোন কারণে হনুমান (বানর) খাওয়ার জন্য জাতিচ্যুত হয়, মুণ্ডাগণ ঐ স্থান হইতেই আলাদা হন এবং কুর্ম্মিগণ ধীরে ধীরে হিন্দু হইয়া যান। কিছু খেরওয়ালেরা ঐ হিন্দু সিংদের সহিত লেনদেন খানাপিনা করায় তাহাদের বংশধরগণ সিংহ হইল। আজ পর্য্যন্ত ঐ সিংহেরা পুরাতন দেশে রাজা আছেন। বনমানুষদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক সিংহ হইল। তাহাদের মধ্যেও আজ পর্য্যন্ত কেহ কেহ রাজা আছেন পুরাতন দেশে। পূর্ব্বকালে, যেমন, একজন সিং কিন্তু রাজার মেয়ের সহিত অবৈধ প্রণয় করায় ঐ মেয়ে জঙ্গলে একটা অবৈধ সন্তান প্রসব করে। মাণ্ডি ধনীগণ ঐ ছেলেটাকে কুড়াইয়া আনে। তাহাদের নিকট ছেলেটা বড় হইল এবং মান্দো সিং নাম দিলেন। ঐ ছেলেটা বড় হইয়া মস্ত বড় বীর হইলেন, বুদ্ধিতে কিম্বা যুদ্ধে তাহার সহিত কেহ পারিত না। কিন্তু রাজার নিকট দেওয়ান হইলেন। একদিন রাজাকে বলিলেন—আমার বিবাহ দেন। রাজা দেশের পাঁচ জনকে ডাকিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কেহই বিবাহ দিল না ঐ জারজকে।

তাহাতে মান্দো সিং অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল, বলিল—আমাকে মেয়ে যদি না দাও আমি এক এক করিয়া সিন্দুর ঘষিয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া দিব। দেশের লোক তাহা শুনিয়া অত্যন্ত ভয় পাইল, বলিল--চল পলাইয়া যাই। সেই সময় বহু লোক পলাইয়া গিয়াছিল, শুধু কিছু লোক রহিল সম্পত্তির লোভে।

কিছু লোক বলে, যে তুড়ুকদের (মুসলমানদের) আত্মীয় ছিল ঐ মান্দো সিং, না কোন সিং। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সঙ্গে এত লড়াই করিয়াছিল যে,(তীরে) শরনিক্ষেপে সূর্য্য ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল এবং সূর্য্যোদয়ে পুনরায় আলো হইলে, সেই তুড়ুকগণ রাগিয়া গিয়া বলিল--কে আসছেরে আমাদের চেয়েও বড় বীর চল কাটব। তার পর তাহাতে পৌছাইবার জন্য পরস্পরের কাঁধে উঠিতেছিল ; কিন্তু সে তাহাদিগকে লাথি মারিয়া "দাদ দুদ" (দুড় দাড়) ফেলিয়া দিল। তখন হইতে তুড়ুকদের মাথায় চুল নাই, শুধু দাড়ি আছে। সমস্ত জাত হইতে তুড়ুক জাতকে রাগ ও ঘৃণা করি।

চাম্পা হইতে তড়েপুখুরী বাহাবাদেলেতে পূর্ব্বপুরুষগণ চলিয়া গেলেন। সেখানে বহুদিন ছিলেন। কি প্রকারে জানিনা হিন্দুরা আসিয়া "টাণ্ডি দেশে" (সমতল অঞ্চলে) প্রবেশ করিল। তখন দেশের লোক একত্রিত হইল, তোপে শাল, লাবাড় আসন, বাঁকা মহুয়া গাছের নীচে, পদ্মপাতা বিছাইয়া এবং "কেরে" কূয়াঁর জল খাইয়া খাইয়া বারবৎসর না বারদিন আচারবিচার করিলেন যে, আজ থেকে নপ্তা, নামকরণ, বিবাহ, নির্খোজ, মৃত্যুর দিনে এই রকম ভাবেই মালিকরিব মামলাকরিব (একত্রিত হইব)। সেইখানে পিতৃপুরুষগণ পূর্ব্বপুরুষদের নিয়ম কানুন কি প্রকারে যেন বদলাইলেন। হিন্দুদের সহিত অনেকটা মিশিয়া গেল। পুরাকালে পূর্ব্বপুরুষগণ মৃতদেহ পোড়াইতেন না। নদীতেও লইয়া যাইতেন না (গঙ্গায় অস্থি দিতেন না) পুঁতিয়া দিতেন। বিবাহে বউদের মাথায় (কনের মাথায়) সিন্দুর দিতেন না ; সেই সমস্ত হিন্দুদের কাছে শিখিয়াছি।

তারপর সেখান হইতে উঠিয়া তড়েপুখুরী বাহাবাদেলার মাঝে মাঝে, আইল দিয়ে, নায়ে পদ্মপাতা দিয়ে, উঠল গিয়ে "ইচাঃ গাছের" তলায় পুরুষেরা ; আর মেয়েরা উঠল মহুয়া গাছের নীচে। তারপর দেখলেন চামড়াও ভিজে নাই (জলে পা ভিজে নাই) পদ্মপাতাও ভাঙ্গে নাই. সেই জন্য বলিলেন ; ভালই বিচার করেছি, এই আচার এই বিচার যেন থাকে সম্মানের সহিত যুগে যুগে। সেখানে বহু কাল রহিলেন।

তারপর সেখান হইতেও পলাইলেন কি জন্য যে, কেহ বলেন তুড়ুকদের ভয়ে। চলিতে চলিতে "বারি বাড়ওয়া" জঙ্গল পাইলেন। সেখানে কেহ আগে যাইতে স্বীকার করিলেন না, সেই জন্য বলিলেন, কেও আগে যাইব না, পাশাপাশি যাইব তারপর জঙ্গল পার হইবেন। জনাজসপুর মাঠে বাহির হইয়া একত্র হইলেন, তারপর পরস্পরের খোঁজ লইলেন ; সকলেই পেরিয়ে এসেছি কিনা? সেখানেও কিছুদিন রহিলেন, কোন রকমেও থাকিতে পারিলেন না ; এইরূপে খাসপাল বেলাওঁযাতে গেলেন। ওখানে থাকিতে থাকিতে যেখানে সেখানে চলিয়া গেলেন, কেহ শিরে (শির দেশে) কেহ শিকারে (শিকার দেশে) আর কেহ বা নাগপুরে। তখন হইতে হিন্দুদের অত্যন্ত অধীনে আছি। কেবল যে সকল খেরওয়াড় এবং বনমানুষ হিন্দুদের সহিত লটঘট করিয়াছিল তাহাদের রাগও আছে, আমাদের খেরওয়ার নাম লোপ হয় কি প্রকারে জানিনা। কেহ বলেন, শিকার দেশের ওপারে সাঁত দেশে অনেক দিন ছিলাম বলিয়া সাঁওতাল করা হইয়াছে।

শিকার রাজার সমস্ত জঙ্গল পরিষ্কার করিলাম এবং তাঁহার

অধীনে কিছু লোক বহু গ্রামের মালিক ছিলাম। কিন্তু সেখান হইতেও হিন্দুরা আমাদিগকে তাড়াইলেন এবং আমাদের জমি জায়গা অধিকার করিলেন। শিকার দেশের রাজার নিকট হইতে ছাতা পরব শিখিলাম। শিকার হইতে টুণ্ডিতে (টুণ্ডিদেশে) কিছু লোক চলিয়া আসিলাম, কোথায় থাকিব তাহার স্থান নাই। বৃদ্ধেরা বলিলেন অজয় নদী পার হইব না আর যাহারা পার হইবে, তাহাদের পেটের ছেলেকে পর্য্যন্ত চিমিটী কাটিয়া দিবে; কারণ ওখানটা তুড়ুক দেশ— ভণ্ড দেশ। কিন্তু পেটের দায়ে এসেছি। পূর্ব্বপুরুষদের কথা মানিলাম না। তারপর দিনে দিনে সাঁওতাল পরগণায় চলিয়া আসিলাম। গুটিপোকার মত চলিয়া আসিয়াছি (গুটি-গুটি আসিয়াছি), আছিও। আর একদিন আরও কোথাও চলিয়া যাইব। কিছু লোক রাজমহল পেরিয়ে গঙ্গার ওপারে চলিয়া গিয়াছে। কি কারণে যে ভগবান এইরূপ আমাদিগকে শাস্তি দিলেন।

২। নপ্তা

Chatiar (নপ্তা) নামকরণ

Janam Chatiar (জন্মনপ্তা) : ছেলেরা পিতার গোত্রই (বংশ পরিচয়ই) প্রাপ্ত হয় মায়ের নহে। কোন গ্রামে ছেলে জন্মাইলে, সেই গ্রাম ছুঁত (অশুচি) হয়, সেই জন্য ছুঁত শেষ না হইলে পূজা হয় না। আর যাহার ঘরে ছেলে হইল, সেই ঘর অশুচি হয়, সেইজন্য ছুঁত না শেষ হওয়া পর্য্যন্ত গ্রামের কেহ সেই বাড়ীতে খায় না।

বেটাছেলে জন্মিলে পাঁচ দিনে, (নখ চুল দাড়ি) কামান হয় এবং মেয়েছেলে হইলে তিন দিনে কামান হয়। নপ্তার দিনে সমস্ত গরীব দুঃখীদিগকে ছেলের বাবা দাড়ি কামাইবার জন্য ডাকেন। তারপর তার ঘরে সকলে জমায়েৎ হয়, জমায়েৎ হইলে একজন নাপিত (যে কামাইবে) ঠিক করা হয়। সে পুরোহিতকে প্রথমে ক্ষৌরী করিবে। এইরূপে ছোট পুরোহিত, মাঝি (গ্রামের মাতব্বর) জগ মাঝি (ছোট মাঝি) পারানিক, ছের্স পারানিক ও গোড়েৎ এবং গ্রামের অন্য সকলকে শেষকালে ছেলের পিতাকে।

তারপর নাপিত বাচ্চা ছেলেটীকে চাহিবে। তারপর ধাই বুড়ী বাচ্চাটীকে কোলে করিয়া দরজার নিকট লইয়া আসিবে। দুইটী পাতার খলা (বাটী) সহ, একটী পাতার বাটীতে জল আর একটী বাটী চুল রাখিবার জন্য। তারপর নাপিত ছেলেটীকে ক্ষৌরী করিবে, কামাইবার পর ধাইবুড়ি ঐ চুল বাটীতে রাখিবে; তারপর যে তীরে ছেলে হইবার পর নাই (নাভি) কাটা হইয়াছিল সেই তীরে দুইটী সুতা জড়াইবে। তারপর ছেলের বাবা ভাউটীচে (পাতার খলাতে) তৈল লইবে এবং গ্রামের পুরুষলোকদের স্নান করিতে লইয়া যাইবে পুকুরঘাটে। তাহারা স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলে ধাইবুড়ি তেলহলুদ এবং সুতার দ্বারা বাঁধা তীরটী লইয়া গ্রামের মেয়েলোকদের সঙ্গে লইয়া যাইবে পুকুরঘাটে; স্নান করিতে চলিয়া গেল। জলের ঘাটে ধাইবুড়ি একটী সুতা বাচ্চাটীর চুল সহ বাঁধিয়া ভাসাইয়া দেয়, ঘাটে পাঁচটীপ সিন্দুর (ফেলিয়া) দিয়া। তাহাকে ঘাটকেনা বলে। দ্বিতীয় সুতা এবং তীর ধুইয়া বাড়ী লইয়া আসে সকলে স্নান করিবার পর। ঘরে ফিরিয়া ধাইবুড়ি ঐ বাকী সুতা হলুদে ডুবাইবে এবং তাহা বাচ্চাটীর কোমরে জড়াইবে। তারপর ছেলের মা ছেলেটীকে কোলে লইয়া ছাঁচার নীচে বসিবে; তারপর আসন গাছের পাতা সহ কোলে লইবে।

তারপর ধাইবুড়ি ছাঁচার নীচে গোবর জল গুলিবে, তারপর গোবর জল ছেলের মায়ের গায়ে ফেলিবে, আর বাঁম হাতে গোবর জল লইয়া মাথায় লইবে ও গণ্ডুষ করিবে। তারপর ছেলের মা ঘরে প্রবেশ করিবে, প্রবেশ করিয়া খাটে ছেলেকে শোয়াইয়া রাখিবে। তারপর ধাইবুড়ি তিনটী পাতার খলাতে (বাটীতে) চাউল গুড়ি গুলিবে, আর ঐ এক খলা (বাটী) গুঁড়ি জল খাটের চার পায়াতে ছিটাইয়া দিবে, তারপর খলাটী (বাটীটী) ফেলিয়া দিবে। এইরূপে আর এক বাটী গুঁড়িজল প্রথমে নায়কে (পুরোহিত) তাহার পর কুড়াম নায়কে (ছোট পুরোহিত) তারপর মাঝি (মাতব্বর প্রধান) তারপর পারানিক, জগমাঝি, জগপারানিক এবং গোড়েৎএর বুকে ছিটাইয়া দিবে, আর তাহাদের পর গ্রামের সমস্ত পুরুষ মানুষের বুকে ছিটাইয়া দিবে।

তারপর বাকী গুঁড়িজল বাটী প্রথমে নায়কে (এরা পুরোহিতের স্ত্রী) কুডায় নায়কে (এরা ছোট পুরোহিতের স্ত্রী) তারপর মাঝির স্ত্রী, তারপর পারানিকের স্ত্রী, তারপর জগমাতব্বর স্ত্রী, তারপর জগপারানিকের স্ত্রী তারপর গোড়েতের স্ত্রী তাদের পর গ্রামের অন্যান্য স্ত্রীলোকের বুকে ছিটাইয়া দেয়। তখন ঘরে স্বামীস্ত্রীতে পরামর্শ হয় কাহার নাম রাখা হইবে? তারপর বলিবে, বেটাছেলে হলে বাবার নাম রাখিব আর মেয়েছেলে হলে বলিবে মায়ের নাম রাখিব। প্রথম পুত্র জন্মালে, তার বাবার বাবাএর নাম (ঠাকুর্দ্দার) পাইবে আর প্রথম মেয়ে তার বাবার মাএর নাম (ঠাকুমার) পাইবে। দ্বিতীয় জন্মান বেটাছেলে তার মায়ের বাবাএর নাম পাইবে আর দ্বিতীয় জন্মান মেয়েছেলে তার মায়ের মাএর নাম পাইবে। তারপর জন্মাইলে কাকা, কাকীমা, মামা, মামীমা-এর নাম পাইবে।

তারপর ধাইবুড়ি উঠানে বাহির হইয়া আসিবে, আর নাম বলিয়া সকলকে প্রণাম করিবে, বলিবে—আজ হইতে এই নামেই ডাকিবে শিকারে কাজেকর্ম্মে, বেটাছেলে হ'লে। আর মেয়ে হ'লে 'আয় লো জল আনতে যাবি'।

তারপর পাতার বাটীতে করিয়া নিম-ভাত (তেতো ভাত)

উঠানে বাহির করিবে। প্রথমে নায়কে, কুডাম নায়কে, মাঝি, পারানিক, জগমাঝি, জগপারানিক আর গোড়েৎকে দেওয়া হয়। এইরূপে গ্রামের সমস্ত পুরুষমানুষদের দেওয়া হয়। আর সেইরূপ নায়কে এরাকে দিয়া সমস্ত মেয়েদের দেওয়া হয়। তারপর ছুঁত শেষ হইল, আর ছেলেটাকে (জাতির মধ্যে লওয়া হইল)। আত্মীয় কুটুম্বর মধ্যে স্থান পাইল। পাঁচ দিন পরে ধাইবুড়ি এবং নাপিত একলাই ছেলেটাকে পুনরায় কামাইবে। ঐখানেই শেষ।

ধাইবুড়ির পাওনা হ'ল এই :—ছেলে হ'লে তিন হাত কাপড় আর এক ঝুড়ি ধান আর নাড়ি কাটার জন্য একটী বালা পাইবে। আর মেয়েছেলে হইলে তিন হাত কাপড় দুই মুলি ধান আর নাড়ি কাটার জন্য একটী বালা পাইবে।

৩। "অবিবাহিত অবস্থায় সন্তান হইলে।"

Gidra begar baplateye janamlenkhanre

কোন মেয়ের অবিবাহিত অবস্থায় ছেলে হইলে, তাহার বাবা ভাই গ্রামের প্রধান (মাঝি) ও পারানিকের কাছে গিয়া বলে (জানায়)। তাহারা গ্রামের লোকদের জড় করে (সভার মত করে)। একত্রিত হইয়া মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে, ছেলের বাবা কে? তারপর ঐ মেয়ে যাহার নাম বলিবে গ্রামের লোক তাহাকেই ধরিবে, এবং সে না বলিলেও তাহার কথা চলিবে না। যদি সে প্রমাণ করিতে পারে আরও অন্য ছোকরা আছে, তাহা হইলে ছেলে (জারজ) অবৈধ উপায়ে জন্মিয়াছে। শুধু একজন মাত্র দোষী হইলে, মেয়েকে লইতে বাধ্য হইবে। কিন্তু দুই তিন জন প্রমাণ হইলে টাকা দিতে হইবে এবং জগমাঝির (প্রধানের সহকারী) নামে ছেলেটার মাথা কামান হইবে (নপ্তা হইবে) এবং ছেলেটা তাহার জাতি গোত্র পাইবে। যদি জগমাঝির সহিত আত্মীয়তা থাকে তাহা হইলে "জগপারানিক" কিম্বা গ্রামের যে কোন লোকের নামে মস্তক মুণ্ডন হইবে (নপ্তা বা শুদ্ধি হইবে)। আর ছোকরাদের দেওয়া টাকা থেকে, কিছু টাকা ছেলের মাকে দেওয়া হইবে ছেলেটিকে লালনপালন জন্য। আর যাহার নামে মাথার চুল নামান (কামান) হইল সে কিছু পাইবে আর বাকী যাহা থাকিবে পাঁচজনে পাইবে।

ছেলের মা যদি কাহাকেও ছেলের পিতা বলিয়া বলিতে না পারে, ঐ ছেলেটা (জারজ) অবৈধ (বেধুয়া) হইবে, যদি মেয়েটার বাবা মা জামাই কিনিতে না পারে। জামাই কিনিতে পারিলে, তাহার জাত ছেলে পাইবে এবং তাহার নামে ছেলের মাথার চুল নামান হইবে। জামাই কিনিবার জন্য মেয়ের বাপ মার ২০্ কুড়ি টাকা লাগিবে। সেই টাকা যে জামাই দাঁড়াইবে সে পাইবে। কেহ যদি জামাই না পায় বেধুয়া (অবৈধ) বলিয়া, কি "জগমাঝি", কি "জগপারানিক" কি গ্রামের যাহার নামে মাথার চুল নামাইবে, সেই লোকের জাতি গোত্র ছেলেটী পাইবে। সেই সময় ছেলের মায়ের, বাপ এবং ভাইকে টাকা লাগিবে (দিতে হইবে) আর সেই টাকা পাইবে যাহার নামে ছেলেটার মাথার চুল নামান হইয়াছে। পুর্ব্বে টাকা প্রচলিত হইবার আগে এক হাল গরু একটী দুধাল গরু আর পুড়া ধান লাগিতেছিল (প্রচলন ছিল)। তাহা দাঁড়ান জামাই পাইত।

যদি কোন ছেলে অন্য জাতের মেয়ের সঙ্গে কি সাঁওতাল মেয়ে অন্য জাতের যুবকের সহিত লটঘট করে ছেলে জন্মায়, তাহা হইলে সেই প্রকার লোককে যাবৎ জীবন বিটলাহা (জাতিচ্যুত) করা হয় এবং সে রকম লোক আমাদের মাঝ হইতে পলাইয়া যায়।

৪। চাচো ছাটিয়ার

Caco Chatiar

বড় হইবার পর নপ্তা (২য় বার নপ্তা)

চাচো ছাটিয়ার (২য় বার নপ্তা) কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। কিন্তু বিবাহের পুর্ব্বেই হয় আর দ্বিতীয় বার নপ্তা না হইলে বিবাহ করিতে পারে না। আর কাহারও বেশী ছেলে থাকিলে, সে তাহাদের সমস্তকে একবারে চাচো ছাটিয়ার করিতে পারে। যদি কোন ছেলে বিনা চাচো ছাটিয়ারে মারা যায় তাহাদিগকে পোড়ান হয় না এবং নদীতে (দামোদরে) অস্থি লইয়া যায় না। যদি কেহ তাহার ছেলেদের চাচো ছাটিয়ার করে, সে হাঁড়িয়া রাখে, তেলহলুদ গ্রামের লোকদের মাখবার জন্য যোগার করে। তারপর মাঝি পারানিককে ডাকিবে, হাঁড়িয়া খাইতে দিবে। তারপর তাহারা জিজ্ঞাসা করিবে : হে হে এটা কি হাঁড়িয়া খেতে দিচ্ছ? তখন বলিবে : এটা হচ্ছে বাবা "জাং-হাঁড়ি" (অস্থি হাঁড়িয়া), এই যেটা আমি মনে করছি, যে ছেলেদের চাচো ছাটিয়ার করিব। ইহা সকাল বেলাতে হয়। তারপর "মাঝিপারানিক" হাঁড়িয়া খাইয়া গ্রামের লোকদের ডাকিবার জন্য "গোড়েৎ"কে পাঠাইবেন। তারপর একত্রিত হইবে। একত্রিত হইয়া গ্রামের মেয়েরা প্রথমে পুরোহিত এবং পুরোহিতের স্ত্রীকে চাটাই বিছাইয়া প্রথমে তেলহলুদ মাখাইবেন। এইরূপ "কুডাম নায়কে" "কুডাম নায়কের স্ত্রী"কে মাখাইবে আর এইরূপ মাঝি (প্রধান) বুড়া বুড়ীকে আর ঐ রকম "পারানিক"দের "জগমাঝিদের", "জগপারামানিকদের" গোড়েতেরা বুড়াবুড়ী এদের মাখাইবে এবং ঐরূপ গ্রামের সমস্ত মেয়েদের মাখাইবে। তারপর হাঁড়িয়া দিবে। মাঝি পারানিকদের প্রথমে দিবে, এইরূপে সমস্ত লোককে। একবার সকলকে দিবার পর ছেলের বাবাকে জিজ্ঞাসা করিবে, এটা কয়জনের? তখন সে বলিবে : এত লোকের। তারপর যতগুলি ছেলেকে চাচো ছাটিয়ার করিবে ততবার চার ঠোঙ্গা (পাতার ঠোঙ্গা) করিয়া দিয়া ফিরিবে। তারপর ছেলের বাবাকে জিজ্ঞাসা করিবে :

কত ইড়ি আর কত এরবা তোমার ফলিয়াছে (ইড়ি ও এরবা এক প্রকার শস্য)? তারপর বলিবে এত ইড়ি আর এত এরবা আমার ফলেছে (ইড়ি, এরবা অর্থে পুত্র কন্যা)। তারপর তারা বলবে: অতি উত্তম। তারপর জিজ্ঞাসা করিবে: দেশ কোথায়? তারপর ছেলের বাবা কোথায় ছেলেদের ঠাকুরদা, দাদু, দিদিমা আছেন, সেই সব জায়গার নাম ব'লবে। তারপর তারা "গড়ম" হাঁড়িয়া (নাতি হাঁড়িয়া) খুঁজিবে (চাহিবে)। তখন ছেলেদের দাদু, দিদিমারা তাদের বাড়ী থেকে আনা হাঁড়িয়া পাঁচ জনকে দিবে। তারপর পাঁচ গ্রামের লোক গান গেয়ে গেয়ে নাচবে :—

নে তরা নেতে তরা মুরুম পাঙ্গা
নে তরা নেতে তরা শশাম পাঙ্গা
পাঙ্গায়ে পাঙ্গায়ে মুরুম পাঙ্গা
পিছায়ে পিছায়ে শশাম পাঙ্গা।

(এই যে এদিকে হরিণের পদ চিহ্ন, এই যে এদিকে হরিণীর পদ চিহ্ন, খোঁজ খোঁজ হরিণের পদ চিহ্ন, খোঁজ খোঁজ হরিণীর পদ চিহ্ন।)

পোখোরি পিণ্ডারে মুরুম পাঙ্গা
নাদিয়া তিরেরে শশাম পাঙ্গা
তলায়েরে দ নায়ো সমাগম ঘান্টি
নিয়াড়োসায়ের দ নায়ো উরমাল পায়গণ।

(পুকুরের আইলে (পারে) হরিণের পদচিহ্ন নদীর তীরে হরিণীর পদচিহ্ন; বেঁধে দাও সোনার ঘণ্টা, পরিয়ে দাও নূপুর পায়গণ।) তারপর সেই হাঁড়িয়া (পচাই) সকলে মিলে খাইবে। তারপর আলোচনা আরম্ভ করিবে। পৃথিবী কি প্রকারে সৃষ্টি হইয়াছিল, আর হড়হপন (মানুষ) গুটিপোকার মত ধীরে ধীরে তখন হইতে কোন কোন দেশ ঘুরে এসেছে, এই সমস্ত নূতন কথা আলোচনা হয়, যেন ছেলেপুলেরা ভুলে না যায়। বলিতে বলিতে "জাদেমান তাদেয়েনাক" (এদিক ওদিক বিশৃঙ্খল হইল) কথা পর্য্যন্ত পৌঁছাইলে পর, শিকার দেশের হিকিম পরগণাইতের নাম করেন। বলেন— হিকিম পরগণাইত ব'লেছিলেন—চল উঠে যাই; সুন্দর বন উর্ব্বর মাটী দেখে এসেছি। পূর্ব্বপুরুষগণ বলিলেন চল সাথে যাই (সাথে যোগ দিই) মাঠ খেত তৈরী করে নেব, খেয়ে পরে বেঁচে থাকব। সেখানে একত্রিত হইয়া বিবাহের তোড়জোড় করিতেছেন। তারপর ক্ষেত খামার তৈরী করিলেন: "ইড়ি এরবা" (এক প্রকার শস্যের বীজ) লাউএর খোলে শীষ শুদ্ধ বীজ রাখিয়া ছিলেন; ইড়ি বলিয়া বুনায় এরবা ফলিল, এরবা বলিয়া বুনায় ইড়ি ফলিল। তারপর মাঠ (ক্ষেত) পাহারা দেয়, ইড়ি এরবা সব পাকে, তারপর পাখীরা খায়, সেই জন্য বলে—চল পাহারা দিই, মুরগীরা সব খায়, গিরগিটীরা সব নাড়া দেয় আর পাখীরাও সব ঠোকরায়। সেই সময় দুইজন পাহারা দিচ্ছে বুড়াবুড়ী। দোবাটিয়া, দোচাঙ্গাতে (রাস্তার ক্রসিংএর উপরে) ওরা ক্ষেত ক'রেছিল। তারপর পাহারা দেয়, পাহারা দিতে দিতে বাঁকা শুকনো ফোঁপরা গাছে তারা উঠা নামা খেলে, তারপর ঠাকুরের দয়ায় খুদের বীজ চালের বীজ পড়ে গিয়েছিল না, ছিটকে গিয়েছিল না। ভালোয় ভালোয় শুকনো ফোঁপরাগাছ থেকে নেমে এল। তারপর মাটী ছোঁয়া মাত্র ছুঁত (অশুচি) হয়ে গেল।

তোকের দিনে উদুখলের দিনে আমরাই আগে আগে; আগুনের দিনে সকলের দিনে আমরাই আগে আগে ঝরণার জলে কূয়ার জলে আমরাই আগে আগে, কাঠের সময় পাতের সময় আমরাই আগে আগে, নিষিদ্ধ জিনিসও চলন করালাম, ঐ টুকুই বেশী ক'রে মনে কষ্ট করুন (পাঁচজনে জবাব দেয়: মনে কষ্ট করার লোকেরা চলেই গেছে বৈতরণীর পরপারে) তারপর আপনাদের কাছে আমরা নিবেদন করিতেছি—আজকে আমাদের নপ্তা, নামকরণ হচ্ছে, তারপর শুঁড়ীর ঘর, হাড়ীর ঘর থেকে ঋণ ক'রলাম ধার করলাম, তারপর কুলাইলাম জুটাইলাম, তারপর তোমাদের পাঁচজনকে ডেকেছি। তবে পায়ে হেঁটে এসেছ, মাথায় করে (সাদরে) অভ্যর্থনা ক'রলাম, উঠা বসার দায় থেকেও উদ্ধার হলাম, উঁচু আসন উঁচু বারান্দা, তাতেও কম হলাম (উঁচু বারান্দা আমাদের নেই)।

তারপর নিবেদন করছি—বিবাহের সময়—নপ্তার সময় একুশার সময়, নিখোজের সময়, মরণের সময় হাঁড়িয়া খেতে যাব, ভাত খেতে যাব, পাতা টিপিতে যাব।

আপনাদের পাচজনের কাছে নিবেদন করছি কাকের মত ছিলাম, বকের মত সাদা হ'লাম, তারপর আপনারা পাচজনেই সাক্ষী থাকুন।

তারপর হাঁড়িয়া খায় ও ছাটিয়ার এবং দং গান আরম্ভ করিয়া নাচে, শেষ হ'ল।

গান—

হায়রে নিরম গেলে দ গেলেলেন দ
বয়লে আমকি দ হোএ বুর্সাড়লেন দ।
হায়রে, মারাড় বাহাদ বাহালেন দ
বাবু আমকা দ হোএ জানামলেন দ।

(হায়রে বেনা ফুল ফুটেছিল বয়নে আমকি (মেয়ে) জন্মেছিল, হায়রে পলাশ ফুল ফুটেছিল বাবু আমকা (ছেলে) জন্মেছিল।)

গান—

তুমকে সে তুমে ড়ো
মিরু হপন হো কারে হপন
তুদ বয়ো হো তুদ আমকা
নাড়গো লেকিনগে
মিরু হপন হো কারে হপন।

নাড়ুস নুড়ুস টিয়ার বাচ্চা হে শালিকের বাচ্চা, দুধের বাচ্চা (দুধের ছেলে, দুধের মেয়ে) নামিয়ে নিয়ে এস। টিয়ার বাচ্চা হে শালিকের বাচ্চা।

৫। সিকা রেয়ান

(আগুনের দ্বারা পোড়াইয়া টীকার মত হাতে চিহ্ন করার কথা)

আগেকার বৃদ্ধেরা বলিয়াছিলেন, যে কেহ সিকা না লইলে পরলোকে কাঠের গুঁড়ির মত পোকা তাহার কোলে দিবে, সেই জন্য বেটা ছেলেরা স্বেচ্ছায় ব্যথা সহ্য করে। কেহ কেহ একটি মাত্র সিকা, কেহ কেহ তিনটী, কেহ কেহ বা পাঁচটী এবং কেহ কেহ বা সাতটী সিকা নেয়। বাম হাতে সিকা নেয়। সিকা এইরূপে দেওয়া হয়; চুটার (বিড়ীর) মত নেকড়ার (ছেঁড়া কাপড়) তৈরী করা হয়, মাথায় আগুন লাগান হয়, এবং সিকার জায়গায় উহা রাখা হয়। আস্তে আস্তে পুড়িয়া নামে। পুড়িয়া শেষ হইলে যে সিকা দেয় (সিকা প্রদানকারী) ছাইটা টিপিয়া (হাত দিয়া ঝাঁকিয়া) বসাইয়া দেয়। তারপর ফুলিয়া গিয়া ঘা হয়। তারপর ভাল হইলে সিকা চিহ্ন হইল।

৬। খদা রেয়ান

(উল্কি পরার কথা)

মেয়েরা সিকা নেয় না, উল্কি পরে, যেন পরলোকে (গাছের) গুঁড়ির মত পোকা কোলে না দেয়। বুকে উল্কি পরে। কোন মূর্ত্যাকৃতির মত না, শুধু এমনি, সুন্দর দেখাইবার জন্য। প্রথমে কাঠি ও হাঁড়ির কালির দ্বারা আঁকে তারপর ছুচ ফুটায় লেখার উপর দিয়ে। খদা উল্কি পরিবার পর হলুদ মাখে তারপর স্নান করিয়া আসে।

৭। বাপ্লা : সেলেৎ (বিবাহের আনুষঙ্গিক)

(ক) রায়বারিচ্‌ (ঘটক)—কাহারও তাহার ছেলের জন্য বধূ আনিবার প্রয়োজন হইলে, একজন ঘটক ধরিবে। তাহাকে বলিবে: ওহে, কোথাও আমাদের জন্য কন্যা (ঠিক কর) দেখ। ঘটক উত্তর করিবেন: কি রকমের? তখন ছেলের বাবা বলিবেন: এরকম সেরকম। ঘটক বলিবেন (উত্তর দিবেন) দেখেছি অবশ্য (লক্ষ্য করিছি অবশ্য), আচ্ছা তবে জিজ্ঞাসা করি, বিবাহ দিবে কি না! ছেলের বাবা বলিবেন: তাহা হইলে জিজ্ঞাসা ক'রে ফিরে এস অমুক দিন তমুক দিন।

তার পর ঘটক পেড়াহড়ের (লোকের) বাড়ীতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, যে, তোমাদের জন্য কুটুম্ব আনিব, বিবাহ দিবে কি না, কি বলিতেছ? তারপর তাঁহাকে জবাব দিবে: কি রকম কুটুম্ব হে, ভয় পাওয়াচ্ছ যে। ঘটক বলিবেন: ভাল কুটুমই, ভয়ের কিছু না। তারপর খুলিয়া বলিবেন যে, এই (মেয়ে) ছেলের পথ কেহ বন্ধ করিয়াছে কিনা? এই (মেয়ে) ছেলের জন্য কোন সম্বন্ধ আসিয়াছে কি না? তারপর তাঁহারা উত্তর করিবেন: খোলাই আছে (কোন সম্বন্ধ আসে নাই)। তারপর ঘটক বলিবেন: তাহা হইলে কুটুম্ব আনিব। তাঁহারা প্রতি উত্তর করিবেন: আনবেন ত আনুন, তবে কোথাকার লোক? ঘটক তাহাদের বলিবেন অমুক লোক। তারপর জিজ্ঞাসা করিবেন: কোন গ্রামে? তিনি বলিবেন: অমুক গাঁয়ের। জিজ্ঞাসা করিবে: উহারা কে? তিনি বলিবেন: অমুক তাঁহারা। তখন তাঁহারা বলিবেন: আচ্ছা তা'হলে, যদি তাঁরা খুশী হন। তারপর ঘটক বলিবেন: আচ্ছা অমুক দিন—অমুক দিন লইয়া আসিব, বাড়ীতেই যেন থাকবেন। তাঁহারা তাঁকে বলিবেন: আচ্ছা এবারে বাইরে বাইরেই, তা নাহ'লে হয়ত লজ্জার কথা হবে, পছন্দ যদি না হয়।

তারপর ঘটক ছেলের বাবার কাছে আসিয়া বলিবেন: কুটুম্বেরা বলিলেন, ভালই, যাও নিয়ে এস কিন্তু এবারে বাইরে বাইরে (পাকাপাকি নয়)। অমুক দিন সময় দিয়েছি, (আমরা) যাইব।

(খ) Sar Sagun. সার সাগুন (শুভাশুভ)—সেই দিন উপস্থিত হইলে, ঘটক আসিয়া ভোরে লইয়া যাইবেন, ছেলের মা বাবা এবং গ্রামের দু'একজন লোক যাইবেন। নিজের গ্রামের সীমানায় কিম্বা মেয়ের গ্রামের সীমানায়, আগুন, কুড়ুল, কাঠের বোঝা আনা, সাপ কি শিয়াল ইত্যাদি দেখিলে কুলক্ষণ, সেইজন্য বাড়ীতে ফিরিয়া আসে। কিন্তু নিজেদের সীমানায় কিম্বা মেয়ের গ্রামের সীমানায় ভর্ত্তি কলসী, গরু, নূতন হাঁড়িকলসী, ভারবাহী বলদ, কিম্বা বাঘের চিহ্ন দেখিলে, তাহা অতি সুলক্ষণ। তারপর কন্যার গ্রামের "জগমাঝির" নিকট যায়। (ঐ শুভ অশুভর কথা এখন (আজকাল) মিছামিছি, কেননা ছেলের বাবা নিজ গ্রামের মাঝিকে বলিবেন, যে, আমরা অমুক দিন ভোরে "ভাজান" (হাঁড়ি কলসী)… … …দেখিতে যাইব, গ্রামের লোকদের বারণ করিয়া দাও, ঐ সময়ে যেন বাধাজনক (অশুভ) কাজ না করে। আর পাত্রীর (মেয়ের) গ্রামের মাঝিকেও ঘটক বলিয়া দিবেন ঐ গ্রামের লোকেও কোন প্রকারে ঐরূপ না করে।)

ঘটক "জগমাঝিকে" বলিবেন: পাত্রী দেখিতে আসিয়াছি, যাও আমাদিগকে সেই মাল দেখাও। তখন "জগমাঝি" মেয়ের বাড়ীতে গিয়া খবর দিবেন, যে কুটুমেরা আসিয়াছেন। তারপর (তাঁহারা) বলিবেন ভালই। তারপর "জগমাঝি" মেয়েকে বলিবেন: দুএকজন মেয়ে আমাদের বাড়ীতে এস, কুটুম এসেছে আমাদের কাছে, জল (পা ধুইবার জল) দিয়ে এস, আমাদের কেহ নাই। তারপর মেয়ের মা বাবা মেয়েকে বলিবেন: যাও "মাই" (মা) তোমরা

যাও। তারপর তিনজন মেয়ে যাইবে। তারপর গিয়া সমস্ত উপস্থিত লোকদের প্রণাম করিবে। সেই মেয়েটি ঐ তিন মেয়ের মধ্যে মাঝখানে থাকিবে, লজ্জা যাতে না পায়। তখন ঘটক ছেলের বাবা মাকে কানে কানে বলিবেন (ফিস ফিস করিবেন), যে, ঐ মাঝেরটাকে লক্ষ্য করুন। নমস্কার করিবার পর সেই মেয়েগুলি একটু দাঁড়াইবে, তারপর বাড়ীতে চলিয়া যাইবে। তাহারা চলিয়া যাইবার পর জগমাঝি ঘটককে জিজ্ঞাসা করিবেন: কি, কিরকম, জুতসই (পছন্দ) হোল কিনা? তারপর কুটুমেরা জবাব দিবেন: হাঁ ভালই আমাদের মত, পছন্দই, আর ওঁরা খুশী না হলে—।

তারপর জগমাঝি মেয়ের বাবামায়ের বাড়ী যাইবেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন: কি "জগমাঝি" কুটুমেরা কি কি বলিলেন, খুশী হইলেন, (না কি?) না হইলেন না? তারপর "জগমাঝি" উত্তর করিবেন: কুটুমেরা ভালই বলিলেন, খুশীই। তারপর মেয়ের বাবা "জগমাঝি"কে বলিবেন: যাও কুটুমদের লইয়া আইস, জল খেয়ে যাবেন। তারপর জগমাঝি নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়া কুটুমদের বলিবেন, ও বাবা ঘটক, কুটুমেরা আমাদের খুঁজিতেছেন, জলটল খেয়ে যাবো। ছেলের পক্ষের ওরা বলিবেন: না, ভালই হল এই রকমই, পরে কি খাব না? পরে খাবই (ভবিষ্যতে খাইবই)। মেয়ের বাবা হাঁড়িয়া রাখিয়া থাকিলে, বিশেষ অনুরোধ করিয়া জগমাঝি বলিবেন: আসুন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই; বেশীক্ষণ আপনাদের (আটকাব না) রাখব না। তাহাতে বুঝিলেন, যে হাঁড়িয়া রাখিয়াছে, সেই জন্য যাইবেন। "জগমাঝি" পথ দেখাইয়া (সঙ্গে) লইয়া যাইবেন। মেয়েরা সেইখানেই আছে। কুটুমেরা পৌছাইবা মাত্র খাট, পিড়ি, মাচি (দড়ির তৈরী টুল) বিছাইয়া দিবে, ঐ মেয়েরা। জল আনিয়া আবার প্রণাম করিবে। প্রণাম করিবার পর মেয়ের মা বাবা কুটুমদের নমস্কার করিবেন, আর ভাল মন্দ জিজ্ঞাসাবাদ হইবে (কুশল জিজ্ঞাসা হইবে)। তারপর ঐ মেয়েরা কুটুমদের পা ধোয়াইয়া দিবে। তারপর ঘরের মধ্যে লইয়া যাইবেন। ইহার পর হাঁড়িয়া ভাত সকলকে দিবেন (সমস্ত লোককে দিবেন)। খাওয়াদাওয়া হইবার পর বিদায় দিবেন। কেহ কেহ প্রথমে মেয়ের মা বাবার বাড়ীতে খান না, শুধু "জগমাঝির" বাড়ী হইতেই ফিরিয়া আসেন।

বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া ছেলের বাবা ঘটককে বলিবেন: আচ্ছা, এত দিন পরে ফিরিয়া এস। তিনি ধার্য্য দিনে ফিরিয়া আসিলে হাঁড়িয়া দেওয়া হয়, তারপর তাঁহাকে বলিবেন: যাও কুটুমদের একবার লইয়া আইস। তারপর ঘটক মেয়ের বাড়ীর দিকে চলিলেন। তারপর বলিবেন (তাহাদের বলিবেন): কুটুমেরা আমাদের খোঁজ করিতেছেন, কবে নাগাদ যাইব! তারপর মেয়ের বাবা বলিবেন: দাঁড়ান অমুক তমুককে ডাকি। তারপর "মাঝি" "জগমাঝি" "পারানিক" ও "গোড়েৎ"-কে ডাকিবেন। তারপর হাঁড়িয়া যদি থাকে খাইবেন ও আলাপ আলোচনা করিবেন। মেয়ের বাবা বলিবেন: কুটুমেরা খুঁজিতেছেন, (চাহিতেছেন) ঘটককে কবে দিন ধার্য্য করিয়া দিতেছি? তারপর পাঁচদিনের দিন (পঞ্চম দিন) ধার্য্য করেন। ঘটক ফিরিয়া আসিলেন, ছেলের বাবাকে বলিবেন, যে অমুক দিনে কুটুমেরা আসিবেন। ছেলের বাবা দু এক হাঁড়ি হাঁড়িয়া রাখিবেন।

সেই দিন ভোরে মেয়ে পক্ষের লোক, মা বাবা আর দু একজন বর (পাত্র) দেখিতে যাইবেন। ঘটক পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন। তাহাদের গ্রামের সীমানাতে, কি ছেলের গ্রামের সীমানায়, আগুন, কুড়ুল, কাঠের বোঝা, সাপ, কি শিয়াল পার হইতে দেখিলে, অশুভ সেইজন্য বাড়ী ফিরিয়া আসে আর বিবাহ সম্বন্ধ হয় না; কিন্তু তাঁহাদের সীমানায় কিম্বা ছেলের গ্রামের সীমানায় পূর্ণ কলসী, গরু, নূতন "ভাজান" (হাঁড়ি কলসী) ভারবাহী বলদ কিম্বা বাঘের পায়ের চিহ্ন দেখিলে, তাহা খুবই শুভ হয়, সেইজন্য ছেলের গ্রামের "জগমাঝির" কাছে যান। ঘটক জগমাঝিকে বলিবেন: ওহে জগমাঝি, কুটুমদের দেখাশুনা করিও, বেশীক্ষণ আমাদের রাখিওনা (আটকাইওনা)। তখনই "জগমাঝি" ছেলের বাড়ীতে যাইবেন, ছেলের মা বাবাকে বলিবেন: কুটুমেরা এসেছেন (আমাদের কাছে) ছেলেটিকে একটু নিয়ে যাই। তারপর মা বাবা পাঠিয়ে দেন দু একজন ছেলে সঙ্গে দিয়ে। জগমাঝি সঙ্গে লইয়া যাইবেন, যাইয়া কুটুমদের প্রণাম করিবে। ঐ ছেলেটি মাঝে থাকিবে। তখন ঘটক মেয়ের মা বাবাকে ফিস ফাস করিবেন (কাণে কাণে বলিবেন) যে, ঐযে মাঝেরটিকে লক্ষ্য করুন। দেখিলেন, পছন্দ না হইলে কিন্তু, ঘটক একাকে বলিবেন: মেয়ে রাজী হইবেনা, বড় আছে কি কোন কিছু বাহির করিবে (দোষ), তারপর মানে মানে ফিরিয়া আসিবেন। আর যদি পছন্দ হইল, ঘটককে তাহাও বলিবেন, ঘটক তাহা "জগমাঝিকে" বলিবেন, জগমাঝি ছেলের মা বাবাদিগকে বলিবেন। তাহা শুনিয়া ছেলের মা বাবা জগমাঝিকে বলিবেন: যাও কুটুমদের আন, জল খাইয়া যাইবেন। তারপর আনিবেন। নিজেরা সকলে নমস্কার বিনিময় করার পর পুনরায় ছেলেটিকে প্রণাম করাইবেন মেয়ের মা বাবাকে। তারপর বাড়ীর মেয়েরা কুটুমদের পা ধোয়াইয়া দিবেন। তারপর ঘরের ভিতর লইয়া যাইবেন, প্রথমে হাঁড়িয়া খাইবেন তারপর ভাত দিবেন। খাওয়া হইবার পর বিদায় দেন। বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। চুপ চাপ রহিলেন।

(গ) অড়াঃ দুয়ার এেঞল (ঘরদুয়ার দেখা) — তারপর মেয়ের পক্ষেরা ছেলের ঘরদুয়ার দেখিতে যাইবেন, যেমন করিয়া হোক জানিবেন কি রকম তাহাদের আছে (তাহাদের অবস্থা কি রকম)

সেই সময় মেয়ের কাকা, জ্যেঠা, মামা, মামী আর গ্রামের "মাঝি" "প্রামাণিক" আর গ্রামের পাঁচ জনের মধ্যে দু একজন সঙ্গে যান। ঘটক সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন একেবারে পাত্রের মা বাবার বাড়ীতে। সেখানে খাট, পিঁড়ি, মাচি (টুল) ইত্যাদি বিছাইয়া দেন তারপর বসিবেন। তারপর ঘটিতে বাটিতে করিয়া জল আনিবেন, আর নমস্কার করিবেন। তারপর ভাল পিঁড়ি আর বাটিতে তেল আনিবেন, তারপর কুটুমদের পিঁড়ির উপর পা রাখিয়া ধোয়াইবেন। (পিঁড়ির উপর পা ধুয়াইয়া দিবেন)। তারপর তেল মাখাইবেন। ধোয়া হইলে "জগমাঝি" ঘরে ঢুকিবেন, ভাড়ে করিয়া তেল লইয়া আসিবেন আর এক মুঠি দাঁতন। তারপর বলিবেন: চল হে, জলে যাই (পুকুরে যাই)। তারপর পুকুরে লইয়া যাইবেন। তারপর স্নান করিলেন, দাঁত মাজিলেন, তেল মাখিলেন। তারপর বাড়ী আসিলেন। আবার সেইরূপ খাটে বসিলেন। অতঃপর ঘরের লোক ঘরের ভিতরে তালাই লইয়া যাইবে, তারপর বলিবেন। যাও ঘটিতে করে কুটুমদের জল এনে দাও। অতঃপর জল আনিয়া দিবেন আর কুটুমেরা হাতমুখ ধুইবেন। তারপর ঘরের মধ্যে যাইবেন আর ঐ তালাইএ বসিবেন।

তখন জগমাঝি বলিবেন: যাও হে, হাঁড়িয়া নিয়ে এস। আনিলেন। তারপর প্রথমে মাঝিকে দিবেন, তারপরে পারানিক আর এইরূপে সমস্ত লোককে চার [(পাতার) থালা] ছোট বাটা করিয়া দিবে। আরও জগমাঝি বলিবেন দাও হে বাটীতে (বড় বাটা) করিয়া এক একবার হাঁড়িয়া আমাদিগকে দাও, যাও কুটুমদের দাও; তারপর সকলকে হাঁড়িয়া দিলেন। তারপর মাঝি বলিবেন: ওহে জগমাঝি একটা মেয়েকে ডাক, এই সব পাতার থালা ফেলে দেবে। ফেলিয়া দিল। তারপর একটা বাটা, আর একটা লোটাতে জল আনিবে, আনিয়া বাটার উপরে (বাটীতে) সকলের হাত ধোয়াইয়া দিবে। ধুইলেন। তারপর জগমাঝি বলিবেন, যাও হে পাতা নিয়ে এস। আনিল। প্রথমে ঐ পাতা মাঝির সামনে রাখিবে, তারপর পারানিকের নিকট। (প্রথমে মাঝির পাতা করিবে তারপর পারানিকের) তারপর সকলের কাছে রাখিয়া যাইবে। জগমাঝি বলিবেন: ওহে একজন ছোকরা এস, মুড়ি চিড়া দিয়ে যাও। সে প্রথমে মাঝিকে দিবে তারপর পারানিক আর তারপর সকলকে দিয়া যাইবে। তারপর জগমাঝি বলিবেন: এস বাবা কুটুম, মুড়ি চিড়া ভিজান যাক। তারপর ভিজাইবেন। জগমাঝি আরও বলিবেন: যাও হে গুড় নিয়ে এস। সেই গুড় আনিয়া মাঝিকে পারানিকদের দিবেন আর এইরূপে সকলকে দিবেন।

অতঃপর জগমাঝি বলিবেন, ও বাবা কুটুম, এই যে, আমরা লোকদেরই শুকিয়ে মারছি, আর তা না হ'লে পুরাকালে ব'লেছে, ধানের আগড়াই শুকনো করে ধনীরা—আমরা কুটুমদেরই শুকনো করছি, এটাই বাবা কুটুমেরা বেশী করে মনঃকষ্ট করুন। তারপর তখন কুটুমেরা জবাব দিবেন: মন দুঃখকারীরা বাবা সব চলে গেছে বৈতরণীর পর পারে। তারপর খাওয়া হইতেছে, উহা শেষ হইলে জগমাঝি আরও বলিবেন: দাও হে খামার যে চেঁছে পরিষ্কার করলাম, দাও আরও মুড়ি চিড়া নিয়ে এস। তারপর আনে, সমস্ত লোকদের দিয়া যায়। তারপর জগমাঝি বলিবেন: ওহে, কুটুমদের জল এনে দাও ভিতরের দিক থেকে। তখন একবাটী করিয়া হাঁড়িয়া দেয়। তারপর খানাপিনা শেষ করিলেন।

তারপর জগমাঝি ডাকিবেন: ও বড় বৌ, (না থাকিলে অন্য মেয়েদের ডাকিবেন) এদিকে এস, এই পাতাগুলি ফেলে দাও আর ঘটিতে করে জল নিয়ে এস, আর বাটীতে ক'রে আমাদের ঢেলে দিয়ে যাও, হাত মুখ ধুইব। তারপর ধুইয়া দুই (পাতার) ঠোঙ্গা করিয়া হাঁড়িয়া দিবেন। তারপর ঘর হইতে বাহির হইয়া গোয়ালে আসিবেন। খাটের উপরে বসিবেন। তারপর জগমাঝি বলিবেন: ও বড় বাবু (খোকা) (যদি থাকে), যাও হুঁকা তামাক নিয়ে এস। আনিল, কুটুমদের দিলেন।

তারপর জগমাঝি ঘরে ঢুকিয়া ছেলের বাবাকে বলিবেন: আচ্ছা বাবা, কুটুমদের কিসের সঙ্গে ভাত খাওয়ান হবে? তখন তিনি বলিবেন: যাও, বড় বউকে ডাক। ডাকা হইল। আসিলেন। তারপর বলিবেন: কেন বাবা ডাকিলেন? শ্বশুর জবাব দিবেন, ইয়ে বৌমা, যাও ঐ বড় কাল খাসাটাকে নিয়ে এস। তারপর গেল, আনিল।

অতঃপর জগমাঝি বলিবেন, দাও ঘটিতে জল আন। আনিল। খাসীর মাথায় ঢালিল, তারপর কাটিল। কুটুমদের ভাত খাইবার জন্য বানান হইল। ভাত তরকারি দেওয়া হইবার পর জগমাঝি বলিবেন: এই যে বাবা আপনারা কুটুম, আমরা কুটুমদেরই শুকনো করছি। পূর্ব্বপুরুষেরা বলতেন ধনীরা ধানের আগড়াই শুকনো করে, আমরা এই যে কুটুমদেরই শুকনো করছি, এটাই খুব বেশী করে মনঃকষ্ট করুন। তখন কুটুমেরা জবাব দিবেন: ছেঁ বাবা, মন দুঃখকারীরা চলে গেছে ভবপারে। তারপর খাওয়া হয়, খাইবার পর ধোয়া হয়, আর চুন তামাক খাওয়া হয়। বিদায় দিবার আগে পুনরায় গৃহ মধ্যে লইয়া হাঁড়িয়া দেওয়া হয়। খাওয়াদাওয়া করিয়া বাহির হন বিদায়ের জন্যে। তারপর সারিবদ্ধ হন, সারিবদ্ধ ভাবে নমস্কার করেন। তারপর বিদায় দেওয়া হয়। তারপর চলিয়া গেলেন।

(ঘ) হরঃ চিন্হা (আশীর্ব্বাদী)—ঘটক যাতায়াত করেন, তারপর পরাইয়া চিহ্নিত করার (আশীর্ব্বাদ) দিন ধার্য্য হয়। কন্যাকে প্রথমে পরাইয়া চিহ্নিত (আশীর্ব্বাদ) করা হয়। ঘটক অমুক দিনে ছেলের বাবা, কাকা, মামা, পিসা, জ্যেঠা আর "মাঝি" "পারানিক"

এবং গ্রামের পাঁচ জনের মধ্যে দুই একজনকে মেয়ের বাড়ীতে সঙ্গে লইয়া যান। পাত্রী পক্ষের "জগমাঝি" গ্রামের মাথায় এক ঘটি জল নিয়ে কুটুম্বদের অভ্যর্থনা করিবেন। তারপর পাত্রীর গৃহে লইয়া যাইবেন। তারপর খাট, টুল, পিঁড়ি পাতিয়া দেন। তাঁহারা বসিলেন।

তখন মেয়ের মা বাবারা ঘর হইতে বাহির হইয়া পা ধুইবার জল দিয়া নমস্কার করেন। তাহার পর ছেলের বাড়ীতে যে রকম ব্যবহার করা হইয়াছিল সেইরূপ পা ধোয়াইয়া দেন, স্নান করিতে লইয়া যান, স্নান করিবার পর হাঁড়িয়া চিড়া মুড়ি দেন। খাওয়ার পর কুটুমেরা বাহিরে আসেন গোয়ালে, সেখানে বসিবেন।

অতঃপর ছেলের দিকের মত তাঁরাও ছাগল-খাসী লইয়া আসিবেন। আনিয়া মাথায় জল ছিটাইবেন। তখন "জগমাঝি" বলিবেন: ও বাবা কুটুম, এই যে, শাক্ কাটিয়া নামান (কাটুন)। তখন কুটুমেরা খাসীটাকে কাটিবেন। তারপর জগমাঝি ডাকিবেন: ও বড় বাবু, এস, এই ছাগল খাসীটাকে বানাও; তারপর মাংস তৈরী করিবেন। বানান হইল, তারপর ভাত তরকারি করিবেন। তারপর কুটুমেরা বলিবেন: ওহে জগমাঝি, দাও আমাদের, একটু তাড়াতাড়ি করুন (বিদায় করুন)।

তখন জগমাঝি বলিবেন: ও বড় বৌ, চাটাই এদিক দিয়ে বিছাও। বিছান হইল। তারপর জগমাঝি বলিবেন: ও বাবা কুটুম, খাট হইতে চাটাইয়ে আসুন, বসিন। তারপর চাটাইয়ে বসিলেন। তারপর জগমাঝি বলিবেন: যাও এখন হাঁড়িয়া আন। দুই (পাতার) ঠোঙ্গা করিয়া খাইলেন।

তারপর জগমাঝি বলিবেন: দাও বাবা, এখন পাত্রীর হাতে জল নিয়ে এস। বাটীতে করিয়া হাঁড়িয়া আনা হইল। ঐ পাত্রী প্রথমে মাঝির নিকট একবাটী হাঁড়িয়া ও একঘটি জল লইয়া যাইবে, আর প্রণাম করিবে। তাহার পরে পারানিকের কাছে লইয়া যাইবে হাঁড়িয়া ও এক ঘটী জল আর তাঁকেও প্রণাম করিবে। তারপর পাত্রের বাবাকে দিবে একবাটী হাঁড়িয়া ও এক ঘটি জল। তিনি ঐ হাঁড়িয়া খাইয়া বাটী রাখিয়া দিবেন; তারপর পাত্রীর বাহু ধরিয়া তাহাকে কোলে বসাইবেন, আর একটী হাঁসলী গলায় পরাইয়া দিবেন, আর মুখ চুম্বন করিবেন। তারপর পাত্রী পক্ষেরা গাহিবেন:

দে মে গো আয়ো মরা, একা লোটা পানিজো
বাবা শ্বশুর গোড় তলে নেয়াবোরে।

(মা আমাকে এক লোটা জল দাও না, শ্বশুর মহাশয়ের পায়ে নিবেদন করিব)।

এই গান গাওয়া হয় পাত্রী পাত্রের বাবাকে এক ঘটি জল দিবার সময়। আর পাত্রের বাবা পাত্রীকে কোলে বসাইবার সময় গাহিবেন:

দেখিলে হো কালনা রাএয়া হো
চিনিলে হো কালনা রাএয়া
মনে জ হয়ে ত বাইসাবো জাঙ্গিয়োরে।
দেখে নাও হে কালনা চিন নাও হে কালনা
পছন্দ যদি হয়ত কোলে বসাইব।

তারপর পাত্রী পাত্রের বাবার কোল হইতে নামিয়া প্রণাম করিবে; আরও একবার হাঁড়িয়া দিবে। ওখান হইতে সকলকে হাঁড়িয়া আর এক ঘটি জল দিয়ে যাবে। আর সকলে গাহিবেন:

তকএ হড়কো নাসেনা, তুম্বা ঝারি দাঃ দ,
তকএ হড়কো নাতাংকেঃৎআ, তুম্বা ঝারি ঝারি দাঃ দ!

কে "তুম্বা" ঝারি (লাউএর খোলে ঝরণার শীতল) দাঃ (জল) নিয়ে ফিরছে আর কে সেই "তুম্বা" ঝরণার জল গ্রহণ করিল।

"তকএ হড়কো সারকেঃৎ আ, তকএ হড়কে সগুণকেঃৎ আ
তুম্বা ঝারি ঝারি দাঃতে!"
সেই তুম্বা ঝারি জলে কারা শুভ করিল।
"ফালনা হড়কো নাসেনা, তুম্বা ঝারি ২ দাঃ দ
ফালনা হড়কো নাতাংকেঃৎ আ তুম্বা ঝারি ঝারি দাঃ দ"
অমুক লোক "তুম্বা ঝারি" জল নিয়ে ফিরে
ফালনা লোক সেই তুম্বা ঝারি জল গ্রহণ করে—
ফালনা হড়কো সারকেঃৎআ, ফালনা হড়কো সাগুণ কেঃৎআ,
তুম্বা ঝারি ২ দাঃতে।

অমুক লোকেরা দেখল, শুভ ক'রল তুম্বা ঝারি জলে।

ফালনা কথার বদলে পাত্র পাত্রীর পারিস বলা হয়। এক পারিসের (গোত্রের) মধ্যে ত বিবাহ হয় না ভিন্ন ভিন্ন পারিস হইলে তবে।

সকলের খাওয়া শেষ হইলে জগমাঝিকে বলেন: ওহে মাঝি, যাও দেখি একবার ঘরের ভিতরে, ভাত তরকারি হ'ল কি না? তিনি প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে রান্না হইয়াছে। তখন পাত্রীর বাবা বড় বৌকে ডাকিবেন: ওগো বৌ ঘটিতে করিয়া জল আন। আনিলেন। তারপর ঘটির জল বাটীতে ঢালিয়া ঢালিয়া যাইবেন মুখ ধুইবার জন্য। তারপর জগমাঝি ডাকিবেন: ও বড় বৌ, ভাত, তরকারি, পাতা, থালা নিয়ে এস। আনিয়া প্রথমে মাঝিকে দিবেন, তাহার পরে পারানিক, এইরূপে সকলকে দিয়া যাইবেন। তারপর মাঝি কুটুমদের বলিবেন: পূর্ব্বে ধনীরা ধানের আগড়াই শুকনো করেছিলেন, আমরা বাবা, আপনাদিগকেই শুকনো করছি, সেটাই বেশী করে মনঃকষ্ট করুন। তাঁহারা জবাব দিবেন: হাঁ বাবা, খাব ব'লে ত বলি, অনেক প্রকার জোগাড় যন্ত্র করলে তবেইত খাওয়া যায়, বলুন। জল বলুন, পাতা বলুন, কাঠ বলুন, ঐগুলি একত্র ক'রলে, রান্না ক'রলে নানা রকম করলে, তবেইত খেতে পারা যায়।

খাওয়া শেষ করিয়া হাত মুখ ধুইয়া উঠানে বাহির হইয়া তামাক ইত্যাদি খান। তারপর জগমাঝি বলেন: আচ্ছা বাবা, কুটুমদের কখন বিদায় করা হবে? তারপর জগমাঝিকে বলিবেন: যান দেখি ঘর থেকে আসুন, জায়গা আছে কি না। দেখিলেন ঠাঁই আছে। তারপরে কুটুমদের ঘরের ভিতরে লইয়া গেলেন (শুধু গ্রামের মাঝি, পারানিক, আর পাত্রের বাবা আর তার সঙ্গে দুএকজন)। চাটাই বিছাইয়া দেন, বসিলেন। তখন জগমাঝি বলিবেন: যাও হাঁড়িয়া, আন। তারপর আনা হইল, কুটুমদের দিলেন, দিবার পর পাত্রের বাবা এবং পাত্রীর বাবা এক জায়গায় বসিবেন, তারপর একসাথে তাহাদিগকে হাঁড়িয়া আনিয়া দিবেন। তারপর তাঁহারা বলিবেন, এস হে সুমুধি (বেয়াই) এই হাঁড়িয়া খাওয়া যাক। খাইবার সময় বলিবেন: আসুন কুটুমদের নমস্কার করি। কুটুমদের নমস্কার শেষ করিলেন। তারপর বেয়াই বেয়াইএ হাত ধরাধরি করিয়া তিনবার সামনে, পেছনে লইয়া যাইবেন, তারপর মাথার দিকে তুলিবেন তারপর কাঁধে কাঁধে তিনবার ঠোকাঠুকি করিবেন, ঠোকাঠুকির পর আরও তিনবার হাত সামনে পিছনে লইয়া যাইবেন তারপর মাথার দিকে তুলিয়া বলিবেন: সাহেব! সেই সময়ে গান করে:

"মন্‌জুরা মন্‌জুরা মন্‌জুরা মাএঁ হে
মন্‌জুরা কাইসানা সুলাং
দুয়োরে সুমুদিনি বিড়িরে বাইসালাং
দুয়ো সুমুদিনি বড়রে সুলাং।"

বন্ধু, মনের মিলে কত আনন্দ, দুই বেয়াই বসে কত আনন্দ।

তারপর মেয়ের বাবা বলিবেন: ওহে সুমুধি (বেয়াই) এখন এটা আপন ঘর। আর ছেলের বাবা বলবেন: এঘর ত আপনাদের সুমুধি। তারপর দুই বেয়াই পরস্পর বলাবলি করিবেন: ওহে সুমুধি, প্রায় গা গণ্ডা বেড়াও, শিকারে টিকারে আস, এতদিন মাঠে ঘাটে, বনে বাদাড়ে, ঝরণার জল, কুয়ার জল খেয়েছিলে, আজ থেকে ওসব বাদ দিয়ে দাও, ঝাকের ছায়া, তুম্বার (এক প্রকার লাউএর খোল) জল, লিপি (পাখী) কুঁড়ে, এখানে বুকে হেঁটে হলেও পৌছাবে (বাদ কখনও দিবে না), কোন রকম এদিকে বেড়াতে এলে ঢুকে যাবেন (আসবেন), জলটল খেয়ে যাবেন, ছেলেদের দেখা শুনা ক'রে যাবেন। গল্প ক'রতে ক'রতে হাঁড়িয়া খাওয়া শেষ হল। অতঃপর কুটুমেরা বলিবেন: ও জগমাঝি বাবা, এবারে আমাদের বিদায় দাও। তারপর উঠানে বাহির হইলেন। তারপর কন্যাপক্ষের লোক একদিকে দাঁড়াইবেন আর বরপক্ষের লোক একদিকে দাঁড়াইবেন, সামনাসামনি, তারপর কুটুমেরা নমস্কার করিবেন, অতঃপর বিদায় লইয়া বাড়ী চলিতে লাগিলেন, সেই সময় জগমাঝি বলিবেন: ও বাবা কুটুম, এই যে পাহাড়ে শাক টাক তুলেছিলেন, টাঙ্গি ইত্যাদি ভুলে ফেলে যাচ্ছেন, এই যে সমস্ত। তারপর ছাগলের একটি আস্ত ঠ্যাং দিয়া দেন। লইয়া গেলেন। সেইরূপ পাত্রী পক্ষের পিতাও পরাইয়া দিবেন (আশীর্ব্বাদ করিবেন।)

(ঙ) **টাকা চাল্‌** (টাকা দেওয়া)—ঘটক যাতায়াত করেন। তারপর বরের পিতা ঘটককে বলিলেন: যাও কুটুমদের বুঝিয়া আইস। গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিবেন: হাঁ স্বীকার করিয়াছেন। তখন বরের বাবা গ্রামের "মাঝি", "পারানিক" "জগমাঝি" আর গ্রামের দুই তিনজনকে ডাকিয়া হাঁড়িয়া দেন। তারপর গ্রামের মাঝি প্রশ্ন করিবেন: কিসের হাঁড়িয়া এটা? তখন বরের বাবা বলিবেন: এটা হচ্ছে, "মাঝি বাবা" ঘটকালি হাঁড়িয়া, টাকা (পণ) দিয়ে রাখব ব'ল্‌ছি। হাঁড়িয়া খাওয়া হইল।

তারপর গিরা বাঁধিবেন। পাঁচ দিন কি সাত দিন। ঘটক ঐ গিরা কন্যাপক্ষের বাড়ীতে লইয়া যাইবেন। তাঁহারা খুব সন্নিকট বুঝিলে বাড়াইয়া দেন আর তাঁহাদের কাথাই চলিবে (ঠিক থাকিবে)।

তারপর ধার্য্য দিন পৌছাইলে, বরের বাবা মাঝি, পারানিক, জগমাঝি আর গোড়েৎকে ডাকিবেন; তারপর বলিবেন: টাকা দিবার দিন আসিল, চল বরযাত্র যাইব। তখন তাঁহারা বলিবেন: গ্রামের ছোটবড় অনেকে আছেন, ওদের ডেকে আনি, তারপর গোড়েৎকে পাঠাইবেন ডাকিয়া একত্র করিবার জন্য। সকলে আসিলেন। তারপর বরের বাবাকে জিজ্ঞাসা করিবেন: আচ্ছা বাবা, তেলহলুদ কুলাইবে কি না? তিনি বলিবেন: সঙ্কুলান হইবে। তারপর পুরোহিত আর পুরোহিতের স্ত্রীকে পাশাপাশি চাটাইয়ে বসাইবেন, তারপর তেলহলুদ "তেতরে" মেয়েরা (অবিবাহিতা মেয়ে যাহারা বরের গায়ে হলুদ দেয়) মাখাইবে। ঐরূপ মাঝি এবং মাঝির স্ত্রী, তারপর পারানিক, জগমাঝি, জগ-পারানিক ও গোড়েৎকে তাহাদের স্ত্রীর সহিত মাখাইবে। তারপরে বরের মা বাবাকে খড় আঁটির উপর বসাইয়া মাখাইবে। তৎপরে গ্রামের ছোট বড় সব মেয়েদের। ইহার পর জগমাঝি বলিবেন: যাও বরকে নিয়ে এস, মাখান হবে। তখন বরের মা বলিবেন: কৈ সে তো নাই। তখন ছেলের দিদি না থাকিলে বৌদি কিম্বা ভগ্নী হইলেও চলিবে। আরও যে, নিধবর নাই, কোথায় পাওয়া যাবে? তখন বলিবেন: কাকার ছেলে আছে, সে বরের চেয়ে ছোট আছে, ওকেই নিধবর করা যাবে। নিজের জাতির ছেলে না থাকিলে অন্য লোকের ছেলে হইলেও চলিবে, কিন্তু ভাই সম্পর্ক—।

তারপর একটি ঘটি আনিবেন, তাহা বরের বৌদির হাতে দেওয়া হয়, তাঁহাকে বলিবেন: যাও, বরকে ঘুরাও। "তেতরে" মেয়েরা চাটাই ধরিবে আর বরের বৌদি তাহাদের ঘুরাইতেছেন আর ঘটির জল ধরিয়া সামান্য সামান্য ফেলিয়া যাইতেছেন। তিন বার ঘুরিলেন।

তারপর "তেতরে" মেয়েরা চাটাই বিছাইলে পর বর, নিধবর আর যিনি ঘুরাইতেছিলেন তাহাতে বসিবেন।

তখন জগমাঝি বলিবেন: যাও, বরের মাকে আসিতে বল। আসিলেন। পাতার থালাতে তেলহলুদ রহিয়াছে। তারপর জগমাঝিকে বলিবেন: বরের মাকে বলুন, তেলহলুদ ছেলের (মুখে) গালে মাখাইতে। ইহার পর জগমাঝি "তেতরে" মেয়েদের বলিবেন: নাও, এবারে মা (বরের মা) পথ দেখাইলেন, যাও বরের গায়ে হলুদ দাও। মাখাইলেন। তখন ঘটক বলিবেন: নাও তৈরী হও, রাত্রি হচ্ছে, চল! অতঃপর যাইবার জন্য তৈরী হইলেন।

তখন ঘটককে জিজ্ঞাসা করিবেন: ভাল রাস্তায় নিয়ে যাবে না সরু রাস্তায়? তিনি বলিবেন: ভাল রাস্তাতেই লইয়া যাইব। তারপর দুটী টাকা আর পিতলের বালা লইয়া যাইবেন আর নাগরা, রামশিঙ্গা কি বাকেয়া বাজাইতে বাজাইতে যাইবেন। পৌছিলেন। গ্রামের প্রান্তে দাঁড়াইবেন। ঘটক কন্যার ঘরে আগে যাইয়া বলিবেন: আমরা এসেছি, অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে আসুন, আর কোথায় আমাদের ডেরা (থাকিবার স্থান) দিচ্ছেন, সেটা দেখিয়ে দেন। গ্রামে কাহার মেলা ঘর আছে (আট চালা আছে)। অতঃপর, জগমাঝিকে বলিবেন: যান, দেখিয়া আসুন। তারপর পাইলেন। এর পর পাতার উপরে এক ঘটি জল লইয়া বরযাত্রীদের কাছে যাইবেন এবং বলিবেন: বরযাত্রী সব আসুন, ডেরাতে লইয়া যাইব। তারপর ডেরাতে চলিয়া গেলেন। এর পর বরযাত্রীগণ মাঝি এবং গোড়েৎকে বলিবেন: ওহে কাঠ, পাতা, দুটী হাঁড়ি, একটী থলা, চাটু আর খুন্তি আনিয়া দাও, আর জল কোথায় আছে দেখাইয়া দাও, রাত্রে কোথায় পাব? আর একটী ডালা আনিয়া দাও, ভাত ঢালিব। আনিয়া দিলেন।

ইহার পর বরযাত্রীগণ "লাঙ্গা ফারিয়া" (ক্লান্তি দূর করা) হাঁড়িয়া খাইলেন। জগমাঝিদেরও দিলেন, তাঁহারাও খাইলেন। তারপর জগমাঝিরা তাহাদিগকে বলিবেন: এবারে রান্না করুন, আর যখন আমরা তৈরী হইব, তখন আপনাদের ডাকিব।

পাত্রীর বাড়ীতে হাঁড়িয়া তৈরী হইল, তখন বরযাত্রীদের ডাকিলেন। আসিলেন; আসিয়া নমস্কার বিনিময় করিলেন; তারপর উঠানে খড়ের উপর বসিবেন আর গ্রামের লোকেরাও বসিবেন। তারপর জগমাঝি কুটুমদের জন্য জল আনিবেন, আর তামাকু, ইহার পর বলিবেন; যাও হাঁড়িয়া আন। আনিলেন। আনিয়া হাঁড়িয়া খাইতে লাগিলেন। তারপর জগমাঝি বলিবেন: ও, পাত্রীর বাবা কত পণ টাকা লইবেন, বরযাত্রীদের বলিব। কন্যাপক্ষ এবং বরপক্ষ মুখে আলাপ করিবে না। কন্যাপক্ষের জগমাঝি দুইটী পাতার বাটী তৈরী করিলেন। একটী পাতার থালাতে পাঁচ গণ্ডা ফুটো কড়ি রাখিলেন আর একটী ভাউটীচে (পাতার থালাতে) তিনটী পাকান সুতা রাখিলেন; একটী পাকান সুতার অর্দ্ধেক সাদা আর লাল, আর দুইটী সবই সাদা সুতা, এক খি করিয়া লাল সুতা। অতঃপর ঘটককে ডাকিয়া বলিবেন: ওহে ঘটক, এই যে সব তোমার। বরপক্ষের লোকদের নিকট ঐ ভাউটীচ্ (পাতার ঠোঙ্গা) দুইটী লইয়া যাইবেন। তাঁহারা সেই সুতা তুলিবেন না, কড়ি একটী তুলিয়া ঘটকের হাতে ফেরৎ দিবেন, তাহলে, কন্যার বাবার কাছে নিয়ে যান। তারপর লইয়া গেলেন, গিয়া দেখিলেন যে একটী কড়ি নাই। আরও একটী যোগ দিলেন (রাখিলেন) আর যাইবার সময় ঘটককে বলিলেন: যান বরের বাবার কাছে লইয়া। তাঁহারা আরও একটী কড়ি তুলিয়া লইয়া ফেরৎ দিবেন। ঐরূপ তিনবার কি পাঁচবার করিবেন। তারপর আর লইবেন না। তখন মুখে মুখে বলিবেন। তিন টাকা পণ পাত্রীর বাবা চাহিলে, বরের বাবা দুইটী কড়ি রাখিবেন, পাঁচ টাকা পণ হইলে, তিনটী কড়ি রাখিবেন, আর সাত টাকা পণ দিলে ৭টী কড়ি রাখিবেন। তিন টাকা পণে বরপক্ষেরা কিছুই ফেরৎ পাইবেন না। পাঁচ টাকার পণে একটি গরু আর একটী বাটী (বাসন) আর বর ধুতি পাল্লা পাইবেন আর বরপক্ষের পাঁচজন (লোকেরা) একটী খাসী, এক হাঁড়ি হাঁড়িয়া আর পাঁচ পাই চাল পাইবেন, তেল হলুদ সহ। তাহাকে বলে "গনং তড়াওনি"। আর কন্যাপক্ষ সাত টাকা পণ লইলে, একটী বাছুরসহ গাই, একটী বাটী, একটী থালা, আর জামাইয়ের জন্য ধুতি পাল্লা লাগিবে। আর বরপক্ষের লোকেরা "গনং তড়াওনি" পাইবেন, একটী খাসী, একটী হাঁড়িয়া ও সাত পাই চাল।

তারপর বরপক্ষের লোকেরা কন্যাকে হাসুলী পরাইবেন, আর সে তাঁহাদিগকে হাঁড়িয়া দিবে। এইরূপে পণের টাকা দুইটী, জগমাঝির হাতে দিবেন। তারপর জগমাঝি ঐ টাকা হাতে লইয়া সকলকে নমস্কার করিবেন। সেই টাকাকে বলে "পাঙ্গা তেন" (পায়ের দাগ ঢাকা)। জগমাঝি সেই টাকা পাত্রীর বাবাকে দিবেন। তারপর নমস্কার করিয়া বরযাত্রীরা আস্তানায় চলিয়া গেলেন। একটু পরে আরও ভোজ খাইতে ডাকিবেন। পরাইয়া চিহ্নিত করার সময় (আশীর্ব্বাদীর সময়) এই মত ব্যবহার করিবে। খাওয়ার পর আস্তানায় শুইতে যাইবেন। পরের দিন সকালে বরযাত্রীদের আবার ডাকিবেন। হাঁড়িয়া দিবেন, আর পাত্রীর মা ঘটককে পাঁচ পাই চিড়ামুড়ি সঙ্গে দিবেন। উঠানে বাহির হইয়া সকলে নমস্কার করিবেন, বরযাত্রীদের বিদায় দিবেন। তারপর ফিরিয়া আসিবেন।

(চ) বাপ্লাভেৎ রেয়াৰ্ (বিবাহের কথা)—ঘটক যাতায়াত করেন। তারপর উভয়েই বিবাহের তোড়জোড় করিবেন। টাকা দিবার পর কখনও সেই বৎসরেই আর কখনও দুই এক বৎসর পরেও বিবাহ হয়।

বিয়ে বাড়ীতে করার মত সামর্থ্য বুঝিলে, বরের বাবা ঘটককে

বলিবেন : যান কুটুমদের নিকট হইতে "গিরা" (দিন) লইয়া আসুন তারপর ঘটক পাত্রীর বাড়ীতে গিয়া বলিবেন : গিরা বাঁধা যাক্ (দিন ধার্য্য করার জন্য সুতাতে গিরা দেওয়া)। তখন মেয়ের বাবা গ্রামের মাঝি, পারানিক, জগমাঝিদের ডাকিয়া হাঁড়িয়া দিবেন। খাইবার সময় মাঝি জিজ্ঞাসা করিবেন : এটা কিসের হাঁড়িয়া? পাত্রীর বাবা (বলিবেন) উত্তর দিবেন : ঘটক এসেছেন, কত দিনের বেঁধে দিব ? তারপর দিন গুনিবেন। গুনিয়া (হিসাব করিয়া) ৯টা (গিরা) বাঁধিবেন।

তারপর বার হাত লম্বা মায়ের শাড়ির জন্য, আর "হেড়ে জিয়াত" (মায়ের মাএর) কাপড়ের জন্য ৮ হাত লম্বা, আর "বঙ্গা জিয়েতকে" (বাবার মাএর) দিবার জন্য শাড়ীর ৭ হাত সুতা চিহ্ন স্বরূপ পাকাইবেন। গিরা এবং ঐ পাকান সুতা ঘটককে দিবেন। আর সে বরের বাবার কাছে তাহা লইয়া যাইবেন। বরের বাবা তাহা পাইয়া, মাঝি পারানিকদের ডাকিবেন, বলিবেন : এই যে গিরা পাঠাইয়াছেন, কি বলিব (জবাব দিব)? তাঁহারা বলিবেন : ভালই, তাহলে আমরাও বেঁধে পাঠিয়ে দিই। তারপর হাঁড়িয়া খাইবেন, আর গিরাও বাঁধিবেন, পাঁচটা পাত্রীর, বাবার জন্য একটা, বরের গ্রামের মাঝির জন্য একটা, পারানিকের জন্য একটা, জগমাঝির জন্য একটা, আর একটা বরের বাবার আত্মীয়কুটুমদের জন্য। পাত্রীর বাবার জন্য "গিরা" ঘটকের হাতে পাঠাইয়া দেন।

তারপর তিনদিন থাকিতে বরের বাবা মাঝি পারানিককে ডাকিয়া বলিবেন : ও বাবা, এই যে দিন পৌছে গেল (হয়ে এল) মণ্ডপ তৈরী করি। তাহারা উত্তর দিবেন : ভালই। তখন বরের বাবা বলিবেন : তাহলে পাঁচটি ছেলে আর পাঁচটি মেয়ে যোগাড় ক'রে দিন। তারপর জগমাঝি গ্রামের ছেলেদের একত্র করিবেন গোড়েৎকে পাঠাইয়া, আর বলিবেন : নাও, এখানে মণ্ডপ তৈরী কর। তারপর পুরোহিতকে আনিবেন। আসিলেন। মাঝি বরের বাবাকে বলিবেন : দাও, তিনটি মুরগী দাও, একটি খয়েরী আর দুইটি সাদা, তিন পাই চাল, একটি হাঁড়িয়া, আর পূজা করিবার সামগ্রী। "নায়কে" (পুরোহিত) সেই সমস্ত জাহির স্থানে (যেখানে পূজা হয়) কিম্বা ফাঁকায় লইয়া গিয়া মণ্ডপের নামে মুরগী বলি দিবেন। তারপর প্রার্থনা করিবেন : এই যে তাহলে "জাহের এরা" (দেবী) অমুক মাঝি মণ্ডপের নামে আপনাকে মুরগী দিচ্ছে। সুখিমনে আনন্দের সহিত গ্রহণ করুন, মঙ্গল করুন, তবে অমুক গ্রামে বরযাত্রীরা যাচ্ছে, পথে ঘাটে টাটকা ভেল্কী না হয়, হোঁচট না খায়, "জিঠি পাথরী, বচঃ" না হয়, (জিঙ্কি, পাথরী বাণমন্ত্র দ্বারা কেহ না মারে) ডাইনে বাঁয়ে সমস্ত ছুড়ে ফেলে দিবেন ঠেলে ফেলে দিবেন। তবে খাইব দাইব, পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা, সৃষ্টি হইতে দিবেন না জন্মাইতে দিবেন না। তবে কুটুমদের সহিত ঝগড়া না হয়, গালাগালি না হয়, বাদ না হয়, বিবাদ না হয়, নাশ না হয়, বিনাশ না হয় বাপুঠাকুর আমার। এই সব প্রার্থনার সহিত (করিতে করিতে) খয়েরী মুরগী জাহের এয়াকে বলি দিবেন। এইরূপে "মড়েকেকে" (পঞ্চ দেবতা) একটি সাদা মুরগী পূজা দিবেন ঐরূপ প্রার্থনার সহিত। শেষে বাকী সাদা মুরগীটি মারাংবুরুকে পূজা দিবেন, আর তার নামেও (কাছেও) ঐরূপ প্রার্থনা করিবেন। ঐ "নায়কে" দু একজন লোককে সঙ্গে লইয়াছে, ঐ মুরগী গুলিকে খিচুড়ি রাঁধিয়া খাইবেন, আর হাঁড়ির হাঁড়িয়াও খাইবেন, তারপর বাড়ী চলিয়া আসিবেন।

অতঃপর জগমাঝি পুনরায় মণ্ডপে যাইবেন, তারপর ছোকরাদের জিজ্ঞাসা করিবেন : মণ্ডপ শেষ করেছ কি না? তাহারা উত্তর দিবে : হাঁ শেষ করেছি। তারপর জগমাঝি তাহাদের বলিবেন মণ্ডপের মাঝে একটি গর্ত্ত খুঁড়, মহুয়া গাছ লাগাইব। তারপর জিজ্ঞাসা করিবেন : গর্ত্ত খোঁড়া শেষ হলো কি না? তাহারা বলিবে : খোঁড়া শেষ হয়েছে। তারপর বলিবেন : ভিতরের মাটী আলগা কর। আলগা করিল। তখন জগমাঝি বরের মা বাবাকে বলিবেন : তিন ফেঁকড়া কাঁচা হলুদ আর পাঁচটি কানা কড়ি তিনটি ডগা দুর্ব্বাঘাস নিয়ে আসুন। হলুদ বাঁটুন, তিনটি আতপ চাল হলুদ দিয়ে মাখান। তারপর সমস্ত একত্রে জড় করিলেন। এক জায়গায় একত্র করিয়া পুঁটুলি করিলেন, আর সেখানে যে গর্ত্ত খোঁড়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে রাখিবেন। তারপর মহুয়া গাছ ঐ গর্ত্তে লাগাইবেন। লাগাইবার পর সেই মহুয়া গাছ তিনবার বড় দ্বারা (খড়ের কাছি) তিন পাক জড়াইবেন।

তারপর জগমাঝি যে ঘুরাইবে তাহাকে ডাকিবেন, বলিবেন : এবারে এটা মাটি দিয়ে লেপে সমান কর, আর গুঁড়ি দিয়ে ছঁচ দিয়ে সাদা কর, আর গিরু ঘষ, ঘষিয়া মণ্ডপের খুঁটিতে আল্পনা দাও আর সামনের দিকে বর কন্যার ছবি আঁক। আঁকা শেষ করিল।

তারপর জগমাঝি মণ্ডপ্ যে সমস্ত ছোকরা তৈরী করিতেছিল তাহাদের বলিবেন : এটা শেষ হ'ল। খেয়ে গতর (গায়ে শক্তি) করে এস। তারপর বরের ঘরে গিয়া তেল, দাঁতুন ইত্যাদি বাহির করিয়া ছেলেদের দিবেন, বলিবেন : যাও, স্নান ক'রে এস। তাহারা গিয়া স্নান করিল দাঁত মাজিল। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বসিল। তারপর জগমাঝি বিবাহ বাড়ী হইতে এক হাঁড়ি হাঁড়িয়া আনিয়া খাইতে দিলেন, সকলে খাইল। তারপর একডালা ভাত বাহিরে আনিবেন, আর এক থালা তরকারি। আরও পাতা এবং ঘটি আনিবেন, ঘটি তাহাদের হাতে দিয়া বলিবেন : জল গড়াইয়া লও, হাত মুখ ধোও। হাত মুখ ধুইল। তখন জগমাঝি বলিবেন : ইয়ে একজন ভাত আর একজন তরকারি সকলকে দাও। তারপর সকলে খাইল। খাইবার পর বলিবেন : সকলে মিলে দড়ি পাকাও

কতক ছোকরা দড়ি পাকাও আর কতক ছোকরা আমপাতা এনে দড়িতে গাঁথ। আরও জগমাঝি বলিবেন: কুলি রাস্তার উপর তিন জায়গায় বাঁধ, একটি দড়ি মাঝির ঘরের সামনে আর দুটি গ্রামের দুই প্রান্তে। বাঁধিল। তাদের কাজ শেষ হইল।

তারপর বরের বাবা জগমাঝিকে বলিবেন: যান, গ্রামের মাঝি, পারানিক, আর গ্রামের সমস্ত বৃদ্ধাদের ডেকে আনুন, তেল হলুদ মাখবার জন্য। তারপর নিজেই গিয়া তাহাদের ডাকিয়া আনিবেন। আসিলেন। বসিবার পর দুই পাতার ঠোঙ্গা করিয়া হাঁড়িয়া প্রথমে দেওয়া হইল। ইহার পর জগমাঝি 'তেতরে' মেয়েদের ডাকিলেন, ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন: যাও সকলকে তেল হলুদ মাখাও। মাখাইলেন, প্রথমে নায়কেদের বুড়াবুড়ী, এইরূপে কুডাম নায়কেদের বুড়াবুড়ী তারপর মাঝিদের বুড়াবুড়ী, এইরূপে পারানিকদের বুড়াবুড়ী, এরপর জগমাঝিদের বুড়াবুড়ী, এরপর জগপারানিকদের বুড়াবুড়ী, তাহার পর গড়েৎদের বুড়াবুড়ী আর এরপর গ্রামের সমস্ত বৃদ্ধাদের। তাহাকে "মাওয়া সুনুম সাসাং" বলে (মওবা হলুদ তেল)। সকলকে মাখাইবার পর পাত্রের মা বাবাকে আঁটী খড়ের উপর বসাইয়া মাখাইবেন। সর্ব্বশেষ বরকে চাটাইএর উপর বসাইয়া মাখাইবেন। নিধবর এবং ঘুরানদারের মাঝে। তখন গান করে

হারদি হারদি পুরা পাটর কনে মরা হারদি বাইসার্ড আয়েতে
রাইলা গো চন্দনারে।
হারদি হারদি পুরা পাটর আয়ো মরা হারদি বাইসার্ড আয়েতে।
রাইলা গো চন্দনারে।

পুরা পাত্র ভর্ত্তি হলুদ চন্দন কে মাখাচ্ছ, পুরা পাত্র হলুদ চন্দন মা আমার মাখাচ্ছেন।

বরকে মাখাইবার পর নিধবরকে মাখাইবে আর সর্ব্বশেষে ঘুরানদারকে মাখাইবে। দুইখলা করিয়া হাঁড়িয়া আরও খাইয়া যে যার বাড়ী চলিয়া গেলেন। কিন্তু যুবকযুবতীরা সেইদিন হইতেই বিবাহ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নাচগান করিবে।

তিনদিন পরে বরযাত্র যাইবার দিন আসিল। তখন বরের বাবা ভোরে এক হাঁড়ি "জান" হাঁড়িয়া দিবে। তারপর মাঝি, পারানিক, জগমাঝিদের ডাকিয়া হাঁড়িয়া দিবেন।

খাইবার সময় মাঝি পাত্রের বাবাকে জিজ্ঞাসা করিবেন: হেঁ হে এটা কিসের হাঁড়িয়া, "মেরা" (হাঁড়িয়ার ভাত) পাচ্ছি না যে? মেরা হচ্ছে ঠাট্টা কথা, তার মানে হচ্ছে, কি জন্য আমাদের ডেকেছ। তখন বরের বাবা উত্তর করিবেন: আজকে বরযাত্র যেতে হবে, ধার্য্য দিন এসে গেল। তখন মাঝি জগমাঝিকে বলিবেন: যাও গ্রামের লোকদের ডাকিয়া আনুন। তিনি গোড়েৎকে পাঠাইয়া সকলকে ডাকিয়া সমবেত করিলেন। সকলকে হাঁড়িয়া দিলেন। অতঃপর জগমাঝিকে পাত্রীর বাবা বলিবেন: আমাকে পাঁচটা লোক দিন। আনিলেন। তারপর পাত্রের বাবা বলিবেন: দাও বর-যাত্রীদের খাবার জন্য চাল, তরকারি, নুন আর পাঁচটি হাঁড়িয়া দাও, আলো থাকতে আগুয়ানদারদের পাঠিয়ে দিই আর তার সঙ্গে একটি ছাগল আর একটি হাঁড়িয়া, তিন পাই চাল (পাঁচ টাকা পণ হইলে পাঁচ পাই চাল), তিন টুকরা হলুদ, দোক্তা, নুন আর ভাঁড়ে তেল লইয়া যাইবে। শেষের গুলি হোল "চাডি" অর্থাৎ পুজার সামগ্রী বলা হয়।

তারপর ঐ আগুয়ানদারেরা ভাত খেয়ে ঐ সমস্ত জিনিস পাত্রীর গ্রামে নিয়ে এগিয়ে যাবেন। পৌঁছিলেন। একজন বিবাহ বাড়ীতে যাইবেন। সেখানেও পাত্রের গ্রামের মত মণ্ডপ তৈরী করেছে। সেই লোকটি বলিবে: এই যে বাবা, আমরা আগুনয়ানদারেরা পৌঁচেছি। তখন কন্যার বাবা জগমাঝিকে বলিবেন: গান ডেরা দেখাইয়া দেন। তারপর জগমাঝি বরযাত্রীদের জন্য যেখানে ছামরা হয়েছে সেখানে আগুয়ানদারদের নিয়ে যাবেন। তারপর হাঁড়ি, থালা, ডালা, চাটু, হলুদ, পাতা, পাতার থালা ইত্যাদি দিবেন। তারপর বিবাহ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

পাত্রের বাবার গ্রামের লোকেরা অগ্রগামীদের পাঠাইয়া দিয়া স্ত্রী পুরুষ সকলে জল আনিতে যাইবে। বরের মা একটি বড় ডালা লইয়া যাইবেন, তাহাতে আতপ চাল, আতপ ধান, দূর্ব্বাঘাস, ডিম একটি, তেল সিন্দুর আর এক লাতি সুতা আছে। বরের কাকীমা তরবারি ধরিবেন আর বরের পিসি তীর ধনুক ধরিবেন। দুইটি তেতরে মেয়ে সুতার বিড়ার উপরে কলসী মাথায় লইবে। বৌকাপড়ে (শাড়ী) ঢাকিয়া; সেগুলিকে শুভঘট বলে। পাত্রের ভগ্নিপতিকে বামুন ক'রেছে, সে কোদাল নিয়ে যাবে আর জগমাঝি নিজে হাঁড়িয়া আর পাতার ঠোঙ্গা লইয়া যাইবেন। বাকী অন্যান্যেরা দর্শক। ডালা তরবারি আর তীর ধনুকধারীরা নাচতে নাচতে ঘাটে যাবে। পৌঁছিলেন। সেখানে তিনপাক নেচে নেচে ঘুরবে (প্রদক্ষিণ করিবে)। সেই সময় ব্রাহ্মণ জলের ধারে একটি ছোট ডোবা খুঁড়িবেন। তারপর নালা কাটিয়া ঐ পুকুরের জল ডোবায় লইয়া যাইবেন। তারপরে জগমাঝি তিনপাশে (কোণে) তিনটি তীর গাড়িবেন, পাঁচপাক সুতা জড়াইবেন আর একটি করিয়া মুরগী ডিম তীরের কাছে রাখিবেন। আর ফুটোকড়ি প্রত্যেক তীরের কাছে রাখিলেন, রাখিয়া তীরগুলিতে সিন্দুর মাখাইলেন। তারপর মারাং বুরুকে এক পাতার ঠোঙ্গা, মাঝি হারানকে (যে মারা গেছে) এক ঠোঙ্গা, আর পরগনাইৎ বুড়াকে (দেবতা) এক পাতার ঠোঙ্গা হাঁড়িয়া পুজা দেন। বাকী হাঁড়িয়া খাইয়া দেন।

তারপর বরের মা, কাকীমা, আর পিসিরা তিনবার নাচিয়া প্রদক্ষিণ করিবেন, আর ঐ তেতরে মেয়ে দুটি ওদের পেছনে পেছনে ঘুরিবে, আর তাদের পিছনে পাঁচজন। এরপর যে তীরধনুক ধরে আছে সে জলে তীর মারিবে, আর তরবারি যে ধরেছে সে

জলে কোপ্ দিবে, তারপর "তেতরে" মেয়ে দুটি জল তুলবে। ইহার পর সকলে মণ্ডপে ফিরিয়া আসিবেন।

তখন জগমাঝি বামুনকে বলিবেন: সেখানে ঘাটে যে রকম খোঁড়া হয়েছিল সে রকম এখানেও উঠানে খুঁড়। খোঁড়া হইল। তারপর জগমাঝি তিন কোণে তিনটি তীর গাড়িলেন; ঐ তীরে পাঁচ পাক সুতা জড়াইলেন, আর বলিবেন: ওগো, এখানে মঙ্গল ঘট দুটি রাখ। রাখিল।

তারপর জগমাঝি বলিলেন: তিন জন "তেতরে" মেয়ে (যাহারা তেল হলুদ মাখায়) চলে এস, মণ্ডপের খুঁটি ধর। বরকে ওখানে আনা হইবে। তারপর জগমাঝি মেয়েদের বাঁ হাতের কড়ি আঙ্গুল মহুয়া খুঁটির সহিত বাঁধিবেন, আর ডান হাতে একটি করিয়া ধান দিবেন, সেই ধান এক হাতে চাল করাবেন, গুঁড়া (ভাঙ্গা) না হয়। চাল তৈরী করিল। জগমাঝি তাহাদের খুলিয়া দিলেন। এর পর সুতা পাঁচ পাক ডান কান আর ডান পায়ের কড়ি আঙ্গুলে লইবেন, তারপর পাকাইবেন। তারপর একটি ছোকরাকে ডাকিবেন: যাও, আম পাতা নিয়ে এস তিনটি। আনিল। আরও বলিবেন: যাও, নিয়ে এস তিনটি দূর্ব্বাঘাসের ডগা আর তিনটি আতপ চাল, গোটা, ভাঙ্গা না হয়, আর তাতে একটু হলুদ জল দিবে। ঐ যে "তেতরে" মেয়েরা যে চাল তৈরী করেছিল, সেই তিনটি চাল আর দূর্ব্বাঘাস ছেলেটি নিয়ে এল। অতঃপর জগমাঝি সেই চাল আর দূর্ব্বাঘাস আম পাতার মধ্যে রাখিবেন, আর পাকান সুতা দিয়ে বাঁধবেন বরের ডান হাতে।

এরপর বামুন জগমাঝিকে বলিবেন: এবারে বরকে ডাকুন। ডাকিলেন। হাজামতের জন্য পাবে দু পাই চিঁড়া, দু পাই চাল আর নুন তামাক্। তারপর বরকে মণ্ডপের জলের কাছে নিয়ে যাবে। তারপর দুটি জোয়াল পার করবে, আর একটি তরবারি আনিবে। ঐ জোয়াল দুটির উপর বরকে বসান হইবে, আর তার সামনে তার বাবাকে দাঁড় করাইবেন, তরবারি ধরিয়া মাথার উপর রাখিয়া জগমাঝি মঙ্গলঘটের জল ঘটিতে করিয়া তরবারিতে ঢালিবেন, আর সেটা বাবার পেছন দিকে বসা বরের মাথায় পড়িবে। তারপর তরবারিটি সরাইয়া লইবে, অতঃপর মঙ্গলঘটের জলে বরকে "আঃচুরিচ্" (তার বৌদি) স্নান করাইবেন।

অতঃপর বরযাত্রীরা তৈরী হইবেন, বরের বাড়ীতে ভাত খাইবেন, হাঁড়িয়া খাইবেন। তাঁহারা খাওয়া দাওয়া করিবার সময় "তেতরে" মেয়েরা বরের গায়ে হলুদ দিবে, মালা হাঁসুলি ইত্যাদি পরাইবে আর চোখে কাজলও পরাইবে। তখন গান করে:—

কাতি দূরে কাতি দূরে নাইহারা,
কাতি দূরে শশুরা ঘর,
ইওে হনা গাং নাদি, উওে হনা জাবো নাদি
তাহির মাঁঝে গো পুতা ওহরা নাহি হায়।

(কত দূরে না ইহার কত দূরে শশুর বাড়ী এদিকে গঙ্গা নদী ওদিকে জাবো নদী তার মাঝে পুত্র তোমার শশুর বাড়ী।)

উদ্বৃত্ত মাখান তেল হলুদ ঘটককে জিম্মা দেয়। তারপর জগমাঝি বরের মা বাবাকে বলিবেন: দাও বৌশাড়ী, "দওয়াল" (পাত্রীর মায়ের জন্য শাড়ী), "জিয়া ইতাঃং"কো (যাহারা বধূর সহিত আসিবে তাহার শাড়ী), শালা-পাগড়ি, বালা সিন্দুর (বৈবাহিক-সিন্দুর), "বালা" (বৈবাহিক) তেল, নিম, জাড়া পাতা, বালা, আর একটুখানি ধানের তুঁষ নিয়ে এস। লইয়া আসিলেন। তারপর বড় ডালাতে সেই সব জিনিস সাজাইলেন। ঘটকের জিম্মায় রাখিয়া বলিবেন: এই নাও তোমার সব দেখ।

তারপর বামুন পাঁচটি শালপাতা চাহিবেন, এক পুরিয়া সিন্দুর আর একমুঠা আতপ চাল। দিলেন, আঁচলে বাঁধিলেন। তারপর বামুন বরের পাগড়ি বাঁধিয়া দিবেন। তারপর সকল বরযাত্রী বাহির হইবেন। বরের মা এক লোটা জল আর পাতার ঠোঙ্গায় গুড় সাজাবেন (লইবেন) আর বাবা টাকা বাঁধবেন (লইবেন), মাঝির থানে (মাঝি যেখানে পূজা করে) গেলেন।

সেখানে চাটাই বিছাইয়া বরের মা বসিলেন। বরকে কোলে বসাইবেন। বসাইয়া নিজের ছেলেকে গুড় খাওয়াইবেন। মুখ ধোয়াইবেন, আর একটু জল খাওয়াইবেন। তারপর বর একটি টাকা মুখে লইবে, অতঃপর মা তাহাকে একটু মাই দিবেন। তারপর মা হাত পাতিবেন, আর বর মুখের ভিতরে লওয়া টাকা মায়ের হাতে উগরাইয়া দিবে। তাহাকে বলে দুধ টাকা আর সেটা হ'ল মায়ের পাওনা।

তারপর বর, বামুন, নিধবর আর "তেতরে" মেয়ে মাঝি বুড়োকে (মৃত) প্রণাম করিবে আর এক ভাঁড় হাঁড়িয়া নিয়ে গেছে সেটাও পূজা দিবে। এরপর "তেতরে" মেয়েরা কুলিমাথা (গ্রামের প্রান্ত) পর্য্যন্ত বরকে কোলে করিয়া দিয়া আসিবে, আর সেখান হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিবে, আর ঘটক বরযাত্রীদের লইয়া যাইবেন কন্যার বাড়ীর দিকে নাগরা লইয়া। বর্ত্তমানে ঢাক ঢোল, বাকেয়া, রামশিঙ্গা, মান্দান ভেড়, বাঁশী, চতুর্দ্দোল, হাওয়াই বাজি, চরখী, বোম্, বন্দুক ইত্যাদি লইয়া ধনী লোকেরা যাইতেছে কিন্তু পুর্ব্বে ঐ সমস্ত জিনিস ছিল না। আর বাজনার জন্য ডোম রাখা হ'ত না।

বরযাত্রীরা কন্যার গ্রামে পৌছিলেন। গ্রামের মাথায় গিয়া থামিল। তখন ঘটক পাত্রীর বাড়ীতে যাইবেন, বলিবেন: আসিলাম কোন কিছু তৈরী হইতে বাকী থাকিলে, তৈরী হইয়া লউন। তাঁহারা জবাব দিবেন: প্রস্তুত আছি। তারপর জগমাঝি গোড়েৎকে পাঠাইবেন গ্রামের লোকজনদের ডাকিয়া আনিতে। আসিলেন,

তেল হলুদ মাখিবেন আর হাঁড়িয়াও খাইবেন আর বিবাহিতা মেয়েরা সকলে সিন্দুর পরিবে, অবিবাহিতা, বিধবা, পরিত্যক্তারা নহে।

অতঃপর জগমাঝি গোড়েৎকে এক কলসী জল বহাইবে। (লইতে বলিবে) নিজে পাতার উপর ঘটি জল রাখিয়া লইয়া যাইবেন, তারপর বরযাত্রীদের নিকট গেলেন। তাঁহারা নাচগান করিতেছিলেন। জগমাঝিকে দেখিয়া চুপচাপ হইল (বন্ধ করিলেন)। তারপর জগমাঝি ও গোড়েৎ বলিবেন: নাও, কুটুম জল খাও; অতঃপর জগমাঝি ঘটি জল বরযাত্রীদের হাতে দিবেন, দুই হাতে গ্রহণ করিলেন, তারপর নমস্কার বিনিময় হইল। তারপর বরযাত্রীরা খাইলেন। তখন কন্যার মা ঘটি জল আর থালায় পাতার বাটিতে গুড় লইয়া কন্যাযাত্রী আর কন্যাপক্ষের "তেতরে" মেয়েরা আর গ্রামের মেয়েরা গ্রামের মাথায় বরকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে যাইবেন। বরযাত্রীদের কাছে পৌছিয়া ঘটককে বলিবেন: কোথায় বর, গুড় জল খাওয়াব। তারপর বরযাত্রী এবং কন্যাযাত্রী নমস্কার বিনিময় ক'রে এক হ'য়ে নাচিতে লাগিল। ঘটক কন্যার মাকে বলিবেন: এই যে বর। তারপর বর তাহার শাশুড়ীকে প্রণাম করিল, আর দু একটি মেয়েকেও। আর অন্যান্য মেয়েরা আর "তেতরে" মেয়েরা বরকে দেখিয়া বিস্তর গান গাহিয়া গালি দিবে।

"আজ কাথাএ আজ আওয়েরে কাল কাথাএ কাল আওয়েরে, কত বড় সদাগরের বেটা আধা রাতে বিদায় দিলেকরে।"

(আজ শুনি আজ আসবে কাল শুনি কাল আসবে, কত বড় সওদাগরের বেটা আধারাতে বিদায় দিয়েছে।)

তর্ মায়ে যে কুকুর সঙ্গে সুতালং
তর্ মায়ে যে বিরাল সঙ্গে সুতালং
ছিও ছিও নাকাটিও
আমার বিটি না ছুইওরে।

(তোর মা যে কুকুরের সঙ্গে, বিড়ালের সঙ্গে শুয়েছিল ছি, ছি, নাককাটা আমার মেয়েকে ছুঁয়ো না।)

সেদায় দক মেনা, বালেগে, বালেগেক মেন
(এওলকেদেদতেএও্ সটা ডাটা
চাডি মলং দোএমো।

(আগে বলতে শুনেছি যে খুব কম বয়স, ওমা দেখি যে দাঁত বারকরা উঁচু কপাল ধাড়ি।)

এঙ্গাম তুলাড় দ বাবু, আপুস তুলাড় দ বাবু
বাড়গে লওয়া লেকা বাবুম জোকো চাবায়েন।

(বাবু, মা বাবার কত ভালবাসা, তাই পাকা ডুমুরের মত শুকিয়ে চপসে শেষ হয়ে যাচ্ছ।)

জাঁওয়ায় রেণ এঙ্গাট আপাত্ দক মেনা
জয়নাগায় সুনুম বেপার
বুলুং বেপারকিন সেন্ আকানা;
সুনুম নাহি সুনুম বেপার
বুলুং নাহি বুলুং বেপার
কামার সাল্তে চাতুয়া ধুকাও কিন্ সেন আকালা।

(লোকে বলে জামাইর মা বাবা নাকি জয়নগরে তেল, নুনের ব্যবসা ক'রতে গেছে; নুনের ব্যবসাও নয়, তেলের ব্যবসাও নয়, কামার সালে হাপর চালাচ্ছে।)

সেদায় দক মেনা, জায়নাগার সুনুম চুকাঃ চড়বাঃ
এেলকেদেদতেএ্ নয়োংকেদেদতেএ্,
বাল বকঃ বাড়তাং এ তেঙ্গো আকানা।

(আগে বলতে শুনেছি যে জায়নগরের তেলের ভাড়ের মত দেখতে এখন দেখি বুড়োধাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।)

● "বাবু" কথার বদলে বরের নাম ধরে বলে। তারপর কনের মা জামাইএর পা ধুইয়া দিবে, তারপর মুখ ধোয়াইবে, তারপর গুড় খাওয়াইবে; খাওয়াইয়া আরও মুখ ধোয়াইবে, আর একটু জল খাওয়াইবে। সেইরূপ বামুন আর নিধবরকেও খাওয়াইবে। তারপর "তেতরে" মেয়েরা বরকে আর নিধবরকে কোলে করিয়া গ্রামের প্রথম ঘরের আঙ্গিনায় লইয়া যাইবে, আর জগমাঝি ঘটিজল হাতে লইয়া সাথে সাথে যাইবেন। বরযাত্রী আর কন্যাযাত্রীরা পেছনে নাচিতে নাচিতে আসিবে। "তেতরে" মেয়েরা যাহার আঙ্গিনায় বরকে রাখিয়াছে, সেই বাড়ীর মেয়েরা বর, নিধবর, আর বামুনকে গুড় জল খাওয়াইবে। সেইরূপ প্রতি ঘরে ঘরে খাওয়াইবে। কনের বাড়ীর আঙ্গিনায় পৌছিলে, কনের মা আবার তাহাদের খাওয়াইবেন। তারপর গ্রামের বাইরে যেখানে বরযাত্রীদের ডেরা আছে, সেখানে জগমাঝি তাহাদের লইয়া যাইবেন, আর বলিবেন: এই যে আপনাদের ডেরা, এইবার বিশ্রাম করুন। বরযাত্রীরা নিজেদের ভাত খাইবে আর নিজেদের হাঁড়িয়া পান করিবে।

তারপর জগমাঝি কনের ঘরে যাইবেন, আর সেখানে প্রস্তুত হইতে বলিবেন, সমস্ত মেয়েদের; বলিবেন: চল বরকে স্নান করাই। তাহারা এক (পাতার) বাটি তেল, এক বাটি (পাতার) হলুদ, এক ঘড়া জল, একটি চাটাই, একটি কাঠের আসন, আর বরের জন্য একটি ধুতি আর একটি পাল্লা বাহির করিয়া জগমাঝি বরের ডেরায় নাগরা মাদল লইয়া সকলকে লইয়া যাইবেন। পৌছিলেন। তারপর জগমাঝি বলিবেন: আমাদের বর দাও। সে উঠিয়া পড়িল, আর ঘটক হাতে ধরিয়া ঐ মেয়েদের কাছে লইয়া আসিলেন। তাহারা চাটাই বিছাইয়া বরকে তাহার উপর বসাইবে, তারপর

কনের বড় বোন তিনজনে বরকে স্নান করাইবে, মাথা আচড়াইবে, শেষ করিল।

অতঃপর তালাইটি সরাইয়া লইবে, পিড়ি বসাইবে, তাহার উপর বরকে বসাইবে, আর জল এক ঘড়া লইয়া গিয়াছে, সেই জলে স্নান করাইবে। স্নান করাইবার পর জগমাঝি বলিবেন : দাও হে, বর কি করে "আওয়ার" (গায়ে জড়ানো দড়ি বিশেষ) ফেল্‌বে? (দাও হে বর ভিজে কাপড় কি করে পাল্টাবে?) তার পর সেই ধুতি এবং পাল্লা কন্যাপক্ষের মেয়েরা জগমাঝিকে দিবেন, আর তিনি বরকে দিবেন। জামাই সেই কাপড় পরিল এবং গায়ে দিল, নিজের ভিজা কাপড় ছাড়িয়া। তারপর "তেতরে" মেয়েরা বলিবে দড়ি ফেলে দিয়েছ, তারপর কিসে সিদ্ধ (পরিষ্কার) করিব? তখন বরযাত্রীরা একটি হাঁড়িয়া দিবে। সেই হাঁড়িয়া মাথায় লইয়া জগমাঝির ঘরে লইয়া যাইবে, সেখানে রাখিয়া যে যার চলিয়া যাইবে।

অতঃপর গ্রামের মাঝি জগমাঝি আর গোড়েৎকে ডাকিয়া বলিবেন : যাও, গ্রামের সকলকে ডাকিয়া আন, চল সিন্দুরদান দেখিব। তারপর তাহারা জমায়েৎ করিলেন, জমায়েৎ হইয়া ঘটককে বলিবেন : প্রস্তুত হও, চল সিন্দুর দান দেখি। আসিলেন। তারপর পাঁচজনে জগমাঝি ও গোড়েৎকে বলিবেন : যাও, আমপাতা পাচটি লইয়া আইস। লইয়া আসিলেন। বরযাত্রীরা কনের আঙ্গিনায় আছে, সেখানে নাচিতেছে।

তারপর কন্যাপক্ষের লোকেরা বলিবে : পাঁচজন বরযাত্রীরা ঘরের ভিতরে আসুন। ঘরের মধ্যে গেলেন। হাঁড়িয়া দেওয়া হয়। খাইলেন। বাইরে বামুন বরকে কাঁধে লইয়াছে। তখন ঘটক বলিবেন : কনের ভাই কাপড়ের জন্য ভয়ানক কান্নাকাটি ক'রছে। তখন পাঁচজনে বলিবেন : যাও, কাঁধে ক'রে নিয়ে এস। তখন কনের ভগ্নিপতি কাঁধে লইয়া বাহিরে আনিবে। অতঃপর সে এবং বর দুইজনকে এক জায়গাতে একত্র করিবে; তারপর ঘটিতে জল আর পাঁচটি আমপাতা দুই জনকে দিবে, এর পর তাদের বলা হয়, বরপক্ষের পাঁচজনে : ওহে বর, আমপাতায় করে তিনবার মাথায় জল ছিটিয়ে দাও। তারপর কন্যাপক্ষের পাঁচজনে সেই ছেলেকে বলিবেন : এবার তুমিও, বাবু, জামাইকে তিনবার ছিটিয়ে দাও। তারপর (জল) ছিটাছিটি হইল। অতঃপর বরকে বলিবেন : এবারে পাগড়ি বাঁধিয়া দাও। পাগড়ি বাঁধিয়া দিল। তারপর বলিবেন : এবার ঠোনা মার। ঠোনা মারিল। তারপর মুখের চাল পরস্পরের প্রতি ফুৎকার দিল। তারপর যাকে পাগড়ি বাঁধা হইল সেই ছেলেকে মাটিতে নামান হইল।

তারপর বলিবেন : এবারে বৌ নিয়ে এস। তারপর কনেকে ঘরের ভিতরে বৌশাড়ী পরিতে বলিবে, অতঃপর "দাউড়ার" (বড় ডালা) উপর বসাইবে। তখন জগমাঝি বরযাত্রীদের বলিবেন : নাও বাবা বরযাত্রীরা, এই যে তোমাদের। তারপর তুলিয়া বাহিরে আনিল, বরকে যেখানে কাঁধে লইয়া আছে, ঘরের আঙ্গিনায়। সেখানে তুলিয়া ধরিয়া রাখিবে বরের সামনে মুখামুখি! তারপর তাদের মাঝখানে বরযাত্রীরা একটি কাপড় তুলিয়া ধরিবে। কন্যাপক্ষের জগমাঝি ঘটিজল কনের জন্য তুলিয়া ধরিবেন, আর বরযাত্রীরা বরের জন্য ঘটিজল তুলিয়া ধরিবে, আর তাহাকে বলিবে : নাও বাবু, মাথায় আমপাতায় করে তিনবার জল ছিটিয়ে দাও। কন্যাপক্ষেরাও কনেকে বলিবে : নাও, তুমিও বরের মাথায় তিনবার আমপাতায় জল ছিটিয়ে দাও। তারপর পরস্পর ছিটাইল।

তারপর বামুন বরকে পাঁচটি শালপাতা হাতে দিবে, উপরের পাতায় সিন্দুর রেখেছে। তারপর বরযাত্রীরা বরকে বলিবেন : নাও বাবু, মাথা থেকে ঘোমটাটা সরিয়ে দাও। সরাইলেন। সিন্দুর বাম হাতে ধরিয়া রাখিবে কনের মাথার উপর। অতঃপর বরযাত্রীরা বলিবেন : এবারে মাটিতে একটু সিন্দুর ফেল। ফেলিল। তারপর বলিবেন : এবারে ডান্ হাতের কড়ি আঙ্গুলে করিয়া পাচবার বৌএর সিঁথিতে সিন্দুর লাগাও। লাগাইল। অতঃপর বলিবেন : এবারে বাম হাতে বৌএর ঘাড়ে ধর আর পাতার সমস্ত সিন্দুর মাখিয়ে দাও। মাখাইয়া দিল। তারপর "হরিবোল" করিলেন।

তারপর বামুন বরকে মাটিতে নামাইল, আর বরযাত্রীরা বরকে বলিবে : নাও, ডালা হইতে তোমার বৌকে কোলে করিয়া নামাও। নামাইল। তখন বৌএর বড় বোন আসিল, বরকনের কাপড়ে একত্র গেরো দিল।

তারপর কনের মায়েরা তিনজা ঘরে ঢুকিয়া একটি থালায় একটু দূর্ব্বাঘাস, অল্প আতপ ধান, আতপ চাল, তিনটি গুঁড়ির গোলা আর তিনটি গোবরের গুলি তাহাতে সাজাইলেন। আর একটি বাটিতে (পাতার) হলুদ আর একটি বাটিতে (পাতার) তেলও ঐ থালাতে রাখলেন, আর ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন আঙ্গিনাতে, যেখানে বরকনে আর কনেপক্ষের নিধকনে আর বরপক্ষের বামুন আর নিধবর রয়েছে। তারপর কনের মা তিনবার থালাতে চুমাড়া করিবেন (বরণ করিবেন) বরকনে আর নিধবরকনেদের। তারপর থালার দূর্ব্বাঘাস, আতপ ধান আর আতপ চাল একটু, তাহাতে করিয়াও তিনবার চুমাড়া করিবেন। তারপর সেই ধান, চাল আর দূর্ব্বাঘাস তাদের পেছন দিকে ছড়াইয়া দিবেন। তারপর তেল হলুদ একত্র করিয়া বরের দুই গালে মাখাইবেন, আর সেও বাটি (পাতার) হইতে তেল হলুদ লইয়া শাশুরীর দুই গালে মাখাইবে। তারপরে কনের মা কনে আর নিধবরকনেদের ঐরূপ করিবেন, আর তাহারাও ঐরূপ ঘুরিয়া করিবে। ঐ জায়েরাও ঐরূপ করিবেন।

তারপর দুইজন চুমাড়াকারীদের মধ্যে (বরণকারীদের মধ্যে)

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সরাতে করিয়া একজন আগুন আনিবে, আর একজন উদুখলের হামান্ লইয়া আঙ্গিনায় আনিবে। সরার আগুন বরকনেদের সম্মুখে রাখিল। তারপর কনের মা ডান হাতে উদুখলের হামান ধরিয়া সরার আগুনের উপরে ঘুরাইবেন আর বাম হাতে আগুনকে প্রণাম করিবে; তারপর জাদের দিবেন। তাঁহারাও পরপর ঐরূপ করিবেন। শেষের যিনি ঐরূপ করিয়া হামান দিয়া ঐ সরার আগুন খোঁচাইয়া ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া দিয়া হামান লইয়া পলাইয়া ঘরে যাইবেন। ঐ সমস্তকে "পাড়ছাউ" বলে।

তারপর বরকন্যাকে যে একত্র গেরো বাঁধিয়াছে সে ঘটিতে জল আনিয়া পা ধোয়াইবে, আর বাম হাতে কন্যাকে ধরিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া যাইবে আর ডান হাতে অবশিষ্ট ঘটি জল তাহা ফেলিতে ফেলিতে যাইবেন, আর বামুনেরা তাহাদের পিছনে পিছনে যাইবে (অনুসরণ করিবে)। দরজা কনের বোন আটকাইয়া রাখিবে আর না পারিলে কপাট বন্ধ করিবে। তাহাকে "সিংদুয়ার" বলে। তারপর বর এক আনা দিবে, তবে খুলিয়া দিবে।

ঘরের ভিতরে চাটাই বিছাইয়া দিয়াছে, তাহাতে বরকনেরা বসিবে। তারপর "তেতরে" মেয়েরা আসিয়া তেল হলুদ মাখাইবে, মাখাইয়া হাত ধুয়াইবে। অতঃপর ভাত দিবে। কনের ভাই বরের ভাত ছাড়াইয়া খাইবে, আর একমুঠা খাওয়াইয়া দিবে, তারপর একসাথে খাইবে। খাইবার পর আরও মুখ হাত ধুইবে। তারপর বরকনেকে যে বেঁধেছিল (তাহাকে বামুনবৌও বলে) সে কাপড়ের গেরো খুলিয়া দিবে। তারপর বর, নিধবরেরা বাহির হইবে গোয়ালে।

তারপর কনের বাবা, বেয়াই আর ঘটক আর জগমাঝিকে ঘরের মধ্যে লইয়া যাইবেন ভাত খাওয়াইবার জন্য। বরের বাবা বাড়ী হইতে আসা অবধি উপবাস করিয়া আছেন। তাহাদের হাঁড়িয়া দেওয়া হয়, আর ভাত দেন, গোয়ালে বাহির হইয়া আসিলেন।

তারপর মাঝি এবং জগমাঝি ঘরের মধ্যে যাইবেন। দুই খলা করিয়া (পাতার ঠোঙ্গা) হাঁড়িয়া দিবে। অতঃপর কনের বাবাকে জিজ্ঞাসা করিবেন: এবার বরযাত্রীদের মণ্ডপে নিয়ে আসা যাক। এরপর গোল করে মণ্ডপের নিচে খড় বিছিয়ে দিবে। তারপর ডাকিবেন। আসিলেন, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তারপর কনের তরপের জগমাঝি বরপক্ষের জগমাঝিকে নাম ধরিয়া বলিবেন: ফালনা মাঝি হে "সাহেব"! সেও উত্তর দিবে: "সাহেব"! জগমাঝি বলিবেন: আসুন সরল লম্বা শরীরটাকে রাখি শির দাঁড়ার প্রান্তটাকে বসাই (আসুন দাঁড়িয়ে কেন বসা যাক্)। তারপর বরযাত্রীরা সকলে বসিলেন। অতঃপর একঘটি জল আনিয়া তাহাদের সামনে রাখিবেন।

তারপর কন্যাপক্ষের লোকেরা বরপক্ষের মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিবেন: ফালনা মাঝি সাহেব! উত্তর দিবেন: সাহেব! তারপর বলিবেন: একত্র বসেছি যখন এক জায়গাতেই থাকার মত (এক গ্রামের লোকের মত)। তাহ'লে, প্রাণ, মন, দেহ সবই সুস্থ আছে ত? বরযাত্রীরা উত্তর দিবেন: এই যে, সাহেব, আর খোঁজ খবর যখন নিলেন, পর্ব্বতের মত প্রাণ বেড়ে উঠল, জাতির মত বুক বিস্তার লাভ ক'রল, পাঁচ হাত শরীর বেড়ে গেল, শিঙ্গার মত গোঁফ বেড়ে গেল: সাহেব, আপনাদের আশীর্ব্বাদে ভালই আছি। তারপর কন্যাপক্ষেরা বলিবেন: ঠাকুরের দয়ায় ভালই পাব (থাকব)। তারপর গান করে:—

আয়োগো না যাইয়ো নাঁইহারা,
বাবাগো না যাইয়ো রাজা দরবার।
আজেত গো বাবা আগুয়ে বারিয়াত
আওআএ দেগো বিটী আওয়ায়ে দেগো।
দুয়ারাহি আছে বিটী রাইচন্দন গাচ হো
বাইসে তো দেবো বিটী সনেরে পিণ্ডা হো,
খায়েতো দেবো গুয়া পান।

(মাগো তুমি বাপের বাড়ী যেয়ো না, বাবাগো তুমি রাজদরবারে যেয়ো না। বাবা আজ বরযাত্রীরা আসবে। আসতে দাওগো বেটী আসতে দাও, দুয়ারে রাইচন্দন গাছ আছে, বসিতে দিব বেটী সোনার পিঁড়ি, খেতে দিব গুয়া পান।)

আইস কুটুম বাইস কুটুম
হামারিও অঙ্গানাকো
আগুতো বাইসালম্ রাইওহো ফালনা রায়া
তাহি পিছু বাইসালম্ দশে কুটুম।
আনসেগো বাহিনী একা লোটা পানি জো,
আনসেগো বাহিনী একা ছিলিম তামাকুর;
হুকা তামাকুর বড়রে বেওহার।

(এস কুটুম আমার আঙ্গিনায় ব'স, প্রথমে বসালাম অমুক রায়াকে (মাঝিকে) তারপরে দশ কুটুমকে বসালাম। আনগো বোন এক ঘটি জল, আনগো বোন এক ছিলিম তামাক। হুকা তামাকু আতিথেয়তার প্রধান অঙ্গ।)

তারপর হাঁড়িয়া লইয়া আসিল। দুই ঠোঙ্গা করিয়া প্রত্যেকে খাইবে। তারপর মাঝি এবং জগমাঝি কনের বাবার ঘরের মধ্যে গিয়া দুই ঠোঙ্গা (পাতার ঠোঙ্গা) করিয়া হাঁড়িয়া খাইবেন। খাইবার পর মাঝি কনের বাবাকে বলিবেন: বরযাত্রীদের কি হাঁড়িয়া দিব; এই বসাতেই কি বাকী পণ টাকা চাইব, কি না? বেশী হাঁড়িয়া না থাকিলে বলিবেন: এই বসাতেই শেষ করিব। তারপর মাঝি, জগমাঝিরা বাহিরে আসিলেন। তারপর মাঝি বলিলেন: এই

কুটুমদের হাঁড়িয়া দেওয়া যাক, এস জগমাঝি, তুমি বাড়ীর ভিতর থেকে বাহির কর। জগমাঝি দুই জন লোক আনিয়া ঘরের ভিতরে লইয়া যান। সেখানে দুই (পাতার) ঠোঙ্গা করিয়া হাঁড়িয়া দিলেন। খাইলেন। তারপর জগমাঝি তাহাদের বলিবেন: ইয়ে তোমরা এই কুটুমদের হাঁড়িয়া দাও, আগত ছোট বড় সকলকে কুলাইবে (সকলে যেন পায়)। তাহারা বলিবে: দাও জগমাঝি, দুটো কলসী আমাদিগকে দাও। আনিয়া দিলেন, আর "ফুড়ু:" (পাতার ঠোঙ্গা) ঝুড়ি ভর্ত্তি দিলেন।

তারপর "মাঝি" "পারানিক"এর কাছ হইতে আরম্ভ করিয়া বরযাত্রী আর গ্রামের লোক সকলকে দিবে। খাইলেন। তখন জগমাঝি বলিবেন: দাও বাবা বরযাত্রীরা, বাকী পণের টাকা দেখব, নিন্ বার করুন। তখন গান করে:

রাড়া বাবু রাড়ায় মেসে
পুঁঠীলেকা টাকা দ,
রাড়া বাবু রাড়ায় মেসে
হাকো মায়াম্ সামানম্ দ।
চাল্ বাবু চাল্ মেসে
পুঁঠীলেকা টাকা দ।
চাল্ বাবু চাল্ মেসে
হাকো মায়াম্ সামানম্ দ।

(গোল বাবু গোল পুঁটি মাছের মত টাকা,
গোল বাবু গোল মাছের রক্তরাঙ্গা সামানম্ (সোনা)
দাও বাবু দাও পুঁটি মাছের মত টাকা
দাও বাবু দাও মাছের রক্তরাঙ্গা সামানম্ (সোনা)।

তকয় দয় দুড়ুপ আকান্ — পুঁঠীলেকা টাকা দ
তকয় দয় সাঁবাও আকান্ — হাকো মায়ায় সামানম্ দ।
ফালনা রায়াএ দুড়ুপ আকান — পুঁঠীলেকা টাকা দ,
মহাজনকো সাঁবাও আকান — হাকো মায়াম সামানম্ দ।

(কে বসে আছে পুঁটি মাছের মত টাকা
কে ঢুকে আছে মাছের রক্তের মত সামানম্ (সোনা)।
ফালনা লোক বসে আছে পুঁটি মাছের মত টাকা
মহাজনেরা ঢুকে আছে মাছের রক্তের মত সামানম্ (সোনা)।

তারপর ঘটক বাকী এক টাকা (কি তিন, কি পাঁচ টাকা) হাতে দিয়া বলিবেন: এই যে বাবা, বাকী টাকা। তারপর মাঝির নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া সকলকে নমস্কার করিয়া যাইবে। তারপর খাণ্ডা (কনের মার জন্য) শাড়ী, দুটি "জিয়া ইতাঃৎ" কাপড় (দুটি শাড়ী কনের ঠাকুর মা পায়) আর একটি এঙ্গা ইতাঃৎ মা শাড়ী (কনের মায়ের মা পায়) ঘটক বাহির করিবেন। তাঁহারা দেখিয়া মাপ করিবেন (হাত দিয়া মাপিবেন) যে ঠিক আছে। তারপর কনের মা ঐ "দওয়াল" (শাড়ী) পরিবেন। আর দুটি "জিয়া ইতাঃৎ" (শাড়ী) কনের বাবার মা (তিনি বঙ্গা জিয়াৎ) আর কনের মায়ের মা (তিনি হেড়ে ইতাঃৎ) শাড়ী পরিবেন। তারপর গান করেন:

"আয়োতো লেলা ঝিলিমিলি লুগাহো,
বাবাতো লেলা মুঠা ভরি টাকা হো
ভায়া তো লেলা বর দা।
এক পাইলা ধান কেয়া
কিনালম সিন্দুরা
জনমে জনমে রহি গেল।

(বাবা ত নিলেন মুঠা ভরি টাকা, মা ত নিলে ঝিলিমিলি শাড়ী, ভাই ত নিল গরু, এক পাই ধানে সিন্দুর কিনিলাম জনমে জনমে রয়ে গেল।)

"ছিটী ফাটী গেলা ঝিলিমিলি লুগা হো
ভাঙ্গি চুরি গেলা মুঠা ভরি টাকা হো
বেরেবান্দে গেলা বর দা।
এক পাইলা ধান কেরা
কিনালম্ সিন্দুরা
জনমে জনমে রহি গেল।"

(ঝিলিমিলি কাপড় ছিড়ে ফেটে শেষ হল, মুঠা ভর্ত্তি টাকাও খরচ হ'ল আর বরদাও বেরবাদে গেল, এই পাইলা ধানে সিন্দুর কিনিলাম জনমে জনমে রয়ে গেল।)

তারপর ঘটক একটি "চাড়ি" ছাগল একটি "চাড়ি" হাঁড়িয়া, পণের প্রতি টাকার জন্য এক পাই করিয়া চাল, তিন টুকরা হলুদ, একটু নুন্, একটু তেল, আর কিছু দোক্তা বাহির করিয়া কনের মা বাবাকে দিবেন। তারপর সকলকে নমস্কার করিল। অতঃপর মেয়েরা যারা কাপড় পেলেন, "চাড়ি" ছাগল কোলে লইয়া নমস্কার করিয়া যাইবেন। তারপর ছাগলটিকে খুঁটিতে বাঁধিয়া মিছামিছি তাহাকে দুইবে। অতঃপর মাটির খলা লইয়া আসিবেন তাহাতে হাঁড়িয়ার ভাত রাখিবেন, পাতা আনিবেন, তারপর মিছামিছি দুধ ভাত বলিয়া ভাগ করিয়া দিবেন বরযাত্রীদের মধ্যে। শুধু শুধু খাইবেন (খাইবার ভান করিবেন)। তারপর মেয়েরা হাত ধোয়াইয়া দিবে।

তারপর মাঝি জগমাঝিকে বলিবেন: যাও, ঘটি জল লইয়া আইস। আনিলেন। মাঝির নিকট হইতে পারানিকের কাছে লইয়া যাইবেন, তারপরে বরযাত্রীদের কাছে। সেই ঘটি জল কিছুই করিবে না, জগমাঝি শুধু তাঁহাদের কাছে লইয়া যাইবেন। মাঝি জগমাঝিকে বলিবেন: বরযাত্রীদের কাছে ঘটি জল দিবার সময় বলিয়া দিবে, শাক্ তুলিব, আর তাহারা একের পর এক ঘটি জলকে নমস্কার করিবে।

তারপর কনের বাবা মণ্ডপের খুঁটির কাছে গোবর দিলেন,

তারপর ঘর থেকে পাতায় করিয়া চাউল আনিবেন, সেই গোবর দেওয়া জায়গায় তাহা রাখিবেন। তারপর এক ভাঁড় হাঁড়িয়া আনিবেন, আর পাতার ঠোঙ্গা চারটি। অতঃপর ঘর থেকে ছাগল খাসিকে লইয়া আসিবে, আনিয়া চাউল খাওয়াইবে, এর পর ঘাড়ে ডাং (লাঠি) লাগাইবে। তারপর জগমাঝি ছাগলের গলার দড়ি আর ডাং ধরিয়া গ্রামের লোককে ডাকিবেন: চলে এস। তাহারা আসিয়া ছাগলের মাথায় জল দিল। অতঃপর জগমাঝি বরযাত্রীদের ডাকিবেন: এস বাবা বরযাত্রীরা, শাক্ বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, এস তুল। তখন গান গায়:

খাণ্ডা ধর, খাণ্ডা ধর রাউতা পাইকা
জোড়া জোড়া খাসি রাউতা ওঠন গলন,
দেহো রাউতা খাণ্ডা কেরা চোট্।

[খাঁড়া ধর রাউতা পাইকা (রাউতা পাইকা কথা ব্যবহার হয় যখন লোকের নাম না ধরিয়া কিছু বলা হয়) জোড়া জোড়া খাসি উঠে পালিয়ে যাচ্ছে। রাউতা খাঁড়ার চোট দাও।]

তারপর বরযাত্রীদের মধ্যে একজন তাহাদের কথা মত তরবারি লইয়া আসিল, আর তাহা দ্বারা ছাগলকে কাটিল।

তারপর জগমাঝি ঘরে গিয়া পাতায় করি চাউল আনিলেন; তাহাতে (উপরে) ছাগলের মাথা রাখিল। আরও "জগমাঝি" ঘরে প্রবেশ করিয়া একটি হাঁড়িয়া আর দুইটি পাতার ঠোঙ্গা আর তিন চার ঠোঙ্গা বাহির করিল (হাঁড়িয়া বাহির করিল)। তারপর কনের বাবা দুইটি পাতার থলাতে হাঁড়িয়া পূজা করিবে। পূজা করিবার পর ছাগল যে ধরেছিল আর ছাগল যে বলি দিয়েছিল তাহাদের ডাকিবে। তাহারা আসিল। তারপর কনের বাবা ঐ দুইটি পাতার বাটি ধরিলেন, আর তাহাদের হাতে হাতে বেজ লাগাইলেন, তারপর পাতার ঠোঙ্গা তাহাদের হাতে দিলেন, আর তাহাতে এক এক ঠোঙ্গাভর্ত্তি (হাঁড়িয়া) দিলেন। খাইলেন। তারপর বলিবেন: এবার পরস্পরকে প্রণাম কর, তারপর মাঝি, পারানিক আর গ্রামের সকলকে নমস্কার দাও। তখন নমস্কারকারীদ্বয় নমস্কার করিয়া যাইবে। তারপর বলিবেন: এখনকার মত ভালই তাহলে করা গেল, এস উঠা যাক। তারপর কন্যাপক্ষেরা বরপক্ষের মাঝির নাম ধরিয়া বলিবে: ওহে ফালনা মাঝি সাহেব, তীরের মত সোজা দেহটাকে একটু নড়ান যাক্। তখন জবাব দিবেন: সাহেব! ভালই, সুবিচারই। তারপর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিবার পর বরযাত্রীরা তাহাদের ডেরাতে চলিয়া যাইবে। কিন্তু ওদের মধ্যে পাঁচ জন লোক থাকবে।

তারপর জগমাঝি তেল বাড়ী হইতে লইয়া আসিবে আর দুইটি ছোকরাকে পাকড়াইয়া বলিবেন: নাও তোমরা এই কুটুমদের পা ধোয়াইয়া দাও। ধোয়াইয়া দিল। তারপর আরও আলাদা জল আনিবে। অতঃপর "জগমাঝি" ঐ পাচ বরযাত্রীকে বলিবেন: আসুন ঘরের ভিতরে যাই। প্রবেশ করিলেন, পিঁড়ি পাতিয়া দিল: বসিলেন। তারপর জগমাঝি ঐ ছোকরা দুইটিকে বলিবেন: হাঁড়িয়া আনিয়া চার চার ঠোঙ্গা দাও কুটুমদের। দিল, খাইলেন। আরও জগমাঝি ঐ ছোকরাদের বলিবেন: যাও একজন ভাত আর একজন তরকারি দাও, পেট না ভরা পর্য্যন্ত খাইলেন।

তারপর বরযাত্রীরা কন্যার মা বাবার নিকট পণ "তরাওনী" পাইবে, সেটা হচ্ছে একটি ছাগল, পাঁচ পাই চাউল, নুন হলুদ তেল আর একটি হাঁড়িয়া। তাহা পাইবার পর সকলকে নমস্কার করিবে, তারপর ছাগলটিকে টানিয়া লইয়া যাইবে, হাঁড়িয়া মাথায় লইয়া যাইবে, চাউলকে গাঁটরি বাঁধিবে, নুন তেল ধরিবে, ঐ যে সব ডেরার দিকে। সেগুলি সব বরযাত্রীরা খাইবে।

তারপর জগমাঝি ঐ যে আগে খাসি কাটা হ'য়েছিল তার মাথা আর একসের চাল বরযাত্রীদের কাছে নিয়ে যাইবেন, তাহাদের বলিবেন: ও বরযাত্রীরা তখন শাক তুলতে গেছলে, ঝুড়িটুড়ি বোধ হয় ভুলে এসেছিলে, এই যে এনে পৌছে দিয়ে যাচ্ছি। তাহারা ঐ ছাগলের মাথা খিচুড়ি রাঁধিয়া ভাগ করিয়া খাইবে; আর পাঁচ ভাগ জগমাঝির জন্য রাখিয়া দিবে। সে পরে তাহা লইয়া যাইবে। ছাগলের মাথা দিয়া আসিবার পর বরযাত্রীদের মধ্যে পাঁচ জনকে লইয়া আসিবেন কন্যার বাড়ীতে। তাহারা "বঙ্গা জিয়াং" (কনের বাবার মা)এর নিকট একটি হাঁড়িয়া খাইবে, খাইবার পর "হেড়ে জিয়াং" (কনের মায়ের মা)এর নিকট গিয়া সেখানে একটি হাঁড়িয়া খাইয়া একটি গোটা হাঁড়িয়া আর বার সের মুড়ি চিড়া আর একটি হাঁস পাইবে, তাহা ডেরাতে লইয়া যায়

তার পরেই জগমাঝি ডেরাতে গিয়া ঐ পাচ ভাগ খিচুড়ি পাইবেন। তারপর সমস্ত বরযাত্রীদের বলিবেন: চল মাঝির কাছে যাই মাওলা টাকা (মাঝির মান্য টাকা) দিতে। তারপর বরযাত্রী একটি চটকান হাঁড়িয়া ও ঘটিতে করিয়া ভাল হাঁড়িয়া লইয়া যায়, আর জগমাঝি মাঝির কাছে লইয়া যাইবে, আর বরযাত্রীরা লাগরা বাজাইতে বাজাইতে যাইবে। মাঝির ঘরে পৌছিলে, সেখানে গোয়ালে খড় বিছাইলেন, আর তাহাতে বরযাত্রীদের বসাইবেন।

তারপর বরযাত্রীরা মাঝিকে বলিবে: মাঝি সাহেব, গ্রামের লোকজনদের জড়ো করুন। আমাদের একলার দ্বারা যে হচ্ছে না। তারপর গ্রামের লোক, সমস্ত মেয়েপুরুষদের জড়ো করিলেন। তারপর জগমাঝি বলিবেন: ও বাবা মাঝি, আপনিই এখন মা বাপ, ভালমন্দ খবর কুটুমদের জিজ্ঞাসা করুন। তখন মাঝি আরম্ভ করিবেন:

তবে মাঝি বাবা, দুই প্রাণে মিলে এক প্রাণ, ছেলেপুলে ধন-

দৌলত, চাকর-চাকরাণী, দাস-দাসী, নাতি-নাতনী, বাপ্ ঠাকুর্দ্দা, কাকা খুড়া, ভাগ্না ভাগ্নী, বৌ-বেটী, ভাত ঘর, জল ঘর, খুঁদী কুঠরী, গোয়াল ঘর, স্ত্রীর-ঘর, লাঙ্গলে কোরোলে, দেহে প্রাণে, পাতালের মাটি, শীতল জল, একপা ষোল ক্রোশ, সেই জায়গাই তো যাতায়াত করি: (তবে মাঝি বাবা, যেখানে প্রাণে প্রাণে মিল, ছেলেপুলে নাতি-নাতনী ধন-দৌলত বাপ ঠাকুর্দ্দা আত্মীয়-স্বজন, নিজের ঘর-দুয়ার চাষ বাড়ী গোঁড়া হলেও একপায়ে ষোল ক্রোশ রাস্তা হাঁটতে কষ্ট হয় না, সেই সব জায়গাতেই যাতায়াত করি) ভালই আছি ত, সাহেব।

পারানিকও ঐরূপ বলিবেন। তারপর মাঝি পারানিক বর-যাত্র কুটুমদের জিজ্ঞাসা করিবেন: কি, সাহেব, তোমরা এখান পর্য্যন্তই এসেছ না কত দূর যাচ্ছ? তখন বরযাত্রীরা উত্তর দিবেন: এখান পর্য্যন্তই পা বাড়িয়েছি সাহেব। তারপর মাঝি বলিবেন: ঘুরা-ঘুরির হেতু আছে। জঙ্গলে বেড়ায়, কাঠ চিনে: এটা ইস্ হবে, এটা জোয়াল হবে; এটা লাঙ্গল হবে; এটা গাড়ী হবে; ওটা ঠেঙ্গা হবে; ওটা খোঁটা হবে। গ্রাম ঘুরি জিনিস দেখতে: এটা হাঁড়ি হবে, ওটা ঘড়া হবে, এটা কলসী হবে, ওটা ভাড় হবে: তাহ'লে আপনারা কি রকম মাল খুঁজছেন?

বরযাত্রীরা উত্তর দিবেন: আমরা তো, সাহেব, তলা ঢপ্ ঢপ্ করা জিনিস খুঁজিতেছি। তারপর মাঝি বলিবেন: সাহেব, সে রকম মাল ত নাই, আচ্ছা ব্যবসা করছেন বাণিজ্য করছেন, কি রকম মাল খুঁজছেন হীরা না মানিক খুঁজছেন? বরযাত্রীরা উত্তর দিবে: আমরা হীরা খুঁজিতেছি, কিন্তু আজ হাট উঠে গেছে, আচ্ছা কোন্ হাটে পাব? মাঝি জিজ্ঞাসা করিবেন: তিনের হাট চাও না পাঁচের হাট? বরযাত্রীরা জবাব দিবেন, আমরা সাহেব হাট বাট জানি না, আপনাকেই পাকড়াচ্ছি, যে হাটে হোক সওদা করে দেন। মাঝি তাহাদের বলিবেন: দাঁড়িয়ে থাকুন ছাপিয়ে থাকুন (অপেক্ষা করিতে হইবে)। তাহারা উত্তর করিবে: ভালা (আচ্ছা) উপবাসী তৃষ্ণার্ত্ত আছিই আমরা। তারপর মাঝি বলিবেন: হাটও ফুরিয়ে গেল, পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু এ যে পিছনে পড়ে গেলেন, কি ক'রে পিছনে প'ড়ে গেলেন? বরযাত্রীরা উত্তর দিবেন: কি ক'রব, মাঝি সাহেব, আসিতে আসিতে একটি ষাঁড় মুখের দিক থেকে বিয়োচ্ছে, তাকে দেখছিলাম, সেইখানে পিছনে পড়ে গেলাম; ওখান থেকে তারপর নড়িলাম (চলিতে আরম্ভ করিলাম), আরও এক জায়গাতে পাইলাম ঘাস বনে মৌমাছি, সেখানে মধু করেছে, সেখানে দেখতেছিলাম। সেখান থেকে উঠবার পর, আরও আসিতে আসিতে এক জায়গায় আরও পেলাম জাম পেকে আছে, ওটা ঘুঘুর নেজের লাঠি দিয়ে ছুঁড়ে মেরেছিলাম, বার আড়া জাম পড়িল, তারপর লাঠি কুড়াতে গিয়েছিলাম, সেই লাঠি এক হরিণের মাথায় পড়ে মরে গেছে তাকে পেলাম। তারপর কিসে বাঁধব? তারপর "চেরো" (কুশের মত ঘাস) তুলিতে গেল। চেরো তুলিবার সময় বারটি ওড়ে পাখীর উপরে পড়ে গিয়ে মেরে ফেল্‌ল। ঐ সব দেখতে ছিলাম বলে পিছনে পড়ে গেলাম।

তারপর চলতে চলতে পথে একটি "ঠয়া" পাখী "জতুর" (এক প্রকার নাচ) নাচ ক'রছে, তাকে দেখছি, এই রকম ভাবে পিছনে পড়ে গেলাম। তারপর একটা ফিঙ্গে পাখী সাতটি মাঠ পাহারা দিচ্ছে, তাকে দেখছিলাম, তাতে পিছনে পড়ে গেলাম।

তারপর কন্যাপক্ষের লোকেরা জিজ্ঞাসা করিতেছে: আচ্ছা সাহেব, আপনারা অতদূর থেকে আসছেন, কোন নায়েব কোন গোমস্তরা বাণিজ বেপার করছেন?

তখন গান গায়:

কহত কহ, কহত কহ ভায়া
কহত আপনের জাত্
না জান জাতিও না জান পাতিও,
না জান আপনার জাত।

বরযাত্রীরা উত্তর করিবেন: আমরা তো, সাহেব, জাতি পাতির আলোচনার সময় ছাগল চরাতে গিয়েছিলাম—হেঁ তবে শুনতে পাই: নায়েব হচ্ছে অমুক লোক (ছেলের বাবার পদবী ধরিয়া বলিবে) আর গোমস্তা হচ্ছে ফাল্‌না লোক (ছেলের মায়ের জাত পদবী ধরিয়া)। তারপর কন্যাপক্ষেরা জিজ্ঞাসা করিবে: আচ্ছা সাহেব, কত, কত হাল গরু বেঁধে রেখেছ? তারপর বরযাত্রীরা পরস্পর নিজেদিগকে জিজ্ঞাসা করছে, জামাইএরা ক ভাই আছে; তারপর কন্যাপক্ষের লোকদের বলিবে আমরা তিন হাল (কি বেশী ভাই থাকিলে ততই বলিবে) বলদ বেঁধেছি। তারপর কন্যাপক্ষেরা জিজ্ঞাসা করিতেছে: বাঁকা লাঠি উদুখল কটি? তখন বরযাত্রীরা বলিবে: সাহেব, উদুখল হচ্ছে এতগুলি (যতগুলি মেয়ে থাকিবে ততগুলি বলিবে)। তারপর কন্যাপক্ষেরা বলিবেন: সাহেব, কোন্ ঘাটে জল খেয়েছিলে? তখন বরের বাবা উত্তর দিবেন: সাহেব আমরা ফাল্‌না ঘাটের জল খেয়েছি। তারপর কন্যাপক্ষের লোকেরা আরও জিজ্ঞাসা করিতেছে: আচ্ছা সাহেব, আপনারা কিসের ব্যবসা করেন? বরযাত্রীরা উত্তর দিবে: আমরা তো, সাহেব, হীরা মানিকের ব্যবসা করছি। কন্যাপক্ষেরা বলিবে: হাট এখন উঠে গেছে, বহুদূরে আছে, অপেক্ষা করতে হবে ওৎপেতে থাকতে হবে। তারপর বরযাত্রীরা জবাব দিবে: হেঁ তাহ'লে খুঁজে পাব, অপেক্ষা করব। কন্যাপক্ষেরা বলিবে: সাহেব, মাঝিকে ধর, সেই সন্ধান দিবে। আপনারা কি জিনিস এনেছেন, সরিষা না তিল? বরযাত্রীরা উত্তর দিবে: আমরা তো সাহেব সরিষাই এনেছি। তারপর কন্যাপক্ষেরা বলিবে: আমাদের দেশে সাহেব সরিষা বেজায়

সস্তা আর হীরা ভীষণ মাঙ্গা, সেটা নিতে পারবে কিনা, তবেই মাঝি সওদা করে দিতে পারবে। দাঁড়িও আছে, নিক্তিও আছে, চৌত্রিশিও আছে, তিরিশও আছে: কোনটা পছন্দ ক'রছেন? বরযাত্রীরা উত্তর দিবে: আমরা তো, সাহেব, মাঝিদের "তারজু" (ঢেড়ুয়া) তুল দাঁড়িই নিব, গলায় যেটা মানাবে, হীরা পছন্দ হ'য়েছে, ওটাই সওদা ক'রব।

তারপর গান করে:

বান্দ ঘুটু চাটানিরে
বেপারীক ছাউনি আকান;
না জানি দ, বাবা,
সনা কে তুহুল কান,
না জানি দ, বাবা,
হীরা মানিক বাণিজ বেপারক।

(পুকুরের পাড়ে ব্যবসায়ীরা ছাউনি ফেলেছে, না জানি বাবা সোনার গয়না গ'ড়ছে, হয়ত বা ওরা হীরা মানিকের ব্যবসায়ী।)

তখন কন্যাপক্ষেরা বলিবেন: সাহেব, আপনারা মাঝিকে ধরেছেন সওদা ক'রে দিবার জন্য, তার জন্য আরও লাগবে, দাও তাহ'লে (না দিলে)। বরযাত্রীরা বলিবে: কত লাগবে হে সাহেব? লাগবে এক সিকি চার আনা। বরযাত্রীরা বলিবে: কি করা যাবে তাহ'লে, লাগে তো দেওয়া যাবে, সাহেব। তারপর জগমাঝি তাহাদের বলিবেন: দাও তবে। তারপর মাঝি "মাণ্ডলা টাকা" (মাঝির মান্য টাকা) একটি জগমাঝির হাতে দিলেন। জগমাঝি ঐ টাকা হাতে লইয়া গ্রামের লোকদের নমস্কার করিবে, আর নমস্কার করিবার সময় বলিবেন: এটা হচ্ছে কাকার "উঁফার" (খাটের দড়ি) ছেঁড়া টাকা। ইহার পর বরযাত্রীদেরও নমস্কার করিবেন। ঐ বরযাত্রীদের ভাল হাঁড়িয়া আর চটকান হাঁড়িয়া, আর মাঝি যে হাঁড়িয়া বার করেছিলেন তাহা কথাবার্তা চলবার সময় খেয়ে শেষ করেছে। সেই "তাং" হাঁড়িয়ার (ভাল হাঁড়িয়ার) দুই থালা মাঝি পাইলেন।

তারপরই কন্যাপক্ষের মাঝি বলিবেন: এখনকার মত বোধ হয় সবই ভাল হ'ল? বরযাত্রীরা উত্তর করিবে: হাঁ, বোধ করি ভালই করা গেল। তারপর জগমাঝি দাঁড়াইয়া বলিবেন: ফালনা মাঝি সাহেব! (বরপক্ষের মাঝির নাম ধরিয়া) এস, শিরদাঁড়া একটু টান্ করা যাক্। তখন সকলে দাঁড়াইলেন। তারপর বরযাত্রীরা মাঝির কাছ থেকে আরম্ভ ক'রে সকলকে নমস্কার করিল. আর ডেরাতে ফিরিয়া যাইতেছে।

তখন জগমাঝি তাহাদের মধ্যে তিন জনকে ডাকিবেন। ওহে বাবা বরযাত্রীরা, এস দেখি জন তিনেক আমার সঙ্গে এস। তারপর মাঝির ঘরের ভিতর লইয়া যাইবেন। বসিলেন। আর দুই খলা (পাতার ঠোঙ্গা) করিয়া হাঁড়িয়া দিলেন, ভাল জিনিসটি খাইলেন। তারপর লাগতির দিবেন, এক হাঁড়ি হাঁড়িয়া, গোটা বার সের চাল, একটি বাণ্ডিল (এক মুঠা) পাতা, এক সরা ডাল, তিন ছড়া হলুদ, দোক্তা আর নুন। ঐ চালের মধ্যে জগমাঝি একসের মাপিয়া ফেরৎ লইবেন। তারপর ডেরাতে তাহারাও চলিয়া গেলেন, ঐ সমস্ত সহ।

তারপর জগমাঝি কন্যাপক্ষের লোকদের বলিবেন: এস গ্রামের লোকদের জড়ো করা যাক, "গিড়ি চুমাড়া" করিব (দ্বিতীয়বার বরণ করিব)। তারপর গোড়েৎকে পাঠাইবেন গ্রামের লোকদের জড়ো করিবার জন্য। নিজে পাতার উপর ঘটি জল লইয়া বরযাত্রীদের কাছে যাইবেন, বলিবেন, আসুন "গিড়ি চুমাড়া" দেখিব।

তাহারা প্রস্তুত হইয়া একটি "বডচ্" (চটকাইয়া বাহির করা) হাঁড়িয়া, এক ভাড় ভাল হাঁড়িয়া সঙ্গে লইয়া যাইবে। তাহাকে "ভাটি বাই সাউনি" বলে। দুইজনে তাহা বহিয়া লইয়া যাইবে কনের ঘরে। বরযাত্রীরা ওখানে পৌছিলেন, মণ্ডপের নীচে খড় বিছাইয়া দিবে। কনেপক্ষের মাঝি বরযাত্রীদের বলিলেন, আসুন বসুন. "গিড়ি চুমাউড়া" দেখিব। বসিলেন।

তারপর কন্যাপক্ষের জগমাঝি বলিলেন, ঐ "তেতরে" মেয়েদের খোঁজ, আর হলুদ বাঁট, বরকনেদের মাখাব। তারপর "তেতরে" মেয়েরা বরকন্যাদের (হলুদ) মাখাইবে। অতঃপর ভাত খাইবে। সেই সময় বর ভাত খাইবে না, আর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেও সে কথা বলিবে না। তারপর কনের বাবা তাহাকে বলিলেন: নাও জামাই, খাও দুধ খেতে দিব। তারপর একটি বাছুর প্রতিশ্রুতি দিলে খাইবে। খাওয়া হইলে উঠিলেন। তারপর "তেতরে" মেয়েরা চাটাই তুলিবে, গুঁড়া গুঁড়ি হলুদ কাপড়ের আঁচলে ধরিবে। তারপর যে সঙ্গে করিয়া ঘুরাইবে (guider) সে ঘটি জল লইয়া উঠানে বাহিরে আসিল, বাহির হইলে পর (সকলে) দেখিল মণ্ডল খুঁটির কাছে আলপনা দেওয়া হয় নাই। তখন জগমাঝি বলিবেন (তাহাকে): নাও গোবর দাও, গুঁড়ি দিয়ে লেখ (আলপনা দাও)। সে উত্তর দিবে: আমাকে দাও, তাহ'লে লিখিব। তখন জগমাঝি বরযাত্রীদের বলিবেন: ওগো বাবা বরযাত্রীরা, এখানে লেখা হচ্ছে না যে। তাহারা উত্তর দিবে: কেন লেখা হচ্ছে না, নেন্ কোন রকমে লেখান তো। সে উত্তর করিবে: অনেক চেষ্টা করিতেছি হচ্ছে না, তারপর বলিবেন, নিন্ কয়ান আমরা দিব।

তখন "আঃচুরিচ্" (যে সঙ্গে করিয়া ঘোরে) গোবর দিয়া আলপনা দিবে সুন্দর দেখাইবার জন্য। তারপর জগমাঝি তাহাকে বলিবেন: এবারে ঘটি জল হাতে লইয়া বরকনেকে তিনবার লেখার

কাছে ঘুরাও। ঘুরাইল। (প্রদক্ষিণ করাইল)। তারপর চাটাই ধরা মেয়েদের জগমাঝি বলিবেন: নাও চাটাই, বিছাও ঐ লেখার উপরে। বিছাইল। তারপর জগমাঝি বরকনে, নিধবর, বামুন আর প্রদর্শক-দের (যে সঙ্গে করিয়া ঘোরায়) বলিবেন: এবার চাটাইয়ে ব'স। বসিল। তারপর জগমাঝি ঘরে ঢুকিয়া কনের মাকে বলিবেন: গাগরা (পিতলের কলসী) বাহির কর। কনের মায়েরা তিন জা গাগরা বাহির করিলেন, আর এক পাই ধান কোঁচড়ে এনেছিলেন, তারপর বরকনের সামনে ঐ ধান কোঁচড় থেকে রাখলেন, রেখে ঐ ধানের উপরে গাগরা রাখিলেন। একটি সরা (মাটীর প্রদীপ) গাগরার উপর রাখিলেন, পরে তেল আনিলেন, প্রদীপে তাহা ঢালিলেন, কনের মা একটি সলিতা পাকাইলেন, তাহা চুবাইয়া বাতিতে আগুন ধরাইলেন (জ্বালিলেন)।

তারপর জগমাঝি কনের বাবাকে বলিবেন: যাও হাঁড়িয়া আন। "ভাটি বাইস্থনি" হাঁড়িয়া বাহির করিলেন। তারপর বরযাত্রীদের তরফ হইতে একটি ছোকরাকে আর কন্যাপক্ষের লোক হইতে একটি ছোকরাকে হাঁড়িয়া দিবার ভার দিলেন জগমাঝি। সেই ছোকরাদের দুই ঝুড়ি মত পাতার ঠোঙ্গা দিলেন। তারপর বরপক্ষের ছোকরা বরযাত্রীদের হাঁড়িয়া কনে-পক্ষদের দিবে, আর কনেপক্ষের ছোকরা কনেপক্ষের হাঁড়িয়া বর-পক্ষকে দিবে, দুই মাঝির কাছে দুজনে আরম্ভ করে।

তারপর জগমাঝি ঘরে ঢুকিয়া কনের মাকে বলিবেন: নাও "গিড়ি চুমাড়া" (শেষ বরণ) কর, হাঁড়িয়া খেতে আরম্ভ ক'রলাম। তারপর জায়েরা মিলিয়া বাহির হইলেন, আর গ্রামের মেয়েরা তো দুয়ারেই আছে। তারপর "গিড়ি" (বরণ) "চুমাড়া" আরম্ভ করিলেন। কনের মা "গিড়ি" (ফেলিয়া দেওয়া) "চুমাড়া" (বরণ) আরম্ভ করিলেন। ডালাতে রেখেছেন আতপ চাল, আতপ ধান, দূর্ব্বাঘাস, এক জোড়া বালা, আর একটি হাঁসুলি। সেই ডালা তিনবার বর-কনের মাথার উপর ঘুরাইবেন। তারপর একটু ধান, চাল, আর দূর্ব্বাঘাস লইয়া বরণ করিবেন। তারপর সেই সমস্ত তাহাদের পিঠের দিকে (পিছনে) ফেলিয়া দিবেন। তারপর বরকনের সামনে বসিলেন। প্রথমে এক জোড়া বালা বরের হাতে পরাইবেন দুই হাতে, আর কনেকে একটি হাঁসুলি গলায় পরাইবেন। তারপর তাহাদের প্রণাম গ্রহণ করিলেন। আর তাহারা প্রণাম করিল। এরপর মায়ের (কনের মায়ের) জায়েরাও ঐরূপ করিবে, কিন্তু জামাইকে পরাইবে না, তার বদলে কড়ি দিবেন (টাকা দিবেন)। এরপর "মাঝির স্ত্রী, পারানিকের বৌ, আর গ্রামের যত মেয়ে (বৌকে) কনেকে পরাইবে, কিংবা তার বদলে কড়ি দিবে। আর বরকে কড়ি (টাকা) দিবে। তারপর কনের বোন বরকনের পা ধোয়াইবে আর বরকে "কাটকম" করিবে (দুই হাতে পা ধরিয়া রাখিবে কাঁকড়ার মত) তখন বর এক আনা পয়সা তাহাকে দিবে। তারপর বরকনেকে উঠাইলেন, ঘরের ভিতরে ঢুকিল, আর জগমাঝি ঐ সমস্ত কড়ি গুণিয়া বরের বাবাকে জমা দিবেন।

তারপর কনের বাবা, মাঝি জগমাঝিরাও ঘরের ভিতরে যাবে। তারপর মাঝি কনের বাবাকে জিজ্ঞাসা করিবে: হেঁ হে, হাঁড়িয়া কতগুলি আছে? কনের বাবা জবাব দিবেন: বরযাত্রীদের জন্য কুলাইবে। তারপর মাঝি জগমাঝিকে বলিবেন: যাও, বরযাত্রীদের বুঝে এস; বৌ বলেছে: বাবাদের জল দিব। জগমাঝি বাহির হইয়া তাহা বরযাত্রীদের বলিবেন। তাহারা উত্তর দিবে: জল আছে তো নিয়ে আসুন, খাব। তারপর জগমাঝি আরও ঘরের মধ্যে যাইবেন আর কনে আর "তেতরে" মেয়েদের বাহিরে আনিলেন। তারপর এক হাঁড়ি হাঁড়িয়া বাহির করিলেন, আর "তেতরে" মেয়েদের বলিলেন: যাও একঘটি জল নিয়ে এস। আনিল। তারপর বৌ আর "তেতরে" মেয়েদের বরযাত্রীদের কাছে লইয়া গেলেন, তারপর বৌ ঘটি জল বরযাত্রীদের মাঝির নিকট রাখিল। ঘটি জল মাঝি ধরিলেন, মুখ ধুইলেন। তখন জগমাঝি একবাটি হাঁড়িয়া কনের হাতে দিলেন, আর সে মাঝিকে তাহা দিল। তিনি তাহা লইয়া খাইলেন। তারপর কনের হাতে ধরিলেন, আর কোলে বসাইলেন, একটি বালা পরাইলেন, আর চুমা খাইলেন। কনে সরিয়া গেল, আর ঘুরিয়া মাঝিকে প্রণাম করিল। সেখান হইতে পারানিকের নিকট কনে যাইবে। সেও ঐরূপ করিবে। তাহার নিকট হইতে বরের বাবার নিকট যাইবে আর তাহার নিকট হইতে বরের কাকা, জেঠাদের কাছে, তাহারাও ঐরূপ করিবে। পরে সকল বরযাত্রীদের নিকট যাইবে, তাহারা বালা কিংবা কোন কিছু পরাইবে না, পয়সা দিবে। তারপর সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল, কনে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল আর বরযাত্রীরা নিজের ডেরায় চলিয়া যাইবে।

তারপর জগমাঝি কনের বাবা মাকে জিজ্ঞাসা করিবে: কি, ভাত তরকারি হয়েছে নাকি? তাহারা বলিবে করে ফেলেছি, যাও বরযাত্রীদের ভোজ খেতে ডাক। তখন জগমাঝি "গোড়েৎ"কে বলিবে: তুমি গ্রামের সমস্ত গরীবকে ভোজ খেতে ডেকে নিয়ে এস, আমি বরযাত্রীদের নিমন্ত্রণ করে আনছি। আনিলেন। বাহিরের আঙ্গিনায় জল রাখিলেন। সমস্ত লোক হাত মুখ ধুইল। গ্রামের মাঝি (তাহাদের) বলিবেন: চলুন, ছামড়ার নিচে বসুন। ভিতরে গিয়া বসিলেন। তারপর গ্রামের মাঝি গ্রামের ছেলেদের ভার দিবেন, কাহাকেও ভাত, কেহ তরকারি, কেহ পাতা, কেহ পাতার ঠোঙ্গার। গ্রামের মাঝি আর পারানিকদের সামনে প্রথমে দিবে পাতা, থালা, আর পরে সমস্ত বরযাত্রী আর গ্রামের পুরুষ লোকদের কাছে। তারপর ভাত তরকারি দিয়া যাইবে, মাঝির কাছে আরম্ভ করিবে।

তারপর মাঝি বলিবেন : অমুক মাঝি সাহেব! পূর্ব্বে নাকি ব'লত : ধনীরা ধানের আগড়া শুকানা করে, আমরা তো কি জানি, সাহেব লোককেই শুকনো করছি, ঐটাই বেশী করে আমাদের উপর রাগ করুন। তারপর বরযাত্রীরা উত্তর দিবে : সুবিচার সাহেব। ঐযে বলে-না : খাব বলে ত বলি, তাতে অনেক কিছু লাগে, জল বল, পাতা বল, কাঠ বল, কাঠি বল, ঐ সমস্ত জিনিস জোগাড় করলে, তবেই ত খাওয়া হয়। যারা রাগ করবার তারা পরপারে যাত্রা করেছে। তারপর খায়। গ্রামের লোককে এক পাত দিলে বরযাত্রীদের দুই পাত দেয়। খাইবার পর পুরুষেরা যে যার চলিয়া যায়। তারপর গ্রামের মেয়েরা খাইবে। খাওয়ার পর তারাও চলিয়া যাইবে। বর সিন্দুর দান হইবার পর থেকে কনের ঘরে থাকিবে।

তারপর জগমাঝি কর্তৃক বরযাত্রীদের ডাকিয়া আনিবে "চাড়ি" ভাতের জন্য। পণ টাকা প্রতি একজন ক'রে আসবে। আসিল, পা ধুইবে, ঘরের ভিতরে লইয়া যাইবে, আর প্রথমে দুই পাতার বাটি করিয়া হাঁড়িয়া দিবে। তারপর ভাত আর তরকারি দেয়, যতটা খাইতে পারে। তাহাকে "চাড়ি" ভাত বলে, ঐ যে বরযাত্রীরা "চাড়ি" ছাগল ইত্যাদি দিয়েছিল তার বদলে। খাইয়া চলিয়া গেল ডেরাতে।

তারপর জগমাঝি "সেনের লেখা" (ঘর দেখা) হাঁড়িয়া খাইবার জন্য বরের বাবা, আর দু'একজন বরযাত্রীদের মধ্যে যারা বুড়ো তাদের আনিবে। ঘরের মধ্যে লইয়া গেলেন, তারপর দুই বেয়াই এক জায়গায় পাশাপাশি বসিল। তারপর একসঙ্গে দুইজনকে হাঁড়িয়া দিবে। তারপর নমস্কার বিনিময় করিয়া খাইবে।

তারপর গান গায় :

খুঁটি দেখো খুঁটি দেখো সুমুদিনী
খুঁটি দেখো শিরবিন্দাবন (শ্রীবৃন্দাবন)।
পাড় দেখো পাড় দেখো, সুমুদিনী (বেয়াই)
পাড় দেখো শিরবিন্দাবন।
রলা দেখো রলা দেখো সুমুদিনী
রলা দেখো শিরিবিন্দাবন।
ঝাটি দেখো ঝাটি দেখো সুমুদিনী
ঝাটি দেখো শিরিবিন্দাবন।
খড় দেখো খড় দেখো, সুমুদিনী
খড় দেখো শিরিবিন্দাবন।
সেনের চেতান জালিম লাতার
তকয় হড়ক ডুড়ুপ্ আকান্?
তকয় হড়ক বেঠের আকান?
সেনের চেতান জালিম লাতার
ফালনা হড়ক ডুড়ুপ্ আকান্
ফালনা হড়ক মালিমামলা কান্।

(ঘরের কড়িবরগার উপরে চালার নীচে কারা বসে আছে, অমুক লোকেরা বসে আছে, মালিমামলা (গালগল্প) করছে।)

ছোটো বিহাই, বড় বিহাই
হাসিব খেলিব
জিয়ঁতাকা ভর বিহাই
যম রাজা হাতে হরিবোল।
(ছোট বেয়াই বড় বেয়াই জীবন ভোর হাসব খেলব।
যম রাজার হাতে পড়লে হরিবোল বলে চলে যাব।)

হাঁড়িয়াও খেয়ে শেষ করিল আর গান গেয়েও ক্লান্ত হলো। ডেরাতে বরযাত্রীরা চলিয়া গেল।

তারপর বরযাত্রীদের মধ্যে যাদের ইচ্ছা আছে গ্রামের ছেলে-মেয়েদের কাছে গিয়ে তাদের সঙ্গে মণ্ডপের নিচে সারারাত নাচতে পারে। মাদোল ইত্যাদি বাজাইবে আর বিস্তর গান করে। বরপক্ষের মুরুব্বিরা নাচ করতে যাওয়ার আগে বরযাত্রী ছোকরাদের ব'লবে : নাচবে তা নাচ, বাবু, কোন কিছুতে যেন হাত দিওনা, জরিমানা ক'রবে। বরযাত্রী যাওয়া লোক কনের গাঁয়ের মেয়েদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা ক'রতে পারে না, তা না হ'লে ভীষণ শাস্তি দেয়। বরং কনের সঙ্গে যারা বরের গাঁয়ে যায় ("বারেৎ কড়ারা") তারা বরের গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা ক'রলেও সেটা তত ধরে না। পরদিন সকাল হইলে জগমাঝি বরযাত্রীদের ডেরাতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন : কি বাবা, বরযাত্রীরা রাত্রে খেয়েছিলেন কি না? তাহারা উত্তর দিবে : বহুক্ষণ খেয়েছি। আর আপনার ভাগ আমরা রেখেছি ; দাও আমাদিগকে তাড়াতাড়ি বিদায় কর। তারপর হাঁড়ি, খলা, আর তাহার পাচ ভাগ ভাত জিম্মা দিলেন। তারপর বরযাত্রীরা আগুয়ানদারদের (অগ্রগামীদের) ঘরে পাঠাইলেন। তখন জগমাঝি বরযাত্রীদের কন্যার বাড়ীতে লইয়া যাইবেন। বরযাত্রীরা কনের ঘরের আঙ্গিনায় নাচ্ করিতে থাকিবে।

তারপর জগমাঝি ঘরে ঢুকিবেন আর কনের মা বাবাকে বলিবেন : দাও বরকনেদের হলুদ তেল মাখাও, পাচটি "বারেৎ কড়া" [কনের সহিত যে ছেলেরা যাইবে (কনের ভাই)] আনিয়া দাও আর একটি বুড়ী নিধকনে। "তেতরে" মেয়েরা বরকন্যাকে হলুদ তৈল মাখাইল, "বারেৎরা" আর বুড়ী নিধকনেদের আনিল। তখন জগমাঝি বলিবেন : এবারে খাইয়ে একটু ভাগদ্ ক'রে দাও। তারপর বরকনে, "বারেৎ" ছোকরা আর বুড়ী নিধকনেদের ভাত দিলেন। খাইল।

তারপর জগমাঝি তাহাদের সকলকে বলিবেন, নাও তৈরী হও, বরকনেকে বাহির করিব। তৈরী হইতেছে। তখন জগমাঝি কনের মা বাবাকে বলিবেন : দাও একটি উদুখলের হামান্ আনিয়া দাও তাহার মুখের বেড়িটি (আংঠাটি) পাতাতে ঢাকিয়া। আনিয়া

দিলেন। সে কনের ভাইকে তাহা জিম্মা দিল। তারপর জগমাঝি কনের মাকে বলিবেন: দাও গুড় জল ইত্যাদি ঘটিতে বাটিতে সাজাও, আর একটি চাটাই আন। কনের মা উত্তর দিবে: সব তৈরী। তাহা বলিয়া এক পাই আন্দাজ ধান কনের আঁচলে দিবেন। তারপর জগমাঝি বলিবেন: মাঝি হাড়ামের জন্য হাঁড়িয়া কই? তারপর ভাঁড়ের মুখ ঢাকিয়া হাতে দিল। হাতে ধরিয়া বলিবেন: চল বাইরে যাই। তারপর বাহিরে আসিতেছেন; তখন কনে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া আঁচলের ধান দরজাতে ফেলিয়া দিবে, আর বাহির হইয়া আসিবে। তারপর মাঝির থানে (পুজার স্থানে) চলিয়া গেলেন। বরযাত্রীরাও সেই সঙ্গে সেখানে গেল। বরযাত্রীরা নাচিতেছে, আর জগমাঝি সেই হাঁড়িয়া মৃত মাঝি বুড়ার উদ্দেশ্যে পুজা করিবে। পুজা করিতে করিতে প্রার্থনা করিবে: এই যে মাঝি বুড়ো, বরকনে বিদায়ের নামে দিচ্ছি: চলে যেতে হোঁচট না খায়, গর্ত্তে না পড়ে, কোন বিধবা বা দুষ্ট মেয়েলোকের নজর যেন না লাগে, জিন্টিয়া পাথরিয়া বাণ যেন না লাগে, পথে ঘাটে পেট ব্যথা মাথা ব্যথা যেন না ঘটে না বেরোয়। এই বরকন্যাদেরও যেন বছর না ঘুরতে খাটের নিচে আমরা বুড়ো মানুষ "ফুড়ুঃ" (পাতার পলা) যেন ফেলি তুমিই আগে, আমরা পরে, ভালয় ভালয় যেন বরকনেরা, বারেৎরা যেন পৌছে। তারপর সমস্ত লোক কন্যাপক্ষের আর বরযাত্রীরা কুলি মাথার দোবাটাতে (যেখানে রাস্তা ক্রস্ করিয়াছে) যাইবে।

দোবাটাতে চাটাই বিছাইয়া কনের মাকে বসাইবে। তারপর প্রথমে বরকে আনিবে, আর শাশুড়ীর কোলে বসাইবে। শাশুড়ী মুখ ধুয়াইবে; ধুয়াইয়া গুড় তিনবার খাওয়াইবে; খাইল। তারপর ঘটি জল কনের মা ধরিবেন। জামাইয়ের মুখ ধুইয়া দিলেন। তারপর চুমু খাইলেন। সে উঠিয়া গেল। তারপর কনেকে আনিল। তাহাকেও ঐরূপ করিল। তাঁহার দুই জায়েরাও বরকনেকে ঐরূপ করিলেন।

তারপর কনের গ্রামের লোকেরা সারি হইয়া দাঁড়াইবে, একদিকে মেয়েরা একদিকে ছেলেরা। তারপর কনের মা বরকন্যাদের বলিবে: প্রণাম করিয়া যাও, মাঝির কাছে আরম্ভ করিয়া। তারপর প্রণাম করিয়া গেল, কনে "তেতরে" মেয়েদের সহিত আগে আগে আর বর বামুন আর নিধবর সঙ্গে পিছনে পিছনে। মেয়ে এবং পুরুষ সকলকে প্রণাম করিল।

তারপর বরযাত্রীরা ও বৌএর গ্রামের (কনের গ্রামের) সমস্ত লোক নমস্কার বিনিময় করিবে, মাঝির নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া। তারপর গান করে:

> উঠ ধানি চল ধানি
> আপনারো ঘর ধানি
> দলা ধানি গেল বাড্ডিধুর।
> তিলাই আকা টাণ্ডি ধানি
> ঘোড়া ধানি ঝিনালম্
> দলা ধানি গেল বাড্ডিধুর।

(উঠ ধনি চল ধনি, আপনার ঘর ধনি; দোলা ধনি গেল অনেক দূর। তিলাইএর মাঠে ধনি ঘোড়াকে জিন দিয়ে রেখেছি, দোলা ধনি গেল অনেক দূর।)

> উজাড়া ডিহিকেরা
> রপালং কাইতা
> কেহ কাইতা কাইসানা মিঠো।
> না জানো তিতো
> না জানো মিঠো
> না জানো নান্থয়ারে।
> জানে ত ফালনা রায়া
> জানে ত গাওয়া ভাইয়া
> জানে ত দেশ বাড়ীলোক।

(উজাড় বাস্তুতে চিচিঙ্গা লাগালাম, সেই চিচিঙ্গা কষা না মিঠা, না জানি তিতা, না জানি মিঠা, না জানি নোন্তা, জানে ত ফালনা রায়া, জানে ত গাঁয়ের ভায়েরা আর জানে দেশের লোক।)

তারপর জগমাঝি "লিগিভাগি" (অন্যান্য পাওনা) বরযাত্রীদের চাহিবেন—"চাক পুরাউনি" দুই আনা, "চুলহা ঝারাওনি" দুই আনা আর "পুছিয়া কড়ি" এক পয়সা। সেই চাক পুরাউনি, মণ্ডপের খঁটির কাছে যে আলপনা দিয়েছিল, সে পাইল আর চুলহা (উনুন) ঝারাওনি যাহারা ভোজের রান্না করেছিল তারা পাইল আর "পুছিয়া কাউড়ি" (খোঁজ খবর নেওয়া বাবদ) জগমাঝি পাইলেন।

তারপর জগমাঝি বরযাত্রীদের ডাকিলেন। আসুন একটু গল্প-সল্প করা যাক। তারপর বুড়ো বুড়োদের আলাদা করিবে। পাশাপাশি বসিলেন। তারপর জগমাঝি গ্রামের লোকদের ডাকিবেন। তাহারাও বুড়ো বুড়োদের পৃথক করিবে। বরপক্ষদের সঙ্গে মুখোমুখি বসিল।

তারপর কন্যাপক্ষের মাঝি কথা আরম্ভ করিবেন। ও বাবা বরযাত্রীরা, একটা কথা বলি। শিকারে কি টিকারে, আহনিতে মোহিনীতে জোর জবরদস্তিও নয়—তবে ডাইনে বাঁয়ে ভাল ক'রে দেখে শুনে শুভ করে—শিক্‌লি জুড়ে এক ক'রলাম, হেল্ মেল্ ক'রলাম: তবে সূর্য্যদেব (সিঞ্‌বঙ্গা), দেবী, মড়ে মারে হাপড়ামেরা (মৃত পূর্ব্বপুরুষগণ) বসে শিক্‌লি টিক্‌লি জুড়লেন; কনের তরফের ঘর বর পাইল আর বরের তরফের ঘর কনে পাইল, তারপর ঘরই হ'য়ে গেল (দুটাই নিজের ঘর হ'য়ে গেল)।

তারপর কোন রকম শিকারে টিকারে আসেন, কোন রকম হাট বাট যান, গ্রামে ট্রামে বেড়াতে আসেন, তবে এতদিন না জানার জন্য

খালের জল, ঝরণার জল খেয়েছিলেন, অত:পর এই যে ঘর কিনলাম, আজ থেকে আর বাদ দিবেন না ; আর ঘরে এক ঘটি জল, আর গোয়ালের ছায়া, ওটার জন্যই আসবেন। বারটি জিনিসের ভিতর থেকে মাল বাছলেন ; ঠুকে বাজিয়ে (দেখে শুনে) কিনলেন। তারপর কুঁড়ে হোক্‌, ন্যাকা হোক্‌, কালা হোক্‌, খোঁড়া হোক্‌, মিথ্যাই হোক্‌, সত্যই হোক্‌ আমাদের কোন অধিকার নাই, রাংই হোক্‌, তামাই হোক্‌, দারিই হোক্‌, ছিনারই হোক্‌, ঔষধেই হোক্‌ শোনা গেলে আপনাদের উপর দিয়েই যাবে (আপনারাই দায়ী)। ঘরের গুণ অনুসারে লোক তৈরী হয়, গোয়ালের গুণে গরু হয়। পণ টাকা তো খেয়ে ডুবিয়েছি, "বারে ইতাং", "জিয়া ইতাং" এগুলোও পেলাম। হাড়্‌কে হাড়্‌ ছাই শুদ্ধ বিক্রি করলাম। মাথার রক্ত কানের রক্ত ওটা বিক্রি করি নাই, ওটা খুঁজবই। তবে একদিন আধদিন ভাত পুড়ে তরকারি পুড়ে সহ্য করবেন ক্ষমা করবেন ; শিখাতে শিখাতে, পড়াতে পড়াতে না ভাল হ'লে, তখন ফালনা মাঝি, একজন লোক যেন পাঠাবেন, লোক না পাওয়া গেলে, একটি বাঁকা বাঁকা লাঠি যেন পাঠাবেন ; আর ঠেঙ্গাও যদি না পাওয়া যায় একটি কুকুর হলেও পাঠিয়ে দিবেন।

তারপর বরপক্ষের মাঝি উত্তর দিবে : সত্যই, সাহেব, এটা তো আমাদের দ্বারা তো নয়, "সিংবঙ্গ" বুরু, পাঁচ পুর্ব্বপুরুষগণ ব'সে ডাইনে বাঁয়ে শক্ত করে, শুভ করে শিকল জুড়েছেন। সত্যি বারটির মাঝ থেকে বাছিলাম, ঠুকে, বাজিয়ে জিনিস কিনলাম, খাঁচার ময়নাকে আপনার খাঁচা থেকে আমাদের খাঁচায় নিয়ে গেলাম। তারপর রাংই হোক তামাই হোক আমাদেরই মানুষ, কুঁড়ে হয় ভাঙ্গরা হয়, আমাদের উপরেই যাবে, মিথ্যা হোক সত্য হোক আমাদের উপর দিয়েই যাবে, খালই হোক ডোবাই হোক, আমাদের উপর দিয়েই যাবে, বদমাশই হোক ছিনারই হোক, ঔষধ খাচ্ছে শুনতে পেলে, আমাদের উপর দিয়ে যাবে। চোরই হোক ডাকাতই হোক, আমাদের উপর দিয়েই যাবে (আমরাই তার জন্য দায়ী)। হাড় তো হাড়, ছাই শুদ্ধ আজকে কিনে নিলাম। মাথার রক্ত কানের রক্ত কিনি নাই, সেটার খোঁজ নিতে পারেন। হাঁ, তবে একদিন আধদিন ভাত তরকারি পুড়ে গেলে কি শিখাব পড়াব না? আর না শিখলে পড়লে, আপনাদের কাছে খবর পাঠিয়ে সব তলিয়ে দেখব।

তবে আপনারাও কোন রকম আমাদের দিকে যদি যান, আপনারাও কোনও রকমে বাদ দিবেন না, শিকার টিকার, গাঁ গ্রাম, "ময়দ ভাঁওরা" ঘুরেন, ডাইনে বাঁয়ে ফেলবেন না, এতদিন অজান্তে খালের জল ঝরণার জল খেয়েছেন আজ থেকে সে সব বাদ দিন, বন্ধ করুন। ঝাঁকের ছায়া আর "তুম্বা" (লাউয়ের খোলা) জলের কাছেই কষ্ট করে পৌছাবেন। এখানকার ঘর হ'ল আমাদের আর ওখানকার ঘর হ'ল আপনাদের।

তারপর জগমাঝি কনের হাত ধরে বরের পক্ষের মাঝির কাছে নিয়ে যাবে, বলিবে : এই নাও বাবা, তোমাদের মানুষ সোপরোদ্‌ করে দিচ্ছি। মাঝি জবাব দিবেন : হেঁ বাবা পেলাম। তারপর বরযাত্রীরা বৌ লইয়া ঘরের দিকে যাইতেছে। তখন জগমাঝি তাহাদের ডাকিবেন : থামুন বরযাত্রীরা, দাঁড়ান, টাঁজি বোধ হয় ভুলে ফেলে যাচ্ছেন। তারপর ছাগলের আস্ত ঠ্যাং দিবেন। বরযাত্রীদের সঙ্গে বরের বাড়ী পাঁচজনে "বারেৎ" আর নিধকনেবুড়ী যাইবে। "লুমতি" বুড়ী একটি চাটাই লইবে। বরযাত্রীরা চলিয়া গেল আর কন্যাপক্ষের লোকেরা বিবাহ বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবে।

"চাডি" ছাগলকে মারিবে, কাঁচা মাংস ভাগ করিবে তিন জায়গায়, এক ভাগ আর মাথা কনের বাবা পাইবে। আর দুই ভাগ গ্রামের পাঁচ জন খিচুড়ি রাধিয়া খাইবে। আর "চাড়ি" হাঁড়িয়া খাইবে। মণ্ডপের মহুয়া খুঁটি উঠাইবে, আর যে আতপ চাল পুঁতিয়াছিল, কাঁচা হলুদ, দুর্ব্বাঘাস, আর ফুটা কড়ি বাহির করিবে। খুলিয়া দেখিবে, কি রকম আছে। হলুদ আর আতপ চাল অঙ্কুর হ'লে, বর কনেরা খুব ভাগ্যবান। তারপর গ্রামের যুবক যুবতী একডালা ভাত, এক থাপ্‌রী তরকারি, আর এক হাঁড়ি হাঁড়িয়া পাইবে। তাহাকে শিশির হাঁড়িয়া শিশির ভাত বলে। তারপর জগমাঝি এক এক বগরা ভাত সহ "তেত্তরে" মেয়েদের তাদের বাপ মায়ের জিম্মা করে দেবে। তারপর সকলে যে যার চলিয়া গেল।

তারপর বরযাত্রীরা তাহাদের গ্রামে পৌছিল। তখন ঘটক গ্রামের মাথায় তাহাদের রাখিয়া বরের বাড়ীতে আগে চলিয়া গেলেন। বলিবেন : বরকনে পৌছিল। চল বরণ করিব তারপর বরপক্ষের মাঝি, পারানিক, জগমাঝি, জগপারানিক, আর গোডেৎকে বরের বাবা নিজের বাড়ীতে আনিবেন। দুইখানা করিয়া হাঁড়িয়া দিবে। তারপর বলিবেন : ওহে মাঝি, চল বরকনে পৌছিল, অভ্যর্থনা করি। তারপর মাঝি বলিবেন : নাও হে জগমাঝি, গ্রামের ছেলে মেয়েদের ডেকে আন। জগমাঝি গোডেৎকে পাঠাইয়া তাহাদের আনিবে। মাঝি বরের বাবাকে বলিবেন : ঘরে একটি হাঁড়িয়া ঢাল। তারপর মাঝি জগমাঝিকে বলিবেন : নাও যুবকদের দুই ঠোঙ্গা করিয়া হাঁড়িয়া দাও। বরের বাবা একটু হাঁড়িয়া পূজা করিবার পর জগমাঝি ছোকরাদের দিবেন।

তারপর মাঝি ছোকরাদের বলিবেন : নাও ভাল করে কাপড় পর, আর একজোড়া মাদল যোগাড় কর। তারপর মাঝি জগমাঝিকে বলিবেন : একটা ঘড়াতে জল আর একটি ঘটি নাও। সেই সব পাইয়া তাহাদের বলিবেন : চল বরকনেদের নিয়ে আসি, বারেৎদের সবকে। তারপর ছেলে মেয়ে সকলে গেল বরকনের কাছে গ্রামের মাথায়। জগমাঝি ঘটি জল ঐ বারেৎদের দিলেন আর তারপর লুমতি বুড়ীকে।

তারপর বরের মা বরকনে, বারেৎদের আর "লুমতি" বুড়ীর পা ধোয়াইয়া দিবে গুড় জল খাওয়াইবে। সেই সময় গ্রামের মেয়েরা কনেকে গানের দ্বারা গালি দিবে। বরকে যে রকম কনের পক্ষেরা গালি দিয়েছেন সেই গান, শুধু নাম বদলাবে। তখন জগমাঝি মেয়েদের বলিবেন: বরকনেদের কোলে নাও। তারপর প্রত্যেক ঘরে ঘরে রাখিয়া রাখিয়া যাইবে, আর সেই সেই ঘরের মেয়েরা পা ধোয়াইয়া গুড়জল খাওয়াইবে। মাঝির ঘর পৌছাইলে পর বরকনে, বারেতেরা আর লুমতি বুড়ী মৃত মাঝির উদ্দেশে প্রণাম করিবে। তারপর ঘরের মেয়েরা পা ধোয়াইয়া গুড় জল খাওয়াইবে। শেষে বরের বাড়ী পৌছিলেন, আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইল। বামুন বরকনের কাপড়ে গিঁঠ দিয়া আঁচল জুড়িয়া দিবে। তারপর বরের মা থালাতে আতপ চাল, আতপ ধান, দুর্ব্বাঘাস, তিনটি গুঁড়ির (চালের) গুলি, আর গোবরের গুলি তিনটি, একটি পাতার থালাতে বাঁটা হলুদ, আর এক পাতার থালাতে তেল, একটি লোহার বালা, সিন্দূর আর চিরুনি সাজাইয়া আঙ্গিনায় বাহির হইবেন ঐ থালার দ্বারা বরকনেকে "চুমাড়া" করিবে তিনবার। তারপর থালা রাখিবেন, তারপর একটু আতপ চাল, দুর্ব্বাঘাস, আতপ ধান একসাথে ধরিয়া তিনবার বরকনেদের "চুমাড়া" করিবেন, তারপর বরকনের পিছন দিকে তাহা ফেলিয়া দিবেন।

তারপর থালাতে হলুদ জল রাখিয়াছেন, ঘন থল থলে গুলান; তাহা বরের গালে ছুঁয়াইবেন আর সেও ফিরিয়া ছুঁয়াইবে। তারপর বরের মা কনেকেও হলুদ ছুঁয়াইবে গালে, আর সেও শাশুড়ীকে ফিরিয়া ছুঁয়াইবে। তারপর বরের মা বৌএর মাথায় তেল মাখাইবেন আর একটু চুল আঁচড়াইয়া দিবে। আর সিন্দুর পরাইয়া দিবেন। আর সেও শাশুড়ীকে তেল মাখাইয়া একটু চুল আঁচড়াইয়া দিবে আর সিন্দুর পরাইয়া দিবে। তখন বরের মা বৌএর বাঁ হাতে একটি লোহার বালা পরাইয়া দিবেন। তারপর বরের মা ঘটককে বলিবেন: "তেল" দাও (উদুখলের হামান্ দাও)। সে "বারেৎ কড়ার" (সঙ্গে কনের যে ভাই থাকে) নিকট তাহা চাহিয়া বরের মায়ের হাতে দিবেন। তাহাকে "জাইতুক তোক" বলে। তারপর "তেতরে" মেয়েরা বাড়ীর ভিতর হইতে সরাতে করিয়া আগুন আনিবে আঙ্গিনার দরজাতে। তারপর তিন জা (প্রথমে বরের মা) সেই "তোক" বাঁ হাতে ধরিয়া সরার আগুনের উপর ঘুরাইবেন আর ডান হাতে নমস্কার করিবেন।

তারপর ডান হাতে তোক ধরিয়া "চুমাড়া" করিবেন আর বাম হাতে নমস্কার করিবেন—আরও একবার বাম হাতে তোক ধরিয়া, "চুমাড়া" করিবেন, আর ডান হাতে "জহার" (নমস্কার) করিবেন। শেষে যিনি চুমাড়া করিলেন তিনি "তোকের" দ্বারা সরার আগুন খোঁচাইয়া ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া দিবেন, আর তোকটিকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া পলাইবেন। তাহাকে বরকনে "পাড়ছাউ আদের" বলে [বর কনের দোষ, বাধা (গ্রহ) কাটাইয়া ঘরে লইয়া যাওয়া বলে]।

তারপর বরকনেকে ঘরের দরজার কাছে লইয়া যাইবে, আসিয়া থালার উপরে পা ধোয়াইবে। তারপর ঘরের মধ্যে লইয়া যাইবে, তখন বরের বোন কপাট বন্ধ করিয়া রাখিবে। তারপর গান করে:

দাড়েম মেনাঃ খান আমকি,
সেঁডাম মেনাঃ খান আমকি,
ধিরিকাওয়ার দ আমকি ঝিজ মেসে হো।
দাড়েম মেনার খান আমকি
সেঁডাম মেনাঃ খান আমকি
ধিরিকাওয়ার দ, আমকি লাডাক মেসে হো।

[গায়ে তোমার বল থাকে যদি, শক্তি থাকে যদি আমকি, পাথরের কপাট খোল পাথরের কপাট সরাও) (কোন মেয়েলোকের নাম না বলিয়া আমকি বলা হয়, বেটাছেলের বেলায় আমকা ব্যবহার হয়)]।

ইহাকে বলা হয় "সিংদুয়ার সেরেএঞ"। তারপর কনে তাহার ঠাকুরঝিকে এক আনা পয়সা দিবে, তারপর খুলিয়া দিবে। ঢুকিল। চাটাই "তেতরে" মেয়েরা বিছাইল, সেখানে বরকনে বসিল আর তাহাদের সঙ্গে বামুন, নিদবর আর আগুয়ানদার (প্রদর্শক) আর "লুমতি" বুড়ীও। তারপর "তেতরে" মেয়েরা তেল হলুদ মাখাইবে। মাখাইবার সময় গান করিবে:

কাকারি লাগি, বাবা, গজমতি হাতি হো
কাকারি লাগি, বাবা মাএনো মাতি রাণী হোরে।
বাবু কুঁয়ার লাগি গজমতি হাতি হো,
বাবু কুঁয়ার লাগি মাএনো মাতি রাণী হোরে।

(কার জন্য বাবা গজমতি হাতি, কার জন্য বাবা ময়নামতী রাণী; বাবু কুমারের জন্য গজমতি হাতি, বাবু কুমারের জন্য ময়নামতী রাণী।)

পুরুবে যো গেলে পুতা, পাছিমে যো আয়েলা,
কাঁহা পুতা পাওলে পুতা কেঁওঝারি ফুল?
সাত সামুদ উপারে, জলা গঙ্গা ঘাটে যো,
বাবা কিনাল কেঁওঝারি ফুল।

(পূর্ব্ব দিকে যে গেলে পুত্র পশ্চিম থেকে যে এলে কোথায় তুমি পেলে পুত্র কেঁওঝারি ফুল? সাত সমুদ্রের ওপারে জলা গঙ্গা ঘাটে যে বাবা কিনালেন কেঁওঝারি ফুল।)

তারপর বরকনে, আর যারা বসে আছে সকলকে "তেতরে" মেয়েরা সিন্দুর পরাইবে, সিন্দুর পরাইয়া হাত ধুয়াইবে। তারপর বরকনেদের দুধ ভাত খাইতে দিবে, আর বাকীদের ভাত তরকারি দিবে। সেই সময় বৌএর ঠাকুর ঝি বৌএর ভাত ছাড়াইয়া খাইবে,

এক মুঠা বৌকে খাওয়াইয়া দিবে, তারপর দুইজনে মিলিয়া খাইবে। খাইবার পর "তেতরে" মেয়েরা সকলের হাত ধুইয়া দিবে। বাহিরে বেরিয়ে এল। বর "বারেৎ"দের (কনের ভাইদের) সহিত থাকিবে আর কনে "লুমতি" বুড়ীর কাছে থাকিবে।

তারপর জগমাঝি বারেৎদের ডাকিয়া আনিবেন। দুইজন গ্রামের ছোকরা তাহাদের পা ধুইয়া দিবে। তারপর "তেতরে" মেয়েরা "বারেৎ"দের জল দিবে। হাত ধুইল। তারপর জগমাঝি "বারেৎ"দের বলিবেন : চল ঘরে, ভাত খাইব। ঢুকিলেন। চাটাই বিছাইয়া দিল। বসিল। দুই খলা করিয়া হাঁড়িয়া প্রথমে দিল। হাঁড়িয়া খাইল। তারপর বরের মা "বারেৎ"দের নিজেই ভাত দিবেন, খুব করিয়া খাওয়াইবেন খুসী করিবার জন্য। আরও জগমাঝি বলিবেন : যাও হাঁড়িয়া আন। দুই খলা করিয়া আরও খাইল খুব ভাল জিনিস। ছোকরা দুইজন হাত ধুইয়া দিবে। তারপর জগমাঝি খেলাঘরে তাহাদের লইয়া যাইবেন। চলিয়া গেল। তারপর জগমাঝি বরযাত্রীদের ডাকিয়া আনিবেন। তাহারা আসিলে হাঁড়িয়া আর ভাত দিবে। তাহাকে "ধুল ঝাড়াওনি" ভাত হাঁড়িয়া বলে। সকলে ঘুমাইল।

সকাল হইলে বরের বাবা জগমাঝিকে বলিবেন : যাও "বারেৎ"-দের দেখ, উঠেছে কি না। জগমাঝি উত্তর দিবেন : উঠেছে। তারপর বরের বাবা, "বারেৎ"দের, বরকনেদের, "লুমতি" বুড়ী আর গ্রামের মাঝি, আর দুএকজন গ্রামের লোক গরুর গোঠে যাইবেন। তারপর বরের বাবা একটি এঁড়ে বাছুর "বারেৎ"দের দেখাইবেন, বলিবেন : এটি তোমাদের, বাবা, নাও চিহ্ন দাও। তারপর কনের ভাই, কি দাদা সেই বাছুরের পিঠ চাপড়াইয়া নমস্কার করিবে, তারপর গ্রামের মাঝি আর সমস্ত লোক নমস্কার করিবে। তারপর একত্র বসিলেন। তারপর মাঝি বারেৎদের বলিবেন : আগে ব'লত, উই টিবির উপর থেকে (দাঁড়িয়ে) "বারেইতাং ডাংরা" (ভাই গরুকে) জুড়িত। আমরা এই রকমই পারছি, এটাই বেশী ক'রে মনে কষ্ট করুন। তাহারা উত্তর করিবে : মনোদুঃখকারী আগে চলে গেছে সমায়ের ঝিলে হাঙ্গরের পেটে। তারপর মাঝি বলিবেন : বাবা, এটাকে কেটে বাদ দিলাম, সত্য হবে না, মিথ্যা হবে, হারিয়ে যাবে কি, পালিয়ে যাবে তোমাদেরই যাবে, নাও সঙ্গে নিয়ে যাও। বরযাত্রীরা উত্তর দিবে : হেঁ বাবা, দু চারদিন থাক। তারপর নমস্কার বিনিময় করিয়া বাড়ীতে যাইবে।

তারপর জগমাঝি বরের বাবাকে বলিবেন : তেল, দাঁতন ইত্যাদি আমাদিগকে দাও, স্নান করিতে যাইতেছি। দিলেন। তারপর জগমাঝি বারেৎদের পুকুরে লইয়া যাইবেন। স্নান করিয়া আসিল। বসিল। জগমাঝি ঘরে ঢুকিয়া বলিবেন : আমরা এসেছি, ভীষণ খিদা পাচ্ছে, নিন তাড়াতাড়ি করুন। তারপর "তেতরে" মেয়েরা "বারেৎ"দের জল দিল। হাত ধুইল। তারপর জগমাঝি "বারেৎ"দের ঘরের মধ্যে লইয়া যাইবেন, চাটাইয়ে বসিতে বলিবেন। বসিল।

তখন "জগমাঝি" বলিবেন : দাও চার খলা করিয়া আমাদিগকে হাঁড়িয়া দাও। দিলেন। খাইল। "তেতরে" মেয়েরা হাত ধুয়াইয়া দিল। হাঁড়িয়ার খলা ফেলাইয়া দিল।

তারপর বরের মা মুড়ি চিড়া ডালায় করিয়া বাহির করিলেন। একটি "তেতরে" মেয়ে ঘটিতে করিয়া জল আনিল। তখন বরের মা "বারেৎ"দের বলিবেন : নাও বাবা "বারেৎ"রা চিড়া মুড়ি ভিজাও। ভিজাইল। একজন "তেতরে" মেয়ে গুড় ঢালিয়া দিবে হাতার দ্বারা। তারপর দই ঢালিয়া দিল।

তারপর বরের বাবা বলিবেন : পুরাকালে বাবা, ধনীরা ধানের আগড়াই মেলিয়া রাখিত, আমরা তো বাবা এই যে "বারেৎ"দেরই মেলে শুকনা করছি, সেটাই বেশী করে মনে কষ্ট কর। তাহারা উত্তর করিবে : মনোদুঃখকারীরা আগে চলে গেছে বাবা (সমায়ের সকড়াতে) সমুদ্রের বালুচরে হাঙ্গর কুমীর চরাতে।

তারপর খাইবেন। খাওয়ার পর বাটিতে করিয়া হাঁড়িয়া দিবে। হাত ধুইল। তারপর বরের বাবা "বারেৎ"দের বলিবেন : চল বাবা "বারেৎ"রা খালি (পাত) তোমাদের নিয়ে যাও, পাতা কিন্তু থাকতে দাও। তারপর বাহিরে আসিল। তারপর জগমাঝি আরও ঘরে ঢুকিয়া বরের বাবাকে বলিবেন : এই কুটুমদের কি তরকারি খাওয়াইব। সে উত্তর করিবে : একটি খাসি আছে, সেটাই তরকারি খাওয়াব। তারপর জগমাঝি গ্রামের একটি ছেলেকে ডাকিয়া আনিবেন। তাহাকে একবাটি হাঁড়িয়া দিল। খাইল। জগমাঝি তাহাকে বলিবেন : যাও বাবু, গ্রামের ছোট বড় সকলকে বল। চল "বারেৎ"দের শাক তুলাইব। মা, ছেলে সকলে আসিল, বরের ঘরে জমায়েৎ হইল। গ্রামের লোকেরা সন্দেশ, হাঁড়িয়া, চাল সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে।

তারপর জগমাঝি ঘটি জল ঘর হইতে বাহির করিয়া পাতার উপর তুলিবে (রাখিবে) আর একজন লোক খাসি ধরিবে। তারপর গ্রামের মাঝি পারানিকের কাছে জগমাঝি ঘটি জল লইয়া যাইবেন। তাহারা উহা নমস্কার করিবেন। তারপর "বারেৎ"দের কাছে লইয়া যাইবেন, তাহারাও নমস্কার করিবে। তারপর গ্রামের বেটাছেলেদের কাছে লইয়া যাইবেন, তাহারাও সেই জলকে নমস্কার করিবে। আর শেষে মেয়েদের কাছে লইয়া যাইবে, তাহারাও সেইরূপ নমস্কার করিবে।

তারপর জগমাঝি টাঙ্গি লইয়া "বারেৎ"দের দিলেন। খাসিকে দড়িতে বাঁধিয়া মাথায় জল ঢালিয়া দিলেন। তারপর পাতার নৈবিদ্য চাউল খাওয়াইবেন। তারপর বারেৎদের বলিবেন : এস হে

বারেৎরা, শাক্ তুল। তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল আর তাহাদের মধ্যে একজন টাঙ্গি ধরিয়া খাসিকে ছোয়াইল। তারপর টাঙ্গি রাখিয়া দিল। তারপর গ্রামের মধ্যের একজন টাঙ্গি ধরিয়া খাসিকে কাটিয়া মারিয়া ফেলিল। "বারেৎ"রা খাসিকে কাটিয়া মারিয়া ফেলিবে না, প্রবাদ আছে, বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। জগমাঝি খাসির মাথা পাতার চাউলে রাখিয়া ঘরে লইয়া যাইবে। যে ছাগল কাটিবার সময় ডাং (লাঠি) ধরিয়াছিল, সে রক্ত গড়ে মাখাইবে, আর ডাংএ বাঁধিয়া মাটিতে রাখিয়া দিবে। তারপর বরের বাবা ভাঁড়ের হাঁড়িয়া ছাগল কাটার (বলির) জায়গায় পূজা করিলেন। আর যে "বারেৎ" খাসিতে টাঙ্গি ছোঁয়াইয়াছিল, আর ডাং ধরা ছোকরা, হাতে হাত বেজ দিয়া পাতার খলা তাহাদের সামনে রাখিবেন, আর তাহাদের বলিবেন: নাও খাও। খাইল। তারপর আরও এক খলা করিয়া দিবেন।

তারপর জগমাঝি (তাহাদের) বলিবেন: নাও, পরস্পরকে নমস্কার কর (নমস্কার বিনিময় কর), তারপর সকলকে নমস্কার কর। তারপর বেয়াইএর মত (পরস্পরকে) নমস্কার করিবে। তারপর মাঝির কাছ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোকদের নমস্কার করিল। তারপর গ্রামের দুইজন ছোকরা এক ঠোঙ্গা করিয়া ভাল হাঁড়িয়া আর এক ঠোঙ্গা করিয়া চটকাইয়া বাহির করা হাঁড়িয়া সকলকে দিয়া যাইবে। খাইলেন। তারপর চুপ চাপ হইল। যুবক যুবতীরা নাচ করিতেছে আর কাজের লোকেরা কাজ করিতেছে।

তারপর বরের বাবাকে মাঝি বলিবেন: চল বাবা "গিড়ি চুমাড়া" (দ্বিতীয় বরণ) করা যাক। তারপর মাঝি জগমাঝিকে বলিবেন: গ্রামের সকলকে ডাকিয়া লইয়া আইস "গিড়ি চুমাড়া" দেখিব। তিনি গোডেৎকে পাঠাবেন গ্রামের লোকজনকে জড়ো করবার জন্য। বরের দিদি, কি সে না থাকিলে ছোট বোন, বরের বাড়ীতে ঘুরনদার (প্রদর্শক) আছে। কনের ঘরে যেরূপ মণ্ডপের খুঁটির কাছে লিখিয়াছিল (আঁকিয়াছিল) সেও সেইরূপ আঁকিবে; কিন্তু আঁকা শেষ করিবে না বরের বাবা বাছুর দিবার প্রতিশ্রুতি (কথা) না দিলে।

তারপর "তেতরে" মেয়েরা বরকনেকে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া চাটাইয়ে বসাইবে। আর তাহাদের সহিত বামুন, নিধবর, নিধবুড়ী, কনে আর যে ঘুরায় বসিবে। তেতরে মেয়েরা তেল হলুদ মাখাইবে, কিন্তু বরের মা প্রথমে মাখাইবেন, তিনি পথ করিয়া দিলে "তেতরে" মেয়েরা মাখাইবে। মাখান শেষ করে ঘুরনদার যা'কে বলা হয় বামুন বৌ বরকনের কাপড়ের আঁচল একসাথে বাঁধিবে। তারপর ভাত দিবেন। সেই সময় বৌ ভাত খাইবে না, আর জিজ্ঞাসা করিলে কথা বলিবে না। তখন বরের বাবা বলিবেন: খাও বৌমা, দুধ খাবার জন্য একটি বাছুর দিব। তারপর খাইবে। খাইবার পর উঠিল।

তখন (প্রদর্শক) ঘুরনদার ঘটি জল ধরিয়া মণ্ডপের খুঁটির কাছে তাহাদের লইয়া আসিবে। বৌএর তরফের "লুমতি" বুড়ীও সঙ্গে আছে। যেখানে লেখা (আলপনা) আছে সেখানে তিনবার ঘুরিবে। আর প্রদর্শকও ঘটি জল ফেলিতে থাকিবে। তারপর "তেতরে" মেয়েরা লেখার উপরে চাটাই বিছাইল, তারপর বরকনেরা বসিল। তারপর "চুমাড়ার" সময় (বরণের সময়) যে রকম কনের ঘরে করেছিল, বরের ঘরেও সেইরূপ কাজ করিবে। গ্রামের সমস্ত মেয়েরা "চুমাড়ার" সময় শাঁখা, মালা, আংটি, টাকা দিবে। কিন্তু "বারেৎ"রা দিবে না। "বারেৎ"রা এবং গ্রামের সকলে বরণের সময় হাঁড়িয়া খাইবে। হাঁড়িয়াও শেষ হ'ল আর "চুমাড়া"কারীরাও ক্লান্ত হ'ল। বরের বোন পা ধুইয়া দিবে আর সে সময় কনেকে পায়ে ধরিয়া রাখিবে। তারপর বরের মা "লুমতি" বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিবেন: কি রকম করেছিলে কনের বাড়ীতে? তখন "লুমতি" বুড়ী বলিবে এক আনা পয়সা নিয়েছিলাম। তারপর বরের মা বলিবেন: তবে নাও ছাড়াও। তারপর "লুমতি" বুড়ী এক আনা পয়সা "কাঁকড়াকে" (যে ধরিয়াছে) দিবে, তারপর ছাড়িয়া দিবে, তারপর পরস্পর নমস্কার করিবে। সকলে উঠিয়া গেল। তারপর তিনবার ঘুরিয়া বরকনে ঘরে চলিয়া যাইবে।

তারপর জগমাঝি বলিবেন: এস হে বরের বাবা, ঘরের দিকে একবার এস। তারপর দুএকজন লোকসহ ঢুকিবেন। তারপর বরের মা মাঝির স্ত্রী দুএকজন মেয়েলোকদের ডাকিয়া ঘরে লইবে। তারপর "চুমাড়ার" সময় দেওয়া পয়সা, হাঁস, হাঁসুলি ইত্যাদি দেখিবেন, গুনিবেন। সেই সব বরের মাকে জমা করিয়া দিবে। আর জিম্মাদাররা হাঁড়িয়া পাইবে।

তারপর ভোজ আরম্ভ করিবে। যেরকম কনের ঘরে খাওয়া দাওয়া কথাবার্ত্তা ব্যবহার করেছিল, সেইরকম বরের ঘরেও কাজ হয়। খাওয়া দাওয়ার পর যারা নাচ ক'রবার তারা নাচে আর ঘুমাবার যারা ঘুমাইবে।

সকাল হ'ল। তারপর ঘুরনদার বরকনের বিবাহের কাপড় সিদ্ধ করিবে, সিদ্ধ করিয়া কাচিয়া আনিবে। তারপর "বারেৎ" ছোকরা আর 'লুমতি' বুড়ীদের মুখ ধুয়াইবে। দাঁত মাজিবার পর বরকনে সহ বাসি চিড়া মুড়ি দিবে। তারপর গ্রামের লোকদের জড়ো করে বরকনের স্নান দেখিবার জন্য। মাঝির স্ত্রী, পারানিকের স্ত্রী, জগমাঝির স্ত্রী, জগপারানিকের স্ত্রী, গোডেতের স্ত্রী, আর নায়কের স্ত্রী এরা নিশ্চই আসিবে। তারপর স্নান মাথা ঘষা আরম্ভ করিবে। দুটি পিঁড়ি পাশাপাশি রাখিবে আর একটি থালাতে মাথা ঘষা মাটি ভিজিয়ে রেখেছে। বরকনেকে পাশাপাশি বসাবে পিঁড়ি দুটির উপরে। চাঁদ উঠার দিকে মুখ করাবেন (পূর্ব্ব দিকে সম্মুখ করাইবে)। কনে বসবে বরের ডান দিকে।

তারপর বর একটি দাঁতন চিবাইবে, ঐ চিবান দাঁতন কনেকে দিবে সেই ঘুরনদার দাঁত মাজবার জন্য। তার কনের হাতের ভাল দাঁতন ঘুরনদার বরকে দিবে। তারপর তাহারা দাঁত মাজিল। মুখ ধুইল। তারপর সেই মাথা ঘষা মাটি একটু বর হাতে নিয়ে কনের মাথায় দিবে লাগিয়ে। তারপর কনে সেই থালার মাটিতে বরের মাথা ঘষিবে। মাথা ঘষিয়া স্নান করাইয়া পরিষ্কার করিবে। তারপর ঘুরনদার কনেকে স্নান করাইয়া পরিষ্কার করিবে। তারপর কনে নিজের বরের পা ধুয়াইয়া দিবে আর পায়ে তেল মাখাইবে। তারপর প্রণাম করিবে। তারপর বর সরিয়া গেল। "লুমতি" বুড়ী, "বারেৎ" ছোকড়া আর গ্রামের লোক বসে বসে দেখছে। তারপর কনে মাঝি, জগমাঝি, পারানিক, জগপারানিক আর গোডেৎদের পা ধুইয়া দিবে আর তাহাদের পরে বরের বাবা মামাদের ধুইবে। তারপর মেয়েদের কাছে যাইবে, মনে করুন, নায়কের বৌ, মাঝির বৌ, পারানিকের বৌ, জগমাঝির বৌ, জগপারানিকের বৌ, গোডেতের বৌ আর বরের মাদের মামী পিসিদের ধুইয়া দিবে।

তারপর বরের দাদা, ভগ্নিপতি, আর ভাইদের পা ধুইয়া দিবে, আর একজনকে "কাটকম" করিবে (কাঁকড়ার সাঁড়াশির মত পায়ে ধরিয়া রাখিবে) বালা ইত্যাদি কিংবা পয়সা না দেওয়া পর্য্যন্ত। দিয়া বাঁচিল। তারপর তার সঙ্গে জল ঢালাঢালি করিবে, আর নমস্কার বিনিময় করিবে। তারপর বরের দিদি, বোনদেরও ঐরূপ করিবে। তাহাদেরও কিছু না কিছু দিতে হয়, তবেই ছাড়িবে। তারপর তাহার সহিত জল ঢালাঢালি করিবে, তারপর নমস্কার করিবে। তারপর ঘুরনদার আর কনে পরস্পর ধুইবে আর পরস্পরকে কাঁকড়া ধরিবে। তুইজনে দেওয়া দেওয়ি হইবে, আর নমস্কার করিবে। তারপর হাঁড়িয়া দেয়। সকলে খাইল।

তারপর মাতব্বর মাতব্বর লোক আর "বারেতেরা", বরকনে, "লুমতি" বুড়ীরা ঘরে ঢুকিলেন। বৌএর যে সমস্ত জিনিস পড়েছিল (পেয়েছিল) সে সব গুনে বরের মাকে জমা দিলেন। তারপর বরকনের হাতে হাঁড়িয়া খাইবেন ভাত খাইবেন। খাইবার পর মাঝি তাহাদের উপদেশ দিবেন, আর বরকনে তাঁর সামনে বসে আছে। বলিবেন : ও বৌমা, এইটাই তোমার ঘর দুয়ার, এই যে সব তোমার হাঁড়িকুড়ি, আজ থেকে দেখা শুনা কর ; এঁরাই তোমার মা বাবা, যখন কোন কিছু চাহিবেন দিবে, আর কোন কিছু করিতে বলিবেন শুনিও ; এইটি তোমার বর, রাত্রিই হোক, অন্ধকারই হোক, পেট বেদনা, মাথা বেদনা মা বাবার কাছে ব'লবে, আর তাঁরা যদি না দেখা শোনা করেন স্বামীকে ব'লবে, চল সঙ্গ দিবে বলে ; একলা রাত ভিত কখন বেরুবে না।

তারপর মাঝি মা বাবাকে বলিবেন : এই বৌ আপনা হ'তে আসে নাই, আমরা নিজেরা বাণিজ্য ক'রে এনেছি, নূতন আছে, আজ থেকে বাবা বাছা করে ভালভাবে শিখাবেন পড়াবেন, ভাল ভাবে চালাবেন।

তারপর মাঝি বরকে বলিবেন : তুমিও, বাবু, আজ থেকে শিকারে টিকারে যাবে কি বনে যাবে, যা কিছু পাবে—আঁঠি কেঁদ, আঁঠি চার, খুবি ভেলাই, পাইলে একলা খাবে না, আধটা খাবে আধটা বৌকে এনে দিবে ; কি পাখীটাখী মারলে, এক টুকরা খাবে, আধ টুকরা বৌকে আঁচলে করে এনে দিবে। তারপর বাবু, এই যে এতদিন পর দেখা, করম দেখা ; যেখানে রাত সেখানে ছিলে, কিন্তু আজ থেকে এই ফপরা ঠরকা (কাঠের ঘণ্টা) ঝুলিয়ে দিলাম ; তারপর শোবার সময় যেখানে তোমাদের জায়গা, সেখানে এসে শোবে। তুমিও, বৌ, আজ থেকে কোথাও স্বামী গেলে, তারপর কোনদিক থেকে আসামাত্র জল, দাঁতন ইত্যাদি দিবে ; জল আন্তে, পাতা তুলতে সাথীদের সাথে যাবে, পরের সাথে হাসি ঠাট্টা ক'রবে না, এই তোমার স্বামী, অন্য দিকে তাকাবে না।

তারপর বৌ উত্তর করিবে : হঁ বাবা, ডাইনে বাঁয়ে দেখে শুনে শুভ করে এই শিকলি মাকলি জুড়লেন, তারপর এই পাঁচজন মিলে আমাকে স্থাপন ক'রলেন, এঁরাই আমার মা এঁরাই আমার বাবা, ধর্ম্মের, আর ইনিই আমার ধর্ম্মের স্বামী। কোন দিক থেকে খিদায় ক্লান্ত হ'য়ে আসতে দেখলে জল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব, আর মা বাবা খিদায় ক্লান্ত হ'য়ে কোন দিক থেকে এলে, তাঁদেরও জল দিয়ে অভ্যর্থনা ক'রব। ঐরকম না ক'রলে আপনারা পাঁচ জনেই আমাকে দোষ দিবেন।

তারপর মাঝি ফালতু কথা বলবে, যে, বৌ খুব ভাল, ভাত, তরকারি, হাঁড়িয়া কি রকম দিয়েছিল, সে সব আমরা দেখলাম, খাওয়া দাওয়া ক'রলাম, বিশ্বাস ক'রলাম।

তারপর ঘটক আর বামুনকে বরের বাবারা তাদের পাওনা দিয়ে দিবেন। ঘটক পাবে একটি পাঁচ হাত কাপড় আর এক সিকা পয়সা, আর এক আনা "খারপা" কড়ি আর বামুন পাঁচ হাত কাপড়। তারপর উঠানে বাহির হইলেন।

জগমাঝি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বরের মাকে বলিবেন : দাও, তেল আর একটি চিরুনি আন। খুঁজিয়া দিলেন। তারপর একটি চাটাই গোয়ালে বিছাইলেন, তাহাতে "বারেৎ"দের বসাইলেন। তারপর গ্রামের তিনটি ছোকরা তাহাদের তেল মাখাইল, তারপর মাথা আঁচড়াইয়া দিল। আর নানা রকম সাজিয়ে রং তামাসা করিল। "লুমতি" বুড়ীকেও ঐরূপ করিল গ্রামের মেয়েরা, আর খুব ক'রে সিন্দুর লাগিয়ে দিল। "তেতরে" মেয়েরা খড়ের দড়ি, আর শনের মাথায় চুলবাঁধা দড়ি তৈরী করিল। চুল বাঁধা দড়ি দিয়া গ্রামের ছেলেরা বারেৎদের খোঁপা বাঁধিয়া দিল আর খড়ের দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিল।

তারপর জগমাঝি উঠানে লাগরা মাদল বাহির করিলেন। বাজাইবে, আর যে ছোকরারা তেল মাখিয়েছিল তারা "বারেৎ"দের নাচিতে ধরিবে, আর মেয়েরা "লুমতি" বুড়ীকে নাচিতে ধরিবে। নাচিতেছে আর "দং" গান করিতেছে।

দো বাহু, বারেমতেকো মার্ঙ্গান্ আঙ্গি মোতাকম্
জম্ চাটিচ্ কাবরা দেয়ায় বাগিন্ তামা গো।
গায়াঞে গুয়ুঞে কোম্বড়ো সেতা
মেলাঞে চেটাঞে বারেৎ কড়া।

(যাও বৌ, তোমার ভাইদের দুপুরের ভাতের জন্য অপেক্ষা ক'রতে বল, খাওয়ার লোভী কাবরা গিঠ কি ছেড়ে দিবে। পেটুক "বারেৎ কড়ারা" (বৌএর ভাইয়েরা) চোরা কুকুরের মত এটা খায় ওটা খায়।)

চেলে না চেলে না কোম্বড়ো সেতা
চেলে না চেলে না বারেৎ কড়া।
ডাড়ুতে না দালেপে কোম্বড়ো সেতা
ঢেগাং তেনা হারুবেপে বারেৎ কড়া
কিটা রে কিটা রে চোরা কুকুর কিটা রে কিটা রে
বৌএর ভাই, হাতা দিয়ে মার চোরা কুকুর
খাপ্‌রি দিয়ে চাপা দাও বৌএর ভাই।
লুমতি বুড়ি চিড়ির পটম
কেঁও ঝারিরে,
কেঁও ঝারিয়ে মানা লদম বারিরে।
বারেৎ কড়া হোয়ো পাড়াংক্
কেঁও ঝারিরে,
কেঁও ঝারিরে মানা লোদম বারিরে।

(বারেৎ এবং লুমতি বুড়ীরা এমন খেয়েছে যে কাপড়ে চুপড়ে পায়খানা করেছে।)

তারপর বাইরের আঙ্গিনায় আসিল। তারপর পাঁচ দিনের দিন ধার্য্য করা হ'ল বরকনে ফেরৎ নিয়ে যাওয়া আসার জন্য (আট মঙ্গলার জন্য)। তারপর "লুমতি" বুড়ীকে পুনরায় ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। এক পাই চাল, এক পাই চিড়ামুড়ি আর একটি বালা চাউলের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। তারপর জগমাঝি "বারেৎ"দের জন্য মুড়ি চিড়া রাখিল, লাঠি আর অন্যান্য জিনিসপত্র আর "ফাড়ি" (ছাগলের আস্ত ঠ্যাং একটি) শুদ্ধ লইয়া আসিল।

তারপর "বারেৎ"রা বৌকে বলিবে: আসি বোন্, ভাবনা ক'র না, আমরা পাঁচ দিন পরে ফিরে এসে তোমাদের নিয়ে যাব। তুমি হাঁড়িয়া রেখে থাকবে আর পাঁচ পাই চিড়াও তৈরী ক'রে রাখবে। তারপর "লুমতি" বুড়ী বৌকে শিখিয়ে দিয়ে যাবে: নাও থাক, মাই, এটাই তোমার ঘর, এটাই তোমার দুয়ার, কাজ কর খাও দাও। আমাদের জন্য ভেব না, এটা তোমার যাবৎ জীবনের ঘর; হাড় ও হাড়, ছাই শুদ্ধ ছাই, তোমার বিক্রি ক'রেছি, এক থালাতেও (এক থালা হাঁড়িয়াতে) তোমাকে বিক্রি ক'রেছি, আধ থালাতেও বিক্রি ক'রেছি, আর আমাদের ঘরে তোমাকে সাজবে না। ভাবনা ক'র না, পাঁচ দিন পরে আরও আসব।

তারপর বরকনে আর বারেতেরা আর "লুমতি" বুড়ী মাঝির কাছে আরম্ভ করে গ্রামের সমস্ত লোককে নমস্কার করিবে। নমস্কার করিবার পর "বারেৎ" এবং "লুমতি" বুড়ীরা এক পাশে দাঁড়াইবে। তারপর বরকনে তাহাদের প্রণাম করিবে। তারপর কনেরা একলা বাড়ীর ভিতর চলিয়া যাইবে। তারপর জামাই এক পোঁটলা দোক্তা আর চুন লইয়া আসিবে আর বৌ এক ঘটি জল। বারেৎদের কাছে তাহারা যাইল। বৌ তাহার নিজের ভাইকে ঘটি জল দিবে। খাইল। ঘটি ফেরৎ দিল। তারপর জামাই চুন তামাকুর দিল, তাহা ট্যাকে গুঁজিল। তারপর চলিয়া গেল।

তাহার চলিয়া যাইবার পর গ্রামের যুবক যুবতীরা মণ্ডপ ভাঙ্গিয়া দিবে আর কনের ঘরে যে রকম হ'য়েছিল সেই রকম "শিশির হাঁড়িয়া শিশির ভাত" খাইবে। চাড়ি পাইবে না। তারপর নাচ হয়।

জল আনিবার সময় হইলে বৌ দুএকজন মেয়ের সঙ্গে জল আনিতে যাইবে। জলের ঘাটে একটু তেল সিন্দুর লইয়া যাইবে। সেখানে পাঁচ ফোঁটা তেল সিন্দুর দিবে (দেবতাদের উদ্দেশে)। আর সঙ্গীদের সহিত জল লইয়া আসিবে। তাহাকে ঘাট কেনা বলে। পাঁচ দিন হইলে পর ঘটক আর "বাড়েৎ কড়া" (বৌএর ভাই) দুইজন আসিল। নমস্কার (জোহার) করিবার পর পা ধুইয়া দিবে, ঘরের ভিতর লইয়া যাইবে আর হাঁড়িয়া দিবে, পরে মুরগী মারিয়া দিবে, আর ভাত তরকারি দিবে। ঘুমাইল। সকাল হইলে জল খাবার চিড়ামুড়ি দিবে। দুপুরে ভাত তরকারি দিবে। দুপুরের খাওয়া হইল। তারপর শাশুরী বৌএর চুল বাঁধিয়া সিন্দুর পরাইয়া দিল। বরকেও তৈরী করা হইল। বৌকে এক হাঁড়ি হাঁড়িয়া আর পাঁচ পাই চিড়া বাহির করিয়া দিল। চিড়া পুঁটলি বাঁধিল আর শ্বশুর শাশুরীকে প্রণাম করিল, আর ভাইদের আর ঘটককেও (জোহার) নমস্কার করিল। বৌ হাঁড়িয়া মাথায় লইল, আর চিড়ার পুঁটলি কাঁখে লইল, ঐ যে বৌএর ঘর চলিল। বাড়ীতে পৌছিল। সেখানে তাহাদের পা ধোয়াইয়া দিল, বৌএর বড় বোন্ আর ছোট বোনেরা। তারপর বরকে "কাটকম" (কিছু না দেওয়া পর্য্যন্ত পায়ে ধরিয়া রাখিবে তাহাকে কাঁকড়ায় ধরা বলে) করিবে। পয়সা কিংবা মালা দিলে তবে ছাড়িবে, তারপর জল ঢালাঢালি করিবে। তারপর "জোহার" করিবে। ঘরের ভিতর লইয়া যাইবে আর ভাত দিবে।

সন্ধ্যা হইলে গ্রামের মাঝি পারানিকদের আর গ্রামের সমস্ত লোকদের ডাকিয়া আনিবে। আসিল। বরকনেরা তাহাদের "জোহার" করিবে। প্রথমে কনের বাবা যাকে সন্দেশ বলা হয় সেই হাঁড়িয়া আর চিড়া "মারাং বুরু" ও মৃত পূর্ব্বপুরুষদের পুজা দিবেন তারপর সেই হাঁড়িয়া আর চিড়া বাহির করিয়া গ্রামের লোকদের দিবেন, সকলে ভাগ করিয়া খাইবে। সেই হাঁড়িয়াকে বলে "বুকা তপা হাঁড়ি" (লাই পোতা হাঁড়িয়া)। তারপর বুড়োরা বলিবেন: ডাইনে বাঁয়ে দেখে শুনে শুভ করে এই শিকলি মাকলি জুড়া হল, বিয়ে ঘর করলাম, বরকনের আট মঙ্গলাও মিটালাম, হাঁড়িয়া চিড়াও পুরাই পেলাম, সব বিষয়েই পূরণ হোল, এটাই বেশী ক'রে আপনারা কনের মা বাবা মনোদুঃখ করুন। তাহারা উত্তর করিবেন: হাঁ বাবা মনোদুঃখকারীরা আগে চলে গেছে।

তারপর দুই রাত্রি বরকনেরা সেখানে থাকিবে। তারপর ঘটক বলিবেন: পৌছিয়ে দিয়ে আসব। একটি হাঁড়িয়া আর পাঁচ পাই চাল তাদের সাজিয়ে দিবে। মেয়েটি তাহা মাথায় লইবে আর কাঁখে লইয়া যাইবে। "জোহার" করিবার পর ঘটকের সহিত বরের ঘরে চলিয়া যাইবে। বরের ঘরেও সেইরূপ করিল। আর তাঁহারাও কনের ঘরের মত বিস্তি করিলেন। তারপর তাঁহারা নিজেদের ঘরে চলিয়া গেলেন তারপর বরকনেরা রহিয়া গেল।

(ছ) টুন্‌কি দিপিল বাপ্লা (টুকি দিপিল বিবাহ)—এটা গরীব দুঃখীদের বিবাহ। কনের ঘরে বর যাইবে না, শুধু ঘটক আর পাঁচ জন বরযাত্রী যাইবে, কোন মণ্ডপ হয় না, আর বরযাত্রীদের বাইরে ডেরা করে না। দেনা পাওনা ঠিক দোল বিয়ের মত (সাধারণ বিয়ের মত), খাওয়া দাওয়া হাঁড়িয়াও সেই রকমই। বরযাত্রীরা খাওয়া দাওয়া করিয়া কনেকে বরের ঘরে লইয়া আসিবে। তিনজন "বারেৎ কড়া" আর "লুমতি" বুড়ী সঙ্গে যায়। "চাক্‌পুরাওনি" আর "চুল্‌হা ঝরাওনি" লাগে না। বরের ঘরে সিন্দুর দান হয়। বরের ঘরেও সাধারণ বিয়ের মত কাজকর্ম্ম, বরকনের আট মঙ্গলাও সাধারণ বিয়ের মত।

(জ) ঘারজি জাঁওয়ায় (ঘরজামাই)—যার বেটাছেলে নাই, কি ছোট আছে, কাজের উপযুক্ত হয় নাই, সেই রকম লোক ঘর-জামাই রাখে, বড় মেয়েছেলে থাকলে, আর শুধু গরীব কিংবা অনাথ লোকেরাই ঘরজামাই থাকে। ঘরজামাইদের পণ কি খরচ কি লাগতি কোন কিছু লাগে না, মেয়ের পক্ষকেই লাগে। বিয়ে অন্য লোকদের মতই হয়। বৌএর জন্যে শ্বশুরের কাছে পাঁচ বৎসর খাটে। "জহনা" (জমা) কিছু পায় না, শুধু খাওয়া আর পরা। ঘরজামাই রাখার সময় একটি বাছুর দেয়। পাঁচ বৎসর পূর্ণ না হওয়ার আগে মেয়ের যদি বরের সঙ্গে বনিবনা না হয়, জামাই সেই বাছুর নিয়ে চলে যাবে। মেয়ের বাবা বিবাহ দিবার সময় মেয়েকেও একটি বাছুর দেয়। আর পাঁচ বৎসর ধরে আলাদা কিছু কিছু জমা ক'রবে। আর সেই ধান কারও কাছে ঋণে বসাবে। পাঁচ বৎসর হবার পর খুসী হইলে "ডাহনাতে" থাকবে (পৃথক সঞ্চয় করিবে একত্র থাকিয়া) না হলে আলাদা হবে।

আর মেয়ের মা বাবার বেটাছেলে না থাকলে; আর ঘর-জামাইয়ের কাছে শেষ দিন পর্য্যন্ত খাওয়া পরা ক'রলে, ঘর দুয়ার, জমি জমা সব পাবে, আর গরু, ছাগল অর্দ্ধেক পাবে, বাকী অর্দ্ধেক মেয়ের বাবার ভাগারিরা পাবে। ঘরজামাইদের শ্রাদ্ধের খরচ লাগবে। দু তিনটি ঘরজামাই থাকলে ভাগ ক'রবে।

রাণ্ডি, ছাডুইকো বেয়াঃক বাপ্লা

বিধবা পরিত্যক্তাদের বিবাহ

বিধবা পুরুষদের পছন্দ করে না, সেইজন্য শীঘ্র রাজী হ'তে চায়না। বলে: "রাণ্ডি (বিধবা) পুরুষ দাঁত বার করে ভেংচানর মত; রাণ্ডি পুরুষ ক্ষয়ে যাওয়া ঝাঁটার মত খেরেঃচ্ খেরেঃচ্, কে মত দিবে?"

স্ত্রী পরিত্যক্ত পুরুষদেরও পছন্দ করে না। বলে "স্ত্রী পরিত্যক্ত পুরুষ চাখা চাটু (চেখে বেড়ায়), ক'দিনের জন্য যে।"

বিধবাদেরও দোষ দেয়। বলে: "বিধবা স্ত্রী বড়(বাঁধা) ঘোড়া হন্ হন্।"

পরিত্যক্তা মেয়েদের আরও বেশী ক'রে দোষ দেয়। বলে: পরিত্যক্তা মেয়ে শালিক পাখীর মাথা, "চেঁড়কৎ চঁড়কৎ" (শালিক পাখীর মত ঝগড়াটে); পরিত্যক্তা মেয়ে বারমাসিয়া পাখী, হাজার রকম ডাকে; ছাডুই (পরিত্যক্তা) মেয়ে শিকারী তিতির ভুলিয়ে নিয়ে যায়; ছাডুই মেয়ে ল্যাঠা মাছ, এক জায়গায় স্থির হ'য়ে থাকে না। রাণ্ডি পুরুষ কি ছাডুই পুরুষ কুমারী মেয়েকে বিবাহ করিলে, বৌএর মা বাবা পণ সাত টাকা না হয় এগার টাকা লইবে, কিছু দিবে না, যাকে বলে বর কিছুই যৌতুক পাবে না। বিয়ে অবিবাহিতদের বিবাহের মতই হয়। বিধবাদের কি স্বামী পরিত্যক্তা-দের পূর্ব্বে অবিবাহিতরা বিবাহ করিত না আর বর্ত্তমানেও সেটার কোন নিয়ম নাই; তবু আজকাল দু'একজন রাখছে যুগ খারাপ হয়েছে বলে। যারা "রাণ্ডি", "ছাডুইদের" রাখে, তাদের শুধু অর্দ্ধেক পণ লাগে, আর জগমাঝি ॥০ আট আনা মাশুল (মাশু) পায়। মাঝি কিছুই পায় না। "এক্সা ইতাৎ" জিয়া ইতাৎ (বিবাহের সময় যে কাপড় দেয়) নাই। আর চাড়ি ইত্যাদিও নাই, স্নান কি আট মঙ্গলও নাই। ওটা আসল বিয়ে নয়, তাকে "চারো" বলি। সেই বিয়ের নাম "সাঙ্গা"। বরকনেকে সিন্দুর দিবে না, ফুলে সিন্দুর দিয়ে বাম হাতে খোঁপায় গুঁজে দেয়। ওটাই হ'ল "সাঙ্গা", ভোজও লাগে না, শুধু দু এক জনকে বর হাঁড়িয়া খাওয়াইবে।

কোন মেয়ের কুমারী অবস্থায় ছেলে হইলে, তাহাদিগকে "চুপি ছাড়ুই" বলে। যদি কেউ বিয়ে করে তাদের ছাড়ুইএর মত পণ লাগে কিন্তু বিবাহ কুমারী মেয়ের মত হইবে।

(ঝ) ত্রিওর বলক্ রেয়াল্ (স্বেচ্ছায় হরণ হওয়ার কথা)—কোন গ্রামের একটি ছেলে আর একটি মেয়ের ভালবাসা (মনের মিল) হইলে, জগমাঝির কাছে মেয়েটি তাহা প্রকাশ করিবে। জগমাঝি ছেলেকে বুঝিয়া তাহার মা বাবার বাড়ীতে লইয়া যাইবেন। তারপর বাবা মা দু চার দিন পরে মাঝির কাছে বলিবেন। গ্রামের লোক একত্র হইয়া বিচার করিবেন। ছেলে মেয়েদের বুঝাইবে। তাহারা পরস্পর রাজী আছে বলিলে পৃথক করিবে না, আর বিবাহের দিন ধার্য্য করিবেন। পাঁচ জনে পাঁচ সিকা পায়। বিয়ে সাধারণ বিয়ের মতন।

কোন ছেলে মেয়ের মধ্যে ভালবাসা থাকিলে, আর পরে ছেলে যদি রাখিতে রাজী না হয় তখন জোর করিয়া মেয়ে ছেলের কাছে (বাড়ীতে) যাইবে। যদি ছেলে রাখিতে রাজী হয়, তাহা হইলে প্রথম হরণ করার মত বিবাহ হইবে।

আর ছেলে যদি রাখিতে রাজী না হয়, পাঁচ জনের বিচারে তাহাকে মেয়েকে তিন টাকা দিতেই হইবে, আর পাঁচজনে ছেলে এবং মেয়ের বাবাকে পাঁচ সিকা করিয়া জরিমানা করিবে। মেয়ে সেই টাকা পাইলে জগমাঝি তাহাকে মা বাবার বাড়ীতে পৌছাইয়া দিবে।

(ঞ) ইপুতুৎ রেয়াল্ (সিন্দুর জোর করে দেওয়ার কথা)—পাঁচ জনের বিনানুমতিতে জোর ক'রে কোন মেয়েকে সিন্দুর দেওয়াকে "ইপুতুৎ" বলে, ইপুতুৎ দুই রকমের। কখনও কখনও মেয়ের ইচ্ছায় ছেলে সিন্দুর দেয়, কখনও কখনও মিছামিছি সিন্দুর দেয়। কোন ছেলে মেয়ে খুসী হ'য়ে রাজী হ'লে আর ছেলের মা বাবা বিবাহ দিতে রাজী না হ'লে, তখন ছেলে মেয়ে পরামর্শ ক'রে ছেলে মেয়েকে সিন্দুর দেয়। কোন ছেলে কোন মেয়েকে খুব ভালবেসে থাকলে আর যদি সন্দেহ থাকে, কি জানি বিয়ে দিবে কি না, আর মেয়ে আমাকে পছন্দ করবে কি না, তখন ছেলে মেয়েকে না জানিয়েই হঠাৎ সিন্দুর দিয়ে দেয়। আর কখনও কখনও রাগে ছাড়ুই করবার জন্য খুঁট করে দেয়। লোকে বলে, যে কুমারী মেয়ে বিয়ে ক'রলে পরে পরলোকে তাকে পাওয়া যাবে, বিধবা পরিত্যক্তাদের না, সেইজন্যে কখনও কখনও হয় কারও বাটকি (প্রথমা), রাণ্ডি কি ছাড়ুই থাকলে, পরলোকে বৌ পাবার জন্য একটি কুমারী মেয়েকে বিয়ে করে, কি সিন্দুর দেয়, পরে রাখল কি না রাখল (রাখতেও পারে নাও পারে), পরলোকের জন্য রাস্তা ক'রে নিয়েছে।

কোন ছেলে কোন মেয়েকে সিন্দুর দিবে তাহ'লে পাতার সিন্দুর আঁচলে রাখবে, আর জলের ঘাটে কি পালিপার্ব্বণে বাইরে গিয়ে হঠাৎ সেই সিন্দুর মেয়ের কপালে ঘষে দিবে। আর সিন্দুর না থাকলে মাটি কি চুনের দ্বারাও পরবে কি কাঠ পাতা আনার সময়েও সিন্দুর দেয়। মেয়েকে সিন্দুর দিলেই, নিয়ম অনুসারে সিন্দুর দাতার বৌ হ'ল। আর তার কাছে না থাকলে ছাড়ুই হইবে।

ছেলে একটি মেয়েকে সিন্দুর দিয়েই পালিয়ে যাবে মেয়ের বাবা ভাই এদের মারার ভয়ে। মেয়েকে সিন্দুর দিয়েছে জানতে পেরে বাবা ভাই এরা ভীষণ রেগে যায়, আর গ্রামের লোক একত্র হ'য়ে "মায়াম পাঞ্জা" (রক্তের খোঁজ) করিতে যায় ছেলের ঘরে তীর ধনুক টাঙ্গি লইয়া। প্রথমে সেই গ্রামের মাঝির কাছে গিয়া তাহাকে বলিবে। সে তাহাদিগকে বলিবে: আপনারা সমাজের বিধান মতই কাজ করুন। তারপর ছেলের আঙ্গিনায় ঢুকে জলের হাঁড়ি কলসী এক এক করে লাঠি দিয়ে ভাঙ্গবে, আর ঘরের মধ্যে ঢুকে ভাতের হাঁড়ি উনুন ভেঙ্গে ছত্তিছন্ন করবে। আর ছেলেকে সেখানে যদি পায়, পিটে তক্তা করবে, শুধু প্রাণটুকু রেখে দিবে, আর উঠানের মাঝখানে শুইয়ে রেখে দিবে, আর খাসি শিকারে যাবে। ছাগল পেলে টাঙ্গি দিয়ে দুটিকে কাটবে, আর বরা হ'লে তীর ধনুক দিয়ে বিঁধে মারবে। তারপর গরুর গোঠে যাবে বেঁধে নিয়ে যাবার জন্য। ভাল ভাল গরু কি মহিষ তিন জোড়া মত খেদিয়ে নিয়ে আসবে মাঝির বাড়ীতে, আর মারা খাসি দুটিও সেখানে নিয়ে আসবে।

তারপর মাঝি পাঁচ জনকে ডাকবেন বিচারের জন্য। তারপর বিচার করেন। কথা বার করবে কেমন ক'রে হ'ল। তারপর দু একজন লোককে মেয়ের বাড়ীতে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রবে নিজের খুসী রাজীতে না জোর ক'রে ছেলে তোমাকে সিন্দুর দিয়েছে কি না, আর একটি খাসিকেও মেয়ের ঘর থেকে নিয়ে যাবে। ঐ তিনটি খাসিকে দুই পক্ষের লোকেরা খাইবে, আর সেই সব মাল ঝাল ছেলের তরফের মাঝি আর গ্রামের পাঁচজনে মেয়ের তরফের মাঝিকে জিম্মা দিবে, ছেলের বাবা জরিমানার টাকা না দেওয়া পর্য্যন্ত মেয়ের বাবা ১৬৲ টাকা পণ খাইবে কিছু দিবে না, পরে ছেলে মেয়েকে পাক বা না পাক, আর ছেলের গ্রামের মাঝি ছেলের বাবার কাছে ৫৲ টাকা পাবেন। তাহাকে বহঃক বাঞ্চাও (মাথা বাঁচান) টাকা বলে। পূর্ব্বে কখনও কখনও ইতুৎ করার অপরাধে ছেলেকে পিটিয়ে মেরেও ফেলেছে। আর তার কোন খোঁজ নিত না। মাঝি ছেলেকে আড়াল ক'রে দাঁড়ায় সেই জন্য ঐ টাকাটা পায়, ঐ টাকার মধ্যে দুই টাকা মাঝি নিজের গ্রামের লোকদের ভাগ দেন। ইতুৎ বৌ দু একটি বাদে বেশীর ভাগই বিয়ে দিয়ে দেয়। পরে অবিবাহিতাদের বিবাহের মত পুনরায় বিয়ে দেয়। আর মেয়েকে ছেলের সঙ্গে যদি বিয়ে না দেয় তাহ'লে মেয়ে ছাড়ুই হোল।

(ট) দুটকীজং রেয়াল। (দ্বিতীয় পত্নী নেওয়ার কথা)—

পুরাকালে এক স্ত্রীতেই কাল কাটিয়ে ছিল, দুটো স্ত্রী কারও ছিল না। আর বর্ত্তমানেও অবুঝরা দু'তিন পত্নীক হ'লে তাকে ভাল বলছে না। আর সেরকম লোক খুব কম আছে। কিন্তু কারও বৌএর ছেলে না হ'লে তখন দুজনে যুক্তি ক'রে স্বামী দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ ক'রবে। বড়কী ঘর চালাবে।

আর স্বামীর বড় ভাই মারা গেলে তার ছোট ভাই বৌ থাকতেও বৌদিকে রাখতে পারে। আর রাখেও ছেলেপুলেরা যাতে পর না হ'য়ে যায়। আর তাকে খারাপ বলে না। কিন্তু কারও ছোট ভাই মারা গেলে তার স্ত্রীকে বড় ভাই রাখতে পারে না। ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে দেবীর চোখে দেখে, তাদের খাট পর্য্যন্ত ছোঁয় না।

যারা দুই বিয়ে করে, তারা পরে তার ফল ভোগ করে, কেননা ছোটকী বড়কীর সদ্ভাব হয় না। লোকে বলে: "সতীন ছুঁচ্‌ চোরকাঁটা, বিঁধবেই" "ছোটকী বৌ কেঁদ কাঠ, চড় চড় করে", "সতীন বাঘা মুরগী ঠোকরা ঠুকরি, মিল খায় না"। "বড়কী স্ত্রী আসতে যেতে লাথি সহ্য করেই"; "ছোটকী বৌ পিঁড়িতে ঠক ক'রে পায়ে ঠুঁকে"; "সতীন আলকুশীর জ্বালা, সহ্য হয় না"।

(ঠ) হিরম বাঁইহাঁ রেয়াল (সতীন মিলনের কথা)—স্বামী স্ত্রীর ছেলে না হওয়ার জন্য কি স্বামী চরিত্রহীনের জন্য ছুটকীকে আনে। বড়কীকে রাজী না করিয়ে ছোটকীকে ঘরে আনতে পারে না। বড়কী খুসী না হইলে, দুয়ারে দাঁড়াইয়া ছোটকীকে মার দিয়া তাড়াইতে পারে। তারও নিয়ম আছে। "হিরম বাঁইহাঁ" নামে পাঁচ টাকা কিংবা একটি বাছুর বড়কী পাবে। সেটা পেলে তারা তিন জন পাঁচ জনের সামনে ব'সবে পূর্ব্ব দিকে মুখ করে, স্বামী স্ত্রী ছোটকীকে মাঝখানে বসাইবে স্বামীর ডানপাশে। তারপর স্বামী তার বড়কীকে সিন্দুর দিবে আর বাকী সিন্দুরে একটি "ডিম্ভু" ফুলে সিন্দুর দিয়া বাম হাতে ছোটকীর খোঁপায় পরাইয়া দিবে। বড়কী ঘর দুয়ার চালাইবে।

(ড) আপাঁগির রেয়াল (দুজনে মিলে পালিয়ে যাবার কথা)— একটি পুরুষ আর একটি মেয়ে একসঙ্গে থাকবার জন্য অন্য দেশে চলে গেলে, তাহাকে "আপাঁগির" বলে। পুরুষ আছে (স্বামী আছে) এমন মেয়ে আর যাকে রাখা চলে না আত্মীয়ের স্ত্রী কি মেয়ে, সেই রকম লোকই "আঙ্গির" (পালিয়ে যায়) হয়, স্বামীর ভয়ে কি "বিটলাহার" ভয়ে।

বিবাহিতা মেয়ে পালিয়ে গেলে, আগে খুঁজে বার করে কেটে ফেলত। আর তার কেউ কোন খোঁজ নিত না বিচার হ'ত না। আজকাল পুনরায় পণ আদায় ক'রে আর মেয়েকে জিম্মা দিয়ে দেয়, আর যে নিয়ে পালিয়ে গেছে তাদের মাঝি পাঁচ টাকা পাবে মাথা বাঁচিয়েছে বলে। আর আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে পালিয়ে গেলে তাদের "বিটলাহা" (জাত থেকে তাড়িয়ে দেয়, পতিত করে) করে। যদি বিচ্ছেদ না হয় যাবজ্জীবন বিটলাহা থাকে, আর কেও তাদের সঙ্গে খাবে দাবে না আর তাদের ছেলেরাও ঘাট্‌ পাবে না। আর বিচ্ছেদ হইলে পর জাতে তুলিয়া লয় (জমজাত করে) কিন্তু অনেক খরচ লাগে। চলতে পারে না এমন কুটুম্বের মধ্যে "আপাঁগির" হইলে দুই তরফের মাবাবাকেও "জমজাতি" (প্রায়শ্চিত্ত) লাগিবে। কেবল তাহারাই এইরূপে জাতে উঠিবে। কিন্তু "আপাঁগির"দের বাড়ীতে আসিতে দিলে, সবশুদ্ধকেই বিটলাহা করিবে।

বৌ লইয়া কাড়াকাড়ি আর স্বামী আছে এমন মেয়ের সহিত পালিয়ে যাওয়ার বিধান একই। অন্য জাতির সহিত চলিয়া যাওয়ায় হচ্ছে যাবজ্জীবন "বিটলাহা" থাকবে, ওরাই শুধু, আর বাপমারা ভীষণ শাস্তি পায়।

সাকাম অড়েজ রেয়াল

(চ) পাতা ছেঁড়ার (বিবাহ বিচ্ছেদের)—পূর্ব্বে দুই কারণে ছাড়াছাড়ি হইত (বিচ্ছেদ হইত), বলতে গেলে মেয়েদের লটঘটি আর ডাইন কারণে। আজকাল স্বামী স্ত্রীতে মিল না হইলে তাতেও পাতা ছেঁড়ে। দ্বিতীয়বার বিবাহ আরম্ভ হওয়ার পর থেকে ঐ কারণে বৌএরাও পাতা ছেঁড়ার দাবী ক'রতে পারে। ডাইন কারণে ছাড়াছাড়ি হইলে, পাতা ছেঁড়া বাদেও মেয়েরা সাক্ষ্য করিতে পারে, তা না হ'লে পাতা ছেঁড়া হ'লে তবে। মেয়েদের লটঘটি কারণে ছাড়াছাড়ির নিয়ম আগে বলা হইয়াছে।

কারও স্ত্রী পাঁচঘাটে ডাইনী সাব্যস্ত হ'লে, তার স্বামী গ্রামের পাঁচজন নিয়ে মাবাবা কি বাবা ভাইদের ঘরে জিম্মা দেয়, আর ছেলেপুলেও ছাড়িয়ে রাখবে। আর দুধের ছেলে থাকলে পরে খোরাকি স্ত্রীকে দিয়ে নিয়ে আসবে। তার কোন শাস্তিটাস্তি নাই, শুধু পাঁচজন পেটের ভাত পাবে। আর পরে মেয়েছেলে বড় হয়ে বিয়ে দিলে, মা-শাড়ী সেই স্ত্রী পাবে না।

আজকাল মনের মিল না থাকার জন্য ছাড়াছাড়ি হ'লে দোষী লোককে দণ্ড দিতে হয়। পুরুষ বিনাদোষে তার ঘরের লোককে পরিত্যাগ ক'রলে, পণ টাকা ফেরৎ পাবে না আর তাকেই "ছাড়াওডি" (ছাড়ার জন্য জরিমানা) লাগবে। ছেলেরা পুরুষেরই হবে। আর তার ঘরের লোক (স্ত্রী) একটি গাই, এক পুরা ধান, একটি বাটি, আর একটি শাড়ী দিবে। আর দুধের ছেলেকে মানুষ করে যদি, ছেলেকে আনার সময় তার জন্য আলাদা পাবে ষোল মুঁড়ি ধান আর একটি কাপড়। ছেলের অসুখ বিসুখের জন্য কোন খরচ লাগলে, তাও তার মা পাবে।

স্ত্রীর দোষের জন্য বুড়াবুড়ী ছাড়াছাড়ি হ'লে, স্বামী পণ ফেরৎ পাবে আর স্ত্রী কিছুই পাবে না। পাঁচজন বসার পেট ভাত দুই জনকেই আনবে (দিতে হবে) পাঁচসিকা ক'রে।

স্বামী (দ্বিতীয়বার বিয়ে করার জন্য) ছোটকী করার জন্য তার স্ত্রী যদি পাতা ছেঁড়া চায়, স্বামী পণ টাকা ফেরৎ পাবে না, আর একটি গরু, এক পুড়া ধান, একটি কাপড় ও একটি বাটি লাগিবে।

পাতা এই রকম ছেঁড়ে : দুই তরফের মাঝি আর পাঁচজন একত্র হবে। একটি জল-ঘটি রাখে, আর তার দুই দিকে সামনাসামনি স্বামী স্ত্রীকে দাঁড় করাবে। তখন স্বামীর গ্রামের মাঝি বলিবে : ওহে ফালনা, আমরা পাচজন "সিঞ বঙ্গাবুরু" পাঁচ পুর্ব্বপুরুষগণের দোহাই দিয়ে ডাইনে শক্ত বাঁয়ে বাঁধন (আটঘাট বেঁধে) শর করে শুভ করে (শুভাশুভ দেখে) "লাড়" লতা বান্দলতার মত শিকল দেওয়া মাকড়ি একত্র বেঁধে হেল মেল করেছিলাম, আমরা একদিনের জন্য তোমাদের জুড়ে ছিলাম না, চিরদিনের মত, যুগের মত, পাথরের মত, পাহাড়ের মত, চুল পাকা অন্তিম কাল পর্য্যন্ত, এখন আমাদের কোন দোষ নাই, তোমাদের যদি মিল না হ'চ্ছে তো আমরা কি ক'রব। নাও এখন তোমরাই মনে বুঝে দেখ ভেবে দেখ, তা না হ'লে একদিন সময়ে আমাদেরই ব'লতে পার, ওরাই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাল। ওহে ফালনা লোক, সত্যই যদি ছেড়ে দিবে, সূর্য্যদেব, পঞ্চদেবতা, পুর্ব্বপুরুষদের দোহাই দিয়ে পাতা ছেঁড়, তা না হ'লে ছিড় না।

তারপর বাঁ পায়ে দাঁড় করাইবে। তারপর সূর্য্য ওঠার দিকে মুখ করিয়ে জোড় হাত করাইবে। তারপর তিনটি শালপাতা হাতে দিবে। সেই সমস্ত ধরিয়া গলায় গামছা দিয়া সূর্য্যদেবের দোহাই দিয়া উপর দিক হইতে শিরায় শিরায় (মাঝামাঝি) সেই তিনটি পাতা ছিঁড়িবে। তারপর ঘুরিয়া ঘটি জল ডান পায়ে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিবে, আর ছিঃ না বলিবে।

তারপর "মাঝির" কাছ হইতে আরম্ভ করিয়া সকলকে "জোহার" করিবে, আর মেয়েটিও ঐরূপ "জোহার" করিবে।

পাতা ছেঁড়ার সময় সোজা না ছিঁড়িলে লোকে মনে করে, আরও বোধ হয় মিলিতে পারে। আর ঘটি জলও পড়িয়া শেষ না হইলে তখনও লোকে বলে, মায়া ছাড়াছাড়ি হয় নাই, পাছে আরও মিলে।

৮। বিটলাহা রেয়ান

জাতিচ্যুত একঘরে করার বিষয়

শুধু দুটি অপরাধের জন্য পুর্ব্বপুরুষগণ একবারে "বিটলাহার" ব্যবস্থা ক'রে গেছেন, যথা অন্য জাতির সহিত কিংবা চলে না এমন কুটুম্ব আত্মীয়দের সহিত লটঘটা। কোন লোক এইরূপ অপরাধ করিলে, গ্রামের মাঝি আশে পাশের মাতব্বরদের জড়ো ক'রে সেই বিষয় বলে দিবে। সত্য হইলে, নিজের নিজের গ্রামের লোকদের বলিবে, অমুক লোকের সহিত খাওয়া দাওয়া করিবে না, কি ঘার ঘারি জুড়িবে না (বিবাহের সম্বন্ধ করিবে না)। তা না হ'লে সেই আগুনে ঝলসে যাবে (পুড়ে যাবে)। কিন্তু (তাহারা) সেই লোকেরা "বিটলাহা" করিতে পারিবে না, তাহা দেশের দশের হাতে আছে। "লবির"এ (শিকারের সময় যে বিচার হয়) লইয়া গেলে তবেই তাহার সিদ্ধান্ত হয়। দেশ শিকারে বিচার বসিবার সময় প্রচার করে। পরগনাইতেরা, দেশ "মাঝিরা," মাতব্বরেরা আর দেশের লোক দোষ (প্রমাণ) না পাইলে, সেই কথা উত্তোলনকারীদের ভীষণ শাস্তি দেয়, আর প্রমাণ হইলে হুকুম দেয় : চল এঁটো পাতা টাজিয়ে দিই। তারপর দেশের ছোকরারা গান জুড়িবে ঐ দোষী লোকদের নামে আর দোষের সম্বন্ধে ছড়া কাটে গ্রামে গিয়ে। দেশশুদ্ধ লোক বাঁশী বাজিয়ে আর লাগরা বাজিয়ে পাড়ার মধ্যে ঢুকিবে আর দোষী লোকেরা প্রাঙ্গণে এঁটো পাতা, পোড়া কাঠ, ঠুটো ঝাঁটা একটি লম্বা কাঠে বাঁধিয়া পুতিয়া দিবে। গ্রামের সমস্ত লোক যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত না দিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা অশুদ্ধ থাকিবে এবং দোষী লোকটাকে নানা ভাবে শাস্তি দিবে। তাহাকে আগুন দেওয়া হইবে না, একই ঘাটে জল তুলিতে দেওয়া হইবে না। এইরূপ নানান শাস্তি।

দেশের লোক গ্রামে প্রবেশ করিবার পুর্ব্বে যদি ঐ গ্রামের মাঝি তাহাদিগকে পুর্ণ একঘটি জল লইয়া অভ্যর্থনা করেন তাহা হইলে তাহারা আর গান গাহিবে না, কিন্তু তাহারা বিটলাহা করিবেই।

৯। জাতিতে তোলা

Jom Jatiko rean

বিটলাহা লোকেরা (জাতিচ্যুত) জাতিতে মিশিবার জন্য খুব চেষ্টা করে। সে গ্রামের লোককে জমায়েৎ করিয়া গ্রামের মাঝিকে বলে এবং মাঝি পরগনাৎকে বলিবে। পরগনাৎ বারটি দেশের (অঞ্চলের) পরগনাৎকে বলিবে।

ধার্য্য দিনে তাহারা ঐ গ্রামে জমায়েৎ হইবে। বাহিরে তাহারা আস্তানা করিবে। বিটলাহা (জাতিচ্যুত) লোকটি শুয়ার, ছাগল মারিবে, বিরাট ভোজ করিবে। ভোজ প্রস্তুত হইল।

এই সব হইয়া গেলে বিটলাহা লোকটি (জাতিচ্যুত) একঘটি জল লইয়া গ্রামের রাস্তার বাহিরের চকে যাইবে। সেখানে সে গলায় গামছা লইয়া দুই হাতে ঘটি জল ধরিয়া আনত মস্তকে দাঁড়াইয়া থাকিবে। তখন তাহাকে অতিশয় নম্র দেখা যাইবে। তখন নেতা পরগণাৎ, দেশের পরগণাৎগণ এবং মাঝিগণকে বলিবে, আসুন আমরা তাহার জর্জরিত প্রাণে শাস্তি দেই। তাহাকে অতিশয় অসহায় (অনুতপ্ত) দেখা যাইতেছে। তারপর সে তাহাদিগকে ঐ লোকটির নিকট লইয়া যাইবে। তাহারা গান গাইবে। তখন বিটলাহা লোকটি সূর্য্যকে পুজা করিয়া তাহাদিগকে বলিবে, বাবা!

আমি ভীষণ খারাপ কাজ করিয়াছি। ইহার (ঘাট) প্রায়শ্চিত্ত চাহিতেছি। তোমরা দয়া কর। নেতা পরগনাৎ তখন (প্রাচীনকালে ইহা মুখ্য লোকেরা করিতেন) ঐ বিটলাহা লোকটির হাত হইতে ঘটি জল লইয়া সুর্য্যকে ধ্যান করিয়া বিটলাহা লোকটিকে বলিবেন: তুমি ঘাট চাহিতেছ বলিয়া ইহার সমস্তই আমরা লইতেছি এবং বহন করিব (তোমার সমস্ত অপরাধ মাপ করিতেছি)। তারপর সামান্য জলে (ঘটির জল) মুখ ধুইয়া তাহা অন্যান্য সকলকে দিবে। সমস্ত মুখিয়া মুখিয়া লোকেরা ঐ ঘটি জলে মুখ ধুইবে।

তাহার পর তাহারা গ্রামে প্রবেশ করে। ঐ বিটলাহা লোকটি তাহার উঠানে সমস্ত মুখিয়া ব্যক্তিগণের পা জল দিয়া ধুইয়া লইবে। পা ধোয়া হইলে তাহারা খাইবার জন্য এক সারিতে বসিবে। ঐ লোকটি পাতায় তাহাদিগকে ভাত দিবে, জল ছিটাইয়া দিবে, তরকারি দিবে এবং পরগনাৎগণের পাতায় ৫৲ টাকা, মাঝিগণের পাতায় ১৲ টাকা, আর গ্রামের মাঝির পাতায় ৫৲পাঁচ টাকা রাখিবে তারপর তাহারা খাইবে। খাওয়ার পর নেতা পরগনাৎ সকলকে বলিবে, আজ হইতে এই লোকটিকে জাতিতে লওয়া হইল। ইহার সমস্ত অশৌচ দূর হইল। আর আজ হইতে ইহার জলও খাইব, এক ছিলিম তামাকও খাইব, মেয়ের বিয়ে দিব, মেয়ে লইয়া যাইব, এক কথায় ঝর্ণার জলের মত সমস্ত পরিষ্কার করিয়া দিলাম। আজ হইতে যে কেহ ইহার নিন্দা করিবে কিংবা কোন কথা বলিবে তাহাকে ১০০৲ একশত টাকা সবান্ধব জরিমানা করা হইবে। তারপর গর্ত্ত খুঁড়িয়া গোময়ের ডেলা পুঁতিবে এবং পাথর চাপা দিবে এবং পরস্পরকে নমস্কার করিয়া যে যার চলিয়া যাইবে।

১০। বিবাহিত যুবকের পিত্রালয়ে ভাই ভাই একসঙ্গে বাস

Bapla Kora Apat Orak're Bocha mit'ra tahen

যুবকেরা বিবাহের পরই পৃথক হইয়া যায় না। যুবকের পিতার বাড়ীতেই থাকে। যদি কেহ শ্বশুর বাড়ীতে থাকে গিয়া তাহা হইলে তাহাদিগকে ভীষণ নিন্দা করা হয়। আর ঐ সব লোকেরা পরে পিতার সম্পত্তির ভাগ পায় না বা দেওয়া হয় না। কেহ কেহ ঐ সব পুত্রকে ত্যাজ্য পুত্র করে। আজকাল দুই একজন সাবেক সম্পত্তির ভাগ দিয়া থাকে কিন্তু ইহা তাহাদের মর্জ্জি, প্রাচীনকালে ইহার রীতি ছিল না।

পিতা ছেলেদের পৃথক্ না করা পর্য্যন্ত একসঙ্গে কাজ করিবে এবং খাইবে। ছেলেদের বাপ মায়েরা তাহাদের পুত্রবধূদের আপন কন্যা বলিয়া মনে করে। পিতা প্রথম পুত্র (যদি ভাল হয়) এবং মা ছোট ছেলেকে অধিক স্নেহ করে। ছেলেরা তাহাদের স্ত্রীর সহিত কাকা কাকী, জেঠা জেঠী, পিসা পিসী, মামা মামী, বাবা মায়ের মত সম্মান করে আর তাহারা তাহাদিগকে নিজ পুত্রের মত মনে করে।

পিতা পুত্রগণকে চালনা করে, লেখাপড়া শিক্ষা দেয় আর মা পুত্রবধূদের চালনা ও শিক্ষা দান করে। ছোট পুত্রবধূ বড়দের দিদি বলিয়া ডাকে এবং তাহাদের কথাবার্ত্তা শাশুড়ীর কথাবার্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করে। বড় পুত্রবধূ ছোটদের বোন বলিয়া সম্বোধন করে এবং নিজের ছোট বোনের মত মনে করে। বাবা এবং মায়ের অচল অবস্থা হইলে বড়ছেলে ও তাহার স্ত্রী সংসার চালনা করে আর তাহারা ছোটদের সুখ দুঃখে বিপদে আপদে সমস্ত ভার গ্রহণ করে। বড়ছেলে ও পুত্রবধূ থাকিতে ছোটদের সংসার চালনা করিতে দিলে নানা প্রকার ঝগড়ার সৃষ্টি হইয়া থাকে। কাজ কর্ম্ম না চলিলে কর্ত্তা কর্ত্রীর সহিত ঝগড়া করে এবং কখনও কখনও তাহার ছেলেদিগকে তিরস্কার করে কিন্তু তাহার পুত্রবধূদের কখনও করে না। প্রকৃত ঝগড়ার সৃষ্টি করে শাশুড়ীরা এবং পুত্রবধূরা যার জন্য ছেলেদের মধ্যে পরস্পরের বিচ্ছেদ আরম্ভ হয়। লোকে বলে "শাশুড়ীদের কাছিমগলা কোন দিন মিষ্টি নয়", "পুত্রবধূদের কানে তুলা শুনতে পায় না", "পুত্রবধূরা বড়সাপ চলতে পারে না" আর মেয়ে জামাইএর বেলায় বলে, "জামাইরা শুকনা গাছের মত দাড়াইয়া থাকে" "পরের ছেলে বনের মুরগীর মত কখনও আপনার হয় না"।

বৌদিরা তাহাদের ননদ ননদিনীর সহিত খুব সদ্ব্যবহার করে এবং কখনও ঝগড়া করে না। মেয়েরা তাহাদের বৌদিদের সমস্ত ভাল মন্দ কথা বলে এবং ছেলেরা নানা প্রকার ঠাট্টা তামাসা করে। কেহ ইহার জন্য কিছু বলে না বা কানে তুলে না।

বুড়ো বুড়ীরা তাহাদের নাতি নাতিনীদের খুব আদর স্নেহ করে, তাহাদের সঙ্গে নানা প্রকার খেলে এবং পুত্রবধূদের মধ্যে যদি খুব সদ্ভাব থাকে তবে তাহাদের প্রত্যেকের ছেলেকেই আদর স্নেহ করে এবং রোগে শোকে পরস্পরের যত্ন করে।

১১। ভ্রাতৃ পৃথক

ভাইয়ে ভাইয়ে আলাদা হওয়া

Bocha Begarok

নাতি নাতিনীরা যদি খুব বেশী হয় কিংবা ঘরের মধ্যে স্থান সংকুলান না হইলে বাপ মায়েরা তাহাদের পৃথক্ করিয়া দেয়। গ্রামের মাঝি ও পাঁচজন সাক্ষাতে ভিটা মাটি গরু ছাগল সমস্ত সমান অংশে সামঞ্জস্য রাখিয়া ভাগ করা হয় এবং এক অংশ নিজের জন্য রাখে। যে ছেলের সঙ্গে তাহার বাপ মা থাকিবে সেইখানেই সে তাহার অংশ রাখিবে। পিতামাতার অচল অবস্থার সৃষ্টি হইলে ছেলেদের তাহাদের ভরণ পোষণের ভার লইতেই হইবে। ছেলেরা নিজেদের প্রতিপালন করিতে না পারিলেও তাহাদের বাবা মা

অনেক কষ্টে তাহাদের প্রতিপালন করিয়াছিল। মেয়েছেলেরা সম্পত্তির ভাগ পায় না। বেশীর ভাগ বিবাহের সময়েই তাহাদের একটি করিয়া বাছুরগরু দেওয়া হয়। যদি পৃথক্ সময়ে কোন অবিবাহিতা মেয়ে থাকে তবে তাহাকে একটি বাছুরগরু দেওয়া হয়। আর যদি কোন অবিবাহিত ছেলে থাকে তবে গরুবাছুরের এবং ছাগলের দুই অংশ দেওয়া হয়। ইহার এক অংশ বিবাহের জন্য থাকে। মেয়ের বিবাহের সময় যে বাছুরগরু দেওয়া হয় তাহা কখনও ভাগ হয় না কিন্তু ছেলের বিবাহের সময় শাশুড়ীর নিকট হইতে পাওয়া গরু ভাগ হইয়া থাকে।

১২। বরকন্যার নিজের বাড়ীতে "ঘরকন্না"

Bahu Jawae Akinak Orak're Orak' duarjon

ছেলে বৌ (বরকন্যা) পিতা মাতার নিকট হইতে পৃথক্ হইলে নিজেরা পৃথকভাবে ঘর বাঁধে। মাঝির নিকট সাহায্য চায়। তাহারা তাহাকে হাণ্ডিয়া ভাত ইত্যাদি দেয়। জামাই (বর) জঙ্গল হইতে কাঠ কাটিয়া আনে, খড় কাটিয়া আনে কিংবা কাহারো নিকট হইতে কিনিয়া নেয়। আটটি খুঁটি পুঁতে। এইরূপে তিনটি পাড় উঠায়। দুইটি করিয়া যেন তিন জায়গায় "চোয়ালে" (কপাট লাগাইবার জন্য) লাগায়। দশগণ্ডা ভাগ টান লাগায়, তিন জায়গায় বাতা দিয়া বাঁধে—উপরে, মাঝে ও নীচে। তারপর ছাটান হয় এবং ঘর ছাওয়া হয়। তারপর দেওয়াল দিয়ে ভাগ ক'রে এইরূপে ভিতরের জন্য আলাদা করে। বউ মাটি চটকাইয়া মোলায়েম করে। চুল্লী প্রস্তুত করে। জামাই কাঠের দরজা প্রস্তুত করে কিংবা বাতা দিয়া এইরূপে দুইটা খাট, কুলা, ঝুড়ি, ঝাঁটা, হাড়ী, খাপরি, চাটু, লাউয়ের চাটু, কোদাল, কুড়াল, বাটালি, বটি, দা, ছুরি, ইস্, জোয়াল, হাল, ফাল, বাঁশী, তীর ধনুক, টাঙ্গি, তরোয়াল, নাগরা, মাদল থাকিবে। গরীব লোকের বাড়ীতে টাঙ্গি, তরোয়াল এবং নাগরা, মাদল থাকে না।

ভিতরটি মৃত ব্যক্তিদের আড়াল করিয়া রাখিবার জন্য। অন্য লোকের মেয়েরা সেখানে ঢুকিতে পারে না। আর কোন কোন লোক তাহাদের মেয়েদের বিবাহ হইলে ঢুকিতে দেয় না। এই ভিতরের ঘরে একটি বেদী তৈয়ার করে। উহাই তাহাদের মৃত পূর্ব্বপুরুষদের আড়ালে থাকিবার স্থান। এই ঘরের ভিতরে টাকা পয়সাও থাকে। ঘরের পিছনের দিকে বাস্তবাড়ী থাকে। উহাতে মকাই (ভুট্টা) চাষ করে। ঘরের সামনের দিকে রাস্তা ও প্রাঙ্গণ থাকে। উহা চারিদিকে খুঁটি পুঁতিয়া বেড়া দেওয়া হয়। দুইটি প্রবেশ পথ রাখা হয়—একটি প্রাঙ্গণে ও অপরটি বাস্তুর দিকে।

পুরুষেরা গরু মহিষের জন্য গোয়াল, ছাগল ভেড়ার জন্য ছোট ঘর ও শুয়ারের জন্য বেড়া দেওয়া ঘর করে। মুরগী ও বিড়াল ঘরের মধ্যেই থাকে। কুকুর উঠানে থাকে এবং ঘর পাহারা দেয়।

১৩। মা ও ছেলেদের কাপড়

Enga Hopon Reak' Kicri'c

পুরুষ মানুষের কাপড় এক হাত চওড়া ও পাঁচহাত লম্বা ধুতি, গায়ে দিবার জন্য পাঁচহাত লম্বা ও তিনহাত চওড়া চাদর বারকি (double) থাকে। অবস্থাপন্ন লোকেরা পাঁচহাত লম্বা পাগড়ি মাথায় দেয়। গরীব লোকেরা দুইহাত লম্বা আধহাত চওড়া কাপড়ের কোপনি পরে কিংবা আড়াই হাত লম্বা একহাত চওড়া কাপড়ের ধুতি পরে। শীতকালে তিনহাত লম্বা গামছা গায়ে দেয়। মেয়েদের দশহাত করিয়া একটি শাড়ী থাকে উহা তাহারা পরে। ছেলে মেয়েরা সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত উলঙ্গই থাকে। তারপর ছেলেরা পরবার জন্য ছোট কাপড় পায় এবং মেয়েরাও পায়, পুরুষরা এক জায়গায় গুজে চুল বাঁধে, মেয়েরা ভালভাবে খোপা বাঁধে চুলবাঁধা দড়ি দিয়ে। সকলেই মাথায় চিরুনি দেয়।

১৪। সাওতালদের গহণাপত্র

Horko Reak' Abhran

প্রাচীনকালে বুড়ো বুড়ীদের কোন গয়না ছিল না। আর যুবক যুবতীদের শুধু ফুলই গয়না ছিল। আজকাল লোকের সকলেরই পাগরা আছে—কি মেয়ের, কি যুবকের, কি পুরুষের, কি যুবতীদের। বুড়োদের হাতের বালা আছে। তাহা ছাড়া বুড়োদের আর কোন গহনা নাই, বুড়ীদের চুড়ি, মালা এবং আংটি আছে।

যুবকদের বালা, মালা ও আংটি থাকে আর নাচিবার সময় নূপুর, পায়গন, টয়া, ময়ূরের পালক এবং ফুল দ্বারা সাজে। যুবতীরা চুড়ি, বাঁকি, বাটরি, বিছা, মালা, আংটি, হাঁসুলি, আউথা, তাগা, টাড্ (অনন্ত) এবং ফুল দ্বারা সাজে। ছেলে এবং মেয়েরা ঝুমকো ও পায়গন পরে (পায়ঝোর পরে)।

১৫। পুরুষদের কাজ

Harel Reak' Kami

ফাল্গুন হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিবার দিন ঐ সময়ে পুরুষরা চাষের যন্ত্রপাতি তৈরী করে এবং ঘরের জন্য যোগাড় করে। ঐ সময়ে ইস্, জোয়াল, লাঙ্গল, মই, মাটি বইবার মই, গাড়ীর কাঠামো, ধুরি, জোয়াল দড়ি, চামড়ার দড়ি, বরই চরখা, কোদাল, কুড়াল, বাখি, বাঁট, খাটখুরা, খাটের কাঠামোর জন্য কাঠ, মাচি, পিড়া, হাতা, চাটু, তীর ধনুক, বাঁশী, ঢেঁকি, উদুখল, কাপড় বুনবার গানা ইত্যাদি তৈয়ার করে। কাপড়, খাট বুনে এবং জালানি কাঠ ও ঘরের জন্য কাঠ যোগাড় করে আর ঘর ঠিক ক'রে নেয় (মেরামত করে)।

জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত চাষবাস করে। তখন তাহারা সকাল হইতে দুপুর পর্য্যন্ত লাঙ্গল করে তারপরে আইল তৈরী

ইত্যাদি নানা প্রকার কাজ করে। প্রথমে ইড়ি, গুঁদুল, এরবা, ইত্যাদি বুনে। পরে কোদো, ভুট্টা, বাজরা, অড়হর, কলাই ও সুতরি ইত্যাদি বুনে। এইরূপে তাহারা ধান বুনে। ভুট্টা কোদলান হয় (মেয়েরাও সঙ্গ দেয়), ধান রোয়ার জন্য জমিতে একবার লাঙ্গল হয়, পরে দোহরা দেওয়া হয়। এইরূপে জমি পচান হয়, তৈরী হয়। তারপর কাদাম ও মই দেওয়া এবং ধানের গাছে পিড়ান হয় (চারা তোলা হয়)। কিন্তু ধান রোয়া মেয়েদের কাজ।

ঐ সময়ে কার্পাস ও তিল বুনে এবং তাহা শ্রাবণ মাসের ভিতরে। ভাদ্র মাসে কুথথি ও গুঁজা বুনবার জন্য মাটিতে লাঙ্গল দিয়া জমি তৈরী করা হয়। তারপর বোনা হয়। ভুট্টা ভাঙ্গা হয়। এই কাজে এবং কার্পাস কোদলানের সময় মেয়েরা তাহাদের সাহায্য করে। ইড়ি, গুঁদুল, কোদে ও এরবা কাটে। এই কাজেও মেয়েরা সাহায্য করে। পুরুষ মানুষরা এগুলি ঝাড়াই করে।

আশ্বিন মাসে (পুজা মাস, দাগায় বন্ধা) ভুট্টাবাড়িতে লাঙ্গল দিয়া সরিষা বোনা হয়। আর কোদে ও ভাদই ধান (ভাদ্র মাসে যে ধান পাকে) কাটিয়া ঝাড়ে। অগ্রহায়ণ মাসে খামার তৈরী করে, মেয়েদের দ্বারা ধান কাটান হয়, বাজরা ও তিল কাটা হয়, অড়হর গাছ কাটা হয়, কলাই ও সুতরি তুলে, কুরাথ ও গুঁজা গাছ উপড়াইয়া আনা হয়। মেয়েরা একাই কাপাস তুলে। পুরুষরা ঐ সমস্ত গাড়ীতে করিয়া খামারে আনে। ঐগুলি খামারে ছড়ান হয় এবং একপাল গরুর দ্বারা মাড়িয়া দেওয়া হয়। মাড়ান খড়গুলি ফেলিয়া, ঝুড়িতে করিয়া মাপা হয়। বড় (মোটা খড়ের কাছি) পাকাইয়া তাহা পুঁড়া বাঁধা হয়। উহার পরে ফসল ঝাড়িয়া পুঁড়া বাঁধা হয়। তারপর গাড়ীতে করিয়া উহা বাড়ীতে বহিয়া আনা হয়। মাঘ মাসে সরিষা ও সাউরি (এক প্রকার ঘাস) কাটে। চাষের কাজ শেষ হইয়া গেল।

তাহারা ঐসব ছাড়াও অন্যান্য লোকের সঙ্গে ব্যবসা করে আর মাঝিকে খাজনা দেয়। পুরুষ ও মেয়েরা পরস্পরকে সাহায্য করিয়া ঘানিতে তেল বাহির করে। তিল ও সরিষার তেল করে না, বিক্রয় করে নানা প্রকার ফলের তেল বাহির করে। কচড়া, কুসুম, কুজরি, বাঁদা, করঞ্জা, হরিতকী, বহড়া, নিম ইত্যাদি।

১৬। মেয়েদের কাজ

Maijiukoreak' Kami

(মায়জুকোরেয়াক্‌ কামি)

মেয়েদের কাজ সব সময়ই লাগিয়া থাকে। ভোরে মুরগী ডাকে উঠিয়া ধান ভানে। সকাল হইলে ঝাঁটপাট দেয়। তারপর জল তুলিয়া আনে। পান্থ ভাত পুরুষদের ও ছেলেদের খাইতে দেয়। উহাদের খাওয়া হইলে তাহারা খায়।

আগুন জালিয়া দুপুরের জন্য রান্না চাপায়, ভাত রান্না করে, তরকারি রান্না করে, থালি, পাতা তৈরী করে, জল তুলিয়া আনে। দুপুর হইলেই পুরুষদের ও ছেলেদের খাইতে দেয় পরে নিজেরা খায়। দুপুর হইতে বৈকাল পর্যন্ত নানা প্রকার কাজ করে। শাক তুলে, পাতা তুলে, আর জঙ্গল কাছে থাকিলে তাহারা জ্বালানি কাঠ আনিতে যায় কিংবা চরখিতে তুলার বীজ ছাড়ায় এবং তুলা ধুনায়, কাঠিতে করিয়া তুলার পাঁজ করে এবং চরখায় সুতা কাটে ও বেওনাতে সুতা রাখে। পরে পুরুষেরা যেন কাপড় বুনিতে পারে। বৈকাল হইলে মেয়েরা জল তুলিতে যায়। সন্ধ্যার জন্য রান্না চাপায় এবং সন্ধ্যার দুই ঘণ্টা পরে খায়। মেয়েরা পরে খায়। মাংস কখনও কখনও খায়। বেশীর ভাগ সময়েই শাক ও ডালের সহিত ভাত খায়। মাংসে হলুদ, পানমছরি, রসুন, নুন ও তৈল এই মশলা দেওয়া হয়। মাছের জন্য হলুদ, মেথি, নুন ও তৈল এই মশলা দেওয়া হয়। শাক ও ডালে কেবল নুন। তারপর ঘরে নানা প্রকারের গল্প গুজব করে এবং শুইয়া পড়ে। বোনা কাটার দিনে মেয়েরা ধান রোয়া করে, ভুট্টা কোদলায়, আর ধান পাকিলে ধান কাটে। আশ্বিন মাসে বাড়ী ঘর চিক্কণ করে। মেয়েদের কাজ এই সব।

১৭। ছেলেদের কাজ ও (মেলা) নাচগান

Gidrako reak' Kami ar ena'c

(গিদারা কো রেয়াঃ'ক কামি আর এনেচ্‌)

বাগালি করিতে না পারার আগে ছেলেরা পালিয়ে খেলে বেড়ায় (ছুটাছুটি করে)। বাগালি করার মত বয়স হইলে তাহারা গ্রামের যুবকদের সঙ্গে গরু ছাগল ইত্যাদি বাগালি করে। সকালে গরু ছাড়ে এবং দুই তিন জন একসঙ্গে জুটিয়া বাগালি করে। বাঁশী বাজায়, পাখী শিকার করে। দুপুরে গরু ছাগল গোঠ করে নিজেরা খাবার জন্য। খাওয়া হইলে আবার গোঠ ভাঙ্গে। সন্ধ্যা হইলে গ্রামের মধ্যে লইয়া আসে। গাই গরু দুপুর বেলায় বয়স্ক লোকেরা দোহন করে।

দুধ ছেলে-মেয়েদের দেওয়া হয় আর যাহা বাকি থাকে তাহা রাখিয়া ঘি তৈয়ার করা হয়। ঘিএর জন্য দুধ গরম করা হয়। গরম হইলে দৈ (দধি) করা হয়। ঐ দধিকে ঘাটা হয় (মোয়ান হয়) তারপর ছানা তোলা হয়। উহাকে গরম করিয়া ঘি করা হয়। ঘোল তাহারা খায় আর গরীব লোকদিগকেও দেওয়া হয়।

ছোট ছেলেরা মাটির গাড়ী তৈয়ার করিয়া টানে ও খেলে। কাঠের ছোট গাড়ীও তাহাদের জন্য তৈয়ার করা হয়। ছেলেদের তীর ধনুকও তৈয়ার করিয়া দেওয়া হয়। উহাতে গিরগিটি, ফড়িং ইত্যাদি মারিয়া খেলা করে। বড় হইলে গুলিডাব ও মাটির চাকতি লইয়া (কাতিখেলা) খেলা করে।

ছোট মেয়েদের কাজ ছেলে কোলে নেওয়া, শাক তোলা, আর মেয়েদের যে কোন কাজে সঙ্গ দেয় বা সাহায্য করে। একটু বড় হইলে পাতা, জল ইত্যাদি আনিয়া দেয় আরও অন্যান্য কাজ করে। বড় হইলে সন্ধ্যা বেলা "ডাহার" নাচ ও গান করে।

ছেলে-মেয়ে বড় না হওয়া পর্য্যন্ত একসঙ্গে খেলাধূলা করে। "হেদেল গুডু," "ভেলা টাপ টুপ," "সুই গুতু" (ছুঁচ্ ফোঁটান), "ভিড়কাই ভিড়কাই," কাঁঠাড় দারে (কাঁঠাল গাছ), "চালিয়া," "সিমিচ্ সিমিচ্", "কুল কুল" (বাঘ ছাগল), "কায়ড়া সাড়ায়ে সাপায়ে," "ঝাম্পা" (ঝুলা), "তায়ো তায়ো" (হাততালি), "পুসি পুসি" (বিড়াল বিড়াল), "দুড়ুগ তেঙ্গোন" (উঠা বসা), "বেত্ বেত্" (চোক বাঁধা), "সুতাম অর:" (সুতা টানা), "হন গুজুর দাঁড়িয়া," কিত্ কিত্," "ঝাঁউ টাউ পাউটাউ" ইত্যাদি।

১৮। বুড়ো বুড়ীদের সুখ দুঃখ

Haram Budhi Rhak' Duk Suk

কতক বুড়ো বুড়ীদের খুব মিল থাকে। বুড়ো বুড়ীর বোঝা হাল্কা করে, আর বুড়ীও বুড়োর বোঝা হাল্কা করে (পরস্পরকে কাজে সাহায্য করে)।

সন্ধ্যা বেলায় বুড়ো বুড়ী কাজ কর্ম্মের আলোচনা করে। বুড়ো খুব জরুরী সময়ে বুড়ীকে বলে, আজকাল বুঝিয়া সুঝিয়া ভাত রান্না করিবে। আজকাল টানাটানির সময়। বুড়ীও বুড়োকে বলে, আমাদের খরচার জন্য চেষ্টা করো, শেষ হয়ে যাচ্ছে কেমন করে তাদের জন্য কাপড় কিনব? কিংবা ছেলেটা বড় হয়ে গেল তার জন্য কি বৌ দেখবে না? পাছে কোথাও কারও সঙ্গে পড়েছে? কিংবা ছেলেরা আমার কথা শুনে না, কত তাদের তিরস্কার করব? তুমি তাদের তিরস্কার করে ভয় দেখাও কিংবা ছেলেদের জ্বর হচ্ছে তাদের নাড়ী দেখাও। এইরূপ বুড়া বুড়ীদের পরস্পরের কথায় মিল খায়। তারা এক মনে কাজ করে এবং খায় কিন্তু অনেক মেয়ে ভীষণ মেজাজী। দিনরাত তাদের পুরুষদের শাসায়। ভীষণ কর্কশ ভাষায় কথা বলে, এক কথায় আর এক কথা বলে এবং ভীষণ মান করে। স্বামীর মোটেই সুখ নাই। কাহারও সহিত যে কোন বিষয়ে কথা বলিলে তার স্ত্রীর নামে কুকথা বলে। তার স্বামী যে কোন জায়গা হইতে আসিতে দেরী করিলেই মান করিয়া দাঁড়ায়, জল চাহিলে মেজাজ দেখায়, যেন কামড়াতে চায়, গড়িয়ে নিয়ে গিল না,—তোমাকে দিল না? পিপাসা লাগছে? যা তা বকুনি দেয় যতক্ষণ না তাহাকে রাগায়। পুরুষেরা মেয়েদের সঙ্গে পারে না তাই রাগে গুড় গুড় করিয়া একেবারে মার দেয়। ঐ মেয়ে তখন চীৎকার করিয়া যা তা গালাগালি দেয়: ঐ যে তোমার গুঁতাও না। তাকে এনে বেশী বেশী করে গিলে খাও। চিবাও। পেট ভরছে না? কানা টেরা কোথাকার মর না! তখন কি আমাকে দেখ নাই? চোকফুটো কোথাকার! কোথায় তোমার ছিল? আমি থাকব না, যেন তুমিই সাধের পুরুষ মানুষ আছ! আর ছেলেরা কেঁউমেও করে চিৎকার করে, পালিয়ে এসে তারা ডাক দেয়: এস বাবা, এস বাবা, আমার মাকে মেরে ফেলল। তখন গ্রামের লোকেরা এসে তাহাদিগকে বারণ করে, যদি এইরূপ বেশী হয় তখন তাদের দোষ বিচার করে জরিমানা করা হয়। কতক মেয়েরা ভীষণ কুড়ে, তারা সমস্ত কিছু যেখানে সেখানে করে। কতক পুরুষেরা ভীষণ বদরাগী, মিছামিছি বাড়ীর লোকদের মারধর করে। ভাল হলেও তাদের ভাত তরকারি, কাজ কর্ম্ম সব কিছুতেই দোষ দেয়। দিনরাত বাড়ীর লোকদের লাল চোখ দেখায় এবং সব সময় কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত কথা বলে। আর কতক পুরুষেরা হাঁড়িয়া খেয়ে সব "উবলা ডুবলা" করে (ছতিচ্ছন্ন করে)। পুরুষ কিংবা মেয়ে দুইজনই যদি এইরূপ খারাপ থাকে তাহা হ'লে তাদের বিচ্ছেদ হয়। কতক কতক লোক কিন্তু ছেলেদের মায়ায় বিচ্ছেদ ঘটায় না। এইরূপ লোক বহু দুঃখে আছে।

১৯। এঙ্গা হপণ দুক সুক

(Enga Hopon Duk Suk)

মা ও ছেলের সুখ দুঃখ (পরিবারের সুখ দুঃখ)

মা বাপ মিছামিছি ছেলেদের মারধর করে না, রাগ না হ'লে, বরং নিজেরা খাবে না, তবুও যদি থাকে ছেলেদের দেওয়া হয়। মায়ের সামনে বাপ কখনও ছেলেদের মার দিতে পারে না। তাদের মা আদর করে। ছেলেদের শাসন কম, এইজন্য তাদের ইচ্ছা মত থাকে। কোন কিছু তাদের করতে বললে দুই একবা'রে তারা কথা না শুনলে মা বাপ তাদের ক্ষমা করে। কোন রকম মারধর ক'রলে তারা কুটুম বাড়ীতে অভিমান করে পালিয়ে যায়। তারা জোর জবরদস্তি করে ফিরে পাঠিয়ে দেয় না। থাকতে দেয়, তাতে ছেলেরা সাহস পায়। বাপ মায়ের খোঁজে যেতে হয়, অনেক আদর তোষামোদ ক'রে তবেই ফিরিয়ে আনতে পারে। ছেলে বড় নির্ভয়ে দোষ করে, কেননা তাদের তো শাস্তি দেয় না, বাপ মাকেই জরিমানা করে। লোকের ছেলেদের জন্য অনেক জ্বালা আছে, ছেলেরা শাসনে না থাকার জন্য।

ছেলে বেলায় কি বাপ মা বাড়ীতে থাকার জন্য তাদের চুরি-চামারির (অপরাধে) শোধ বোধ (শাস্তি) ছেলেরা পায় না; কিন্তু বেলায় পুরা ফল ভোগ পায়, মা বাবাকে না মানার জন্য (মানে না ব'লে)। কখনও কখনও মা বাবা ধৈর্য্য হারালে ছেলেদের বলেন তুমি খোকা, কিংবা খুকি আমরা না থাকলে, তোমার এক ফোঁটা জলও জুটবে না আর ঘুর্ণি বাতাসের মত উড়ে বেড়াবে।

২০। গুতি কাড়মিকো রেয়ান্

দাসদাসীদের

যার লোকের অভাব সে চাকর চাকরাণী রাখে। কাহাকেও খোঁজ করিতে বলে, আমাদের জন্য চাকর দেখে দাও। সন্ধান ক'রে পেয়ে তাদের বলে, যে অমুক জায়গায় ঠিক করেছি। তারপরে যে লোক চাকর চায় এবং যে সন্ধান করেছে তারা দুজনে গিয়ে ছেলে কি মেয়ে আর তার মা বাবাকে নিয়ে আসে। খাবার খেতে দেয়, হাঁড়িয়া খেতে দেয়, তারপর তার বেতন সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হয়। "আরপা" হ'লে আরপা (ধান হ'লে ধানই), টাকা হ'লে টাকাই। চাকরেরা দুই টাকা মাহিনা পায়, আর "আরপা" হ'লে প্রতি সারিতে (ধান কাটিবার সময়) এক মুঠা করিয়া পাবে (ধানের শিষ পাবে)। চাকরাণী যদি হয় তবে সে এক টাকা মাহিনা পায় আর যদি "আরপা" হয় তবে চাকরের মতই পাবে। চাকরেরা বর্ষাকালে পরবার কাপড় পায়, পাঁচ হাত গামছা ও একটি পরবার জন্য। বৎসর শেষে পাঁচ হাত "কাচা" (ধুতি) ও পাঁচ হাত চাদর পায় কালি পুজার দিনে স্নানের পর পাঁচ গণ্ডা পিঠা পায়, তখন থাকবে কি থাকবে না সে বিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়। চাকরাণী বর্ষায় তিন হাত কাপড় ও চার হাত গামছা গাঁয়ে দিবার জন্য পায়। বৎসর শেষ করলে ১০ দশ হাত শাড়ী পরবার জন্য পায়।

চাকর মালিককে সাহায্য করে, চাকরাণী তাহার গিন্নীকে সাহায্য করে। চাকরাণী না থাকলে চাকর ভোরে মুরগী ডাকার সময়ে গিন্নীকে ধান ভানতে সাহায্য করে। গিন্নী যে চাকরের কাজ কর্ম্মে খুসী হয় সে খুব সুখে থাকে, কিন্তু গিন্নী বিরক্ত হ'লে, মালিক ভাল হলেও দুঃখ পাবে। ভাতও কম কম দিবে আর নিজের স্বামীকেও উস্‌কানি দিবে যেমন করে হউক চাকরকে তিরস্কার করে। চাকর গৃহিণীর কথার বাধ্য থাকলে নিজের স্বামীকে তিরস্কার করিতে দেয় না। অনেক সময় গৃহিণীর আইবুড়ো মেয়ে থাকলে চাকরকে ঘরজামাই রাখতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু গৃহিণী খুসী হ'লে পর, গৃহস্বামীর কথায় হবে না। গৃহিণী ভাল থাকলে চাকরাণীদেরও অনেক সুখ। তা না হ'লে দুঃখের সীমা থাকে না।

কেবল বাগালির জন্য চাকর রাখলে তাকে বছরে এক টাকা দেওয়া হয়। আর কাপড় পাঁচ হাত কাচা (ধুতি), পাঁচ হাত গামছা ও পেটের ভাত।

চাষের সময় মজুর ডাকা হইলে কি পুরুষ কি মেয়ে সকলকেই সকালে ও বৈকালে ভাত দেওয়া হয়, ছেলেদের জন্যও একভাগা উচ্ছিষ্ট ভাত এবং দুই পাই ধান কিংবা ভুট্টা মজুরী দেওয়া হয়।

২১। জ্বর ও অসুখের

Rua Haso Rean

বুড়োবুড়ী কিংবা ছেলেপিলের জ্বর হ'লে যে কোন লোকের কাছে তাহাদের নাড়ী দেখায়। তারা দেখে বলে, ভালই আছে, রোগীর জন্য ঔষধ বেঁটে দাও, ভাল হবে। তখন তাকে বলে, বাবা, তুমিই ঔষধ দাও। তখন সে জঙ্গলে গিয়ে ঔষুধ খুঁড়ে আনে। এনে রোগীর ঔষধ বেঁটে দেয়, রস খালিতে নিংড়ে বার করে; তারপর খাওয়াইয়া দেয়। তিন চার দিন এরূপ করে। তাতে রোগী ভাল না হ'লে ঔষধ দেওয়া লোকটি বলে, এটাতেই সকলে ভাল হয়ে যাচ্ছে অথচ কেন এ ভাল হচ্ছে না, অন্য লোকের কাছে বোঝাবোঝি ক'রে নাও।

তখন তারা ওঝা দেখে। সে তখন খড়ি দেখে। লোকটি তখন তেল ও শাল পাতা লইয়া ওঝার কাছে গিয়ে সেটা দেয় এবং বলে, বাবা! এই তেল খড়ি আমার দেখে দাও না। ওঝা তখন জিজ্ঞাসা করে, কার জ্বর হচ্ছে? সে তখন বলে, আমার ঘরের লোক না হয় ছেলেপিলে। ওঝা বলে, তোমার নাম কি? নাম বলে দেয়। তারপর গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করে। গ্রামের নাম পেয়ে গেলেই সে তেল একটি পাতায় ঢেলে দেয়, তিন ফোঁটা তেল মাটিতে ছিটায় "সাকেত" দেবতার নামে। আর একটি পাতা দিয়ে ঐ তেল দেওয়া পাতা ঢেকে দেয় এবং মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে উহা ঘষতে আরম্ভ করে। তারপর খানিকক্ষণ মাটিতে রেখে দেয়। মাটি হইতে কুড়াইয়া উহাকে প্রণাম করে এবং পাতা দুইটি আলাদা আলাদা করিয়া দেখে। তখন লোকটি (যে লোকটি খড়ি দেখাতে এসেছে) ওঝাকে জিজ্ঞাসা করে: কি সব দেখলে বাবা? রোগ, না দেবতা, না মানুষ? ওঝা জবাব দেয়: অমুক দেবতা তোমার ক্ষুধার্ত্ত আর বাতাস টাতাসও কিছু লেগেছে। ওঝারা একবারেই (প্রথমেই) শুধু ডাইনের কথা বলে না। এইরূপে দুই তিন বিভিন্ন গ্রামের ওঝারা একই রকম বলিলে তখন তার বিশ্বাস হলো। বাড়ী এসে ঐ যে দেবতার নাম করেছে তার নামে জল পুজা দেওয়া হয়। বলে, যেন ভাল হয়, ভাল হ'লে তোমার পুজা ক'রব সেবা ক'রব।

তারপর গ্রামের ওঝাকে ধরবে। সে তখন বাইরের দেবতা ধরার জন্য হাতখড়ি চালাবে। তারপর বলে দেবতা কিংবা বাতাস টাতাস অমুক। যে খড়ি দেখায় সে (লোকটি) তখন বলে, তুমিই ইহাকে মানত কর। ওঝা তারপর কিছু আতপ চাউল চেয়ে নেয়, পাতায় পেল (পাতায় দেওয়া হইল), তারপর ওঝা রোগীকে বাঁ হাত দিয়ে ঐ চাউল ছোঁয়ায় আর চাল দিয়ে "বুলায়" (মন্ত্র ব'লে তার সমস্ত শরীরের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ছোঁয়ায়)। তারপর বাস্তর সীমানায় গিয়ে কাটা দিয়ে নিজের উরুতে পাঁচ জায়গায় ফুঁড়বে। চাউল দিয়ে ঐ রক্ত মুছবে এবং ঐ রক্তমাখা চাউল ও পাতার আতপ চাউল এক

সঙ্গে মিশাবে। তারপর বাঁ হাতে ঐ চাউল (যে দেবতাকে ধরা হয়েছে) তার নামে ছড়াবে। আর জপ মন্ত্র বলবে। নাও তাহলে তুমি অমুক, অমুক মাঝির ঘরে লেগেছিলে, পড়েছিলে, আজকে মাছের মত কাঁকড়ার মত ধরলাম; পাকড়ালাম, আজ থেকে ঐ বাড়ী "ছি হাড়ি" ক'রবে (ঘৃণা ভরে ত্যাগ ক'রবে), রোগ শোক যেন ভাল হয়, ব্যথা ট্যাথা বন্ধ করুন নরম করুন (যেন আর না হয়), ঝরণার জল, কূপের জলের মত যেন পরিষ্কার ও ভাল হয়ে যায়। গোসাঁই বাবা, আমার ঠাকুর।

তারপর সীমানার দেবতাদের নামে ছড়ায়। আর তাদের বলে, নাও গোসাঁই তোমরা এখানে আছ, গাছের মুড়ায়, খুঁটায়, জলে স্থলে, আকাশে বাতাসে, যাদের চলে তারা কাছে এস আর যাদের চলে না তারা দূর থেকেই সাক্ষী দাও। তারপর গাছের শিকড় এনে রোগীর জন্য বেঁটে দেয়। তাতে যদি রোগী ভাল হয় ত ভালই তা না হ'লে ওঝা বলে, তাদের আমি ভুলাতে পারলাম না, গ্রামের মাঝি পরানিকের কাছে মিনতি কর। কেউ বোধহয় তাদের উস্কাচ্ছে।

২২। কুটুম্বদের

Perako Reak

(পেড়াকো রেয়াঃক')

কুটুম্বদের মধ্যে বাপমা ছাড়া শ্বশুরবাড়ীর লোকদেরই বেশী শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকে। বৌএর মামাদের, ভাইদের দিকে বুড়োবুড়ীর মনে বেশী টান। তাদেরই বেশী দেখাশুনা করবার জন্য যায়। তাদের বাড়ীতে দেখাশুনা করতে গেলে তারা মুরগী, শুয়ার ইত্যাদি মেরে খাওয়ায় আর তাদের জন্য হাঁড়িয়াও প্রচুর রাখে। আর তারাও তাদের সঙ্গে খুব আত্মীয়তা করে। জামাইএর দিকের ভাই কিংবা মামাদেরও ভালবাসে এবং আত্মীয়তাও করে। কিন্তু অতটা নয়। একটি কাহিনী আছে। কবে যেন ছেলেদের মামা ও কাকারা কুটুম্বিতা করতে এসে একসঙ্গে মিলেছিল (মিলিত হয়েছিল) তাদের বাড়ীতে। দুপুর বেলায় খাওয়ার পর জল পড়তে আরম্ভ করে। তখন সেই মেয়েটি ছেলে কোলে নিয়ে উঠানে আদর করে, আর বলতে থাকে: মামাদের দিকে, বাবা, ভীষণ মেঘ করে আছে, অন্ধকার, তোমার কাকাদের দিকে পরিষ্কার। তখন জামাইএর ভাইরা বাইরে এসে চারদিক দেখে নিল, সামনেই মেঘ; তখন তারা বুঝে নিল যে বৌ তাদের ভাইদের ভাল করে খাওয়াবার জন্য আমাদিগকে তাড়াবার চেষ্টা করছে। তারপর তারা এটা নয় সেটা বলে (বাজে কারণ দেখিয়ে) মানে মানে চলে গেল। তারপর বৌএর ভাইরাও যেতে চাইল। তখন তাদের বলছে: দাদা, তোমরা যেও না; একটা ছোট হাঁড়িয়া আছে আজকে থেকে যাও। সন্ধ্যা হলে হাঁড়িয়া এনে জল দিল আর তার স্বামীকে একটি শুয়ার মারতে দিল। হাঁড়িয়া, ভাত, মাংস প্রচুর তাদের খাওয়ালো জাকজমক ক'রে, তারা খেয়ে নিলো।

মেয়েরা তার স্বামীর ভায়াদিদের (আত্মীয়দের) ভুলে যায় না (অমান্য করে না)। ছেলেদের জন্য জল রাখে (সম্পর্ক রাখে), বাপ বেঁচে না থাকলে পুজা পাশাদি তাদের শেখার জন্য কিন্তু তাদের দিকে মন বিশেষ দেয় না। কেবল লোক দেখানোর জন্য।

প্রতি বৎসর বুড়োবুড়ী আশ্বিন মাসে আত্মীয়দের বাড়ী ঘুরে ফিরে বেড়ায়, বহুদূরে থাকলেও। যতদূর জানে। যদি তাদের বাড়ীতে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে থাকে তা না হ'লে তার স্বামী একাই যায়। আত্মীয়তা করবার কারণ এই যে, পরস্পরকে ভুলে না যায়।

কাজের সময়ে স্বামীর দিকের ও স্ত্রীর দিকের ভায়াদিরা (আত্মীয়েরা) পরস্পরকে সাহায্য করে, যদি তাহাদের মধ্যে মিল থাকে কি খাওয়া পরায় কি কাজে কর্মে। আর কুটুম্বদের মধ্যে কেহ অনাথ হ'লে কি খুব অচল অবস্থায় (অভাবে) পড়লে তখন যে কুটুম্বদের আছে তারা তাদের কাছে টেনে নেয় (আশ্রয় দেয়) কিংবা বাস্তবাড়ী ভাগ দেয়। কিন্তু এরূপ অভাব কষ্ট আর বিপদ থেকে উদ্ধার করা লোকের বেশীর ভাগই (উপকৃত লোকের বেশীর ভাগই) নিমকহারামি করে। খুব কম লোকই ভাল হয়। এরকম নেমকহারামি লোকদের একটু মাংস হলেই বুড়ো আঙ্গুল দেখায় (অবস্থা একটু ভাল হলেই বুড়ো আঙ্গুল দেখায়); তোমাকে ভাসিয়ে দিবে (অগ্রাহ্য করবে, উপকার ভুলে যাবে)। এরূপ বলে, তুমিই বোধ হয় আমাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছ, আমি আমার নিজের শক্তিতে মানুষ হয়েছি। দরকার সময়ে (বিপদের সময়ে) তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে। বড় সর হ'লো, ঐ যে তারা! কিন্তু ঐরকম লোক একদিন শোধ বোধ (প্রতিফল) পাবেই; তারা না হ'লেও তাদের ছেলেপুলেরা।

মেয়েদের একমাত্র আশ্রয় হ'ল তাদের মাবাবা এবং ভাই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি মিল না থাকে কিংবা স্বামী স্ত্রীকে মারধর বা কষ্ট দেয় কিংবা কেহ তাকে ডাইনী বলে, তখন সে মাবাবা এবং ভাইদের কাছে কাঁদে আর তারা তার জন্য দাঁড়ায় (আশ্রয় দেয়)। এতে তাদের অধিকার আছে। বিয়ের দিনে এটা তাঁরা জানিয়ে রাখে। মাবাবাকে খবর না দিয়ে জানের কাছে যায় না। আর তারা এক জায়গায় সন্তুষ্ট না হ'লে পাঁচ ঘাটে (পাঁচ জায়গায়) নিয়ে যায়। এইজন্য নিজের মাবাবা এবং ভাইদের উপর মেয়েদের অনেক ভরসা থাকে।

২৩। হাড়ামসেবুঢ়ী গঃচ্ লেনরে

(বুড়ো কিংবা বুড়ী মারা গেলে)

ছেলেদের বিয়ে না হওয়ার আগে মা মারা গেলে তাদের বাবা দ্বিতীয় স্ত্রী আনলেও ছেলেরা পৃথক হ'তে পারে না। কিন্তু ছেলেদের বিবাহ হ'লে সেই সময়ে ইচ্ছা ক'রলে তারা পৃথক হতে পারে।

পাঁচজনে মিলে তাদের সম্পত্তি ভাগ করে দেয়। বাবা এক ভাগ পান আর ছেলেরা এক এক ভাগ পায়। বুড়ো বেঁচে থাকাকালে দ্বিতীয় স্ত্রীর যদি ছেলে না হয় তাহ'লে প্রথম স্ত্রীর ছেলেরা সে মারা গেলে বাবার বাকী ভাগ সম্পত্তি (পায়) নিতে পারে, ঐ সম্পত্তি নিলে, সৎমা মারা গেলে তার সৎকার শ্রাদ্ধ তাদের ক'রতে হয়।

যদি কোন স্ত্রী ছেলে না হওয়ার আগে বিধবা হয় তাহ'লে তার সম্পত্তি তার স্বামীর বাবা কিংবা ভাইরা পায়। ঐ মেয়েটি শুধু একটি বাছুর, একপুরা ধান, একটি বাটি আর কাপড় পায় আর নিজের বাপের বাড়ী চলে যায়। অনেক লোক এরূপ বিধবা বৌদিদের রেখে দেয়, বাপের বাড়ী যেতে দেয় না। এটাকে লোকে খুব ভাল বলে।

যারা বৌদিকে রাখে তারা তার মৃত বড় ভাইএর সম্পত্তি পায় কিন্তু সমস্ত সম্পত্তি পায় না।

বিধবার মেয়েছেলে থাকলে, তাদের কাকা, জেঠারা তাদের ভরণপোষণ ক'রবে আর সম্পত্তি তাদের হাতেই থাকবে। মেয়েছেলে বড় হলে তার বিয়ে দেয়। বিয়ের সময় বাপের নিকট যেরকম যৌতুক পায় তারাও সেরকম ভাবে যৌতুক দেয়। আর তার মাকে যাবজ্জীবন পোষণ করে যদি তার কেউ না থাকে। ছেলে না থাকলে বিধবারা তাদের বাপমায়ের বাড়ীতে যায় কিংবা তার মেয়ের কাছে গিয়ে থাকে।

ছেলে থাকলে বিধবা নিজের কাছে সমস্ত সম্পত্তি রাখে। ছেলের ঠাকুরদা কি জেঠা খুড়া তাদের দেখাশুনা করে যেন তার মা মারা না যায়। ছেলের বিয়ের আগে তার মা অন্য পুরুষ গ্রহণ করলে, ছেলে ও সম্পত্তি সমস্ত তার ঠাকুরদা কি জেঠা খুড়া দেখাশুনা করে। আর তার মা তার কিছুই পাবে না। অনেক লোক বিদায়ের নামে স্বেচ্ছায় তাকে একটি গাই বাছুর দেয়।

অধিকারের আইন হ'ল এই :

একটি লোকের ছেলে তার বাপের ধন পায়। সে যদি না থাকে, লোকের ঐ পেটের ভাই (আপন ভাই) ধন পাবে। তারা যদি না থাকে, যদি মরে যায়, তাদের ছেলে, তার ভাইপোরা সম্পত্তি পায়। আর যদি তাদেরও ছেলে না থাকে তবে মৃত লোকটির কাকা খুড়া কিংবা তাদের ছেলেরা পাবে। আর যদি কোন ওয়ারিসান না থাকে তবে সে সম্পত্তি দেশের রাজা পাবে।

২৪। গ্রামে থাকবার

Atore Tapahen Rean

(আতোরে তাপাহেন রেয়ান)

গ্রাম পত্তন ও শুভাশুভ

Ato cia a sar sagun (আতো চিয়া আর সার সাগুন)

হড় (সাঁওতাল) লোকেরা একলা কোথাও বাড়ী তৈরী করে না। গ্রাম তৈরী করে। আর সেখানে একসঙ্গে থাকে। গ্রাম পত্তনের জন্য মুখিয়া (প্রধান) সহ তিন চারজন লোক জঙ্গল দেখে। বনে ঢুকিয়া গুড়ুর পাখী বা ওড়ে পাখী উড়িতে দেখিলে বলে, একদিন এই গ্রাম ধ্বংস হইবেই। কিন্তু ঐসকল পাখী চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিলে কিংবা সিংহ বা সিংহের খাবার চিহ্ন দেখিলে বলে, একদিন হয়ত আমাদের বংশবৃদ্ধি হইবে এবং চিরস্থায়ী হইব। তারপর ঘুরিতে ঘুরিতে সেইরূপ জায়গা বাছিয়া লয় যেখানটা একটু উঁচু, যেখানে ভাল বাস্তুবাড়ী হইবে, যেখানে ক্ষেত তৈরী হতে পারে, যেখানে জল পাওয়া যেতে পারে। দেখে সন্তুষ্ট হয়ে বাড়ীতে ফিরে যায়। তারপর একদিন শুভ অশুভ ঠিক করিতে গেল। দুটি সাদা, একটি খয়েরী মুরগী, একটু আতপ চাল, তেল সিন্দুর ও একটি নূতন কলসীতে জল সঙ্গে নিয়ে যায়। যেখানে মুখিয়া (মাঝি) ঘর ক'রবে ব'লে স্থির করে সেখানে সন্ধ্যা বেলা গিয়ে পাঁচ টিপ সিন্দুর দেয়। সিন্দুর টিপএর কাছে আতপ চাল রাখে। আর তারই পাশে কলসী জল রাখে। তার কাছেই সারিতে মুরগীগুলি বাঁধে, চাল যেন পৌঁছাতে না পারে। তারপর মন্ত্র পড়ে। স্বর্গের সূর্য্যদের ডালার মত ঘিরে রয়েছে চারিদিক : পৃথিবীর চতুর্দ্দিক ঘিরে রয়েছে। আর তোমরা মর্ত্তের "মড়েকঃ তুরইকঃ" (দেব দেবীরা) তোমাদের নাম নিয়ে এই বিস্তৃত মাঠ জঙ্গলের শুভাশুভ পরীক্ষা করছি। এটাই তোমরা দেখিয়ে দাও। দুধকে দুধ, জলকে জল, বিচার ক'রে দেখিয়ে দাও। তারপর কোন জায়গায় ডেরা বাঁধিবার জন্য যায়।

পরের দিন সেখানে সকালে গিয়া দেখে। মুরগীর মোটা পালক পড়িলে, মনে করে, বয়স্করাই দুই একজন মারা যাবে। আর সরু (ছোট) পালক পড়িলে মনে করে, ভবিষ্যতে ছোট ছেলেরা মরতে পারে। আর পালক একেবারে না পড়িলে তাহা খুব শুভ। কেউই শীঘ্র মরিবে না। আর মুরগীরা চারিদিকে ছড়িয়ে পায়খানা করিলে মনে করে, সমস্ত ধনী গরীবই সুখে কাল কাটাবে। এক জায়গায় স্তূপাকারে মলত্যাগ করিলে, এটাকে বলে মাঝি একলাই ধনী হইবে। আর দুই জায়গায় হ'লে বলে মাঝি ও পারানিক ধনী হইবে। আর তিন জায়গায় হইলে একটি প্রজাও ধনী হইবে। যতদিকে পিঁপড়া চাল লইয়া গিয়াছে ততদিকে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। কলসী জল একটু কমিয়া গেলে বলে, আমাদের দুই এক বৎসর জলের টানাটানি হবে। একেবারে না কমিলে বলে, জলের টানাটানি হবে না। মুরগী হারালে, চাল না থাকলে আর কলসী জল কমে গেলে বলে, এই জায়গা খারাপ। তখন ফেলিয়া আসে। সেখানে গ্রাম পত্তন করে না। কিন্তু মুরগী, চাল এবং কলসী জলের ভাল নিশানা পেলে তাহলে সেখানে ছোট খাল কাটে চারিদিকে। তিন কোনে মাটি রাখে। তাতে আবার ভরাট করে। দুই কোনের মাটিতে ভরাট হলে বলে, রাশি পুঁজি পাব (আয় হবে)। আর মাটি বেশী না হলে বলে,

এখানটা আয়শূন্য। তারপর চিহ্নিত সীমানার ভিতরে অন্য জায়গায় অন্য মাঝির নামে শুভাশুভ পরীক্ষা করে। পুরা শুভাশুভ না পাওয়া পর্য্যন্ত তারা এরকম করে যায়। শুভাশুভ পাইল।

২৫। বসবাসের

Berelok' reak'

তারপর একদিন ফিরিয়া গিয়া ঐ মুখিয়া লোকটির জন্য একটি কুঁড়ে তৈরী করে। ঐ গ্রামের যে মুখিয়া মাঝি হবে সে প্রথমে গাছ কাটবে, আজকাল জঙ্গল দেখে শুনে রাজাকে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু পূর্ব্বে রাজাদের জন্য হওয়ার আগে সে সব ছিল না। তারপর সেই মুখিয়াকে দিয়ে বাস্তু ভাগ করে। নিজের নিজের বাস্তুতে কুঁড়ে বাঁধে। আর এক একটি ছাড় তৈরী করে গরু রাখবার জন্য তারপর পুরাতন ঘরে ফিরিয়া গিয়া একমত হয় কবে উঠিয়া যাইব? তারপর ছেলেপুলে আর নিজেদের সমস্ত জিনিস সহ নূতন গ্রামে যায়। যাবার সময় হ'ল ফাল্গুন কি চৈত্র মাস। তারপর সকলে মিলিয়া বাস্তুর জন্য (জঙ্গল) সাফ করে, আর সে সব দিয়ে ঘরের সাজও (কাঠাম) হয়। বাকী কাঠ ইত্যাদি পুড়িয়ে ফেলে। ঘর তৈরী করে। মাঝামাঝি "কুলি" (রাস্তা) রাখে আর গ্রামের শেষে জাহের (পুজার স্থান) রাখে।

২৬। জাহেরে দেবতা প্রতিষ্ঠা

Jaherre Bonga rakap reak

"জাহেরে" (গ্রামের পুজার স্থান) দেবতা প্রতিষ্ঠার জন্য তিন চার জন "রুমঃক্ হড়্" (যাহাদের উপরে দেবতা ভর করে) ঠিক করে। তারপর মাঝির কাছে একত্র হইল। তারপর মাঝি "রুমঃক্ হড়দের" জল দিবেন, হাত মুখ ধুইবার জন্য। তারপর সেই "রুমঃক্' হড়েরা" পা ধুইবে আর মাথায় জল একটু ছিটকাইয়া লয়। তারপর 'রুমঃক্ হড়েরা' পাশাপাশি বসিবে। একটি করিয়া কুলা সম্মুখে দিবে। তারপর এক আঁজলা করিয়া আতপ চাউল কুলায় দিবে। তারপর "রুম" (ঝূপার) হইবার লোক জন হাতে আতপ চাউল কুলাতে রগড়াইবে। তারপর পাঁচজনে ডাকিবে (প্রার্থনা করিবে)। এস ঠাকুর "মড়েক", "জাহের এরা", "পারগানা" "মারাং বুরু", "গোসাঁঞ এরা" আর মাঝি হাড়াম, হাঁকডাক করছি (আপনাদের স্মরণ করছি)। তারপর ঐ চারজন "রুম" (ঝূপার) হইল, আর খুব মাথা নাড়িতে থাকে। তারপর "রুমহড়দের" মুখ দিয়ে দেবতারা "সাঁহাগ" বলে, তাতে পাঁচজনে বুঝতে পারে দেবতারা ঐ "রুমলোকদের" উপর ভর করেছে।

তারপর তাদের জিজ্ঞাসা করে: তবে "দেওয়া রাজা সেওয়া গোসাঁঞ "রাজদ মুক্তা দো সাদম চাতমানতে, দেশ তিরুপ্ দিশম্ তিরুপ ঞির কড়ায়া হজর কড়ায়া" (রাজারা ধনীরা ঘোড়ার উপর ছাতা নিয়ে দেশ্ জয় করে ঘুরে বেড়ায়), "বজ দো বুরু দো, পাঁচলাএ, পাচেশ লাএ, চেলাতে, চাটিয়াতে, দুড়ুপলেন বেঠরলেন, ডাণ্ডওকচ্, পাঠার ওকচ, হারলে গুহারলে এণ্ডে এনা, ধিরি কাপাট ঝিজ কাতে লাডাঃ-কাতে, ধিঁড়ু গাই ধিড়ুয়ার গাই লেকাকো ঞির্ হে'চ্ হসর হিজু আ।" (ঠাকুর দেবতারা) চেলা চামুণ্ডা সহ উঠে বসে (প্রতিষ্ঠিত হয়)। পাঁচজন পঁচিশ জন প্রতিষ্ঠা ক'রলে সেবা পুজা ক'রলে, দুধাল গাইএর মত পালিয়ে আসে চলে আসে তবে লোহার কপাট খুলে ফাঁক হয়। ওগো আমার গোসাঁই ঠাকুর আপনাদের পরিচয় বলুন, দেখিয়ে দেন, তবেই তো বুঝতে পারব, আপনি এই বাঁজা এই বুরু (অমুক দেব অমুক দেবী); তবেই তো অশথ তলায়, বটের তলায়, সোনার আসন পেতে দিব, তবেই তো সেবা দেখা ক'রতে পারব।

তারপর দেবতারা জবাব দিবে, দেখ তাহ'লে (শুন তাহলে) পাঁচ নিয়ে, পঁচিশ নিয়ে, চেলা চামুণ্ডা নিয়ে বসে, মাহলীর কুলা ধরে, কাঁড়া চাল, আকাঁড়া চাল সামনে নিয়ে, দুধাল (বাছুরওয়ালা) বিয়ান গরুর মত ছুটে এলাম চলে এলাম, আমি কে তার পরিচয় দিলাম, যা বললাম সবই সত্য। ধনীরা বড়লোকেরা ঘরে বাহিরে সোনা পুঁতে রাখে, অমুক ব'লে আমার পরিচয় পুঁতে রাখতে পারি (দিতে পারি)। যা বলছি সত্য, সম্পূর্ণ সুখে আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছি। তবে গঙ্গা নদী মরা নদীতে আমার জাতজন্ম (পরিচয়) ধুয়ে মুছে দিতে পারতাম, সুখে আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হতাম। বেনেরা নুন তেল বিক্রি ক'রে দেয় এক পার্ব্ব ধানের জন্য, আমি পাইলা ধানে, ধামা ধানে আমার জাতজন্ম (পরিচয়) বিক্রি ক'রলাম, সুখে আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হলাম, পুরাপুরি সত্য "সাঁ হাঁহাক"। শুন তাহলে আমি হলাম "জাহের এরা"।

তারপর পাঁচজনে বলিবে: "জোহার গঁসায়।" তারপর প্রত্যেক দেবতাই ঐরূপ বলিবে, শুধু শেষে আলাদা আলাদা নাম বলিবে।

তারপর লোকেরা ঐ রুমঃ লোকদের কুলার চাউল লইয়া হাতে দিবে, তারপর তাহাদের বলিবে: নে তবে গোসাঁঞ বাপু ঠাকুর তিঞ্দ, খোদে জাং চাওলে জাং বাং মেঃৎআন, পুতুরানা (নাও তবে ঠাকুর চাল আর খুদের চোখ নাই), জিউয়িরে কড়ামরে আংরে দেহরে বুঝাউকাতে কাঁধাওকাতে লাইতালে উদুঃ আলেপে (মনে প্রাণে শরীরে বুঝে আমাদের দেখিয়ে দাও, বলে দাও), আলে দ কাঁড়া আঁধা মানওয়া, রড়রেলে ছুরঃআ, কাথারেলে দিজঃআ আল তবে ডিউয়িরে কড়ামরেপে দহয়া রেবেদা (আমরা অন্ধ মানুষ ভাল মন্দ কথা বলে ফেলি সে সব তবে মন থেকে মুছে ফেলে দিন), জলহা অড়া, ধুনিয়া অড়াঃবো সুতাম্ হাঅড়াঃ, তুলাম হাড়াঃ, বচগঃআ, মাঃৎ পাড়াঃ সুতাম্ তিঃচ লেকা হরক্বাঃ ডাহারকাঃপে, গোঁসায় বাপু ঠাকুর তিঞ্দ (কোন দুঃখ দারিদ্র্য যেন না থাকে সব যেন সুন্দর হয় ঠাকুর।)

তারপর দেবতারা জবাব দিবে: **Dek tobe, boeha bokocha durupat betharat'te dak' disom, bulun.**

Disomb bujhanket' kandhanket'a, cele mente jivire koramre dohoke reteet' keale. (দেখ তবে ভাই সব, ব'সে জল বায়ু সব বুঝেসুঝে দেখলাম, সব কথা শুনলাম, সব মনে প্রাণে গেঁথে রাখলাম)। তারপর বলে সাঁ হাঁ হাঁ হীরক, ভালই আছে।

তারপর পাঁচ জনে বলে : তাহ'লে ঠাকুর, ঘরে তোমরা অধিষ্ঠান কর। তারপর সেই ঠাকুরেরা নদীর দিকে যাইবে, তারপর পাথর লইয়া আসিবে। আনিয়া নিজেদের খুসী মত গাছের তলায় রাখিবে। একটি জাহের এরা, একটি মড়েকে এবং একটি মারাং বুরু। পুনরায় নদীতে গিয়ে তিনটি পাথর নিয়ে আসবে। গোসাঁইএর স্ত্রীকে মহুল গাছের নিচে, রাখবে, পারগানা বুরোকে যে কোন গাছের নিচে, মাঝি বুড়োকে গ্রামের মধ্যে নিয়ে এসে মাঝির প্রাঙ্গণে পুঁতে দিবে। ওখানে পরে মাঝির ঠাকুরঘর তৈরী করে দেওয়া হয়।

তারপর পুর্ব্ব জায়গায় তারা বসবে। তারপর পাঁচজনে বলে : গোসাঁই, কার হাতে পুজাদি পছন্দ কর ? পুরোহিত ধরে নাও। তারপর একঘটি জল সামনে রাখে। দেবতারা উঠে যায়। জাহের বুড়ী ঘটি জল ধরে, আর দেবতারা ডাক দেয়। "হিগগাঁ ?" ঐ ঘটি জল নিয়ে দেবতারা লোকের মাঝখান থেকে পুরোহিত বেছে নেয়। যার উপর প্রসন্ন হবে তারই মাথায় ঘটি জল ঢেলে দেয়।

তারপর সব লোক উঠে দাঁড়ায়। বাছা পুরোহিত লোকটি তাদের গাছের তলায় ঠিক ঠিক বসাবে, সেখানে গোবর ছড়া দিবে আর প্রত্যেক দেবতাকে সিন্দুর দিয়ে যাবে।

তারপর দেবতাদের ঝুপার বন্ধ করবার জন্য কুলার চাল পুরোহিত তাদের হাতে দেয়। তারপর তাহাদিগকে বলে :

বাবা গোসাঁই, আপনাদের হাত হ'ল হাত, আপনাদের হাত হ'ল সোনার হাত, আমাদের হ'ল চামড়ার হাত, এখন আমাদের আশীর্ব্বাদ করে যান। আশীর্ব্বাদ যেন শ্রীরামের আশীর্ব্বাদ, মিথ্যা যেন না হয়। তারপর সেই দেবতারা এক এক ক'রে হাতের চাল নায়ককে দিয়ে দেয়। তারপর পাঁচ জনে বলে : বাবা গোসাঁঞি অনেক বেলা হ'ল, ঘোড়ারা "সিঞ" বন "মান্" বনে অশ্বথ পাতা, "ভিছু" পাতা খেতে যাবে। তারপর ঝুপারেরা (দেবতা যাহাদের উপর ভর করিয়াছিল) শান্ত হইল। তারপর সেই চাউল সেই ঝুপার লোকেরা লইবে। তারপর গ্রামে আসিয়া মাঝির ঘরে যাইবে, তাহাদের ভাত দেয়। এই হ'ল জাহেরে (দেবস্থানে) দেবতা প্রতিষ্ঠা।

২৭। মাঝির সঙ্গীরা
Manjhiren Gok'roko

তারপর সকলে মাঝির নিকট জমায়েৎ হয়। সে হাঁড়িয়া করেছে। গ্রামের লোকদের নিয়ম কানুন কি রকম বুঝিয়ে দেয়। সেই রকম সঙ্গী দিবার জন্য গ্রামের মধ্যে বেছে নেয়। আদেশ দেয় : তুমি পারানিক হও। তুমি গডেৎ হও। আর লোক বেশী পাওয়া গেলে, সেই সময় জগমাঝি ও জগপারানিক রাখে। আর যে জানুর রক্ত দিতে পারে তাকে "কুডাম নায়কে" (ছোট পুরোহিত) রাখে। তারপর তাহাদিগকে হাঁড়িয়া দেয়। খেয়ে নিল, তারপর যে যাহার ঘরের দিকে চলে গেল।

মাঝি হচ্ছে পাঁচজনের মাথা। তার আদেশ মতে গ্রামের সকলকে যেতে হবে। সে হাঁক-ডাকে, স্নেহ-ভালবাসায়, নপ্তাতে, বিয়েতে, শিকারে-টিকারে, পরব-পালিতে, উপদেশে, জলেস্থলে, হাঁড়িয়া মদে, দেবদেবতাতে, ক্ষুধাতৃষ্ণাতে, ঝগড়াতে, রাগরসে, ঘাটেগুণে, চুরিচামারিতে, রাজা মহাজনের কাছে, অসুধেবিশুধে, চরিত্রহীন ছিনারীতে, লাঠালাঠিতে, খুনখারাবিতে, সুখদুঃখে, মার-ধরে, অসুখেবিসুখে, মৃত্যুতে, হারানতে, মরাতে, পোড়ানতে, শ্রাদ্ধতে সব কিছুর দায়িত্ব মাঝির উপর।

পারানিক হ'ল মাঝির সাহায্যকারী, দেওয়ানের মত, আর মাঝি না থাকার সময় "পারানিক" গ্রাম চালায়। মাঝি পালিয়ে গেলে, তার ছেলে কিংবা ভায়াদি না থাকিলে পারানিকই মাঝি হইবে। মাঝি বেটাছেলে বিনা মারা গেলে, আর তার ভায়াদি গ্রামে না থাকলে, তখনও পারানিক মাঝি হয়।

জগমাঝি হ'ল যুবক যুবতীদের সর্দ্দার। তাকে লক্ষ্য রাখতে হয় কোন রকমে গ্রামে যেন লজ্জাকর কিছু না হয় (ঘটে)। কোন কিছু ঘটলে আর সেটা খুঁজে বার না ক'রলে, পাঁচজন মাঝির গোয়ালের খুঁটিতে পিছমোড়া ক'রে বেঁধে তাকে মার দিবে। আর জরিমানাকে জরিমানাও ক'রবে।

কিন্তু জগমাঝি কোন ছেলেমেয়ের খারাপ (দোষ) বার ক'রলে (কাজের হদিস পেলে), ধরে ছেলেকে পাঁচজনের কাছে জিম্মা ক'রে দিবে, গ্রামের বিচারে ছেলে ঐ মেয়েকে রাখতে স্বীকার ক'রলে শুধু ছেলের বাবাকে জরিমানা ক'রবে, কিন্তু ছেলে রাখতে স্বীকার না ক'রলে, জগমাঝি পাঁচজনের সামনে মেরে পিঠের ছাল তুলে দিবে, আর বাপকেও বিস্তর জরিমানা ক'রবে। কেও কেও ছেলেদের জরিমানা দিতে দিতে ফতুর হয়ে যাচ্ছে।

"সহরায়"এর সময় (কালীপুজার সময়) গ্রামের সমস্ত ছেলে-মেয়ে পাঁচদিন জগমাঝির ঘরে থাকে, আর তার কাছে খাওয়া দাওয়া করবে আর শোয়ও তার বাড়ীতে। আর কোন কিছু ঘটলে তাকেই সমস্ত "হায়দায়" (দায়িত্ব) লাগে।

নপ্তাতে, নামকরনে আর বিয়ের সমস্ত বিষয়ে জগমাঝিই আগে (প্রধান) আর পালপার্ব্বণ দেখতে যাওয়ার সেই হ'ল চালক (অভি-ভাবক)। জগমাঝি গ্রামের সমস্ত লোকের চেয়ে বেশী হাঁড়িয়া পায়।

পুর্ব্বে জগমাঝি গ্রামের ছেলেমেয়েদের খুব শাসনে রাখিতেছিল কিন্তু বর্ত্তমান যুগে অনেক ঢিলাঢিলি। গ্রামের মেয়েরা বেশী ক'রে

হাঁড়িয়া দেয়, তার দ্বারা বশীভূত করে, কোন রকমে জগমাঝিরা জানতে পারলেও প্রকাশ না করে, কি পা পিছলে গেলে (দোষ করিলে) বেশী শাস্তি যেন না হয়। ছেলেরাও বিপদে পড়লে জগমাঝিদের খাওয়ায়, আর নিজের নিজের দোষও বলে থাকে। সেই সময় জগমাঝিরা বলে: বুঝে সুঝে চল, খাওয়াতে পরাতে তোমাদের হবেই, তা না হ'লে চাবকিয়ে ছাল তুলব।

জগপারানিক হ'ল জগমাঝির সাহায্যকারী, আর জগমাঝি না থাকিলে জগপারানিক জগমাঝির কাজ চালায়।

"গোডেৎ" মাঝির হুকুমে গ্রামের লোকদের গ্রামের সভায় (বিচারে) ডাকে। পূজাপার্ব্বণে মুরগী চাঁদা করে। গোডেৎকে "মারাং মাঝি" বলে, কেননা গ্রামে ওর কথাই বেশী চলে, পুলিশের মত সে। পূর্ব্বপুরুষেরা বলেছিলেন যে "মারাং বুরু" ঠাকুরের "গোডেৎ" ছিলেন। গোডেৎরা বেজায় জেদী আর লোভীও ভীষণ লোভী। বহু জায়গায় মাঝি স্বত্ব ছাড়িয়ে নিয়েছে আর পরগনাইৎও হয়েছে। তারা মাঝি কিংবা পরগনাইৎ হলে, সুবিচার তারা করে না, লোভীতেই চলে। গ্রামের পারানিক মাঝি হইলে গোডেৎ হক মত (আইন মত) পারানিক হয়।

"নায়কে" (গ্রামের) পাঁচের ঠাকুর দেবতার সেবা করে, ওটাই ওর কাজ।

"কুড়াম নায়কে" যতবার "নায়েকে" পুজা করিবে, ততবার জাংএর (জানুর) রক্ত পুজা করিবে, পরগনাইৎ আর সীমানার দেবতাদের নামে। "জাঁথালে" "পারগানা" দেবতাকে বৎসরে বৎসরে শুয়োর পুজা দেয়, আর সেই সময় জাং (জানু)-এর রক্তে সে সীমানাধারের (দেবতার) নামে পূজা করে। শিকারের সময়েও তাদেরই পুজা করে। গ্রামের লোক শিকার যেন পায় আর ভালয় ভালয় ফিরে আসে। সেই সময় মন্ত্র আওড়ায় "জহার" তবে পারগনা, বুল মায়াম্ সিটকা মায়াম সেন্দ্রা এঃতুমতে প্রমাণ চালামকানা, ওকারে এতমরে সে কঞেরে, কামড়ি কুড়ি, সে গুতরুত' সেতা, লট জানুম্, কারকে জানুম্, লাতরে-লপাঃকরে তেন্‌কে হারুপ্ কেয়াম। ধাদরা হাটাঃপাহা তুলাম লেয়াও আলে দেয়াও আলেয়াম, বাপু ঠাকুরতিঞ্ গঁসায় দ"। (প্রণাম তবে পরগনাইৎ শিকারের উদ্দেশ্যে জাংএর রক্ত তোমাকে দিচ্ছি, সবকিছু বিপদ-আপদ, বাঘ-ভালুক, কাঁটা-খোচা ঢেকে রাখবে, পথ সুন্দর রাখবে বাবা ঠাকুর গোসাঁই আমার)।

২৮। সীমানা চিহ্নিত করার কথা

"Rek jae rean"

নূতন গ্রামে যারা যাবে তাদের যোট (গুনতি) করা হ'লে, আর একদিন একত্র হয়ে বাস্তবাড়ী ভাগ ক'রবে। সীমা ঠিক করে। একটি রেক (ভাগ) একটি লাঙ্গলের জন্য। সেই অনুসারে খাজনা বসায়, আর সেই সময় মাঝির মান্য, পারানিক মান্য, জগমাঝি মান্য, জগপারানিক মান্য, গোডেৎ মান্য, নায়কে মান্য আর কুড়াম নায়েকের মান্য বা'র করে (ঠিক করে দেয়)। মাঝি চারভাগ, পারানিক তিনভাগ, জগমাঝি দুইভাগ আর অন্যান্যেরা এক এক ভাগ করিয়া মান্য পাইবে। তাহা (নিষ্কর) বিনাখাজনায় ভোগ করিবে। পূর্ব্বে মাঝির আধ "রেক" মাত্র জমি পাওনা ছিল। আজকাল কোন কোন মাঝি অনেক বেশী খাচ্ছে।

নূতন গ্রামে লোকে নিজেদের ঘরের আঙ্গিনায় সজিনা শাক, অশ্বত্থ গাছ লাগায়। "মুনগা" (সজিনা) শাক্ খায় আর অশথ গাছ ছায়ার জন্য, আর অশথ গাছ নাকি পরলোকের কাজে লাগবে।

অন্য লোকেরা যদি দেখে নূতন গ্রামে ভাল চাষ বাস হচ্ছে তাহ'লে তারাও উঠে আসবে। পুরাণ প্রজারা তাহাদের কিছু নদী নালা ক্ষেত ভাগ দেয়, আর মাঝি জমি তৈরী করবার জন্য "খীল খুঁট" (সীমানা) দেখিয়ে দেয়। তারপর গ্রাম বড় হইল। কাম কাজ করে, খায় দায়, নাচ গান হয়, থাকে।

২৯। কিস্‌র আর রেঙ্গেচ্ অরেচ্‌কো

(Kisar ar rengec' orec'ko)

ধনী আর গরীব

এক গ্রামে সমস্ত লোকের সমান ভাগ চলে না। কিছু লোকের ধানও আছে, কাজ কর্ম্মও আছে, উদ্‌যোগীও আছে, বুদ্ধিও আছে, আর কৃপণও বেজায় কৃপণ আছে; সেই রকম লোকই ধনী হয়। কিন্তু কিছু লোকের গোড়া থেকেই ধান চাল নাই, একলাও বটে, অসুখও বেজায় অসুখ হয়, বুদ্ধিও নাই, বোকা কুঁড়েও বটে, আর তাদের মেয়ে লোকেরাও সব কিছু নষ্ট করে, কিংবা নিজেরা হাঁড়িয়া খেয়ে সব কিছু বেরবাদ করে, কি দোষের জন্য জরিমানা দেয়, সেই রকম লোক কি ক'রে ধনী হবে?

কেও কেও বাপের দেনা শোধ ক'রতে ক'রতে থগ্‌বগিয়ে যায়, উঠতে পারে না, ঋণের বোঝায় চাপা পড়ে থাকে, মহাজনেরা অনেক বেশী সুদ নেয় আর বেধরম ভাবে হিসাব রাখে। মহাজনের হাতে যদি পড়েছ তাহ'লে তিন চার পুরুষেও উদ্ধার নাই। বাছুর, ছাগল, গরু, কাড়া, কোদাল, কুড়াল, ধান চাল শুধু শুধু নিয়ে যাবে, আর বারণ করলে পিঠের ছাল তুলে নিবে।

কিন্তু হাত পা থাকতে লোকে দেশে যদি অলস থাকে, তাহ'লে পুনরায় বেশী ক'রে নিজের দোষে পড়ে। (বেশী ক'রে কষ্ট ভোগ করে)। বলদ নাই এরকম লোকেরা সহজেই চার টাকায় বাঁহচা (ভাড়া) পাইতে পারে। আর অনেক যার, ছেলেপুলে থাকলে গরু চরাতে পারে, কিংবা লাঙ্গল "বুটারিয়াতে" (বাটাতে

ভাগে) চষ্‌তে পারে। "হাল বুটারিয়া" হচ্ছে এইরকম : দুই দিন মালিকের জমি চষে দিবে আর সকাল বেলা পান্থা খাবে, আর একদিন নিজের জমি চষবে। "Uric utin" (গরু চরাণ) এইরূপ গরুর মালিকের কাছে সেই লোকটির একটি বেটাছেলে চাকর খাটবে। আর তার বেতন হ'ল সেই গরু দুটি। দুই একজন রাজা ছাড়া বেহক (অন্যায়) খাজনা আদায় করে না। প্রতি "রেকে" ছয় কি সাত টাকা খাজনা লাগে, আর এক "রেকে" এত উৎপন্ন করে যে রাজা সাত ভাগের এক ভাগ পায় আর চাষী ছয় ভাগ পায়। আর "খাঁড়তি" লোকেরা বেশী পায়। খাঁড়তির মানে হচ্ছে এই : একটি নূতন গ্রাম পত্তন হইলে পাঁচ ছয় বৎসর পরে সীমানা ভাগাভাগি (রকজায়) করে। তখন যতগুলি প্রথা থাকে ততগুলি "রেক" করে। আর প্রত্যেক "রেকের" জন্য রাজা খাজনা পাবে। প্রথমে পাঁচসিকা করে "রেকে" খাজনা লাগে। পাঁচ বৎসর ভোগ করিলে পর, রাজা প্রতি রেকে বেশী বেশী নেয়। কিন্তু ঐ "রেকই" থাকবে, যতই নূতন জমি তৈরী করুক। নূতন প্রজা এলে পুরান প্রজারা নিজেদের রেকের একপোয়া (সিকি) মত ভাগ দেয়, আর খাজনা ভাগ করে। তারপর নূতন প্রজা পুরান প্রজা নূতন জমি তৈরী ক'রবে, তাকে খাঁড়তি বলে। যতই বাড়াক্ না কেন, তাতে তাদের খাজনা বাড়বে না, শুধু সাবেক "রেক" ভাগের খাজনা লাগবে। কিন্তু কিছু লোক কুঁড়েমির জন্য "খাঁড়তি" করে না। রাজা তাদের খাজনা বাড়ালে ভারী (কষ্ট) বোধ করে। খাঁড়তিওয়ালা লোকদের লাগে না।

কুঁড়ে লোক ভাল কাজ করে না, শুধু ঢঙ্গল ফসল লাঙ্গল করে, যেমন তেমন। সেই রকম লোকের কিছু ঘরে থাকলে শুধু খায়দায়, শুয়ে থাকে, গরীব হবে না ত কি হবে।

এক রকম গরীব লোক তারা একেবারে দুঃখী হয় না, নিজেদের জরুরী কাজ না থাকলে ধনী লোকদের কাছে কাজ করে, এইরূপে দিন চলে যায়, আর এই রকম লোকদের উপর লোকের মায়া হয়। তাদের ছেলেপুলেদের (গরু) চরাইতে দেয়, কিংবা জল, পাতা আনায়, আর পাওনা থেকেও বেশী দেয় আর (ধান) কাটবার সময় তাদের ছেলেরা ধান কুড়াতে গেলে অনেক ছেড়ে দেয়। হাত পা যাদের চলে না (অথর্ব্ব লোকদের) তাদেরও ঐরূপ সাহায্য করে, সাহায্য করবার আত্মীয় স্বজন যদি না থাকে। আর অনাথ লোকের ওয়ারিস না থাকিলে, গ্রামের মাঝি, পারানিক ঐরকম অসহায় লোকদের দেখা শুনা করে, আর অতি সুখে থাকে ; কেননা কেউ তাদের অনাথ অসহায় ব'লে বলতে পারে না। পরে বয়স হ'লে বিয়ে দিয়ে দেয়। পূর্ব্বে ভিখারী ছিল না, আর আজকালও শুধু দুএকজন "দেকোদের" দেখাদেখি শিখে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ভিক্ষা করে ; সেটা কেউ পছন্দ করে না, আর দরকারও করে না, কেননা কাজ করবার ইচ্ছা থাকলে গ্রামে সহজেই খেতে পরতে পেতো। লক্কড়, খোড়া, কানা, টেরা লোক শুধু লোকের ঘর জাগলেই ভাত খেতে পেতো।

অনেক ভাল লোক ধনী হ'তে পারত, কেননা হাল বলদও আছে আর তাদের কাজের লোকও আছে ; কিন্তু লোকের ভয়ে বেশী ধনী হয় না, শুধু ঘরের খরচের মতই ফসল ফলায়। অনেক মেয়েলোক নাকি ধনী লোকদের বেজায় হিংসা করে, বলে : এরা খুব ভাল খাচ্ছে পরছে, আমাদের নাই। তারপর নজর লাগায়, তখনই ধনী লোকদের জর হয়, গরীব হয়ে যায় আর মারা যায়। আর সেই ধরনের মেয়েলোক ধনী লোকের ঘরে দেব্‌তাও পুঁতে রাখে, তাতে তারা মারা যায়।

৩০। গ্রামে সহযোগিতা

A Tore Goporo rean.

পূর্ব্বে জরুরী সময়ে অভাবী লোক না হইলেও (সচ্ছল লোকও) পরস্পরকে সাহায্য করিত, আর আজকালও সৎলোকেরা পরস্পরকে সাহায্য ক'রছে। আগুন চাওয়া চাওয়ি করে, চুন তামাক দেওয়া নেওয়া হয়, কোদাল কুড়ুল, টাঙ্গি, বাসি, বাটালী, মুগুর, লাঙ্গল, মই, উদুখল, কুলা, ঢেঁকি ইত্যাদি দিয়ে নিয়ে কাজ চালায়। আর কারও গাড়ী না থাকিলে কিংবা কম থাকিলে, একদিনের জন্য গ্রামের লোক বিনা ভাড়ায় তাকে গাড়ী গরু দিবে, কিন্তু গরুর মালিকের কোন লোক গাড়ীর সঙ্গে গেলে, যে লোক চেয়েছে তাকে ভাত তরকারি লাগবে। আর ঘর তৈরী করার সময়, লাঙ্গলের সময়, ধান রোয়ার সময়, গাছি চালাবার সময় আর কাটবার সময়ও পরস্পরকে সাহায্য করে, আর যে সাহায্য চেয়েছে তাকে ভাত তরকারি লাগবে, আর কখনও কখনও হাঁড়িয়া দেয় খুশী ক'রবার জন্য। আর অসুখে-বিসুখে দেখাশুনা করে, শুয়ে পরস্পরকে সাহায্য করে, আর দরকার হ'লে পাতা, জল আনা, গোয়াল, উঠান ঝাঁট আর ধান কুটতেও সাহায্য করে, আর ঔষধ জানা লোক বিনা দামে ঔষধ দিবে। তারা ভাত পায়, আর রোগী ভাল হ'লে কবিরাজদের (পুরস্কার) খাতির সম্মান করে। বিদ্রোহের পর থেকে ততটা আর পরস্পর সাহায্য ক'রছে না। কতক লোকের যতই থাক না কেন, তারা এত কৃপণ যে, তারা মোটেই দিবে না, মোটেই সাহায্য ক'রবে না কিন্তু ঐরকম কিপ্টা লোকদের কেহ ভালবাসে না, আর তারা গর্ত্তে প'ড়লে (বিপদে পড়লে) কেও তাদের দিকে চায় না, বরং বলে, ঠাকুর ঐ লোকটিকে শাস্তি দিয়ে শোধ দিলেন।

ধান চাল, তেল নুন, টাকা কড়ি ইত্যাদিও বিনা সুদে লেন দেন হ'ত, কিন্তু বেশী দিনের জন্য না। বেশী দিনের জন্য নিলে,

আমরা তাকে ঋণ বলি, আর তখন সুদ লাগে। খাওয়া ধান হ'ল দেড়িয়া, বীজের ধান হ'লে ডবল, আর টাকায় সিকি সুদ লাগে।

৩১। এক সাথে কাজ

Gate Gate Kami

হড় হপনেরা (সাঁওতালেরা) পুরুষ আর স্ত্রী, একসঙ্গে কাজ ক'রতে বড় ভালবাসে। পুরুষেরা বনে কি পাহাড়ে গিয়ে লাঙ্গল, ঈস্, জোয়াল, রলা, কাঠ, খুঁটি, পাড়বাতা, "কোয়ালে" কাটবার জন্য যাবার সময় একসাথে যায়। একলা জঙ্গলে যাওয়া খুব ভয়ের, আর সঙ্গী হ'লে কাজেও তত ঝঞ্ঝাট হয় না। রাজা আর মহাজনদের কাছে যাবার সময়ও সাহায্য করে, আর ধান কাটবার সময় এক জায়গাতে খামার করে, তাতে রাত্রে একলা বোধ করে না, আর তাতে কাজও হাল্কা হয়। বাগাল ছেলেরা বেশীর ভাগই এক সাথে এক জায়গাতে ৩।৪ জন ক'রে (গরু) চরায়। পালা ক'রে গরু ছাগল চরায় (দেখে) আর বিপদের সময় পরস্পরকে সাহায্য করে। মেয়েরাও জল আনতে যাবার সময়, শাক আর পাতা তুলতে যাবার সময়, কি হাট বাজারে কেনাবেচা করতে যাবার সময় একসঙ্গে যায়।

৩২। আড্ডা গল্প করার

Ajarejon rean

গ্রামের লোক কাজ না করার সময় বেজায় আড্ডা দেয়। বেটাছেলেরা চুন দোক্তা চাইবার নামে ঘুরে, দোক্তাও খায়, আর ভাল মন্দ ইত্যাদিরও গল্প করে। সন্ধ্যা বেলা মাঝির কাছে জড়ো হয়, বাজি রাখে, হাসির লহর তুলে, ঠাট্টা তামাসা করে আর মনে আনন্দ পাবার জন্য হাজার রকম প্রাণ খুলে গল্প করে। মেয়েরাও আগুন চাইবার নাম করে আড্ডা দেয়, কিন্তু ওরা বেশী জলের ঘাটে (পুকুর ঘাটে) কাছারি বসায়। সেখানে সুখ দুঃখ আর গাঁয়ের অন্যান্য খবর বলাবলি করে। কিন্তু কতক মেয়ে পুরষদের মত শুধু বিনা দোষের (ভাল) কথা গল্প করে না, তাদের কথাগুলি বাজে, আর সেইজন্য সময় সময় অনেক গণ্ডগোল উঠে।

৩৩। সম্পর্ক পাতা

Sagai rean

হড় হপনের (সাঁওতালদের) সম্পর্ক আসলে দুই রকমের: জন্ম-সম্পর্ক, বিবাহ বন্ধন সম্পর্ক। কিন্তু তাহা ছাড়াও লোকেরা আসল সম্পর্ক বাদেও গ্রাম-সম্পর্ক পাতে। কতক লোক জন্ম-সম্পর্ক (বাপমায়ের) ধরে সম্পর্ক পাতে, আর কতক লোক বিবাহের সম্পর্ক ধরে সম্পর্ক পাতে আসল কুটুম্বিতা না থাকলেও। গ্রামের সম্পর্ক হচ্ছে শুধু ব্যবহারের জন্য আর খাতির সম্মানের জন্য। হড়েরা (সাঁওতালেরা) সম্পর্ক অনুসারে ডাকে (সম্বোধন করে)। কোন সম্পর্কে একজনকে "am" (আম্) বলা হয়, কোন সম্পর্কে এক-জনকে "aben" (আবেন্) বলে ডাকা হয় আর কতক সম্পর্কে এক জনকেই "আপে" বলা হয়।

বুড়ো আর বুড়ী, মাবাবা আর ছেলেরা, ভাইয়ে ভাইয়ে, জেঠা আর জেঠাইমা একদিক আর ভাইপো আর ভাইঝি আর এক দিক, খুড়তুতো, জেঠতুতো ভাই, পিসী আর পিসা একদিক, বোনের ভাইএর ছেলে, বোনের ভাইএর মেয়ে কি সম্বন্ধীর ছেলে, সম্বন্ধীর মেয়ে আর একদিক; পিসতুতো ভাই, মেসো মাসী একদিক আর ভাইপো ভাইঝি আর একদিক; মামা মামী একদিক আর ভাগ্না ভাগ্নী আর একদিক; মামা মামীর ভাই, মা মাসীর ভাই-বোনেরা, বৌদিদিরা, শালীরা, আর আজা নাতিরা, ওরা সকলেই "আম্" বলিয়া পরস্পরকে ডাকে (সম্বোধন করে)।

শ্বশুর আর শাশুড়ী একদিক, জামাই আর ছেলের বৌ একদিক; জেঠা শ্বশুর জেঠী শাশুড়ী একদিক, জামাই আর ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ আর একদিক; খুড় শ্বশুর আর খুড় শাশুড়ী একদিক, আর জামাই আর বৌ (বধূ) আর একদিক, পিস শ্বশুর পিস শাশুড়ী একদিক, জামাই আর বৌ আর একদিক; মামা শ্বশুর মামী শাশুড়ী একদিক, আর জামাই আর বৌ আর একদিক; ভাশুরেরা একদিক আর ছোট বোনের স্বামী কি ভাইএর স্ত্রী আর একদিক; স্বামীর বড় বোন একদিক আর ছোট বোনের স্বামী কি ছোট ভায়ের স্ত্রী আর একদিক। ওরা সকলে নিজেদের "আবেন্" বলে ডাকবে কথা বলবার সময়।

যার বিয়ে হয়েছে সেরকম লোকের দুই তরফের মাবাবা, তাদের ভাই-বোন শুদ্ধ, ওরা সকলে বেয়াই, আর তারা একজনকে ডাকলেও "আপে" বলেই সম্বোধন করে।

সম্পর্কে যে "আম" ব'লে ডাকবে, সে নিজের বেলায় ইঞ বলবে; যে "আবেন" ব'লে ডাকবে, সে নিজের বেলায় আলিঞ বলবে; আর যে "আপে" ব'লে ডাকবে, সে নিজের বেলায় আলে কি আবন কিংবা আবো বলবে।

একজনকে "আবেন" বললে তার স্ত্রী কি স্বামীকে সহ ধরে নেয়। আর একজনকে "আপে" বললে ঐ বিবাহিতদের ছেলেদের শুদ্ধ ধরা হয়। আর উত্তর দিবার সময় তারাও সেই রকম ধ'রে নেয় সেখানে না থাকলেও। ওটা খুব (বিনয়) সম্মানীয় ব্যবহার।

৩৪। ব্যবহার আর শ্রদ্ধা ভক্তির

Beohar ar mapanao rean

আমাদের যুবা বয়সে এক গ্রামে যারা ছিলাম সকালে উঠেই ছেলেপুলেরা মাবাবাকে প্রণাম ক'রত আর গ্রামের লোকেরাও

সকাল বেলা দেখা হওয়া মাত্র "জহার" ক'রত। আর আত্মীয়দের যারা কোন দিকে কুটুম্বিতা করতে যেত কি ফিরে আসতো তখনও "জোহার" ক'রত। আর পর্ব্ব দেখতে যাবার সময় গ্রামের ছেলে মেয়ে "মাঝি হাড়াম" আর "মাঝি বুড়ীকে" প্রণাম করে। ঘরের বুড়োবুড়ী ছেলে ছেলের বৌ, ছোট কি বড়দিগের মধ্যে একবার ঠিক চুমো খাবেই। যুবক-যুবতী (ছেলেমেয়ে) সব বুড়ো বুড়ীদের খুব সম্মান করে। তাঁরা যা শিক্ষা দিবেন সেটা মনোযোগের সঙ্গে শুনে। বুড়ো মানুষ আর বুড়ী মানুষের সঙ্গে হঠকারিতা করে না, তাদের সামনে খাটে পর্য্যন্ত বসে না, যুবক-যুবতীরা হাঁড়িয়া কি মদ খায় না, গোমাংস খাবার জায়গাতেও ছোকরারা যায় না। মেয়েলোকেরা পুরুষদের কথা খুব মানে, পুরুষের সামনে চুল ছাড়ে না (এলিয়ে দেয় না)। গ্রামের লোকেরা মাঝি, পারানিকদের খুব সম্মান করে, আর তারাও পাঁচজনের কথার বাইরে যায় না।

আজকাল যুগ খারাপ হয়ে গেছে। মেয়েরাও পুরুষদের মানে না, ছেলেরা বুড়ো বাপকে খাতির করে না, মায়ের সঙ্গে মেয়েরাও বেজায় হঠকারিতা ক'রছে (মিথ্যা কথা বলছে)। পরস্পরকে "জোহার"ও করে না, জানোয়ারের মতই একপাশ দিয়ে চলে যায়, যুবক-যুবতীরা বড় বেশী হাঁড়িয়া খাচ্ছে। বুড়ো লোকেরা এলেও উঠে না, মাবাবা কি বুড়ো মানুষেরা বকাবকি ক'রলে পাল্টা জবাব দেয় কিংবা রাগ ক'রে পালিয়ে যায়, আর অনেক তোষামোদ ক'রলে পর বাড়ী ফিরে আসে। মেয়ে আর ছেলেরাই এযুগে রাজা হয়েছে। কিছু কিছু লোক আজ পর্য্যন্তও ভাল আছে, কিন্তু বেশীর ভাগই খারাপ হ'য়ে গিয়েছে। মাঝিরাও "লেবড়া" হ'য়ে (নেশাটেশা ক'রে মাতাল হ'য়ে) বিচার করে, আর পাঁচজন মাঝির কথা শুনে না। বর্ত্তমান যুগে বেয়াইএ বেয়াইএও বিস্তর ঝগড়াঝাটি হচ্ছে; পূর্ব্বে ঝগড়াঝাটি ক'রত না, পরস্পরকে খুব মান্‌ত। পূর্ব্বপুরুষেরা বলেছিলেন, "বাহা লেকা দাকা, হাকো লেকা উতু, সেঙ্গেল লেকা পাউয়া, আর বালা লেকা পেড়া তাকারেম এর্ঃমেয়া" (ফুলের মত ভাত, মাছের মত তরকারি, আগুনের মত মদ আর বেয়াইএর মত কুটুম কোথায় পাবে ?)

৩৫। ভালবাসা

Hit Pirit rean

এক গ্রামে থাকলে আত্মীয় কুটুম্ব ত সকলেই, কিন্তু ভালবাসা সকলের সঙ্গে থাকে না। গ্রামে বহু লোকের ভাব (গলাগলি) আছে, আর কতক লোকের হেলমেলও আছে কিন্তু ভালবাসা শুধু একজনের সঙ্গেই, আর সত্যিকারের ভাব শুধু দুইজনের মধ্যেই থাকতে পারে, আর সেটা খুব গভীর ভাবে আছে। সত্যকারের বন্ধু লোক মারামারির সময় পরস্পরকে রক্ষা করতে প্রাণ পর্য্যন্ত দেয়। ভালবাসা আছে যাদের তারা প্রাণের সুখ দুঃখের কথা পরস্পরকে বলে, আর দরকারের সময় সব বিষয়ে সাহায্য করে। গ্রামের বুড়ো লোকদের মধ্যে গভীর ভালবাসা হয়। আর বুড়ীরাও। হিত পিরিতের (ভালবাসার) আসল সময় হল যৌবনেই।

রাখাল ছেলেরাই বেশী একসঙ্গে থাকে, আর সেই সময়ই বেশী ভালবাসা জন্মে। সঙ্গীদের মধ্যে যাদের বেশী মনের মিল হয়, তাদেরই বন্ধুত্ব হয়, এক জায়গাতেই থাকে, বাঁশী বাজায়, পাখী ময়ূর আর খরগোশ ইত্যাদি মারে, গান গায়, পালা ক'রে গরু ছাগল দেখে, আর বিপদে সাহায্য করে। এক পাতাতে ভাত খায়, আর পাখী ইত্যাদি মারলে ভাগ ক'রে খায়। খরগোশ মারলে পর যে মারে তাকে মাদাল (কোমর থেকে পেছনের দুটো ঠ্যাং আর মাথা) দেয়।

যৌবনে ভালবাসা হয়েছে যে লোকের তারা বুড়ো হ'লেও পরস্পরকে ভুলে না, আজীবন বন্ধু থাকে। দূর দেশে গিয়ে হারিয়ে যাবার পরে পুনরায় দেখা হ'লে খুব আনন্দ হয়, পরস্পরকে চুম্বন করে।

মেয়েলোকদেরও ঐরূপ "হিত পিরিত" হয় আর সেটা জীবন ভোর থাকে। বেটাছেলেদের "সতাসং"এর বদলে মেয়েলোকদের "কারামডা"র হয় (পরস্পরকে করম ডাল বলে)। দুইজন মেয়ের মনের খুব মিল হ'লে, করম পরবের সময় ডালের দুটি পাতা তুলে পরস্পরের মাথায় গুজে দেয়, আর সব পাঁচজনাকে প্রণাম করে। পরে পাঁচজনকে হাঁড়িয়া মাড়িয়া দেয়। তারা পরস্পরকে নাম ধ'রে ডাকে না, "কারামডার" ব'লে ডাকাডাকি হয়। ছেলে আর মেয়েতে বিয়ে না হ'লে ভালবাসা (বন্ধুও) করে না।

আজকাল আগেকার "হিত পিরিত" (ভালবাসা) হারিয়ে যাচ্ছে, লোকের মনই খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। লোকে বেশী নিজের সুখটাই দেখছে, অন্য লোকের যাই হোল না কেন।

৩৬। গ্রামের লোকের এক জোটের কথা

A to renko reak' mit' sat rean

হড় হপনেরা (সাঁওতালেরা) নিজের গাঁয়ের সম্মানে সম্মান মনে করে, আর তাদের গ্রামের দুর্নামে দুনাম মনে করে; সেইজন্য অন্য গ্রামের লোকের সহিত গ্রামের কারও ঝগড়া হ'লে, গ্রাম শুদ্ধ লোক তার পক্ষে দাঁড়ায়। আর নিজেদের গ্রামের কোন বেআব্রুর কথা শুনলে নিজেদের মাঝির কাছে নালিশ করে, তারপর সেরকম লোককে ধ'রে গ্রামের মাঝিকে পর্য্যন্ত বলে: এই যে কথা আমাদের কাছে বলেছ প্রমাণ কর, তা না হ'লে তোমাদের ছাড়ছি না। প্রমাণ ক'রতে না পারলে জরিমানা করে। কোন কিছুতে দেশের লোকের সহিত সভায় মিললে পাহাড়ের মত নিজেদিগকে উঁচু মনে করে, গাঁয়ের সম্মানে গর্ব্ব করে, মূর্খ থাকা স্বত্বেও।

৩৭। অহঙ্কারের

Badai rean

জ্ঞানী লোকেরা বড়াই করে না, শুধু বোকা লোকেরা বেঙের মত ফোলে; সেই রকম লোককে সকলেই ঘৃণা করে। যারা গরীব ছিল আর একটু ধনী হয়েছে কি ছোটখাট জমিদারী ক'রে নিয়েছে, সেই রকম লোকেরই চট্ ক'রে অহঙ্কার বাড়ে। লোকে বলে: চাকরাণী মাঝির গিন্নী হ'লে আর চাকর যদি "পারগানা" হয় বারটি গাড়ীতেও তাদের গরব নড়বে না। ও সব দেখা আছে। দু'এক জন গোড়েৎ লোক দেশে মাঝি আর পরগনাইতি ছাড়িয়ে নিয়েছে, তারা বড় ফোঁড়ার মত ফুলে উঠে, তাদের মধ্যে কতক লোক মাতালের একশেষ, আর তাদের মেয়েছেলেরাও গরীব দুঃখীদের হেনস্থা (ঘৃণা) বিদ্রূপ করে।

কতক কতক মেয়ে নিজেকে সুন্দরী দেখতে মনে করে "লাং তিতি" (এক রকম সুন্দর পাখী) বলে সাবাস হচ্ছে, পেঁচার মত দেখতে হ'লেও মেচকা মিচকি হয়।

৩৮। রাগ বাড়ান কথা

Cigari rean

হড় হপনেরা (সাঁওতালেরা) লাগান বাজান কথা সহ্য করে না, ভীষণ তাদের গায়ে লাগে, আর ভয়ানক রেগে যায়। বরং সামনা-সামনি গালাগালি কথা সহ্য করে। "চিগারী" কথা আলকুশীর মত জ্বালা করে। বেটাছেলেরা বেশী "চিগারীয়া" নয়। মেয়েরা যা তা বলে লোকের মনে ব্যথা দিবার জন্য, ওরা ভয়ানক গা জ্বালা কথা বলে; ধিক্কার দেওয়া করাবে। মেয়েদের "চিগারীর" (গা-জ্বালার কথার) জন্য বহু ঝগড়ার সৃষ্টি হচ্ছে। আর তার জন্য পৃথকও হ'য়ে যাচ্ছে, ছাড়াছাড়িও হ'য়ে যাচ্ছে।

৩৯। রাগ আর অভিমানের

Rangaok ar usadok rean

(রাঙ্গাওঃ আর উসাদঃক রেয়ান)

দেকো আর তুডুবাদের মত সাঁওতালেরা শীঘ্র রাগ করে না, তবুও (মনে) খুব ব্যথা পেলে রাগ করে থাকে। পুরুষেরাই বেশী রাগ করে, আর সেই সময় মারবার জন্য রুখে; মেয়েরা অভিমান করে, বেজায় "পকপকো আর লটলটো" হ'য়ে যায় (মুখ ভার ক'রে অভিমানে ফুলতে থাকে)। সেই সময় কোন কিছু জিজ্ঞাসা ক'রলে "ফেল্ ফেলিয়ে" উঠে (ফোঁস ফোঁস ক'রে উঠে), কোন কিছু জিজ্ঞাসা ক'রলে বিচ্ছুটি গায়ে ঘষে দেবার মত গর্জ্জে দিবে। বুড়ী মানুষেরাও ঐ রকমের, আর যুবতীরাও। বেটাছেলের রাগ অল্পেই প'ড়ে যায়, কিন্তু মেয়েদের অভিমান অনেক সাধাসাধি ক'রলে তবে যায়, সেই জন্য ওরা বিনা "ঘুঁড়াতে" (বলদ লাঙ্গলে জুড়িবার পূর্ব্বে যে ভারী কাঠ তাহার কাঁধে দিয়া অভ্যস্ত করা হয় তাহাকে "ঘুঁড়া" বলে) বাগ মানে।

৪০। ঝাঁঝিয়ে উঠা আর খেঁকিয়ে উঠা

Cor Cotanar etran' reak'

কতক কতক বেটাছেলে চটে গিয়ে রাগ সামলাতে পারে না, সেইজন্য লোকে তাদের কোন কিছু বললে ঝাঁঝিয়ে উঠে, কিন্তু মেয়েলোকেরা অভিমান রাগ ক'রে থাকলে ভাল কথা বললেও তোমাকে খেঁকিয়ে উঠবে। বেটাছেলের ঝাঁঝিয়ে উঠা বাঁশ ঠুটির মত ঠিক্‌রে পড়ে, কিন্তু মেয়েদের খেঁকিয়ে উঠা ফলাযুক্ত তীরের দ্বারা পিঠ বিঁধে এফোঁড় ওফোঁড় করার মত।

৪১। ফুসলান্

Indit rean

পূর্ব্বে আমাদের সমাজ অনেক ভাল ছিল, আর লোকেরা ধর্ম্মকেও ভয় ক'রত, সেইজন্য বেটাছেলেরা পরের স্ত্রীর দিকে নজর দিত না। পরের স্ত্রীকে ফুসলাইলে, মেয়ের স্বামীরা কেটে ফেলত, সেইজন্য ফুসলানর ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আজকাল শাস্তিও নাই, কাটাকাটিও ছেড়ে দিয়েছে, আর লোকেরা বিস্তর চরিত্রহীন হচ্ছে; সেইজন্য লোকের মান সম্মানও নাই, পুরুষ আর মেয়েতে ফুসলা-ফুসলি হচ্ছে, ঘরে সুখ নাই। আজকাল অকারণেই ফুসলিয়ে যাচ্ছে, তার বেশীর ভাগই মেয়েলোক। বেটাছেলে একটি মেয়ে কি বিবাহিতা মেয়ের দিকে তাকান মাত্র তাদের ঘরের লোক সন্দেহ করে, সেই কারণে অনেক ঝগড়ার সৃষ্টি হচ্ছে, আর সেইজন্য মারামারিও বিস্তর ক'রছে। স্ত্রীর জ্বালায় অনেক ভাল লোকও রাগে ছোট্‌কী এনেছে (দ্বিতীয় বিয়ে করেছে)।

৪২। হিংসার কথা

"Hiska rean"

পূর্ব্ব থেকেই সাঁওতালরা পরস্পরকে হিংসা ক'রে এসেছে, আজকাল বড্ড বেশী হচ্ছে। বেটাছেলেরা বেশী হিংসা করে না, বিশেষ ক'রে যৌবনে কোন মেয়ে তার কাছে না রাজী হ'য়ে অন্য ছেলেকে বিয়ে ক'রতে চায় তখন হিংসুটে হয়। মেয়েরা আরও ভীষণ হিংসা করে। তাদের চেয়ে বেশী ধনী যাকে দেখবে, তাদের হিংসা ক'রবে; যারা ফুসলাবার (স্বামীকে) চেষ্টা ক'রবে, তাদের হিংসা করে; তাদের চেয়ে সুন্দর দেখতে হ'লেও, তাদের হিংসা ক'রবে; যে পুরুষ তাকে রাখতে চাইবে না, তাদের হিংসা করে, আর হিংসার জন্য ডাইনী শিখিয়া তাদের খায়, কি ওদের না খেলেও যে মেয়েদের রাখতে চায় তাদের খায়, তার জায়ে জায়ে হিংসা

"মুরহুৎ" পোকা খাওয়ার মত খেয়ে ঠুঁটো ক'রে দেয়। আমাদের অর্দ্ধেক পরস্পর নালিশ আর জরিমানা হিংসা থেকেই বাহির হচ্ছে। কিন্তু সেই মেয়েরা শুধু হিংসা তো নয়, যায়, আর নিজেদের স্বামী আর আত্মীয় স্বজনদেরও ব'লে রাগিয়ে দেয়, আগুনের মত, তারপর সমস্ত গ্রাম গোলমাল হয়ে যায়।

৪৩। ক্রূরতা আর বৈরিতা সাধনের

Kurud ar bairi sadhao rean

হড় হপনেরা (সাঁওতালেরা) ক্রূরতা রাখে না, বরং রাগ করে আর নিস্‌পিস্ করে, ওরকম রাগ তো বেশী দিন থাকে না।

ক্রূর লোক নিজের ভিতরের রাগ বাইরে প্রকাশ করে না, বরং তোমার সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা ব'লবে তবুও তোমাকে না মারা পর্য্যন্ত ছাড়ছে না। মেয়েরা বেশী রকম ক্রূর, তুঁষের আগুনের মত ধিকিধিকি জলতে থাকে তাদের মন, আর বৈরিতা সাধন ক'রলে পরে, তবে প্রাণে শান্তি পায়। সাপের মত রাত্রে ছোবল মারে, জান্‌তে পারবে না যতক্ষণ না বিষ লাগছে।

৪৪। কেনাবেচার

Kirin akrin rean

পুরাকালে টাকা ছিল না, আর কেনাবেচাও ছিল না। সমস্ত দরকারী জিনিস উৎপন্ন ক'রত আর তৈরী ক'রত। ভাতের জন্য "ইড়ি, গুদলু, লায়ো, এরবা", কদো, জনার, বজরা আর ধান ছিল, আর তরকারির জন্য কুরথি, অড়র, বরবটি, "সুতরি", "আলপালুয়া", শাক্, মুরগী, শুয়ার, ছাগল, খরগোশ, ময়ুর, হরিণ, পাখী ইত্যাদি ছিল। আর নুন মাটি থেকে নুন তৈরী ক'রত। মাটি চেঁছে আনে, হাঁড়িতে গুলে জল ছেঁকে নেয়, জলকে জাল দেয়, তারপর জল মরে গিয়ে নুন হয়। ভীষণ ক্ষার ব'লে কাপড়ে পোঁটলা করে আর গরম ছাইয়ের মধ্যে পুঁতে রাখে, তারপর মিঠা নুন হোল। শীতের সময় তৈরী ক'রে রাখতেছিল। নানা রকম বনের ফলের তেল যাঁতা দিয়ে বার ক'রত (তৈরী ক'রত)। কাপড়ও নিজেরা বুনিত। টুডু লোকেরা লোহা লক্কড়ের জিনিস তৈরী ক'রত, আর কুলা, ঝুড়ি, মাটির জিনিস ইত্যাদি নিজেরাই তৈরী ক'রে নিচ্ছিল। পূর্ব্বে আমাদের সোনা ছিল কি না জানি না, কিন্তু পুরাতন দেশে সোনাকে "সামানম" বলে। পরে বাঙ্গে লোকরা কেনাবেচার কারবার ক'রছিল বিনিময়ে, আর টাকা পয়সা চলন হবার পর থেকে টাকাতে কেনাবেচা করছি। পূর্ব্বে সকলেই বিনিময় করিতেছিল, কেউ বা ছাগলের বদলে কাড়া আর কেউ বা শুয়োরে ছাগল ইত্যাদি।

আজকাল লোকে বেজায় কুঁড়ে আর কুঁড়েনী হয়েছে, তেল পর্য্যন্ত পেড়ায় না, নুনও তৈরী করে না, কাপড়ও ভাল বুনে না, সবই কিন্‌ছে ; সেইজন্য "হড় হপনেরা" গরীব হয়ে যাচ্ছি, আর মহাজনদের কাছে দেনা করছি (দেন হচ্ছি)।

৪৫। ঋণ নেয়ার

Rin dhar rean

পূর্ব্বকালে কেউ মহাজনদের কাছে ঋণ ধার ক'রতে ছিল না, আর মহাজনেরাও ছিল না। শিকার দেশে প্রথম মহাজনেরা আমাদের পাইল। সেখানে সাঁওতালদের প্রথম মহাজন নান্দুরাতে ছিল। তখন থেকে আজ পর্য্যন্ত তাদের হাতেই আছি, আর শকুনের মত আমাদের ছিঁড়ে খাচ্ছে। শোধ ক'রতে ক'রতে রিক্ত হয়ে যাচ্ছি, তবুও ঋণ শেষ হচ্ছে না। প্রবাদ আছে: "ঘরে পাই ঢুকলে আর বেরোয় না"; "দেকো সাউ মারে হাড়গার, রহড় জাং ইঁক আজা" (দেকো মহাজন বুড়ো ছুঁড়োর, শুকনা হাড়ও চিবায়)। সত্যি ওদের জালায় শিকার থেকেও পালিয়ে গেলাম। আগে এত বেধরমী ক'রে সুদ নিচ্ছিল না ; শুধু ধান কিংবা টাকার সওয়াই নিত, কিন্তু দিনকে দিন জুলুম আরম্ভ ক'রল। তিন চার টাকা ঋণের জন্য শুধু শুধু জোড়কে জোড়ই (গরু) তাড়িয়ে নিয়ে যাবে, আর বারণ ক'রলে মারতে উঠবে।

কিন্তু আমাদেরও দোষ আছে। না বুঝে সুঝে লোকে মহাজনের হাতে ধরা দেয়, সেটা শোধ ক'রতে পারবে কি না ভেবে দেখে না, আর পরিশোধ ক'রবার জিনিস থাকলেও শোধ ক'রবে না, তাতে সুদের উপর সুদ বাড়তে থাকে ; তখন মহাজন এসে ঝাঁটপাট দিয়ে সব নিয়ে চলে যায়। আর আজকাল অনেক লোক ফাঁকি দিয়ে সাউ মহাজনদের হকও ডুবিয়ে দিচ্ছে।

৪৬। আমোদ প্রমোদ

Has ar raska rean

দুঃখ আর ভাবনা ভুলবার জন্য আমোদ প্রমোদ আছে : নাচ, গান, নাগরা, মাদল বাজান, বাঁশী আর শিঙ্গা বাজান, একতারা বাজান, ঠাকুরমার গল্প আর হেঁয়ালি, জঙ্গল শিকার, মাছ ধরা আর হাঁড়িয়া খাওয়া। ঠাট্টা তামাসা কথাতেও আনন্দ জমে, কিন্তু সে সব লোকশিক্ষার জন্য, সে সব বেশীর ভাগই কাজ কামের সাথে বলি।

৪৭। গান আর নাচ

Seren ar enec

বহু রকম নাচ আমাদের আছে, আর নাচ পিছু গান আছে। নাচ আর গানের সঙ্গে নাগরা আর মাদল বাজাই আর বাঁশী বাজাই। আমাদের নাচ আর গানের নাম হচ্ছে এই : লাগড়েঁ, দং, গুলাউড়ি, ডাহার, বাহা, rinja (রিঞ্জা), ভিন্‌সার, ঝিকা, হুমটি, গুঞ্জার, সহরায়, লবয় আর ডুঙ্গেড়। গান বিনা নাচ হ'ল, "পাকদন"

নাচ, "ডম্" নাচ আর "লাউড়িয়া" নাচ ; আর নাচ বিহীন গান হ'ল, "বির সেরেঞ", "বাপ্লা বিস্তি সেরেন" (বিবাহের সময়ের গান), গম্ সেরেঞ (ঠাকুরমার গান), ধান লাগাবার গান, আর মৃত্যুর গান। শিঙ্গা "বাহা" পর্ব্বে আর শিকারের সময় নাচ বাদে বাজাই, সাহসের জন্য। সব গানের সঙ্গেই কেঁদরী (একতারা) বাজাই। বাঁশী ফাঁপা বাঁশের তৈরী করি,—নাম হচ্ছে "bar langa mat" শিঙ্গা মহিষের শিং আর শম্বরের শিং-এর তৈরী করি, আর "ভাঁউটিয়া" হরিণের শিংএরও। একতারা হ'ল কাঠের লউয়ের তৈরী ক'রে, আর তাতে তাঁতের একটি দড়ি লাগায়, তারপর (ছোট) ধনুকে ঘোড়ার লেজের চুল বেঁধে বাজায়। কেঁদরীর ধনুকের ছিলায় চুলে "সালগা" আঠা লাগায়, তবেই শব্দ বেরোয় (বাজে)। "টামাক" হচ্ছে লোহার খোল তৈরী করে, আর কাড়া চামড়ায় ছাওয়া হয়, "তুমদাঃ" হ'ল মাটির খোল তৈরী করে, আর ছাগল ইত্যাদির চামড়ায় ছায়।

লাগড়ে, গুলুয়ারী, আর হুমটি সব সময়েই নাচে ; বাহা নাচ শুধু বাহার সময় ; সহরায়ে, মাতওয়ার আর গুঞ্জার নাচ সহরাত্র (কার্ত্তিক মাসে কালী পূজার সময়) পরবে নাচে ; রিঞ্জা আর ভিনসার করমের সময় নাচে ; দং বিয়ে আর নপ্তার সময় নাচে ; ডাহার গ্রীষ্মের সময় নাচে, মেয়েরাই শুধু ; ঝিকা নপ্তার সময় নাচে ; "ডম" নাচ বিয়ের সময় ; আর "পাকদন" আর "লাউড়িয়া" সোহরায় আর সাক্‌রাতে (পৌষ সংক্রান্তিতে) নাচে, শুধু পুরুষেরাই ; লবয় "দাঁসায়" (দুর্গাপূজার সময়) পরবে নাচে ; আর "ডুঙ্গেড়" শিকারের রাত্রির আড্ডায় নাচে। ধান লাগান গান ক্ষেতে ধান লাগাবার সময় গান করে, বিনা নাচে ;"গম" গান গরমের সময় সন্ধ্যাবেলা গায়, ব'সে ব'সে ; আব "বির সেরেঞ" যুবক-যুবতী নদীনালার আড়ালে গান গায় আর "সহরায়এ" (কালী পূজার সময়) পরোক্ষে। "মরনা" গান শ্রাদ্ধের সময় গায়। তাকে রাঃক' (কাঁদা) গান ও বলে।

"পাক" নাচ, "লাউড়িয়া আর ডাহার" নাচ বাদে সব নাচেই ছেলে মেয়ে এক সঙ্গে নাচে। নাচের সময় মেয়েরা হাতে হাতে ধরাধরি হয় আর পুরুষেরা হাত না ধরে মেয়েদের সামনে মুহামুহি নাচে। কতক ছোকরা "টামাক" (নাগরা) বাজাবার সঙ্গে নিজেরা একলাই নাচে ; কতক ছোকরা মাদল বাজাতে বাজাতে নাগরা বাজান লোকদের সঙ্গে নাচে। কতক ছোকরা বাঁশী বাজাতে বাজাতে নাচে, আর কতক ছোকরা শুধু নাচে আর মেয়েদের সঙ্গে গান করে।

যুবক-যুবতীরা নাচে খুব আনন্দ পায়, সারা রাত ধ'রে নাচে, আর দিনের বেলা কাজ করে। তবুও আনন্দের জন্য ক্লান্তি বোধ করে না। বুড়ো বুড়ীরা যুবক-যুবতীদের নাচতে বারণ করে না, বরং দেখতে যায়, আর ঘুম পাইলে, ঘরে ফিরবার সময় ছেলে-মেয়েদের বলে যায় : নাও এখন বন্ধ কর তা না হ'লে কাল কাজের সময় ঘুম পাবে। ছেলেমেয়েরা জবাব দেয় : আচ্ছা আমরা বন্ধ ক'রবো'খন। তবুও ক্লান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নাচেই। নাচের সময় জগমাঝিও থাকে না, শুধু ছেলেমেয়েরাই শেষ পর্য্যন্ত। মুরগী ডাক (ভোর) পর্য্যন্ত নেচে একটু ঘুমিয়ে নেয়।

বুড়ো বুড়ীরা লাগড়ে বেশী নাচে না, শুধু কখনও কখনও একটুখানি ; কিন্তু নপ্তার সময়, "বাহার" সময় আর করমের সময় নাচে। যারা "ঝিকা" জানে, তারা সেটা আরম্ভ করে, আর সেটা আস্তে আস্তে নাচে আর গান গায়।

৪৮। হাঁড়িয়া খাওয়া

Handi n'u

(হাণ্ডি ঞু')

বুড়ো মানুষের আসল আনন্দ হ'ল হাঁড়িয়া খাওয়ার। খেয়ে বেশ একটু নেশা হ'লে পর, হাজার রকম আরম্ভ করে—পুরান দেশের কথা, রাজা মহাজনদের, নাচের, গানের, অন্যান্য কথা, তারপর হেঁসে লুটোপুটি খায়, তারা বড় আরাম বোধ করে। নেশা লেগে গেলে শুয়ে পড়ে, এখানেই আনন্দ শেষ হ'ল। বুড়ী লোকেরাও বিস্তর খায়। আগে বুড়ীরা বেশী হাঁড়িয়া খেত না আর ছেলেমেয়েরা তো (যুবক-যুবতীরা তো) একেবারেই না। আজকাল লজ্জার কথা সকলেই খাচ্ছে। পুর্ব্বে বাটিতে কেউ খেত না, পাতার থলাতে ; আজকাল বাটিকে বাটি টালছে, তবুও তৃপ্ত হয় না। আগে শুঁড়ীর হাঁড়িয়া খেত না, কেবল কখনও কখনও মদ খেত। আজকাল অনেক লোক শুঁড়ীর হাঁড়িয়া খেয়ে গরীব হচ্ছে। পয়সা না থাকলে ধান চাল নিয়ে যায়, তার জন্য ঘরে ভাত থাকে না ; তবুও ঘরে ফিরে এসে ভাত না ক'রে দিলে, ঘরের লোককে বেজায় গালাগালি দেয় আর মারে। ঘরের লোক বেচারী কোথায় পাবে যে রাঁধবে ? ধান চাল যদি তাদের না থাকে, ধার ক'রে খাবে ; তখন মাঘ মাসে শুঁড়ী এসে জোর জুলুম ক'রে তাদের ধানের পুড়া ইত্যাদি গাড়ী ক'রে নিয়ে যায়। সেরকম লোকের ছেলেমেয়েরা খাওয়া দাওয়া কি কাপড়ের জন্য ভীষণ কষ্টে দিন কাটায়। বন থেকে শাক ইত্যাদি এনে সিদ্ধ ক'রে খায়। পুর্ব্বে চার কি ছয় কি বেশী হ'লে আট "ফুড়ুঃ'ক" (পাতার ঠোঙ্গা) খেত। সেই জন্য শক্তি কমেছিল না, খুব জোয়ান ছিল। আজকাল খেয়ে খেয়ে (নেশা ক'রে) আর শরীরের বাঁধন শক্ত হবার আগেই বিয়ে ক'রছে বলেই রোগা শক্তিহীন হচ্ছে—ওরকম চালচলনে শক্তি থাকবে কেন ?

৪৯। গ্রাম কাহিনী

Gam Kahini

(ঠাকুরমার ঝুলি)

"গ্রাম" কাহিনী আর হেঁয়ালিতে লোকে খুব আনন্দ পায়। সন্ধ্যা বেলা বুড়োরা ওসব শেখায়। বৌয়েরা সন্ধ্যা বেলাতে ভাত তরকারি রান্না করে, থালা থালী তৈরী করে আর বুড়োবুড়ীরা ছেলে-মেয়েদের "গম কাহিনী" আর হেঁয়ালি বলে আনন্দ দিবার জন্য। কোন লোক গম কাহিনী বেশী জানলে, গ্রামের ছেলেমেয়েরাও জড়ো হয় তার কাছে। আর খামারে শীতের সময় জাগালি শোবার সময় যুবকেরা ঐসব অনেক শিখে। কোন কোন লোক এত জানে যে, কাহিনী ব'লে সকাল ক'রে দেয়, তবুও তাদের শেষ হয় না, আর শ্রোতারাও বিরক্ত হয় না, আর সে সময় নাচের নামও ভুলে যায়, শুনে আনন্দে মগ্ন হ'য়ে থাকে। মেয়েছেলে বেটাছেলেরা অনেক হেঁয়ালি শিখে ; আর সেকথা দিন রাত্রি পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করে। বেটাছেলেরা বেশী গম আর কাহিনী শিখে, মেয়েরা শিখলেও বুড়ী হ'লে পর লোকের সামনে বলবার সাহস পায়। কাহিনী বেশী রকম শেয়ালের সম্বন্ধে আছে। "গম" হল রাজ রাজাদের আর অন্যান্য বিষয়ের আছে আর হেঁয়ালি হাজার বিষয়ের। কোন হেঁয়ালি আরম্ভ করার সময় বলে "কুদুম কুড়িং কুড়িং" তারপর হেঁয়ালিতে নাম বলবে।

৫০। ভেংকসাও

Bheksao

এক রকম আনন্দ আমাদের আছে, সেটা হ'ল "ভেংকসাও" হাস্যকৌতুক নাচ। কেবল ফাজিল লোক ঐ নাচ নাচে। সেটা দেখে লোকে ভীষণ হাসে। সেই নাচে লোকের দোষ নাচের ভিতর দিয়ে তুলে ধরে (দেখায়) : বরকনের অভিমান, বরকনের শ্বশুর-বাড়ী যাওয়া, বিধবা মেয়েলোকের মিথ্যা কান্না, হাঁটবার, ভাত খাওয়ার, কাজের, স্বামী স্ত্রীর, ইত্যাদি বিষয়ের। মেয়েদের সম্বন্ধে "ভেসাও" ক'রতে হ'লে মেয়েদের মত কাপড় পরে ওদের মত গলার স্বর বার ক'রে মেয়েদের মত কথা বলবে, আর লোকে পেট ফাটিয়ে হাঁসবে।

৫১। মাছ ধরা

Hako Sap

(হাকো সাপ)

মাছ ধরা কাজও আনন্দের। মাছ ধরে বড় জমিতে, বাঁধে আর নদীতে। যে গ্রামের সীমানার মধ্যে মাছ ধরার জায়গা আছে, সে গ্রামের মাঝি ঢেওরা দিবে (ঢাউর বুলাবে অর্থাৎ একটি গাছের ডাল নিয়ে বলতে বলতে ঘুরবে সকলকে জানিয়ে)। অমুক দিন দুপুর বেলা জড় হবো ধারে পাশের লোক। ঠাকুরের ঠেকা থাকলে পুজা দেয় তারপর জাল দিয়ে ধরে। কতক লোক হাতেও ধরে, ভীষণ গোলমাল তুলে, বেজায় আনন্দিত হয়। আর ধরা হ'য়ে গেলে পর, জাল প্রতি কিছু কিছু মাছ তোলা তুলে, আর বড় মাছ হ'লে টুকরো করে। তারপর প্রতি জালের অর্দ্ধেক বড় মাছ তুলে। আর ঐগুলি সব গ্রামের লোকেরা পাবে। তিন ভাগে ভাগ ক'রবে, একভাগ বিলের কি বাঁধের মালিককে দিবে আর দুই ভাগ গ্রামের লোকেরা ভাগ ক'রে নিবে। নদীতে হ'লে, তার কাছের মাঝি পাবে এক ভাগ, আর দোসীমানায় হ'লে, দুই গ্রামের মাঝি এক ভাগের সমান ভাগাভাগি অর্দ্ধেক ক'রে পাবে, আর বাকি দুই ভাগ দুই গ্রামের পাঁচজনা পাবে। আমাদের এক রকম মাছ ধরা আছে, তাকে "হাকোরংপ" বলে। জঙ্গল থেকে নানা রকমের গাছগাছড়া এনে থেঁতো করি আর জলে ফেলে দিই। তারপর মাছ সব মেতে যায়, আর কতক মরে গিয়ে ভেসে উঠে। তারপর সহজেই ধরা পড়ে। বিষের নাম হচ্ছে "কিতার" মূল, "চোরচো" ফল, "জীওঁতি" ঘাস, আশ্রা ছাল, "সাকড়ি" ফল, ছাল আর লট ফল ইত্যাদি। তাকে হাড় বলি। আমাদের প্রত্যেক দিনের মাছ ধরা হচ্ছে দুই তিন জন একসাথে জুটে নালাতে কি ক্ষেতের ডোবাতে জল ছেঁচে শুকনো ক'রে ধরি। বর্ষার সময়ে "টরডাং" তৈরী ক'রে রাত্রে খালে কিংবা ক্ষেতে বসিয়ে দিই। মাছ পড়ে আর সকাল বেলা ঝেড়ে নিয়ে আসি।

৫২। শিকারের

Sendra rean

(সেন্দ্রা রেয়ান্)

আমাদের পুরুষদের বড় আনন্দ হচ্ছে শিকার। বহু যুগ থেকে শিকার ক'রে আসছি, আর যত বড় বিপদেই পড়ি না কেন তবুও শিকার ক'রতে ছাড়ব না। আর যদি কেহ না যায় তাহ'লে মেয়ে বলে বিদ্রূপ করি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বহু সিংহ ভালুকের সঙ্গে লড়াই করেছিল। কখনও বাঘ ভালুক জিতেছে আর কখনও মানুষ ; আর আজ পর্য্যন্ত সেই রকমই আমাদের আছে।

পূর্ব্বকালে শিকারের জন্য ডাল গ্রামে গ্রামে পাঠাতো, কিন্তু শিকার থেকে পাতার (পাতা পরবের) সময় বার্ত্তা (সংবাদ) পাঠাই। গ্রামে যে রকম "নায়কে" আর "কুডাম নায়কে" আছে, সেই রকম শিকারের জন্যও পুরোহিত আছে। এক দেশের জন্য এক "দিহরী" (পুজারী) সে পাতার (পাতা পরবের) সময় ডাল নিয়ে ঘুরবে, আর দেশের লোক তাকে জিজ্ঞাসা ক'রবে : কিসের চারওয়াঃ তোমার বাবা? তারপর "বনের" নাম ব'লে দিবে, অমুক বন অমুক জায়গায় একত্র হব, রাত্রের আস্তানাও ব'লে দিবে। ঘরে গিয়ে আমরা

বেটাছেলে পরস্পরকে বলাবলি করি, যে অমুক দিনে ফালনা বন কি পাহাড় শিকার হবে। তারপর গ্রামের লোকেরা নিজেদের শিকারের যন্ত্রপাতি যোগাড় করে, ধনুকে ছিলা পরায়, ফলা আর ঠুটি শরে পরায়, ফলাতে শান্ দিয়ে ছুঁচাল করে, টাঙ্গি ইত্যাদি শান্ দিয়ে ধার দিয়ে বেঁট পরায়, বল্লম লাঠিতে পরায় আর তরওয়াল ঘষে ঝক ঝক করে।

মেয়েদের মহুলের মোয়া তৈরী ক'রতে বলে খাবার জন্য আর চাল সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য কুটতে বলে। মাঝিকে "মাওলা" চাল পাঁচ পাই লাগবে, আর মহুয়া এক পোঁটলা। ওটা পাঁচজনে খাবে, কি কোন গরীব লোকের না থাকলে, ঐ গুলি দেয়। শিকারের নামে "নায়কে" পাঁচটি মুরগী বলি দিবে।

ধার্য্য দিন এলে, ভোরে দু একজন লোক একটি ফাঁকাতে প্রথমে বেরিয়ে যাবে গ্রাম শুদ্ধ বেটাছেলেদের জড়ো করবার জন্য; নাগরা, বাঁশী আর শিঙ্গাও সঙ্গে নিয়ে যায়, তারপর গ্রামের সমস্ত লোক না বের হওয়া পর্য্যন্ত নাগরা বাজাবে "ডুবু ডুবু", বাঁশী বাজাবে "শড়ং শড়ং" আর শিঙ্গা বাজাবে তুতু তুতু, আর বিস্তর "বীর সেরেঞ" করে ঞহড় ঞহড়। সমস্ত লোক জড়ো হইলে খুব জোরে হাঁক দেয়, তারপর "ডুপুডুপ" (যেখানে সকলে আসিয়া একত্র হয় শিকারে প্রবেশের আগে) জায়গাতে যায়। সেখানে দুপুরের ভাত রান্না করে। এক এক ক'রে দেশের লোক এসে জমা হয়, আর দিহরী (পূজারী) ভোর থেকে সেখানে আছে। দেশের লোক আসবার আগে "দিহরী" গুনে দেখে ভাল মন্দের। কোন দিকের দোষ পাইলে, দেশ জমা হইবার পর ঐ তরফের লোকদের তলব করে। তারপর জিজ্ঞাসা করে: অমুক এলাকার কোন কোন গ্রামের লোক এসেছ? তারপর এক এক ক'রে গ্রামের নাম ব'লে দিবে। অতঃপর প্রত্যেক গ্রামের তেল দেখবে। কোন গ্রাম ধরতে পারলে, বাঘে খাবে ব'লে ওদের জানিয়ে দেয়। তাদের বলবে: নাও জুতজাত কর; তা না হ'লে ফিরে যাও। তারা জবাব দিবে: বাবা, তুমিই ঠিক ঠাক ক'রে দাও।

তারপর "দিহরী" বাঘে খাবে এমন লোকদের বাছবে। ওদের নামে বেড়া কাটবে (আঁকবে) একটি মুরগী বলি দিয়ে। তখন মন্ত্র বলে: জহার তবে সেব্ মারেণ সিঞ বঙ্গা, যাটি লেকাম আটেঃত আকানা, কিয়া লেকাম হারুপ্ আকানা, চার খুঁট চার পিরথিমিম্ ডাবাও আকাদা, তবে অকয় রাপ্তি এরা হেমে এরা অলসিৎ আটেৎ সিৎ আকাৎ আয়ে, অকয়ে বাচা আকাৎ বন্দ আকাৎআ, উনিরেন গে সিরা হপন কুলে জমে মা। আর নোকো বাচা আকাৎ বন্দ আকাৎকো হড় দ ইঞাং বিরখন দো আয়ুর অডাং সোতোঃ ওডোং গৎকাকোমে, বাপু ঠাকুর তিঞ দ। (আকাশের সূর্য্য দেবকে নমস্কার, "জাটির" মত [ডালার মত] মেলে রয়েছে, কেয়ার মত ঢেকে রয়েছ, পৃথিবীর চতুর্দ্দিক ভ'রে আছ, তবে যে বিধবা মেয়ে লিখেছে, বেড় দিয়েছে, যে বাক্য করেছে, বন্দী করেছে তারই বড় ছেলে বাঘে যেন ধরে। আর এই যে বাক্য দেওয়া বন্দী করা লোকদের আমার জঙ্গল থেকে সঙ্গে ক'রে হাতে ধ'রে বাইরে নিয়ে যান বাবা ঠাকুর আমার)।

তারপর "দিহরী" পাঁচটি মুরগী বলি দিবে, একটি মুরগী "দিহরী ঠাকুর" আর চারটি মুরগী জঙ্গলের দেবতাদের পূজা দিবে। তারপর (জাংএ) কাটা ফুটাবে, নিজের রক্ত চাউলে ফেলবে, আর সে চাউলে জঙ্গলের দেবতাদের পুজা করবে। তারপর ঐ মুরগীগুলিকে খিচুড়ি রাঁধবে। যতগুলি গ্রামের মুরগী এসেছে তত জায়গায় খিচুড়ি ভাগ ক'রবে, ঐ যে পাঁচটি মুরগী পুজা করেছে তাদের। আর বাকী মুরগীগুলি যে জঙ্গলে দেবতা আছে (বাঠা আছে), সে সব জায়গাতে দিহরী কতক পুজা ক'রবে দেশের লোকদের দাঁড় করিয়ে। যেখানে বাঠা আছে (ঠাকুর আছে) সেখানে "দিহরী" পুজা না দেওয়া পর্য্যন্ত দেশকে পেরিয়ে যেতে দিবে না। তারপর সকলের ভাত খাওয়া হ'লে পর দিহরী কোথায় জল পাওয়া যাবে তার সংবাদ দিবে। কিন্তু নিজে রক্ত না পড়া পর্য্যন্ত (কিছু না মারা পড়া পর্য্যন্ত) খাবে না, দেশের লোক কোন জানোয়ারের তীর মেরে রক্তপাত ক'রলে তবে সে খেতে পাবে। দিহরীকে পুজার সময় "পাতাংগেত" (এক প্রকার লতা) দড়ি দিয়ে বাঁধবে, আর পাতার টুপিতে মাথা থেকে চোখ পর্য্যন্ত ঢেকে রাখবে। দেশের লোক "দিহরীকে" এইরূপ করিবে, যেন কোন জানোয়ার দেখতে না পায় আর ছুটে না পালায়। "দিহরী" পুজা শেষ ক'রে মাটিতে গড়িয়ে প'ড়বে। তারপর দুএকজন তাকে চেপে ধরবে, আর কতক লোক টাঙ্গি দিয়ে পাতা সহ কাটবে (নাম মাত্র)। তখন বলে: "ফাড়িয়া, ফাড়িয়া" (ফড়িয়ারে ফড়িয়ারে) মারাং সালে গুর আকানা (মস্ত বড় হরিণ মারা পড়েছে)! তারপর কাঁদবে (চিল্লাবে)। যেখানে যেখানে পুজা ক'রবে, সেখানেই "দিহরীকে" ঐরকম ক'রবে। সেইরূপ পুজা ক'রেও দেশের লোককে বাঘ ভালুকে খেলে, ভীষণ গালাগালি করে; তাকে টাঙ্গি, লাঠি ইত্যাদি দেখায়, আর বলে: কেটে ফেল রে, লাথি মার রে, দেশের লোককে খাওয়া করাবে ব'লে টেনে নিয়ে এসেছে। তখন "দিহরী" শুকনো হয়ে গেল, কি ব'লবে বেচারা?

পুজার পর খাওয়া-দাওয়া ক'রে দিহরীর পরিচালনা মতে ফৌজ জঙ্গলে ঢুকে। কতক লোক নাগরা না নিয়ে চুপি চুপি এগিয়ে যায় ওৎপেতে ব'সে থাকবার জন্য, আর কতক লোক জঙ্গলে শেষ পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে শিকার ক'রে যায়, তারপর জঙ্গলের শেষে ওৎপেতে থাকে। যেন দেশের ফৌজ পৌছাবার সময় অন্য জঙ্গলে কি মাঠে জানোয়ারেরা ছুটে পালাতে না পারে। ফৌজ জঙ্গলে ঢুকে সারি

বেঁধে জঙ্গল ঝেড়ে নিয়ে যায়, দুই দিকে শেষে লাগরা রাখে একটি ক'রে আর মাঝে মাঝে কাছাকাছি রাখে। ধমসাওয়ালারা ঘন ঘন ডুবু ডুবু বাজিয়ে যায়, আর ফৌজরা লক্ষ্য ক'রতে ক'রতে যেয়ে থাকে।

খরগোশ, ময়ূর আর অন্যান্য পাখী যে কেহ বিঁধিলে জানোয়ারের নাম ধ'রে গোল করে। জানোয়ার মারলে, ফড়িয়া "সেরম" দেশের লোক ছাড়িয়ে নেয় (কেটে নেয়)। বড় জানোয়ার হ'লে সামনের ঠ্যাং ফড়িয়া ছাড়ায় আর "সেরম" (ঘাড়ের কাছের মাংস) কাটে। সেখানে উপস্থিত লোক "ফাড়ি সেরম" (একটি ঠ্যাং সহ পাঁজরা ৫টি) মাংস ভাগ ক'রে নেয়, আর "সেরম" মাংস চার আঙুল মাপে কেটে "দিহরীকে" দেয়। খরগোশ, ময়ূর আর পাখীদের কেবল একটি করে ঠ্যাং ছাড়িয়ে নেয়, কিন্তু সামনের পা, তাদের "দিহরী" কিছু পায় না।

কোন লোক হরিণ বিঁধলে, সেখানে ঐ হরিণের পায়ের চিহ্ন পাতার উপর পাথর দিয়ে চাপা দিবে আর গোলমাল ক'রতে ক'রতে পায়ের দাগ ধ'রে খুঁজতে খুঁজতে যাবে হরিণ না মরা পর্য্যন্ত। হরিণ মেরে সেখানকার লোক "ফাড়ি সেরম" ছাড়াবে খোঁজ খবর নিয়ে। যে ঠ্যাংএ তীরের চিহ্ন থাকবে সে ঠ্যাং ছাড়াবে না। কেউ শুধু জানোয়ারকে বিঁধলে, আর সেই জানোয়ার অন্য লোকে বিঁধে মারলে, বিঁধে যে মেরেছে সেই লোক "টোটা ফাড়ি" পাবে, আর প্রথম যে বিঁধেছে সে হরিণটি পাবে। তখনও দেশের লোক "ফাড়ি সেরম" পাবে (একটি ঠ্যাং পাঁচটি পাঁজরা সহ)। বাঘ কি ভালুক লোকে দেখতে পেলে ব'লে জানিয়ে দেয়, আর কাউকে পেরিয়ে যাবার সময় কামড়ালে কাছের বাজনাওয়ালা তিনবার "ঘুড়ি" (ঘণ্টা) পিটবে; তখন ডাইনে বাঁয়ের দেশ জানতে পারবে যে বিপদ হয়েছে, সেইজন্য কাছাকাছির লোক চলে আসে। কামড়ান লোককে ঔষধ লাগিয়ে দেয়। তারপর শিকার ক'রতে ক'রতে যায়। কখনও কখনও ভালুক পেয়ে বেশী লোকের জন্য বিঁধতে না পারলে, উঠে এসে গর্জ্জন ক'রতে ক'রতে লোকের মাঝখান দিয়ে ছুটে পালিয়ে যায়। ভালুককে মারতে গেলে কখনও কখনও লাঠি ছাড়িয়ে নেয়। বাঘে মানুষ ধরলে সবচেয়ে বেশী ভাই আর "সতাসং" বন্ধু প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে পরস্পরকে বাঁচায়, হয় শুধু লোকটিকে ছাড়াবে, না হয় সকলকেই খাবে। আজকালকার দিনে লোকে ভীষণ ভীতু হয়েছে, বাঘ বাঘ শুনা মাত্র পরনের কাপড় তুলে দৌড়ে পালায়।

সন্ধ্যা হ'লে জঙ্গল থেকে বেড়িয়ে গিপিটিচ্ (শুইবার আস্তানা) জায়গাতে যায়। জমা হ'য়ে এক এক গ্রামের লোক মহুলের মোয়া কি ছাতু এক জায়গায় এনে জমা করে, আর সেটা ভাগ ক'রে সকলে খায়। সে সম্বন্ধে আমাদের একটি গল্প আছে। পুরাকালে, যেমন, একটি লোক লোয়ার (ডুমুরের) মোয়া নিয়ে গেছল, তার খাবার ছিল না ব'লে। "গিপটিচ্" জায়গায় গ্রামের লোক সেটা দেখে তারটা মিশাইল না, বলিল কি এনেছ, তুমি তোমার খেয়ে নাও। তারপর বেচারা সেটা খেয়েই র'য়ে গেল। পরদিন একটি মুরুম (হরিণ) বিঁধিল। তারপর গ্রাম না ক'রে লোয়াবাড়ী "হারি" করল। "মুরুম" মারা পড়ল। গ্রামের লোক এল, বলিল: আমাদের হরিণ রে! অমুক লোক মেরেছে। তখন দেশের লোক ঐ গরীব লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল: কেন এরকম "হারি" ক'রলে (চিৎকার ক'রলে)? সেই সময় দেশের সামনে নিজের দুঃখ বলিল যে কাল সন্ধ্যা বেলায় লাঠে (মোয়া) ভাগাভাগির সময় আমাকে আলাদা করেছে। সে সব শুনে দেশের লোক তাদের ভীষণ গালাগালি দিল, তারপর গ্রামের লোকেরা দোষ স্বীকার ক'রল। দেশের লোক মিলে তাদের জরিমানা ক'রল। সেই সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত ওরকম করছি না।

সেই "লাঠে" খেয়ে ভাত তরকারির (যোগাড় করে) আরম্ভ করে। ডেরার আগুন জঙ্গলে আগুন লাগার মত দেখায়। এত ফৌজ জমা হয়েছে। ভাত রান্না ক'রবার যারা রান্না করে আর কতক লোক খরগোশ, ময়ূর ইত্যাদি ছাড়ায়, নাড়ী ভুঁড়ি ঠ্যাং ইত্যাদি তরকারি করে, যারা হরিণের সব ঐ রকমই (গোটাই) থাকে। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর "দিহরী" জমা হবার জন্য সকলকে ডাকে। তারপর প্রত্যেক গ্রামের পাঁচ ছয় জন বিচারের সভায় আসে আর কিছু লোক বাঁশী বাজায় আর "বীরসেরেঞ" করে (প্রেম সম্বন্ধীয় গান গায়)। বেজায় লম্পট কথা বলে, আর কতক লোক ঘুমায়। "দিহরী" গ্রামের ছোকরাদের নিয়ে (প্রত্যেক) ডেরায় ডেরায় দাঁসায় (ভিক্ষা) ক'রতে বাহির হয়, আর ডেরার লোক এক আঁজলা ক'রে চাল দেয়, আর তারা নানা রকম রঙ্ তামাসা করে, আর লোকদের হাসায়।

"দিহরী" হ'ল শিকার সভার "মাঝি" আর দেশস্থ লোক হ'ল তার "রায়ত" (প্রজা)। "ফুলহি ডুডুপ (বিচার সভা) যেখানে বসে, সেখানে ফৌজ জমা হয় আর চারিদিক ঘিরে তাকে মাঝখানে রাখবে, চাঁদের সভার মত। মুখিয়া মুখিয়া লোক তার পাশে বসে। তারপর "দিহরী" দেশের লোককে জিজ্ঞাসা করবে: ও বাবা দেশের লোক, কার কি ভুক দুঃখ নালিশ ঝগড়া থাকলে বলুন। সকলে ভাল আছি তো? তারপর দেশের লোক জবাব দিবে: দেহে প্রাণে সকলেই ভাল আছি আপনার আশীর্ব্বাদে। তারপর "দিহরী" বলিবে: ঠাকুরের আশীর্ব্বাদে ভালই থাক।

তারপর "দিহরী"র কাছে নিজেদের দুঃখ বলে এক এক করে। একজন বলবে: ফালনা ফালনা গ্রামের সহিত খরগোশ নিয়ে ঝগড়া হয়েছে। তারপর "দিহরী" তাদের জিজ্ঞাসা ক'রবে: কি রকম?

তারপর সেই লোকটি ব'লবে: আমি লাঠি ছুঁড়ে মেরে ফেলে ছিলাম। একজন ব'লবে: আমার কুকুর ধরেছিল। তারপর "দিহরী" তাদের জিজ্ঞাসা ক'রবে: তোমাদের সাক্ষী আছে? তখন তারা জবাব দেয়: আছে, অমুক অমুক গ্রামের। তারপর "দিহরী" সাক্ষীদের ডাকবে; তলব ক'রে একে একে দুই পক্ষের সাক্ষীদের জিজ্ঞাসা ক'রবে। আগে যার প্রমাণ হবে, সেই পাবে। দেশস্থ লোক "দিহরীকে" বিচারে সাহায্য ক'রবে, কিন্তু হুকুম (রায়) "দিহরী" দিবে। তাদের সাক্ষী না থাকলে, কি সাক্ষীরা মিথ্যা ব'লে গোল-মাল ক'রলে, "দিহরী" পরের দিন সকাল বেলা সূর্য্য উঠবার সময় দুই বাদী আসামীর তীর গাড়বে। সেই তীর দুটাতে সিন্দূর দিবে, আর ঘটি জল হাতে নিয়ে দাঁড়াবে, আর বলবে: ও বাবা স্বর্গের ঠাকুর, আপনার দোহায়ে বিচার ক'রলাম, তারা মানিল না। আপনি স্বর্গ জুড়ে আছেন, ঠাকুর বাবা, আমরাও পৃথিবী জুড়ে ব'সে বিচার ক'রলাম, এ বিচার রইল না ব'লে আমরা সব দেশের লোক নির্দ্দোষ আছি। এখন তবে এদের সম্বন্ধে আপনিই জানেন, আপনিই তাদের বিচার করুন। তখন দেশের লোক ঐ বাদী আসামীদের বলবে: এস "সিঞ বঙ্গাকে" পুজা ক'রে তোমাদের এই তীর কুড়িয়ে লাও, আমরা সমস্ত লোক এলাকা ছাড়া (দায়ী নয়)। এস এক এক ক'রে তুলে নাও। আমাদের ভয় করিও না। ঠাকুরকে ভয় কর। তারপর তীর যে তুলে তাকে দিয়ে বলায়: সত্য ঠাকুর, বেধরম যদি ব'লে থাকি, এই শিকারের বনে সিংহ যেন আমাকে খায়, আর বেধরম যদি না ব'লে থাকি, সুস্থ শরীরে ঘরে ফিরে যাব। ঐ অন্য লোকেরও সাহস থাকলে ঐরূপ করিবে, আর তা না হ'লে পিছিয়ে যাবে। তারপর "দিহরী" সেই ঘটি জল ঐ তীর পোতা জায়গায় ঢেলে দিবে। ঢেলে প্রণাম ক'রে বলবে: ওগো ঠাকুর, আপনিই এদের ভাল মন্দ বিচার করুন। তারপর সেদিন শিকারে দুই জনেই প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকিলে, এক জায়গাতেই তাদের থাকা করাবে (থাকিতে বলিবে)। মাঝ জঙ্গলে সিংহ বের হবে গর্জ্জন ক'রে, তারপর একেবারে তাদের কাছে ছুটে আসবে, আর সত্য বলা লোককে প্রথমে ঝাপটাবে, কিছু ক'রবে না; তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে বেধরমীকে মেরে ফেলবে, এটা আমরা বহুলোক চোখে দেখেছি। সিংহের হাত থেকে যদি বাঁচে, সত্যই সে অন্য বিপদে মারা যাবে।

শিকারের রাত্রে বিচার আসবে। অন্যান্য জানোয়ার নিয়ে ঝগড়া এক এক ক'রে "দিহরী" আর দেশ মিলে মীমাংসা করে, সাক্ষী থাকলে। আর তা না হ'লে পরদিন সকালে ঝগড়াটে লোকদের প্রতিজ্ঞা করায়, ঐ যে রকম বলিলাম। মারা জানোয়ার নিয়ে ঝগড়া মীমাংসা ক'রে "দিহরী" ব'লবে: কি বাবা, দেশের দশ কোন কিছু তোমাদের আরও ঝগড়া থাকলে বল। তারপর এক একজন তাদের দুঃখ বলে। একজন ব'লবে: আমাকে গ্রামের লোক আর মাঝি শুধু শুধু জরিমানা করেছে; কি পরগনাইত, কি পাঁচ মাঝিতে জমির, কি বরকনের বে-হক্ বিচার করেছে; কি আমাকে বিনা দোষে ডাইন করেছে; কি আমি এই সেই কারণে অমুক লোকদের জল ঘটি বন্ধ ক'রে রেখেছি; কি বিনা দোষে গ্রামের লোক আমার দুয়ার বন্ধ করেছে। হাজার রকম নালিশ করে। কি জানেন "সেন্দ্রা কুলহি দুড়ুপ" হ'ল আমাদের হাইকোর্ট; সেখানে পরগনাইত, দেশ মাঝি আর মুখিয়ারা কাকেও দাবড়াতে পারে না। দেশের লোক, ছোট বড় সকলে বিচার করে, আর সেখানে সেই লেভ্ রা (ঘুষখোর) মোটা লোকেরা জড়সড় হয়ে থাকে, কোন কিছু বে-হক ক'রে থাকলে, কতক লেব্ ড়া (মাতাল খারাপ) লোক সেখানে সঙ্গে যায় না লজ্জায় কিংবা ভয়ে। না গিয়ে থাকলে পরের দিন দেশের লোক ঝুঁটিতে ধ'রে নিয়ে যায়, আর না শুনলে, দেশের লোক পরের দিন দলে দলে যাবে তাদের বাড়ীতে, আর তাদের বে-হকের প্রমাণ পাইলে জরিমানা করে। শিকার-বিচারে খুব ধরম বিচার করে, বে-হক হ'তে দেয় না। গ্রামে পরগনাইত আর মাঝিরা নিরীহ দেখে গালাগাল দিয়ে আমাদের দাবড়িয়ে রাখে; কিন্তু "ল-বিরে" (শিকারের বিচারে) দমিয়ে রাখতে পারে না, তখন লেজ গুটায় "পচরা" ভীতু কুকুরের লেজের মত। সেইজন্য আমরা শুনি গরীবদের অনেক ভরসা আছে "ল বির" বিচারে। বিচার ক'রতে ক'রতে, দুঙ্গেড় নাচ্ তে নাচ্ তে, "বির" (প্রেমের) গান গাইতে গাইতে আর বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে সকাল করে। তারপর সকলের ভাত রাঁধে, খায়, তারপর "দিহরী" বাকী মুরগী সব পুজা করে। তারপর পুনরায় বনে ঢুকে ফিরতি শিকার করে, দুপুর কি বৈকালে শিকার শেষ ক'রে বাহির হয়। তারপর নিজের নিজের গ্রামে চলিয়া যায় শিকার ক'রতে ক'রতে।

আগে একবার বেরিয়েই পাঁচদিন পর্য্যন্ত শিকার ক'রত, কিন্তু আজকাল অত জঙ্গল নাই। পূর্ব্বে কোন গ্রামের ভিতর দিয়ে শিকারীরা গেলে, সে গ্রামের মেয়েরা তাদের পা ধুইয়ে দিত, আর শিকারীরা তাদের চাঁপা ফুল দিত, আর পরস্পর জোহার করত। তারপর গ্রামের লোক মহুলের মোয়া আর জল দিত শিকারীদের খেতে। বর্ত্তমানে ওটা আমাদের হারিয়ে গেছে।

শিকারীরা ঘরে ফিরে এলে নিজের নিজের ঘরের লোক তাদের পা ধুইয়ে দেয়, আর প্রণাম করে, মৃত্যু থেকে বেঁচে এসেছে ব'লে। প্রবাদ আছে: মেয়ের বিপদ হ'ল ছেলে হবার সময়, আর পুরুষের বিপদ হ'ল শিকারে; ওটা পেরিয়ে গেলে পর, অনেক কাল দেখবে। পা ধুইবার পর ভাত দেয়। খাইল। তারপর জলের দিকে (পুকুরে) শিকারীরা যায়, সেখানে জমা হয়, জমা হ'য়ে মারা জানোয়ার-গুলিকে কাটাকাটি করে। হরিণ যে বিঁধেছে (মেরেছে) তাকে "মাদাল" দেয়, আর মাথার এক টুকরা (অর্দ্ধেক), গিলার একফালি

(অর্দ্ধেক) আর মেটিয়ার (কলিজার) অর্দ্ধেক একফালি দেয়। নায়কেকে "ভুণ্ডা" মাংস আর মেটিয়া এক টুকরা দেয় পুজা করবার জন্য।

মাঝিকে যে বিঁধেছে তার মাদাল থেকে "ডোণ্ডে" (মান্য স্বরূপ মাংস) কেটে দেয় একটি জাং (হাঁটুর উপর দিকটা)। তার মধ্যে জাংএর গোড়াটা পাবে মাঝি, তার নিচটা পাবে পারানিক আর শেষ দিকটা পাবে গোডেৎ। নাগরা যে বাজায় তার জন্য সে আলাদা ভাগ পায়। বাকী মাংস শিকারীরা সমান ভাবে ভাগ ক'রে নেয়, আর যারা শিকারে যায় নাই তাদের জন্য আলাদা কিছু মাংস রাখবে, আর সেটা ঘরে ঘরে ভাগ ক'রে দেয়। সেই ভাগকে "চাপো জোড়ো" বলে। খরগোশ ময়ূরে "নায়কের" পাওনাও নাই, মাঝির পাওনাও নাই, আর চাপো জোড়ো পাওনাও নাই, সেগুলি শুধু যে বিঁধেছে (মেরেছে) সে আর মাদাল পায়। আর বাকী মাংস শিকারীরা ভাগ ক'রে নেয়। যারা বয়ে নিয়ে আসে তারা "পটা" (ভুঁড়ি) পায়, হরিণের কি খরগোশের। তাকে "কুক'টুম পটা" বলে। পাখী জাতের শিকারী "কুণ্ডি"টি পায় (বড় পাকাশয়)।

নায়কে সেই পুজার মাংস শুকনো পাতায় পুড়িয়ে "মঁড়েঁকো-তুরুইকো", "পারগানা হারাম", "মাঝি হারাম", আর "মারাং বুরুদের" পুজা করে, পুজা করার পর মাংসটা খেয়ে নেয়।

মাঝিকে পাঁচ পাই "মাণ্ডলা" চাল পাওনা দিতে হবে, সেটা শিকারীরা মাথার মাংস সহ খিচুড়ি রেঁধে খাবে। তারপর তারা তাদের ভাগ নিয়ে ঘরে চলে আসে। যে বিঁধেছে তার মান্দাল আর মাঝির ডোণ্ডে ব'য়ে নিয়ে আসে। ডোণ্ডে মাঝির ঘরে রাখে আর মান্দাল হরিণ যে মেরেছে তার ঘরে। ব'য়ে যারা নিয়ে আসে তারা হাঁড়িয়া আর ভাত পায় দুই জায়গাতেই। বিঁধেছে যে তার বাড়ীতে মান্দাল থেকে "কাণ্ডা" মাংস লাসের দিক থেকে কেটে নেয়। ওটা যে বিঁধেছে তার বোনেরা পায়। সেটা তারা যত দূরেই থাকুক, যে বিঁধেছে সে পৌছে দিবে, আর তারা তাকে হাঁড়িয়া ভাত খাওয়াবে, আর তাতে খুব খাতির সম্মান মনে করে।

মাথা আর মেটের ভাগ যে মেরেছে, খিচুড়ি রেঁধে নিজের ঘরের মৃত পুর্ব্বপুরুষদের পূজা দেয়।

৫৩। গান ইত্যাদি বাঁধা

Seren eman teak jok'rao

(সেরেঞ এমান্ তেয়া জড়াও)

উপমা অলঙ্কার কথা দিনে দিনে বেঁধেছে সময়ে সময়ে। সেটাকে দেখা জিনিস ধরে জুড়েছে। একজন হঠাৎ এটা কি ওটা ব'লে ফেললে, লোকে ঠিক সেটা মিলেছে বুঝতে পেরে সেটাও বলে, তার-পর ছড়িয়ে গেল। "কাহিনী আর গম" আজকাল আর বাঁধছে না, শুধু পুরানগুলিই শিক্ষার উপর শিক্ষা দিয়ে চলেছে। হেঁয়ালিও আমাদের শুধু পুরান আছে। "ভেসাও" কেউ শিখতে পারে না, জন্মগত গুণে "ভেসাও" (হাস্যকৌতুক) পারে লোকের দোষ দেখাবার জন্য। গান প্রায় পুরানই বটে, তবুও দুএকটা বেঁধে আনছে। বেটাছেলেরো "রিঞা মাতওয়ায়" আর বিয়ের গান তৈরী করেছে, আর মেয়েরা "বির সেরেঞ", "সোহরাএ" গান, "লাঁগড়ে" গান আর "দং" গান বেশী বেঁধে আসছে। "বির সেরেঞ" বেশীর ভাগ "ছাড়ুই" মেয়েরা জুড়ে, আর যুবতীদের শিক্ষা করে শাক তোলা আর পাতা তোলার সময়। ছোকরারা তাদের কাছে শিখছে। "বির সেরেঞ"-এর মধ্যেও দুএকটা ভালও আছে, না হ'লে শুধু অশ্লীল রকমের। সেইজন্য গ্রামে কি ঘরে গায় না, আর গাইলে লোকে গালাগালি দেয়। বুড়ী মানুষেরা "বীর সেরেঞ" গায় না, কিন্তু রঙ্ চঙ্গিয়া আধাবয়সী মেয়েরাও যুবতীদের সঙ্গে বনে গান ক'রে থাকে। ভাল লোকেদেরও ঐসব গান শুনে মন খারাপ হচ্ছে আর ফুসলিয়ে যাচ্ছে। সেই সব দেখেশুনে যুবকযুবতীরাও কাজ কর্ম্ম ঢিলা দিচ্ছে, দুএকজন লোক; আর বিয়ে ক'রে সেরকম লোক ঘর বাঁধতে পারছে না, ছাড়াছাড়ি হ'য়ে যায়।

৫৪। দোষ আর শাস্তি

Ghat Ar Sajai

(ঘাট আর সাজাই)

সভার কথা

Baise rean (বাইসিরেয়ান্)

আমাদের তিন রকমের বৈঠক আছে: "আতো" অর্থাৎ মাঝি বৈঠক; "বাহরে" অর্থাৎ পরগনা বৈঠক; আর "সেন্দ্রা" অর্থাৎ দেশের বৈঠক। গ্রামের বৈঠকে মাঝি হ'ল মুখিয়া, "বাহরে" বৈঠকে পরগনাইতই হ'ল মুখিয়া, "সেন্দ্রা" বৈঠকে "দিহরী" হ'ল মুখিয়া। মাঝি বৈঠকে গ্রামের লোক মাঝিকে বিচারে সাহায্য ক'রবে। পরগনা বৈঠকে পরগনাইতের নিচে যে সব মুখিয়া আছে আর ধারে পাশের লোকেরা বিচারে সাহায্য ক'রবে। শিকারের বৈঠকে দেশ শুদ্ধ লোক "দিহরীকে" বিচারে সাহায্য করে। মাঝি হ'ল একটি গ্রামের উপরে, পরগনা হ'ল অনেক গ্রামের উপরে, সঠিক কিছু নাই, বাড়াবাড়তি গ্রাম তাদের নাই, কারও কারও অনেক, কেউ কেউ কম গ্রামের উপরে, "ল-বির" বৈঠকে তো দেশের লোক সারা দেশের উপরেই আছে। আমাদের দেশ মাঝি আছে, তারা পরগনাইতদের সহকারী, মাঝির বিচারের পর পরগনাইতের কাছে আপিল করি আর পরগনাইতের বিচারের পর "ল-বির"-এ শিকারের বৈঠকে লোকে আপিল করে। দেশের লোকের বিচারের আপিল নাই।

পরগনা পাওনা হচ্ছে এই, তার অধীনের গ্রামপিছু একটাকা,

এক পাই ঘি আর এক পণ জনার পাবে ফি বছরে। দেশ মাঝি সেই সব গ্রামে আট আনা, আধ পাই ঘি আর দশ গণ্ডা জনার পাবে ফি বছরে। পরগনাতের পাওনা তার মাঝিরা তার কাছে দাখিল করার সময় সে তাদের ভোজ দেয় আর দেশ মাঝিও সেইরূপ ক'রে দেয়। আজকাল কতক কতক মাঝি পরগনাইতদের টাকাও দিচ্ছে না, আর যে মাঝিরা দেয় পরগনাইতরা তাদেরও ভোজ দেয় না, সবই খেয়ে হজম ক'রে দেয়, সাহেব লোকেরা সাঁওতালদের দেশ অধিকার করার পর থেকে। ওরা আসার পর পরগনাইত আর মাঝিরা লোভী হয়ে গেছে; যারা বাড়তি টাকা দিতে পারে, তাদেরই বিচার করে, আর তাদেরই সাহায্য করে হাকিমের দুয়ারে, আর টাকা নাই গরীব দুঃখীদের পুঁছেও না, শুধু শুধু গালাগালি দেয় আর ডিস্‌মিস্ করিয়ে দেয়।

দেশের লোকেরাও ভাল হচ্ছে না। গ্রামের মাঝির কাছেও বলে না, পরগনার কাছেও নালিশ করে না, দেশের লোকের কাছেও কাঁদে না। লজ্জার কথা স্বামী স্ত্রীর ঝগড়াও ঐ বোকা লোকেরা একেবারে সাহেবের কাছে নিয়ে যায়; আর ঐ ফন্দিবাজ উকিল বাবুরা বিস্তর টাকা ঠকিয়ে নিচ্ছে, পরস্পরকে জেল খাটাচ্ছে, পরস্পরের রাগ রয়ে যাচ্ছে, তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি; পূর্ব্বপুরুষদের বিচার লঙ্ঘন করেছে ব'লে ঐটি হচ্ছে ওদের শাস্তি। বড় দোষ হাকিমদের কাছে বিস্তর নিয়ে যায়, কিন্তু যে সব পূর্ব্বে আমরাই মীমাংসা ক'রে এসেছি, সেগুলি হাকিমদের কাছে কেন নিয়ে যাবে?

৫৫। সাক্ষীর কথা

Goha rean

(গোহা রেয়ান্)

আদি থেকে সে দিন পর্য্যন্ত সাঁওতালেরা মিছা কথা জানতাম না, চোখে দেখাই ব'লে আসছিলাম; শত্রুরও কি ভাই ভায়াদিরও। সাহেব লোক আসার পর আমাদের দুএকজন লোকের ফাঁসি হ'য়েছে সত্য কথা বলার জন্য, তাদের অপরাধের সাক্ষী ছিল না, মিথ্যা ক'রে না ব'ললে ছাড়া পাইত বোধ হয়। আমাদের বৈঠকে সাক্ষীদের এক এক ক'রে আন্‌তাম না, সামনা সামনি একেবারে সমস্ত সাক্ষীকে রাখতাম্। তবুও মিথ্যা ব'লে ছিল না। আজকাল দেকোদের কাছে ফন্দিবাজি কথা শিখে ওদের মত এক বাটি হাঁড়িয়াতে প্রাণ আর মান বিক্রি করছে; আর হাকিমেরা আমাদের ভাষা জানে না ব'লে সত্য মিথ্যা ঠিক ক'রতে পারছে না, কেবল ঐ ফন্দিবাজ বাবুদের কথায় ভুলছে। সেইজন্য ন্যায্য বিচার আমাদের হচ্ছে না। হাকিমদের সস্তা হলপ্ কে বা ভয় ক'রছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মত যদি প্রতিজ্ঞা করিয়ে দিবিা করাত, প্রাণ ভয়ে ধুক ধুক ক'রত, আর মিথ্যাও ব'লত না; দুএকজন হাকিম সাঁওতালিতে ছোট ছোট হলপ্ দেকো লোকদের দ্বারা লিখেছে কিন্তু সে হলপে আমরা শুধু হাসি, কি জানেন সেই কথা যে হলপ করে তার পক্ষেই বলা হচ্ছে। এই রকম ভাবে হলপ করায়: "ধরম ধরম রড়মে, এড়েঞ্চ লাইলেখান কুল বজায় জম্‌মেয়া" (ধরম ধরম বল, মিথ্যা বললে তোমাকে সিংহে খাবে)! তাতে সাক্ষীরা কেনই বা ভয় পাবে!

৫৬। অপরাধ (দোষ) কয়প্রকারের

Ghat Tin Lekanak'

(ঘাট তিন লেকানাঃ)

বড় দোষের মধ্যে: মানুষ বলি, বসন্তে লোক মারা যাওয়া, পরস্ত্রী ফুসলান, জোর জুলুম ক'রে জাতে আনা, আর জোর জুলুম ক'রে সিন্দূর দেওয়া। তার শাস্তি ছিল আমাদের মৃত্যু। "ওঙ্গাগারা" ছেলে চুরি ক'রে কি রাস্তায় মানুষ ধ'রে বলি দেয়। সেই সময় পাইলে বিনাবিচারে মেরে ফেলত, আর তার কোন "রাএ দোহায়" (বিচার) ছিল না। শিকারের সময় অসাবধানতার জন্য কোন লোক কাউকে বিঁধে মারলে পাঁচজনে বিচার ক'রে তাকে পাল্টে শোধ মারতে ছিল। সেই সময় বিঁধে মারা লোক যেখানে ছিল, যে বিঁধে মেরেছে তাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখবে আর যে বিঁধে মেরেছে সে যেখানে ছিল সেখানে বিঁধে মারা লোকের একজন ওয়ারিসকে দাঁড় করাবে। সেখান থেকে এক তীরে যে বিঁধে মেরেছে তাকে মারতে পারল তো ভাল, না হ'লে সে বেঁচে গেল। আর জানোয়ারের গায়ে তীর লেগে পেরিয়ে গিয়ে মরলে, সেই রকম কোন একটি জানোয়ারকে দাঁড় করাবে আর জানোয়ারের আড়ালে যে বিঁধে মেরেছে তাকে দাঁড় করাবে, যতদূরে জানোয়ারের কাছ থেকে মরা লোকটি ছিল। দাঁড় করান জানোয়ারকে বিঁধে তীর পেরিয়ে গিয়ে মারতে পারল তো ভাল, তা না হ'লে রেহাই পেল।

যার স্ত্রীকে ফুসলিয়ে নিয়ে গেছে সে যেখানেই তাদের খুঁজে পাবে সেখানেই বিনাবিচারে মেরে ফেলবে, বনের হরিণের মত। তার ওয়ারিসরা খুঁজতে সাহায্য ক'রবে, কিন্তু নিজেই মারবে। আজকাল মারে না, কিন্তু যে ফুসলায় তাকে পাঁচ টাকা মাথা বাঁচানি লাগে।

জোর জুলুম করে জাতে আনাদেরও ঐ রকম করিত। ওদেরও আজকাল মাথা বাঁচানি পাঁচ টাকা লাগে আর তাছাড়া যতদুর শক্তি জরিমানা করে। বেশীর ভাগই কুড়ি টাকা জরিমানা করে। জোর করে সিন্দুর ঘষলে ডান হাত কেটে দিত, আর একটি চোখ টাকু দিয়ে খুঁচে উপড়ে ফেলে দিত। আর জরিমানা অনেক বেশী। আজকাল তাদেরও পাঁচ টাকা হাত আর চোখ বাঁচাবার জন্য লাগে, মারও খায়, আর দণ্ডও দেয়। শুধু মিছা খুন ছিল না।

ডাইনীদের আগে থেকেই বেআবরু করে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলাম, শুধু কখনও কখনও মেরে ফেলেছে। এখনও তাড়িয়ে দিচ্ছে, আর কখনও মেরে ফেলছে।

কিন্তু ওটা বেহক (অন্যায়), কেননা পূর্ব্বপুরুষেরা ওরকম করতেন না। রাগে মার দিবার সময় দৈবাৎ মারা গেলে, পূর্ব্বপুরুষেরা তাকে খুন ব'লত না, সেইজন্য যারা মেরে ফেলত তাদের শাস্তি দিত না।

কুটুমে কুটুমে আর অন্য জাতির সহিত লটঘটের শাস্তি "বিট-লাহা" ছিল, আর এখনও আছে। সেটাও আজকাল আমাদের ঢিলা হ'য়ে আসছে; কতক লোক প্রায়ই ওরকম করছে, লোকে তাদের কিছুই ব'লছে না।

পূর্ব্বে "হড় হপনেরা" (সাঁওতালেরা) চুরি ক'রত না, কিন্তু আজকাল সেটাও দেকোদের কাছে শিখেছে। পূর্ব্বে থেকে শুধু এক রকমের চুরি দেখা যাচ্ছিল, ভেড়া ছাগল খাওয়া চুরি। সেগুলি হারিয়ে টারিয়ে গেলে গ্রামশুদ্ধ লোক পাইলে মেরে খেয়ে দেয়, আর মাঝিকে দুই ভাগ দেয়। ওটা ধরা পড়লে মাথা ঘোরান করাত, আর পাঁচসিকা ক'রে জরিমানা ক'রত। আজকাল পিছলা বারান্দাতেই সব নিয়ে যাচ্ছে।

পেট নামান পূর্ব্ব থেকেই আমাদের মাঝে আছে। অচলনের সময় ঐরকম করিতেছিল। ধরা পড়লে যে ওষুধ দিয়েছে আর যাকে ওষুধ দিয়েছে তাকেও দশ টাকা ক'রে জরিমানা করি। আজকাল হাকিমের কাছে ঐ রকমের অপরাধ নিয়ে যাচ্ছি। মিছামিছি কাউকে কালি দিলে, পাঁচ টাকা কালি মেটাবার আর পাঁচ জনের জন্য পাঁচসিকা লাগে।

জোর জবরান অপরাধ শুধু মাতালদের কাজ। আগে সেরকম লোককে ভীষণ মার দিত, আর দশ টাকা জরিমানা ক'রত। আজকাল হাকিমদের কাছে নিয়ে যাচ্ছে কি না জানি না। আরও দুএকটা প্রকাশ্যে বলা যায় না এমন লজ্জাকর অপরাধ আছে।

কোন লোকের অনিষ্ট ক'রলে, তার দাম কি বদল দেওয়াই, আর জরিমানাও করি। মারামারি করা লোকদের জরিমানা করি দুইজনকেই যদি দোষ থাকে, তা না হ'লে একজনকেই। বলদ কি গরু লড়াই ক'রে মারা গেলে, যে মারে তাকে নিয়ে নেই; আর কোন লোক বলদে লাঙ্গল দিতে দিতে কি পিটে মেরে ফেললে শোধ দেওয়া করাই। যে মিছা নালিশ কি দাবি করে, তাকে উল্টা সাজা দিই। যে মিথ্যা পরের নামে লাগায়, তাদের জরিমানা করি।

কোন মেয়ে "জাহের" (পূজার স্থান) গাছে চড়লে, কি লোকের ঘরের ভিতরে ঢুকলে, তাদের ঠাকুরের মানত লাগবে।

সীমা নিয়ে ঝগড়ার সময় পরগনাৎ আর ধারে পাশের মাঝি জমা হ'য়ে মীমাংসা ক'রে দেয়, আর জমি নিয়ে ঝগড়া গ্রামের মাঝি আর পাঁচজনে মিটিয়ে দেয়। দোষী লোককে জরিমানা করে। ঐদুটি ঝগড়া গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, "দেকো হপন"দের (হিন্দুদের) শিক্ষায়, তা না হ'লে পূর্ব্বে ছিল না। আজকাল "দেকো হপন" (হিন্দুরা) আমাদের মৌজাও ছাড়িয়ে নিচ্ছে, সীমাও নষ্ট ক'রছে, আর আমাদের জমিও গোলমাল ক'রছে। লোকে বলে: "দেকো হপন"রা ছুঁচ হ'য়ে ঢুকে আর ফাল হ'য়ে বেরোয়। আমাদিগকেও বিস্তর ঝগড়া আর কাড়াকাড়ি করাচ্ছে। ওরা যেখানে আছে, সেখানে মিল নাই। হাকিমের কাছে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে আমাদের সব ছাড়িয়ে নিচ্ছে, আর হাকিমেরা আমাদের কথা বুঝতে পারছে না, সেইজন্য বোধ হয় একদিন কোন দিকে পালিয়ে যেতে হবে। "দেকো পুষি" আমাদের মাঝে না থাকলে, আমরা সাঁওতালরাই ভাল হ'তাম।

৫৭। ধর্ম্ম আর সেবা

Dharam Ar Sewa

(ধরম আর সেওয়া)

আদিতে আমাদের "বঙ্গা" (দেবদেবী) ছিল না। তাদের ঘুরতে ঘুরতে পেয়েছি। "সিঞ বঙ্গাকে" পেয়েছি সিঞ দুয়ারে। আদি কালের বুড়োরা শুধু ঠাকুরকেই মানিত। দেবদেবী পেয়ে দিনে দিনে ঠাকুরকে ভুলে গেছি, শুধু নামটাই বাকী আছে। আজকালকার দিনে নামও অনেকে ভুলে গেছে, শুধু পূর্ব্বপুরুষদের কথা শিখেছি এমন লোক আর দুএকজন মুরুব্বি স্মরণে রেখেছি। আজকালকার দিনে লোকে বলে "সিঞ বঙ্গাই" বোধ হয় ঠাকুর। সেইজন্য ধর্ম্ম উচ্চারণ করার সময় সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে ঠাকুর ব'লে ডাকে। কিন্তু পুরান মুরুব্বিরা আমাদের বলেছেন, আমাদের গুরুদেব যে, ঠাকুর হচ্ছেন আলাদা, চর্ম্মচক্ষে দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি সব দেখছেন, তিনিই আকাশ, মানুষদের, জানোয়ারদের, পাখীদের, প্রজাপতিদের, সাপ, কাঁকড়া, বিছা প্রভৃতি, মাছ, কাঁকড়াদের, অসুখ-বিসুখ, ধান, চাল ইত্যাদি, বাজরা, ভুট্টা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, আর সব কিছুই রেখেছেন, ছোট বড় সকলকেই পালন ক'রছেন। তিনিই এনেছেন তিনিই নিয়ে যাবেন, দেবদেবী কি মানুষের কথায় জন্ম নিচ্ছি না, চলেও যাচ্ছি না। ঠাকুরই সেরে মেপে দিয়েছেন, আর সেটা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। এখানে যে রকম আছি, পরলোকেও সেই রকম ভাল মন্দ পাব তাঁর হুকুমে।

"সিঞ বঙ্গাকে" (সূর্য্যদেবকে) ভাল দেবতা বলি: দিন ক'রছেন, রাত্রি ক'রছেন, রোদ দিচ্ছেন, আর জল দিচ্ছেন, সেইজন্য ধরমের সময় তাঁর দোহাই দিই। তিনি হচ্ছেন পুরুষ আর তাঁর স্ত্রী হচ্ছেন রাত্রের চাঁদ, আর ছেলেপুলে হচ্ছে সমস্ত তারা। পূর্ব্বপুরুষেরা ব'লে গেছেন যে, ঐ বুড়ো বুড়ীর অনেক ছেলেমেয়ে ছিল। বেটাছেলেরা

বাপের সঙ্গে থাকে আর মেয়েরা মায়ের সঙ্গে। দিনের চাঁদ (সূর্য্য) আর দিনের তারার তেজে পৃথিবী পুড়ে যাবার মত অবস্থা হয়েছিল। সেই সময় রাত্রের চাঁদ দিনের চাঁদকে বলল: ছেলেদের খেয়ে ফেলি, তা না হ'লে মানুষেরা পুড়ে যাবে। তখন বুড়ো বলল: তুমি আগে তোমার মেয়েদের খাও; তাতে মানুষ আসান্ (শান্তি) না পেলে আমারগুলিও খাব।

তখন "ঞিদা চাঁদো" (মেয়ে জাত, ফন্দি ত তাদের সকলই জানি) বড় ডালায় ক'রে সব বাচ্চাদের ঢেকে রাখলেন, তারপর বুড়োর কাছে গিয়ে বললেন: আমি আমার সব খেয়ে শেষ ক'রলাম, অগ্নি বৃষ্টি কৈ কমে? তুমিও তোমারগুলি খেলে তবে মানুষ বাঁচবে। এই রকমে বুড়ী বুড়াকে ঠকাল; বোকা বুড়ো মেয়েলোকের কথায় নিজের সব ছেলে সত্যিই খেয়ে শেষ ক'রল। রাত্রি হ'ল: ওমা, দেখল, তার সবকটিই আছে। তখন ভীষণ রেগে গেল আর তরওয়াল ধ'রে ছুটে বুড়ীকে ধ'রে কোপ মারল, শেষ ক'রে দিত হয়ত, কিন্তু বুড়ী তাকে দুটি মেয়ে দিয়ে একটু টাণ্ডা ক'রল।

আজ পর্য্যন্তও পিছু নিয়েছে, আর তার ফয়ফন্দি দেখে কোপ মারছে। মাসে মাসে যখন বুড়ার প্রাণে শান্তি আসে তখন "ঞিদা চাঁদো" দুএক দিনের জন্য একটু রেহাই পায়। বুড়ো যে মেয়ে দুটি পেয়েছে তাদের নাম হ'ল "ভুরকাঃ" আর "আয়ুপ ইপিল"। (শুক তারা আর সন্ধ্যা তারা)।

আজকালকার দিনে বেশী লোক ভুলে "সিঞ বঙ্গাকে" ঠাকুর বলছে। ঐ রকম (পুজার) মন্ত্র বলবার সময় নিজেদের সব দেবতাকেই ঠাকুর বলে। বাঁয়েড় (পুজার মন্ত্র) বলে: "জোহার গোসাঁঞ, বাপু ঠাকুর তিঞ দ" (প্রণাম গোসাঁঞ বাপু ঠাকুর আমার)। এই রকম খাতির ক'রছে, যাতে খুসী হ'য়ে সাহায্য করে, তা না হ'লে, ওরা ঠাকুর নয়, শুধু ওরা "বঙ্গা"।

৫৮। দেবতাদের

Bongako

(বঙ্গাকো)

দেবতাদের মধ্যে "সিঞ বঙ্গা" হচ্ছে আমাদের বড় দেবতা, তারপরে "জমসিম বঙ্গা", তারপরে "মারাং বুরু" (আসল নাম হচ্ছে লিটা), তারপরে "জাহের এরা" (আসল নাম হ'ল রামসাল্‌গি), তার পিছে "মঁড়েকো" (তুরুইকোদেরও নাম করি, কিন্তু তাদের পুজা করি না), তাদের পরে "গোসাঁএ এরা", তারপর "পারগানা বুড়া", তারপরে "মাঝি হাড়াম বঙ্গা", তারপর ঘরের "বঙ্গা" আর তারপর "আবগে বঙ্গা"। এইসব বাদে ওঝাদের অনেক আলাদা "বঙ্গা" আছে; ধনী হ'তে ইচ্ছুক লোক "কিঁসাড় বঙ্গার" পুজা করে। "সিমা বঙ্গা", "সুঃং বঙ্গা", "ডাড়ি বঙ্গা" (কুয়ার দেবতা), "হুরুংখুণ্টুঃং বঙ্গা" (গাছের গুঁড়িতে বা খুঁটিতে থাকে), বনের দেবতা, পাহাড়ের দেবতা ইত্যাদি আছে।

আবগে দেবতারা অনেক বেশী, প্রত্যেক "পারিসের" আলাদা, আর অড়াঃ (ঘরের) বঙ্গাও (দেবতা) ঐরকম। এক পারিসেরও (গোত্রের) মিল খায় না আর আলাদা পারিসেরও কিছু কিছু মিল হয়। আবগে দেবতা আর ঘরের দেবতার নাম বাইরের লোকের কাছে বলে না আর তাদের স্ত্রীদেরও বলবে না।

বুড়ো মানুষ মরবার সময় বড় ছেলেকে নাম কানে কানে ব'লে যাবে। আমরা গুরু লোকেরা আদি থেকেই সব পারিসের "আবগে" আর ঘরের দেবতার নাম জানি। কতক হাঁসাদাঃদের আবগে হচ্ছে "ধারাসঁড়েঁ", কিংবা ধারা সাণ্ডা। (নিজ হাঁসদাঃ) আর কাটকম কুদরা, আর ঘরের দেবতা হচ্ছে বাঁশপাহাড়, আর দেশোয়ালি; কিস্কুদের আবগে হ'ল "চাম্পাদানা গাড়" আর ঘরের দেবতা হ'ল "সঁস্"; হেম্‌ব্রমদের "আবগে" হ'ল "গাড়সিংকা" আর "লিলা চাণ্ডী", আর ঘরের দেবতা হ'ল গুরাইয়া। মাণ্ডিদের আবগে দেবতা হ'ল ধানঘারা আর ঘরের দেবতা হ'ল গুরাইয়া, মুরমুদের আবগে দেবতা হ'ল কুদরাচাণ্ডি, বাহাটা, দুয়ার সঁএড়ে, কুদরাজ আর গোসাএ রাএ আর ঘরের দেবতা হ'ল "বাটপাহাড়"; সোরেনদের আবগে দেবতা হ'ল "আচরালি" আর ঘরের দেবতা হ'ল গুরাইয়া, আর সারচাণ্ডি; টুডুদের আবগে দেবতা হ'ল ধানঘারা, আর ঘরের দেবতা হ'ল "ঠুঁণ্টা তুরসা"; বাস্কেদের আবগে দেবতা হচ্ছে "দেশোয়ালি" আর ঘরের দেবতা হ'ল "বাটপাহাড়", আর বেশরাদের আবগে দেবতা হ'ল "চাম্পাদানা গাড়", আর ঘরের দেবতা হ'ল "সঁস্", পাঁউরিয়া আর চঁড়েদের আবগে দেবতা ভুলে গিয়েছি।

"জমসিম" দেবতাও সকলের আলাদা আলাদা। কারও বা "পান-হাড়", কারও বা "আনহাড়", কারও হল "বোএরাঙ্গি", কারও হচ্ছে "সেওয়ানি", কারও হচ্ছে "বারাং বারাং" আর কেওবা "বাঢহা আহাং" বলে "জমসিম" দেবতাকে। ওঝাদের দেবতা হ'ল সিঞ বাহনি, মারাং বুরু, কামরু গুরু, সিধা গুরু, গাঁডো গুরু, লংবর গুরু, বুয়াং গুরু, জিতু গুরু ইত্যাদি আর যে গুরুর কাছে কবিরাজী শিখেছে। "কিঁসাড়" দেবতাও সকলের আলাদা। এক "কিঁসাড়" দেবতার নাম হ'ল "কালচাঁওরা"। কিঁসাড় দেবতা, জানেন, পরের ধান চুরি ক'রে নিজেদের মালিককে এনে দেয়। কখন কখন কিঁসাড় দেবতাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়, জানেন, সবচেয়ে যে বেশী বলবান, তার মালিকের বেশী ধন হয়। কখন কখন, জানেন, লোকের কাছে "কিঁসাড়" দেবতা তাড়া খেয়েছে। একদিন এক লোকের খামার হ'তে "কিঁসাড়" দেবতা ধান ভারে ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল; ঠিক সেই সময়ে ধানের মালিক এসেছে, আর চুরি ক'রছে বলে হাড্ বাড্ ঢেলা মেরে মেরে নিয়ে গেল, মালিকের ঘর পর্য্যন্ত খেদিয়ে নিয়ে গেল। সেই

দেবতা ঘরের মধ্যে ঢুকে হাড়্ হুড়্ ভিতরে চারদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে (বেড়াল), সব হাঁড়িকুঁড়ি ভেঙ্গে ফেলল। সেই লোক যে তাড়িয়ে নিয়ে গেছল মালিককে ডেকে তুলে বিস্তর গালাগাল দিল ; তাকে বলিল, এই যে তোমার চোর দেবতা, ঘরের মধ্যে খেদে (তাড়িয়ে) ঢুকিয়ে দিয়েছি, কতদিন থেকে যে আমার ধান নিয়ে আসছে, সেইজন্য ধান হয় না। সেই সময় থেকে ঐ লোকটি তাদের বাড়ী গেলেই দেবতা ভয়ে সমস্ত ভিতরময় পালিয়ে বেড়ায়, সেইজন্য সেই ঘরের মালিক ঐ লোকটির কাছে মিনতি ক'রল যে, আমাদের ঘরে এস না, তোমার ভয়ে দেবতা সবকিছু আমাদের ভেঙ্গে দিচ্ছে।

"জমসিম" দেবতা গোড়া থেকে ছিল না। জমসিমের সময় শুধু সিঞ বঙ্গার পুজা ক'রে আসতেছিল। আবগে যেমন পুজা করেছিল। খাওয়া দাওয়ার পর ঘরে যাবার সময় টাঙ্গি ভুলে ফেলে এসেছিল। রাস্তায় সেটা মনে পড়তে একজন আনবার জন্য ফিরে গিয়েছিল। সেই লোকের কাছে সেই জমসিম দেবতা বাহির হ'ল, ফেলে যাওয়া জিনিস কুড়িয়ে খাচ্ছে। খেতে খেতে দেবতা আপন মনে বলছে : ও, এতক্ষণে আহার করলাম।

তারপর লোকটিকে দেখিয়া অদৃশ্য হইলেন। লোকটি টাঙ্গি আনিল, কিন্তু দেবতার আবির্ভাবের কথা বলিল না। তারপরে তাদের মরণ বাঁচন ভীষণ অসুখ ক'রল। সেই সময়ে খড়ি দেখাইল। ওঝারা ব'লে দিল কোন দেবতা বোধ হয় তোমাদের মধ্যে আবির্ভাব হচ্ছে, সেই সময় ঐ টাঙ্গি আনা লোকটির মনে প'ড়ল সেই দিনের কথা, যে সত্যি দেখেছিলাম ভুলে যাওয়া টাঙ্গি আনতে গিয়ে। ব'লতে শুনলাম এতক্ষণে আহাং করলাম। সেইজন্য সেই দেবতার নাম আহাং রাখল। ওঝারা তাদের বললে : এই দেবতা বলছে "জমসিমে" আমার পুজা দিও। তখন থেকে সাঁওতালরা মানছে (পুজা করছে)।

৫৯। পুজা আর পর্ব্ব

Sewa ar Parab

(সেওয়া আর পরব)

"এরঃক সিম" হ'ল বৎসরের প্রথম পুজা। আষাঢ় মাসে "এরঃক সিম" খাই, পুজা করি বীজ ফেলার নামে। ঘরে ঘরে একটি ক'রে মুরগী লাগে। "নায়কে জাহেরে" পুজা করে। মারাং বুরু, জাহের এরা, মঁড়েঁকো, গোসাঁয় এরা, পারগানা আর মাঝি হাড়ামকে একটি ক'রে মুরগী পুজা দেয়। চারিদিকের সীমার দেবতাদের একটি কালো মুরগী পুজা দেয়। ঐ বাকী মুরগীগুলি সীমা আইলের দেবতাদের পুজা দেয়, আর মুরগী বাড়তি হ'লে ঘাড় মটকিয়ে মেরে ফেলে গড়সা পুজা দেয় না, আলাদা আলাদা। মন্ত্র বলে : "জোহার তবে বাপু ঠাকুর তিঞ জাহের এরা (সে মারাং বুরু এমান তেনকো)" [প্রণাম তবে বাপু ঠাকুর আমার জাহের এরা (কি মারাং বুরু ইত্যাদি)] "নে তবে এরঃক সিম ঞুতুমতে এমাম্ চালাম কানা, মিৎ ঠেনলে এরা, গেল বার ঠেন কানাইয়ঃ মুনাইয়ঃ মা জারগে দাঃ জুতি দাঃক হোত্র আগু, চাপে আগুই মার নিয়া আতোরে মানহরে ডুকাঃক পাপাঃক রগ বিঘিনাঃ" (এই যে বীজ বোনবার নামে দিচ্ছি, এক জায়গায় বুনলে যেন দশ জায়গাতে হয়, জল যেন খুব হয়, বৃষ্টির জলে ভরিয়ে যেন নিয়ে যায় গ্রামের মধ্যে দুঃখের পাপের অসুখবিসুখ)। "পেটের ব্যথা লাচ্ হানো যতঃ হানো আলপে বল অচ সড় হচয়াঃ সামানম সিকৃয়ার সামানম মাঁরাড্ এটাঃক আড়ে এটাঃ সিমাতে গঃক গিড়ি ভারিয়া গিড়িপে, বাপু ঠাকুর তিঞ দ" (পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা আসতে দিবেন না, সোনার সিকা বাঁহুকে ক'রে অন্য সীমানায় ব'য়ে নিয়ে ফেলে দিবেন বাপু ঠাকুর আমার)। "রাণ্ডি এরা হেমে এরা আড়েচ্ সাকাম লাটুম সাকাম বাচায়াকো বন্দআকো, আল তবেপে সারা'ক্ সাগুনাঃক্ তাকোয়া, আধ মিৎ দিন তারা দিন ওয়োংকো চোণ্ডোঃকো, আলপে লাগাও হচ বাজাও হচয়া, বেশ অক'চতে কড়ে মিঁহুঁ এঙ্গা মেরম এঙ্গা দাঁড়ানাকো সাজ্ঞারৎকো, সিঞ বির মান বির সেতা তেনকো হারুচা কেয়াপে, গসাঁয় বাপু ঠাকুর তিঞ দ" (বিধবা মেয়েলোক হিংসুটে মেয়ে ছেঁড়া পাতা কোঁকড়ান পাতা শাপ মন্যি করতে পারে তাদের কথা শুনবেন না আর কোন দিন নজরে লাগতে দিবেন না, ভাল ভাবেই যেন ছাগল গরু থাকে, বনে জঙ্গলে চরতে গেলে বাঘ ভালুককে লুকিয়ে রাখবেন বাপু ঠাকুর আমার)।

নায়কে পুজা করিবার পর মুরগীগুলি খিচুড়ি রাঁধে, গ্রামের সব বেটাছেলে খায়, "জাহের এরা" মুরগী আর "মঁড়েঁকো" মুরগী "নায়কে" একলাই খাবে। দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিন ঘরে ঘরে পুজা করে, "আবগে বঙ্গা" আর পূর্ব্বপুরুষদের এবং "মারাং বুরুর" পুজা করে।

ধান লাগান শেষ ক'রে শ্রাবণ মাসে সবুজ রঙের মুরগী পুজা করে ধান যাতে সবুজ হয়। সে সময় শুধু গ্রামের দেবতার পুজা দেয়। সেই সময় ঐরূপ প্রার্থনা করে, শুধু "এর'ক্ সিমের" বদলে "হাঁড়িয়াড় সিম" বলে। ইড়ি গুঁদলু নূতন খাবার সময়ের পুজা হ'ল ভাদ্রমাসে। সেই সময়ে নায়কে স্নান ক'রে যার জমিতে ধান পেকেছে সেখানে যাবে, আর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যতটা কাটতে পারে, সেইটুকুই নিয়ে এসে "জাহেরে" এনে, গোবর দিয়ে পরিষ্কার ক'রে "জাহেরের" ঠাকুরদের সামনে রাখে। প্রথমে "জাহের এরা" তারপর "মঁড়েঁকো," তারপর "মারাং হড়," তারপর "গসাঁয় এরা," আর তারপর "পারগানা"। তারপর দুধ ঢালবে। তারপর প্রার্থনা ক'রবে : (জোহার তবে বাপু ঠাকুর তিঞ দ জাহের এরা, তবে ন অয় নাওয়া গেলে কলে এমাপে চালাপে কানাঞ, তবে জমালে হাবালে, লা'চ হাসো বহঃক হাসো আলপে সিরজাও হচ গাড়হাও হচয়া, গঁসাএ বাপু ঠাকুর তিঞ দ)

(প্রণাম তবে বাপু ঠাকুর জাহের এরা, নূতন ফসল আপনাদের নিবেদন করছি, খাওয়া দাওয়া ক'রব যেন পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা জন্মাতে দিবেন না গোসাঁঞ বাপু ঠাকুর আমার)।

"জান্থাড়্" অগ্রহায়ণ মাসে পুজা করে। তখন গ্রামের লোক একটি শুয়োর কি ভেড়া কিনে। তাকে "জানথাড়" বলি বলে। সেই বলি জাহেরের পারগানার থানে "কুডাম নায়কে" পুজা দিবে। পুজার জিনিসপত্র কুডাম নায়ককেই দিতে হয়, আর ঐ বলি খিচুড়ি রেঁধে খাবার জন্য চালও তাকেই দিতে হয়। পুজার পর পুরুষেরাই কেবল খাবে। মন্ত্র হ'ল এই : "জোহার তবে বাপু ঠাকুর তিঞ দ পারগানা, জান্থাড়্ ঞুতুম তেলে এমাম চালাম কানা, পহড়াঃক পাসওয়াঃক, তবে জমামে হাবআলে, লাচ্ হাসো বহঃক হাসো, আলম সিরজাও হচ গাড়হাও হচয়া, ক্ষেতরে খামাররে ইরালে এনালে, সাহারাঃক সমঃকাক অঞ্জলেয়াপক্ পাসড়াওয়াঃক আম, হোনাকো চোটোয়াক, ওনকো হঁ হাঁক্কো ডামান্ কো আম, বাপু ঠাকুর তিঞ দ"(প্রণাম তবে বাপু ঠাকুর আমার পারগানা, জান্থাড়ের নামে আপনার পুজা দিচ্ছি, খাব। পেট ব্যথা মাথা ব্যথা যেন না হয়, ধান চালের যেন শোধ বাড়ে, জমিতে খামার তৈরী ক'রব, ইন্দুর ইত্যাদি ধান নষ্ট ক'রবে তাদের তাড়িয়ে দিবেন, আসতে দিবেন না বাপু ঠাকুর আমার। তারপর নায়কে নূতন ধান পুজো দিলে যেমন ইড়ি গুঁদলু "নাওয়াই" করেছিল।) তারপর গ্রামের লোক ঘরে ঘরে ধান "নাওয়াই" করবে (নবান্ন হইবে)।

সোহরায় হচ্ছে আমাদের বড় পর্ব্ব। সেটা পৌষ মাসে ধান কাটা ঝাড়ার পর। নূতন ফসল পেয়ে আমাদের দেবতাদেরও পুজা করি, আর কুটুমকাটুমদের খাবার থাকতে নিমন্ত্রণ করি। ছোট বড়, বিধবা, দুঃখী, সকলেই সে সময়ে উৎসব করি।

মাঝি গ্রামের লোকদের ডাকবে গ্রামের বৈঠকের জন্য। তারপর সোহরায়এর দিন ঠিক করে। তারপর মাঝি গোডেৎকে হুকুম দেয় : যাও 'গট' হাঁড়িয়া যেন চাঁদা কর আর ঘরে ঘরে ব'লে দাও, হাঁড়িয়া যেন তৈরী ক'রে নেয়, অমুক দিন তমুক দিনে সোহরায় স্নান হবে। তারপর ঘরে ঘরে হাঁড়িয়া রাখে আর নিজের নিজের কুটুম্বদের নিমন্ত্রণ করে। ধার্য্য দিনে মেয়ে বোনেরা, ভাগ্না ভাগ্নীরা, আর আত্মীয়রা সব এসে জমা হয়। স্নানের আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় "গোডেৎ" তিনটি মুরগী "নায়কে"র কাছে ধ'রে নিয়ে যাবে, দুইটি সাদা আর একটি খয়েরী। নায়কে সেগুলিকে বেঁধে রাখবে, আর সেই রাত্রে নিজে "দেও নেঁও ধরম" করবে অর্থাৎ মাটিতে চাটাইএর উপর শুবে। সকাল হ'ল। তখন গোডেৎ ঘরে ঘরে মুরগী একটি ক'রে ধরবে আর এক পাই করে চাল, নুন হলুদ সহ। নায়কের স্ত্রী স্নান ক'রে এসে নায়কের জন্য গুঁড়ি কুটবে। বাসিয়াম সময় (দশটার সময়) নায়কে বাঁধের পাড়ে পুজা করবার জন্য বেরিয়ে যাবে। গোডেৎ গ্রামের ধ'রে আনা মুরগী নিয়ে নায়কের সঙ্গে যাবে। গ্রামের দু-একজন লোকও সঙ্গে যাবে।

নায়কে স্নান ক'রে এসে একটি "খঁড" ক'রবে লম্বালম্বি উত্তর দক্ষিণে গোবর দিয়ে। খঁডের (চালের গুঁড়ি দিয়ে গোল ঘেরা) ওপরে অনেক জায়গায় চাল একটু একটু রেখে যাবে, আর সিন্দুরের টিপ দিয়ে যাবে রাখা চালের কাছে কাছে তিনটি ক'রে। তারপর আগের দিনের ধরা খয়েরী মুরগীকে জল ছিটিয়ে দিবে, আর মাথায় সিন্দুর লাগাবে, তারপর চাউলের উপরে সিন্দুর দিয়ে ডিম রাখবে, আর চুরু'চ্ (রাখা) চাল মুরগীকে খেতে দিয়ে প্রার্থনা ক'রবে : "জোহার তবে, জাহের এরা, বাপু ঠাকুর তিঞ দ, সোহরায় ঞুতুম্‌তে এমাম্ চালাম্ কানা, নিয়াগে কুশিতে কুশালতে আতাং আম তেলায়াম, নিয়াগেম্ সুকক'ঃক্ রেবেন ক'ঃক্ আম, আলেদ ছঁড় কুড়ি ছঁড় কড়া, বালে বাডায়া ওরোমা, গেগেচ্‌রে গুগরিচ্‌রে নেঁওরে নিচারে অকাকরে দোগো'ক্ আ দিজ্জিঃ আ, আলে দ বালে বাডায়া ওয়োমা, সাহাওকে লাহাও কাঃ পে ; সেদায় মারে হাপড়ামকো দ চে'ৎ লেকাতে চং লুমাম্ লুগডি সিন্দুর সাড়িতে আতাংলেৎ তেলালেৎ পেয়াকো বাপু ঠাকুর তিঞ দ। ডিরে ডাণ্ডিরে লা'চ্ হাসো বহঃ'ক্ হাসো আলপে বল হচ সড় হচয়া, পেড়াকো গুতিয়াকো নাই পারম গাডা পারম নেওতা আকাংকো বারতে আকাৎ কওয়ালে, দেওক ভাগিনক, নাতিক নাতকাড়ক, এনেচ্ জং সুলাং জং আকো জিজ্ঞি আল পাথরি আল, নাশ্ আল বিনাশ আল, ঝগড় আল, তঃরাস্কা কাতে এনেচ্ জং সুলাং জং মাকো, গোসাঁয় বাপু ঠাকুর তিঞ দ" (প্রণাম জাহের এরা বাপু ঠাকুর আমার, সোহরায়এর নামে আপনার পুজা দিচ্ছি খুসী হ'য়ে গ্রহণ করুন। এটাই সুখে গ্রহণ করুন। আমরা সব অবুঝ মেয়ে অবুঝ ছেলে, কিছুই জানি শুনি না। নিকাতে গিয়ে, পরিষ্কার করতে গিয়ে নিয়মের অনেক ভুল দোষ করেছি। আমরা জানি না বুঝতে পারি না, ক্ষমা ক'রবেন। পুর্ব্বপুরুষেরা কি রকম ভাবে যে আর কাপড় সিন্দুর সাড়ি দিয়ে পুজা করেছিলেন বাপু ঠাকুর আমার। মাঠে ঘাটে পেট ব্যথা, মাথা ব্যথা আসতে দিবেন না। কুটুম্ব আত্মীয় নদীপার খালপারের নিমতন্ন করেছি সংবাদ দিয়েছি, দেও ভাগিনারা, নাতি নাতনীরা নাচ গান আনন্দ ক'রবে, ঝগড়াঝাটি, মারামারি শাপমন্যি যেন না হয়। আনন্দে নাচ গান যেন করে গোসাঁই বাপু ঠাকুর আমার)।

তারপর ঐ খয়েরী মুরগীটিকে পুজা করিবে। সেইরূপ সমস্ত দেবতাদের পুজা দিবে। তারপর খিচুড়ি রেঁধে গ্রামের সব বেটাছেলেরা খায়। তারপর "গট" হাঁড়িয়া সেখানে যায়। তারপর গ্রামের গুণী গরীব পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করে : কি রকম ? কারও পাছে অসুখ বিসুখ আছে ? থাকলে বলে। তারপর গ্রামের লোকে জবাব দিবে : সব ভালই আছি, মাঝি বাবা, আপনার দয়ায়। তারপর মাঝি

বলিবে : ঠাকুরের দয়ায় সকলে ভাল আছি। এই যে সোহরায় পরব নিয়ে এলাম, বড় দিদি পৌঁছলেন। পাঁচ দিন পাঁচ রাত আমোদ আহ্লাদ ক'রবে, ভাইয়ে ভাইয়ে নেয়াও করো না, ঝগড়া করো না, লোভ না, লালসা না, লোভ লালসা থাকলে, দেখে শুনে বেড়ার ঝিঙ্গা তুলবে, ঝাঁকওয়ালা না, বুড়োও না, কঁচি দেখে তুলবে, আর যে সব ফুল কাঠিতে গিথে রেখেছে, সুতা দিয়ে বেঁধেছে সে সব ফুল ভুলেও তুলো না, বাবা। তারপর পাঁচজনে জবাব দিবে বার বার ধরে কানে তুলো দিব, আর কোন কথা ছোট কি বড় (ভাল মন্দ) দেখিব না শুনিব না।

তারপর গায় :

"কো নাহি সিরিজালা
বোমা পিরথিমা হো ;
কো নাহি সিরিজালা
গাইয়া যো য়ো রে ;
কো নাহি সিরিজালা
গাইয়া যো।"

কে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, কে গরু সৃষ্টি করেছেন।

"ঠাকুরাহি সিরিজালা
বোমা পিরথিমা হো ;
ঠাকুরাহি সিরিজালা
গাইয়া যো য়ো রে ;
ঠাকুরাহি সিরিজালা
গাইয়া যো।"

ঠাকুর সৃষ্টি করেছেন এই পৃথিবী, ঠাকুর সৃষ্টি করেছেন গরু।

টির মুটি সিরিজালা
কানুরে গোয়ালা ;
পুরুবাহি ডাহারালি
গাইয়া যো য়ো রে ;
পুরুবাহি ডাহারালি
গাইয়া যো।

ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি কানুকে গোয়ালা সৃষ্টি করেছেন ; গরু সব পুবের দিকে চলেছে।

কাঁহা বাবু হেরালং
ডানডাকা বাঁশী হো ;
কাঁহা বাবু হারালিও
গাইয়া যো য়ো রে ;
কাঁহা বাবু হারালিও
গাইয়া যো।

বাবু কোমরের বাঁশী কোথায় হারালে, গরুও কোথায় হারালে।

ঘাটেহিঁ হেরা লং
ডানডা কা বাঁশী হোং
গোটেহিঁ হেরালিও
গাইয়া যো য়ো রে ;
গেটে হিঁ হেরালিও
গাইয়া যো।

ঘাটে হারালাম কোমরের বাঁশী, গোঠে হারালাম গরু। তারপর রাখাল ছেলেদের ডাকে : ওরে গরু নিয়ে আয় "খণ্ড" মাড়িয়ে মেটান করাব। তারপর গরু খেঁদিয়ে নিয়ে আসে "খণ্ডের" কাছে। তারপর "নায়কে" রাখাল ছেলের সমস্ত লাঠি চেয়ে নেয়, "খণ্ডের" কাছে রাখে, প্রত্যেক লাঠিতে সিন্দুর লাগিয়ে দেয়। তারপর "খণ্ডের" কাছে গরু তাড়িয়ে আনে। যে গরুই হোক "খণ্ডে" রাখা ডিম মাড়িয়ে দিলে কিংবা শুঁকলে, সেই গরুকে ধরে পা ধুইয়ে দিয়ে শিংএ তেল মাখিয়ে দেয়, আর শিংএ সিন্দুর দেয়। সেই গরুর বাগালকে কাঁধে নেয়, আর মাঝির কাছে এনে রাখে। ছেলেটি মাঝিকে প্রণাম করবে, আর তারপরে সমস্ত বুড়োদের।

তারপরে লাগরা মাদোল বাজাতে বাজাতে ঘরে যায়। তখন নায়কের ঘরে ঢুকে (আসে)। নায়কে তাদের হাঁড়িয়া দেয়। খাওয়ার পর মাঝির ঘরে যায়। সেও তাদের হাঁড়িয়া দেয়। তখন মাঝি জগমাঝি আর জগপারানিককে বলিবে : যুবক যুবতীরা পরব ভোর তোমাদের জিম্মায় আর পরবের দায়িত্বও তোমাদের। গ্রাম চুপচাপ হ'লে তোমাদের জরিমানা করা হবে। তারপর যে যার চলিয়া যায়। নিজে নিজের ঘরে ভাত খায় হাঁড়িয়া খায়। সন্ধ্যা হ'ল। বুড়ো আর বুড়ীরা ঘুমিয়ে প'ড়ল, আর ছোকরারা গরু জাগায়। মাঝির ঘরে আরম্ভ করে। গোয়াল ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মাদল বাজায় আর গান করে,

গায়িনী চলিও সিরিবিন্দাবনে হো,
মাহিসিনি চরায়ে গঙ্গা পারা যো য়ো রে,
মাহিসিনি চরায়ে গঙ্গা পারা যো।

(গরু চলে শ্রীবৃন্দাবনে মহিষ চরে গঙ্গার পর পারে।)

গাইয়িনী আওয়ে বেরেনা ডুবায়েতে,
মাহিসিনি আওয়ে আধা রাতা যো য়ো রে,
মাহিসিনি আওয়ে আধা রাতা যো।

(গরু ফিরে আসে সূর্য্য অস্ত যাবার আগে মহিষ আসে আধা রাতে।)

কোন শৃঙ্গে দেবো তেলরে সিন্দুরা,
কোন পিঠে দেবো ধুবি ধানা যো য়ো রে,
কোন পিঠে দেবো ধুবি ধানা যো।

কোন শৃঙ্গে দিব তেল সিন্দুর কোন পিঠে দিব ধান দূর্ব্বা।

গাই চলে বৃন্দাবনে, মহিষ চরে গঙ্গার ওপারে, গাই আসে বেলা না যেতে, মহিষ আসে আধারাতে। কোন শিঙ্গে তেল সিন্দুর দিব কোন পিঠে ধান দূর্ব্বা দিব।

ঐরূপ ঘরে ঘরে গান ক'রে ক'রে যায়, বাজিয়ে যায়, আর খুব বাঁশী বাজায়, আর সমস্ত কুলি (গ্রামের রাস্তাময়) অশ্লীল কথা ব'লতে ব'লতে যায়। ঘরে ঘরে ওসব শুনেও শুনে না।

তাদের পরে মেয়েরা গরু বরণ করে। তারাও মাঝির ঘরে আরম্ভ করে আতপ চাল আতপ ধান মেশা, দূর্ব্বাঘাস আর প্রদীপ নিয়ে এসে। তারপর বলে: "নে রাজিয়া, আম রাজিয়াতে সায় রাজিয়া, আম আয়ুরলেকো সোতোঃ লেকৌ দ, নিয়াগড়া নিয়া যাত্রা পেরেচ্ কাঃ চড়াং কাঃ মে, আম আর যাওলে বির যাওলেদ কুডামতে সাতেতে, সাতে দাঃ বাড়ে জরয়াঃ'ক, তাং বাড়ে অমোনঃ'ক, গোমকেমদ পাত্রকেমদ, নাই পারম, গাডা পারম, বালা বাড়ে সাকা বাড়ে, জজম বাড়ে ঞেঞে বাড়ে, তাঞমজং আতেনজংমে তুড়ুক আড়া ডাং ডারাং, আম গমকেমদ পাত্রকেমদ, আজাঃ সার কাপিতে বাড়ে লা ঞেৎ, ভসা (ঞেৎকঃ মায়)" (লাও রাজিয়া, তুমি রাজিয়া থেকে শত রাজিয়া, তুমি তাদের সাথে আনবে, এই গোয়াল এবার-কার মত ভর্ত্তি করে দাও, তুমি অর্জ্জন ক'রলে তবে ভিতর বাহির ভর্ত্তি হবে। ছাঁচার জলই যেন তাতে পড়ে, তোমার মালিক নদীর ওপারে খালের ওপারে, বেয়াই বেয়ান হোক, শুধু খাওয়া দাওয়া, দেখ শুন, তুড়ুক (মুসলমান) যেন মরে যায়। তোমার মালিক নিজের তীর টাঙ্গিতেই যেন কাটা হয়, গিঁথা হয়ে মরে)।

নাও সাগি, তুমি সাগিতে শত সাগি, তুমি কোলে আনলে বাচ্চা করলে, এই গোয়াল এবারের মত ভরে তুল। তোমার মালিক নদীপার, নালাপার, বেয়াই-বেয়ান হোক, শুধু খাওয়া দাওয়া, দেখ শুন, তুড়ুক (মুসলমান) যেন মরে যায়। তোমার মালিক যেন নিজের মীর টাঙ্গিতে কাটা হয়, গিঁথা হয়ে মরে। এই সব "বাঁথের" (আওড়াবার) সময় মেয়েরা সেই সব দূর্ব্বাঘাস, আতপ চাল, ধান গোয়ালের দিকে আর গরুর দিকে ছড়ায়।

তারপর গান গায়:—

হাতে লেলা আওয়া চাল
গোছা লেলা পাকাল পান
চালি বেলা আমকি দেবী
গাইয়ে চুম্বাই।

হাতে নিল আতপ চাল কোঁচড়ে নিল পাকাল পান, চল আমকি দেবী গরু চুম্বাই।

একা চুম্বাই চুম্বাই লাগল
দুই চুম্বাই বাড়ারে
পাড়ি গেলা সিরা বরদা
একেকা লো

একটি চুম্বাতে চুম্বাতে দুটি চুম্বাল বাকী শেষে রয়ে গেল গোয়ালের মধ্যে বড় বুড়ো গরু।

কাহে বরদা কান্দ সে
কাহে বরদা খেজ সে
দেবোরে পুতা
রিলা মালারে পান।

(কেন বরদা কাঁদ, কেন বরদা দুঃখ কর, দিবরে পুতা টাটকা পান।)

ধীরে চালাএ ধীরে চালাএ
বাবুরে বরদা
কাইসে তো কামবে সিন্দুর।

ধীরে ধীরে এস বরদা (গরু) তা না হ'লে তোমাকে কি ক'রে সিন্দুর পরাইব।

এই রকম মেয়েরা ঘরে ঘরে বরণ করে আর গায় গোয়ালে গোয়ালে। রাস্তায় আলাদা গান গায়:

::পটাস পিড়িল পিড়িল
কাহু গালগা এয়াতিঞ ::
মাঝি করেন গুতি কড়া
গাপায় নোড়োংও'ক;
পারানিক করেন কাড়মি কুড়ি
ধিনাংএ বাহেরঃক।

(কপোতের মত সুন্দর, কাক সুড়সুড়ি দেয়, মাঝিদের চাকর কাল বেরিয়ে যাবে, পারানিকদের চাকরানী ওবেলা পালিয়ে যাবে।)

যাদের মহিষ আছে গোয়ালে "চুমাড়ার" সময় সেখানে আলাদা ভাবে গায়:

"ত কোয়রেন গাইকো হো গাইকো রোরোঃৎ রোরোঃৎ;
ত কোয়রেন বিৎকিল তো বিৎকিল ঞাহম দাড়ুম।"

(কাদের গরু সাদা ধবধব করছে, কাদের মহিষ কাল কুচকুচ করছে।)

"কালনারেন গাইকো, গাইকো বোরোঃৎ বোরোঃৎ;
বগলনারেণ বিতকিল, বিতকিল ঞাহুম দাড়ুম।"
অমুকের গাই, গাই সাদা ধব ধবে,
অমুকের মহিষ, মহিষ কাল কুচকুচে।
"বিতকিল জাঙ্গা হো দামা দামো,
হুহাড় জাঙ্গা হো, তিলমাং তালমাং।"
মহিষের পা আবু ডাবু
হুহাড় (পাখী)এর পা সরু সরু।

নেকো দকো চালাওএন সিঞেগর বিরে,
নেকো দকো চালাওএন মানেগর বিরে।"
এরা গেল সিঞগর বনে,
এরা গেল মানেগর বনে।
"দোতে আমকা হো, নাচুর লেকো,
দোতে আমকা হো, বিন্দুর লেকো"
যাও আমকা ঘুরিয়ে নিয়ে এস,
যাও আমকা ফিরিয়ে নিয়ে এস।
"সিঞেগড় বিরেরে কুলে গো মেনাএয়া
মানেগড় বিরেরে তারুপে হপণ।
নেকো দকো নাতিঞা চার চুর চারে'চ
রেহড়া হাসা হো জারাপে লয়ং।"
সিঞেগড় বনে সিংহ আছে গো,
মানগড় বনে আছে বাঘ বাচ্চা।
এরা সব চরে চর-চর শব্দে
রেহড়া মাটি (লুন মাটি) হে জরাপে মাঠে।

ছেলেরাও জাগিয়ে শেষ ক'রল, আর মেয়েরাও "চুমাড়া" শেষ ক'রল; তারপর সকলে মিলে কুলি রাস্তায় গ্রামের মধ্যের রাস্তায় ঘুরে গান গায়, লাগরা মাদল বাজায়, বাঁশী বাজায় ছেলেরা আর মেয়েরা করতাল (খঞ্জনি) বাজিয়ে নাচে।

মুরগী ডাকার সময় ছেলেরা আরও একবার গরু জাগায় আর তাদের পিছনে পিছনে মেয়েরা "চুমাড়া" করে। ছেলেরা গান গায়:

"কুকুড়ামা ডাকি গেলা,
পাওয়া মা পাটি গেলা,
উঠো পুতা পাসড়া খোলাওরে,
উঠো পুতা পাসড়া খোলাএ।"

মোরগ ডাকিল, পায়রা পাখা ঝটপট করিল। উঠ পুতা (পুত্র) দড়ি খোলরে। উঠ পুতা দড়ি খোল।

"না বাবা উঠাই
না বাবা জাগাএ,
নিন্দা তো লাগালে গোহারি ওরে,
নিন্দা তো লাগালে গোহার।"
"হাতে লেলা টাইনিয়া,
গোড়ে লেলা বাধা,
চালি বেলা আমকা রায়া
পাসড়া খোলাএ।"

না বাবা উঠাও, না বাবা জাগাও, ভীষণ ঘুম পেয়েছে। হাতে নিল পাঁচনবাড়ি, পায়ে নিল পাদুকা, দড়ি খুলিতে গেল চ'লে আমকা রায়া। মেয়েরা সকাল বেলা "চুমাড়া" করার সময় গায়:

"কুকুড়া মা ডাকি গেলা
ডাগেলা বিহাণ,
উঠো পুতা ফালনা রায়া
পাশারে খোলাএ।
না আয়ো উঠাসে,
না আয়ো জাগায়ে,
নিন্দা তো লাগালে গুহার।"

মুরগী ডাকল পুত্র উঠ, "পাশড়া" খোল। মা তুলো না, মা জাগায়ো না, আমার ভীষণ ঘুম পেয়েছে।

"হাতে লেলা টাইনিয়া
গোড়ে লেলা বাধেওয়া,
চালি বেলা আমকা রায়া
গাইয়ে ঘুরাই।
সোনে কিরি লাউড়ি আয়ো
গাইয়ে ঘুরারায়ে,
রুপে কিরি বাশি আয়ো
বাসি হে বেলাএ।"
হাতে পাঁচনবাড়ি নিল, পায়ে খড়ম পরিল
চলে গেল আমকা রায়া গাই ফিরাতে।
সোনার মত ছেলে মাগো গরু চরায়
রুপার বাঁশী হাতে নিয়ে বাজায়।

চুমাড়া শেষ ক'রে রাখালেরা গরু ছাড়ে। মেয়েরা নাচ বন্ধ ক'রল। নিজের নিজের কাজ আরম্ভ করে। আর ছেলেরা মাঝির আঙিনায় "ডাণ্টা" নাচ করে। গান গায়:

"চলরে ছালিয়া পালিয়া
মাচ ধরতে যাবো।
: : মাচের কাটা লাগিলো
দোলা ছানডাই যাবো গো" : :
চলরে ছেলেপিলে সব মাছ ধরতে যাব
মাছের কাঁটা লাগল দোলা চতুর্দোলে যাব।
কে বলে বুড়হা মরলো,
কে বলে আছে,
ঝাড় কোলে বসিয়া;
রাঙ্গা মাটি মাখিয়া;
বুড়হা কুরমুরে গো
বুঢ়া কুরমুরে।

কে বলে বুড়া মরিল, কে বলে আছে, ঝরণার কোলে বসিয়া রাঙ্গা মাটি মাখিয়া বুড়া রাগে গর গর ক'রছে।

মেয়েলোকেরা নিজের নিজের কাজ করে, ঘরনিকান, গুঁড়ি কুটা ইত্যাদি, আর ছেলেরা নেচে ক্লান্ত হ'য়ে পাড়ার এমাথা থেকে ওমাথা যায়। একবার এমাথা থেকে ওমাথা বেড়া ইত্যাদি পিটে নিয়ে আসবে, আর গোড়েতের ঘর পৌছালে আঙ্গিনার দুয়ারে বন্ধ ক'রে রাখবে গোড়েৎকে। তারপর গোড়েৎ এক হাঁড়ি হাঁড়িয়া দিবে। তারপর তাকে খুলে দিল। তারপর গ্রামের শেষ পর্য্যন্ত লাঠি পিটে শেষ ক'রবে। ওটার শেষে খড়ের নানারকম নাচের মূর্ত্তি তৈরী ক'রবে। তৈরী ক'রে মাঝির ঘরে নিয়ে যায়। সেগুলিকে নাচায়, আর মাঝি তাদের চাল দিবে। সেই রকম ঘরে ঘরে ভিক্ষা ক'রবে। ভিক্ষা চাওয়া শেষ ক'রে ঐ চাওয়া জিনিস জগমাঝির কাছে জমা দেয়। তারপর সমস্ত বেটাছেলে স্নান করিতে যায়। জোয়াল, টাঙ্গি, ছুরি নিয়ে স্নান ক'রে এল।

তারপর ঘরে ঘরে মুরগী শুয়োর পুজা করে। মারাং বুরু আর ঘরের বঙ্গাকে পুজা দেয়। আর পুর্ব্বপুরুষদের "কুটাম্ করে দেয়" (মাথায় ছিঁচে মেরে দেয়)। গুঁড়ি দিয়ে "খঁড" করে দুটি, মাঝখানে চাল রাখে আর পাঁচ টিপ সিন্দুর টিপ দেয়, আর বলির গায়ে জল ছিটিয়ে সিন্দুর দেয়, মাথায় পিঠে আর খুরে। তার "খঁড" চাল খাওয়ায়, আর প্রার্থনা করে: ("জোহার তবে মারাং বুরু, বাপু ঠাকুর তিঞ দ, তবে সোহরাএ ঞুতুমতে এমাম্ চালাম্ কানা, পাহুড়াঃ'ক পাসনাওয়া'ক্, নিয়াগে সুক্কঃ'ক্ রেবেন কঃ'ক্ মে; সেদায় মারে হাপড়াম্কো দ লুযাম্ লুগড়ি সিন্দুর সাড়িতে আতাংলে'ৎ তেলালেঃৎ পেয়াকো, আলে চঁড্ কড়া চঁড্ কুড়ি বাংলে বাডায়া গুরোমা, গেগেচ্ গুগরিচ্‌রে নেঁওরে নিচারে, দোগোঃআ দিজ্জিঃ-আ, সানামপে সাহাওকাঃ লাহাওকাঃপে, বাপু ঠাকুর তিঞ দ")।

প্রণাম তবে মারাং বুরু বাপু ঠাকুর আমার, তবে সোহরায়এর নামে নিবেদন করছি।

এটাই খুসী মনে গ্রহণ করুন, আমাদের পুর্ব্বপুরুষগণ তসরের কাপড়ে, সিন্দুর, সাড়ীতে আপনাদের সেবা পুজা করেছিল, আমরা সেদিনকার ছেলেমেয়ে কিছুই বুঝি না সুঝি না। ঘর নিকানোর সময়, আচারে অনুষ্ঠানে দোষ ভুল হ'তে পারে, সমস্ত ক্ষমা ক'রবেন বাবা ঠাকুর আমার। সেইরূপ আরও প্রার্থনা করে: কিন্তু সে সব আগেই বলেছি। ঘরের দেবতাকেও ঐরূপ বলিবে। আর পিতৃপুরুষদের পাতার উপর চাল রাখিয়া মুরগীকে সেই চাল খাওয়াইয়া মাথায় (টাঙ্গি অথবা কুড়ুলের) পাশা দিয়া থেঁতো করিয়া পুজা দেয়, আর মারাং বুরু ও পিতৃপুরুষদের হাঁড়িয়া পুজা দেয়।

তারপর পুজা শেষ করিয়া ভাত তরকারি রাঁধে। পিতৃপুরুষদের মাংস (পুজার) আলাদা রান্না করে। সেটা ভাতের সঙ্গে পুজা করে। সেই সময় প্রার্থনা করে: ("জোহার তবে পুরুধুল, বাপুঠাকুর তিঞ দ, সোহায় ঞুতুমতে সেয়া দাকা সেয়া মাণ্ডি এমাগে চালাপে কানাঞ, নিয়াগেপে সুক্কঃ রেবেনেকঃপে। নাই পারম গাডা পারম পেড়াকো গুতিয়াকো হপনএরা মিস্‌এরা নেওতা আকা'ৎ বারতে আকাঃৎ কওয়ালে, আপেয়াঃ ইতাঃৎ আলসেকো জমা হাবাকো; লা'চ্ হাসো বহঃ'ক হাসো, আলপে সিরজার্ড ওচয়া, গাড়হাও ওচোয়া, বাপু ঠাকুর তিঞ দ")।

প্রণাম তবে বৃদ্ধশ্রেষ্ঠ, বাপু ঠাকুর আমার সোহরায়এর সময় পচা ভাত পচা পান্তা আপনাদের পায়ে নিবেদন ক'রছি, এটাই আনন্দের সহিত গ্রহণ করুন, নদীপার নালাপার হ'তে কুটুম, আত্মীয়, মেয়েদের, ভগ্নীদের নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছি, তারা আপনাদের প্রসাদ খাবে, পেট ব্যথা যেন না হয় বাপু ঠাকুর আমার। আরও অনেক লম্বা "বাঁখেড়" করে। তারপর সকলে খাওয়া দাওয়া করে।

গান গায়:

"কাটিচ্ কাটিচ্ সিম সুকরি
সাগাল সাগাল পেড়া তাপে,
দাকায়াঞ উতুয়াঞ,
ইঞ দ, বাবা, অহঞ হাটিঞলে।

ছোট ছোট মুরগী শুয়োর, গাদা গাদা কুটুম্ তোমাদের, ভাত রাঁধব, তরকারি রাঁধব, আমি কিন্তু দিতে পারব না।

খাওয়ার পর গোয়ালে আসন (গাছের) পাতা ভিজান জলে গুঁড়ি দিয়ে আলপনা দেয়, সুন্দর দেখাবার জন্য, আর গোয়ালের খুঁটিতে গুঁড়ি গোলা জল লাগায়, আর সিন্দুর দেয় আর গোয়ালের দরজার খুঁটিতেও ঐ রকম করে। বুড়ো বুড়ীরা ঘরে ঘরে হাঁড়িয়া খেতে যায়, গান গাইতে গাইতে, আর ছেলেমেয়েরা কুলি রাস্তায় রাস্তায় সারা রাত্রি নাচে।

বুড়ো বুড়ীরা অন্য ঘরে হাঁড়িয়া খেতে যাবার সময় গান গাইতে গাইতে যায়:

: : "নেস্ বাবা পা'রলাক কাতিঞ,
কালম্ বাবা দওয়াল্ কাতিঞ,
ঝারিয়া পাটি মাপাঞ্জি কো
ঞেলগো বাবা দারা কো কানা।"

এ বৎসর বাবা পাড় ক'রে দাও, আসছে বছর বাবা সাড়ী ক'রে দাও, ঝারিয়াপাটীর লোকেরা আমাকে দেখবার জন্য আসছে।

যার বাড়ীতে যাবে, সেই বাড়ীর লোকেরা গান গেয়ে অভ্যর্থনা করে:

"দেহো তুড়ুপ্‌পে
দে হো তেঙ্গুন পে : :
জনম্ ঞুমুম গাতেঞ্, বাহুঃ তালেয়া
সেঁৎ ঞেপেল্, গাতেঞ আহা জুআব।"

এস হে বোস, এসহে দাঁড়াও, বন্ধু খেতে দিতে আমাদের নাই শুধু চোখের দেখা বন্ধু।

: : আকাল কেদায়, গাতেঞ, সুকাল কেদায়, : :
ইতা রাহু, গাতেঞ বালে ঞাওয়ানা,
সানাম্ হপনিঞকো ভিজার চাবায়েন।

আকাল ক রল বন্ধু, তাই বীজ পেলাম না আমার ছেলেরা সব গরীব হয়ে গেছে বন্ধু।

তারপর পরের দিন সকাল হ'ল। তারপর মাঝির ঘরে লাগরা বাজাবে, লোক জমা হবার জন্য। গ্রামের মুখিয়ারা সব এসে জমা হবে। জমা হবার পর মাঝি জিজ্ঞাসা ক'রবে: কি হে শুনি গরীব সকলেই ভাল আছি কি না? তাহারা জবাব দিবে: মাঝি বাবা, ভালই আছি, ভাল থাকতে মন্দ ব'লব কেন? মাঝি এখন হাঁড়িয়া দিবে; খাচ্ছে।

তারপর মাঝি জিজ্ঞাসা ক'রবে: কি গরু খুঁটাব (খেলাইব) কি না? তাহারা উত্তর দিবে: হেঁ বাবা তুমি হুকুম দিলে খেলাব। তারপর মাঝি, জগমাঝি আর পারানিককে বলবে: বাইরের লোক আসবে একটু লক্ষ্য রাখবে। সেখান থেকে চলে যাবে। তারপর জগমাঝি গ্রামের ছোকরাদের বলবে: যাও খুঁটির গর্ত্ত খুঁড়।

খুঁটির গর্ত্ত খুঁড়ার আসল নিয়ম হচ্ছে, মাঝি, পারানিক, জগ-মাঝি, জগপারানিক, আর গোডেতের বাহিরের আঙ্গিনায়; ঐ পাঁচ ঘরে জগমাঝি খুঁড়াইবে। গ্রামের লোকেরা নিজের নিজের বাইরের আঙ্গিনায় নিজেরাই গর্ত্ত খুঁড়ে খুঁটি গাড়বে, গরু খেলাবে ব'লে। জগমাঝির হুকুম মত নিযুক্ত ছোকরা গর্ত্ত খুঁড়ে খুঁটি গাড়বে ঐ পাঁচ বাইরের আঙ্গিনায়। দড়ি লাগায় গরু বাঁধিবার জন্য। জগমাঝি ঐ ছোকরাদের ভাত আর হাঁড়িয়া দিবে। তারপর হাঁড়িয়া ছাঁকবার জন্য মাঝি হুকুম দিবে। ছাঁকিল। তারপর সে সময়ের মত ছুটি হ'ল।

বৈকাল হ'লে রাখালেরা গরু নিয়ে আসবে। নিয়ে এসে যে যার ঘরে তুলবে। গোয়ালে তেল মাখিয়ে দেয়। ঘরের একজন মেয়েমানুষ, মালিকের স্ত্রী কি যে কেউ, বাগাল ছেলেকে গোয়ালের দরজায় স্নান করাবে, তেল মাখিয়ে দিবে। ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে পিঠা, চিড়ামুড়ি খাওয়াবে। ঘরে ঘরে এই রকম করে।

তারপর জগমাঝি গ্রামের ছোকরাদের বলবে: এবার গরু জাগাও আর "ধাওয়া" বুন (ধানের শিষ দিয়ে চামরের মত বুন), মাঝির ঘরে আরম্ভ ক'রে। তারপর ঘরে ঘরে গরু জাগায় আর একজন সঙ্গে সঙ্গে ধাঁওয়া তৈরী করিতে করিতে যায়। তারপর প্রত্যেক ঘরে এক ভাঁড় ক'রে হাঁড়িয়া চাঁদা তুলে দেশ কুটুমের জন্য। তারপর গরু নিয়ে আসে খেলাবার জন্য। দেশের লোকও জমা হচ্ছে। ছোকরারা প্রথমে মাঝির ঘরে গরু খেলায়। গরুগুলিকে খুঁটিতে বেঁধে খেলায় শিং দিয়ে গুতাবার জন্য। লাগরা ইত্যাদি বাজায়, বাঁশী বাজিয়ে শুনায়, সমস্ত কুলি (গ্রাম) তিনবার ধ'রে খেলিয়ে যায় খেলিয়ে আসে। তারপর বন্ধ করে, মাঝির ঘরে জমা হয়, আর সেখানে দেশের লোকও জমা হয়। নিজের নিজের গরু খুলে নিল।

তারপর মাঝির ঘরে দেশ কুটুমদের খাট, পিঁড়ি, মাচি পেতে দেয়। তারপর জগমাঝি গ্রামের ছোকরাদের বলবে: যাও দেশ কুটুমদের হাঁড়িয়া দাও, দুই খলা ক'রে ভাল, দুই খলা ক'রে চট্‌কান, আর চিড়ামুড়ি এক মুঠা ক'রে সমস্ত লোককে দাও। দিয়ে গেল।

তারপর গান গায়:

"ডুড়ু ডুড়ু সোনায়াতে
আয়েলে হো সাঙ্গা ভাইয়া,
বাইসা হো সোনেরে পালাকে;
কিছুই নাহি করালা হো,
সাঙ্গা ভাইয়া, মাঁহিঁতে মরি।"

ডুড়ু ডুড়ু শুনে সাঙ্গা ভাই এলে বস সোনার পালঙ্কে, কিছুই করি নাই সাঙ্গা ভাই [সাঙ্গা ভাই (বন্ধু) তোমাদের কিছুই অভ্যর্থনা ক'রতে পারি নাই] লজ্জায় মরে যাই।

"একার ছিলিম তামাকুর
খায়েলে হো সাঙ্গা ভাই,
বড়োরে বেওহাররে;
একার ঘুটি পানিয়ো পিলে হো,
সাঙ্গা ভাই বড়োরে সুলাং।"

এক ছিলিম তামাক খেয়ে নাও হে সাঙ্গা ভাই এটাই হচ্ছে বড় সম্মান, এক ঘটি জল খেয়ে নাও হে সাঙ্গা ভাই এটাই হ'ল বড় আনন্দ।

দেশের লোক উত্তর দিবে:

"বাটির বাটি মণ্ডা যেনো
খাএলে হো সাঙ্গা ভাই,
দোনা দোনা খাসি কেরা ঝোররে।
কিছুই নাহি কাম কাজ কয়ালা হো,
সাঙ্গা ভাই মাঁহিঁতে মরি।"

যেন বাটি বাটি মণ্ডা খেয়ে লাও হে সাঙ্গা ভাই, দলা দলা খাসির মাংসের ঝোল। কোন কাজই করালে নাহে সাঙ্গা ভাই লজ্জায় মারা যাই।

তারপর গ্রামের ছেলেরা আর বাইরের ছেলেরা মাঝির "ছাটকায়" (বাইরের আঙ্গিনায়) "পাকদন" নাচ করে, আর লোকে দেখে। নেচে ক্লান্ত হয়ে দেশ কুটুম নিজের নিজের গাঁয়ে চলে যায়, আর গ্রামের ছেলেমেয়েরা সারা রাত কুলি রাস্তায় ঘুরবে। কতক ছেলে-মেয়েরা "জাগারনা" করে; আলতি (কচু), বেগুন, সিম, আর আলু প্রত্যেক ঘরের নিয়ে আসবে; বড় (খড়ের মোটা দড়ি)

দিয়ে দুটি ছোট ছোট পুড়া (পাঁটলা) বাঁধিবে, আর কতক নিজেরা খাবার জন্য রাখবে। একটি পুড়া মাঝির দুয়ারে আর একটি পুড়া পারানিকের দুয়ারে ঝুলিয়ে দেয়। তারপর গায় :

"বাই বাইতে ও ডোকঃ মে মাঝি সাহেব,
সাং সারুরেম তাকিচ্ রচঃৎকঃ'ক্।
দেন্‌তালে মাঝি সাহেব, তরচ্ টুকুচ্
সাং সারুলে তেকে জমা।"

আস্তে আস্তে বাইরে এস মাঝি সাহেব, কচু আলুতে ধাক্কা লেগে মাথা ফেটে যাবে। আমাদের স্বার হাঁড়ি দাও আলু কচু সিদ্ধ ক'রে খাব।

তারপর মাঝি এক হাঁড়ি হাঁড়িয়া ছোকরাদের বা'র ক'রে দেয়। পারানিকের ঘরেও ঐরকম গান গেয়ে এক হাঁড়ি হাঁড়িয়া পায়। সেই হাঁড়িয়া দুটি মাঝির বাইরের আঙ্গিনায় তৈরী করিয়া ছেলেমেয়েরা খায়। আর সারা রাত্রি ধরিয়া নাচে, সকাল হ'লে, জগমাঝি, জগ-পারানিক সেই পোঁতা খুঁটি ছোকরাদের দিয়ে তোলায়। সেই সময় ছোকরারা ঘরে ঘরে একটি ক'রে ডিম নেয় তামাসা ক'রে। একজন মারা যায়, ঘরের মধ্যে তুলে নিয়ে গিয়ে ঝাড়ে, (মন্ত্র বলে ফুঁ দেয়) আর ঝাড়নি বলে :

চেতান খাগুরাং খগুরং
লাতার দাদাড় হাপ্,
ঝাড় খান দো ঝাড়ঃ মে,
বাংখানদ চেরো গাজাত সিয়ঃ ইঞ চালাঃ আ।"

উপরে উবড়ো খুবড়ো, নিচে চড়া, ভাল হবে তো হও, তা না হ'লে আমি চেরো (ঘাস) বনে লাঙ্গল বাইতে যাব।

একটি ডিম পায়, আর একমুঠা চাল, তারপর মরা লোক বেঁচে উঠে। ঘরে ঘরে ঐরকম করে।

ওটা শেষ ক'রে সন্ধ্যাবেলা যুবক-যুবতী আর বুড়ীরা ঘরে ঘরে "জালে" করে (চাঁদা তুলে), মাঝির ঘরে আরম্ভ করে। উঠানে ঢুকে গান গায় :

"যুগী তো মাঙ্গায়ে বারোরে বছর,
ছণ্ডা তো মাঙ্গায়ে আজোকার দিন য়ো রে,
ছণ্ডা তো মাঙ্গায়ে আজোকার দিন।"

যুগী তো ভিক্ষা করে বারো বছর, ছোকরা তো মাগে আজকের দিন।

"বহুত্ না মাঙ্গায়ে
থোড়া না মাঙ্গায়ে,
মাঙ্গায়েতো মিৎ হাটাঃ হোড়ো,
আর মিৎ চুকাঃ তাং হাঁড়ি।"

বেশীও চায় না কমও চায় না, চাইছে এককুলা ধান আর এক ভাড় হাঁড়িয়া।

ঐরকম ক'রে প্রত্যেক ঘরে ধান, ডাল, নুন আর হাঁড়িয়া পায়। নাচবার সময় এ ওকে দোষ দিয়ে গান গায়। ছেলেরা মেয়েদের হাত টুঁটো ব'লে গান গেয়ে দোষ দেয়, আর মেয়েরা ছেলেদের গোদা পা ব'লে গান গেয়ে দোষ দেয়। আরও অন্যান্য গানে দোষারোপ হয়। প্রত্যেক ঘরে চেয়ে শেষ ক'রে জগমাঝির ঘরে রাত্রেই জমা দেয়। তারপর শেষ ঘরে নাচে আর "ডাহার" ইত্যাদি গান গায় :

তুড়ি তুড়িরেকো ছাতাএআ,
টুমাং টুমাংরেকো রাসাএআ ;
ডিরমিরে রাদ বাদ তির ধাঁও ধাঁও
সাকি তির ধাঁও ধাঁও।"

সরিষা গাছে বাসা করেছে, হাঁড়ির ভিতর রস জমিয়েছে, ডালাতে খড় খড় করে সখি তিরি (স্ত্রী) রেগে যায়।

সেই বাড়ীর লোক তাদের হাঁড়ি হাঁড়িয়া, পাঁচ গণ্ডা পিঠা আর পাঁচ পাই চিড়ামুড়ি দেয়। সেই সব খায় আর পান করে। তাহাকে শিশির হাঁড়িয়া বলে। নেচে ক্লান্ত হ'য়ে ছেলেমেয়েরা সব জগমাঝির ঘরে শুতে যাবে। পরদিন সকাল হ'লে মেয়েরা জগমাঝির ঘর ঝাঁট পাট দেয় আর জল আনে, আর ছেলেরা "ধাও" (ধানের শিষ চামরের মত তৈরী ক'রে প্রত্যেক গোয়ালে বেঁধেছিল) বোঝা তুলে এনে জড়ো করে। সে সমস্ত মাড়িয়ে ঝেড়ে নেয়, আর জগমাঝি সেগুলি আর "জালের" সময় চেয়ে আনা ধান মেয়েদের চাল তৈরী করার জন্য মেপে ভাগ ক'রে দেয়। তারপর জগমাঝি ছেলেমেয়েদের দুপুরে ভাত খাওয়াবে। খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরে ঘরে জিম্মা করে দেয়। তারপর সোহরায় শেষ হ'ল।

মেয়েরা, জগমাঝি যে ধান মেপে দিয়েছিল, চাল তৈরী ক'রে পৌছে দিবে। তার হাঁড়িয়া রাখবে। আন্দাজ দশদিন পরে নিজের ঘরে সমস্ত গ্রামের লোকদের ডাকবে। সেই হাঁড়িয়া দিবে, আর ছেলেমেয়েদের ভাত দিবে। তাকে "কড়া কুড়ি ছাটিয়ার" হাঁড়িয়া বলে। সেই হাঁড়িয়াতে ছেলেমেয়েরা জাতে উঠল, তাদের ছাড়ও শেষ হ'ল, আর গ্রামের লোকের বন্ধ কানও খুলিল।

সাকরাত হ'ল পৌষ মাসের শেষ দিন। সেই দিনের দুই দিন আগে গ্রামের মজলিস বসে, কথাবার্ত্তা হয় যে কাল মাছ আর কাঁকড়া ধরা যাবে, পরশু দিন সাকরাত হ'বে। পরের দিন মাছ, কাঁকড়া ধরে।

সংক্রান্তির দিনে মুরগী ডাকার সময় ঘরে ঘরে একটি ক'রে মুরগী মারে। ভাত তরকারি রেঁধে স্নান ক'রে এসে ভাত আর মাংস, তরকারি, মাছ, কাঁকড়ার তরকারি ইত্যাদি খায়। সূর্য্য উঠার পর পুরুষেরা শিকারে যায়। নিজেদের কাছের জঙ্গল শিকার করে।

শালপাতা সঙ্গে নিয়ে আসে, স্নান ক'রে আসে। মেয়েরা চিড়া আর পিঠা তৈরী ক'রে রেখেছে। সেটা প্রত্যেক ঘরের পুরুষেরা পূজা ক'রবে। পিতৃপুরুষদের নিবেদন করে, আর হাঁড়িয়া পূজা দেয় তাহাদের ও মারাং বুরুকে। তারপর সংক্রান্তির নামে "বাঁখেড়" ক'রবে অন্য সময়ের "বাঁখেড়ে"র মত। সেই পিঠা তাবেন সমস্ত খায়। খাওয়ার পর জগমাঝি "বেঝা" (লক্ষ্য) বিঁধবার জন্য সকলকে ডেকে নিয়ে যাবে। একটি কলাগাছ কিংবা ভাড়া গাছ কেটে নিয়ে যায়। গ্রামের মাথার মাঠে পুঁতে। তারপর নায়কে প্রথমে "বেঝা" খুঁটিতে তীর মারবে। তারপরে গ্রামের সমস্ত লোক বিঁধবে, যতক্ষণ না তীর লাগছে। তারপর যে কেউ বিঁধে লাগাতে পারলে, জগমাঝি গিয়ে টাঙ্গি দিয়ে "বেঝা" খুঁটি কেটে ফেলে দিবে, আর যে বিঁধেছে তাকে জগমাঝি কাঁধে নিয়ে যেখানে লোক জমায়েৎ হয়েছে সেখানে নিয়ে আসবে। তারপর তারা সকল লোককে নমস্কার ক'রবে মাঝির কাছ থেকে আরম্ভ ক'রে।

তারপর ছোকরারা "পাকদন্" ক'রবে, আর নানা রকম তামাসা ক'রবে। সেই রকম ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে গ্রামে ফিরে আসবে। জগমাঝি "বেঝা"কে যে কেটে ফেলেছিল সেটা দুজন লোক জানোয়ারের মত কাঁধে ক'রে নিয়ে আসবে। মাঝির ঘরে সকলে ঢুকবে। সেই "বেঝা" খুঁটিকে "মাঝি ডুণ্ডে" বলে। মাঝি হাঁড়িয়া, চিড়ামুড়ি ইত্যাদি দিবে। সেই সময় মাঝি বলবে: তোমরা এত প্রজা থাকার জন্য দুশমনকে মেরে আমাকে বাঁচালে; তা না হ'লে আমাকে খেয়ে ফেলত।

সেখানে খাওয়ার পর পারানিকের ঘরে যায়। সেখানেও চিড়ামুড়ি আর হাঁড়িয়া পায়। সেখান থেকে বেরিয়ে মুরুব্বি লোকের ঘরে এখানে ওখানে হাঁড়িয়া পায়। ছেলেমেয়েরা লাঁগরে নাচে, মাঝির বাইরের আঙ্গিনায়। নেচে ক্লান্ত হ'য়ে যে যার ঘরে ঘুমাতে চলে যায়।

"মাগ সিম" মাঘ মাসে পূজা হয় সাউড়ি (বাবুই জাতীয় ঘাস—ঘর ছাওয়া হয়) কাটার জন্য। ঘরে ঘরে এক পাই ক'রে চাল কিংবা বজরা চাঁদা করে হাঁড়িয়ার জন্য। গোড়েৎ তার জন্য হাঁড়িয়া করবে। সোহরায়এর সময় যার গরু খঁড় মাড়িয়েছিল তার মালিককেও এক হাঁড়ি হাঁড়িয়া আলাদা রাখবে। ঘরে ঘরে হাঁড়িয়া রাখে। ধার্য্য দিনে গোড়েৎ ঘর পিছু একটি ক'রে মুরগী আর এক পাই ক'রে চাল আর নুন হলুদ চাঁদা তুলে। জলের পাড়ে যেখানে "নায়কে" পূজা করে, সেখানে গোড়েৎ সব নিয়ে যাবে। গোড়েতের রাখা হাঁড়িয়া আর মারান গরুর মালিকের রাখা হাঁড়িয়া গোড়েৎ নায়কের পূজার জায়গায় নিয়ে যাবে। "নায়কে" সেখানে স্নান ক'রে উঠে "খঁড়" ক'রে মুরগী পূজা করে। মঁড়েঁকো তুরুইকো এরা, মারাং বুরু, পারগানা, গোসাঁয় এরা, আর মাঝি হাড়াম, আর সিমা আড়ার দেবতাদের পূজা দেয়। অন্য সময়ের মত "বাঁখেড়" করে। পূজা করার পর খিচুড়ি রেঁধে খায় আর সেই হাঁড়িয়াও খায়, কতক খিচুড়ি পাওনা হিসাবে যায়। পাবে: মাঝি, পারানিক, গোড়েৎ, জগমাঝি, জগপারানিক, নায়কে, কুডাম নায়কে, সাউড়ি যারা কাটে, যারা বহে, যারা ছায়, যারা জল আনে, কাঠা পাতা যারা এনেছে, রাঁধুনি আর হাঁড়িয়া যে চালে এক এক ভাগ ক'রে, আর নায়কে আর কুডাম নায়কে একলাই দুই ভাগ ক'রে পায়।

তখন কথাবার্ত্তা করে, মাঝি বলে: জান বাবা, এই মাঘ মাস শেষে, চোরেরও মাঘ মাস, চাষারও মাঘ মাস, মাঝি পারানিকেরও মাঘ মাস, চাকর চাকরাণীরও মাঘ মাস, তারপর সকল লোকেরই মাঘ মাস হ'ল। এস কেউ যদি মাঝি হ'তে ইচ্ছা ক'রছ, আমিও মাঘ মাসে জবাব দিচ্ছি। পারানিক, জগমাঝি, জগপারানিক, গোড়েৎ, নায়কে আর কুডাম নায়কেও ঐরকম বলবে। যেমন, আমরাও বাবা চালিয়ে হাঁপিয়ে গেছি। তখন রায়তেরা বলিবে: আমরাও বাবা ক্লান্ত, জমি জায়গা সব আপনার জিম্মা ক'রে দিচ্ছি, মাঝি বাবা। সমস্ত (গ্রীষ্মের) গরম দিন ভোর, শুধু পুরান ভাগ দখল ক'রব, সেটা জিম্মা দিচ্ছি না, আর কুঁড়েগুলিও রাখব। মাঝি উত্তর দিবে: তোমরা যখন জবাব দিলে, আমি আর যাই কোথা। আছিয়েই। তবে যারা যাবে তাদের দিয়ে আসব, যারা আসবার তাদের নিয়ে আসব। তারপর গ্রামে ফিরে যাচ্ছে এক এক আঁটি সাউড়ি (ঘাস) আর পাঁচ ছয়টি বাতা নিয়ে।

গ্রামে এসে শুধু মিছা নায়কের ঘর সারাবে (ছাইবে), আর তার কাছে হাঁড়িয়া খাবে। সেইরূপ মাঝির ঘর, পারানিকের ঘর, জগমাঝির ঘর, জগপারানিকের ঘর, গোড়েতের ঘর আর কুডাম নায়কের ঘর শুধু মিছামিছি ছাইবে আর হাঁড়িয়া খাবে। তারপর নিজের নিজের ঘরে দুএকজন কুটুম্বের সঙ্গে হাঁড়িয়া খায়, আর ছেলেমেয়েরা "লাঁগড়ে" নাচে যতক্ষণ না ক্লান্ত হচ্ছে।

পাঁচ ছয় কি দশ দিন পরে মাঝি গ্রামের লোকদের নিজের ঘরে ডাকবে। হাঁড়িয়া রেখেছে। প্রথমে দুই গলা ক'রে দিবে। তখন তারা জিজ্ঞাসা ক'রবে: আচ্ছা বাবা, এটা কিসের হাঁড়িয়া? সে উত্তর দিবে: এটা খুদ কুঁড়ো রেখেছিল তারই হাঁড়িয়া, ঐ যে বলে না: ভাত রাঁধ তরকারি রাঁধ, নুনই মিঠা; হাঁড়িয়া কর মদ কর, কথাই মিঠা, বুঝতে না পারলে, তখন মাঝি আবার বলবে: এটা কিছুই নয়, পাঁচ বাবা, ঐ যে মাঘ মাসে জবাব দিয়েছিলাম, তারপর কি আমিই পুনরায় থাকব, আপনারা পাঁচ জনা খুসী হ'লে। তাহারা জবাব দিবে: হেঁ বাবা, আমরাও এতদিন আপনার পথ চেয়ে আছি, সেইজন্য কাউকে বলি নাই; ভাবলাম পাছে আমাদের মাঝি বাবার মন ফিরে। পুরান রাজা, পুরান দেবতাই ভাল।

আপনাকেই মাঝি ব'লে বুঝেছি, ওরকম ঝাঁকড়া গাছের ছায়া কোথায় পাব? তারপর খুব হাঁড়িয়া দিবে।

সেই রকম পারানিক একদিন গ্রামের লোকদের জমা ক'রবে, আর হাঁড়িয়া তাদের দিয়ে নিজের কাজ ফের চেয়ে নিবে। তারপর জগমাঝি, জগপারানিক, গোডেৎ, নায়কে আর কুডাম নায়কে, একে একে হাঁড়িয়া দিয়ে নিজের নিজের কাজ ফিরে পাবে মিছামিছি (নাম মাত্র); আর তাদের পর এক একজন রায়ত মাঝি, পারানিক আর গ্রামের পাচজনকে হাঁড়িয়া দিয়ে নিজের নিজের বাস্তুভিটা মিছামিছি (নাম মাত্র) ফিরে চাইবে। ওটা হচ্ছে বেকার দিন কাটাবার একটা উপায়।

"বাহা" হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় বড় পরব। ওটা ফাল্গুন মাসের পুর্ণিমার পর হয়। ওটা হ'ল বৎসর ফিরে আসবার পরব। সেই সময় শাল গাছে ফুল আসে, "ইচাঃ" আর পলাশ ফুলও ফুটে, আর মহুলেও ফুল আসে। বাহা পরব না হওয়া পর্য্যন্ত "ইচাঃ" ফুল আর পলাশ ফুলের মধু খাই না, শাল ফুল পরি না, আর মহুলও খাই না। কেউ আগে চুষলে কি খেলে, তাদের ঘরে নায়কে যাবে না, আর তাদের (বাড়ীতে) খাবে না ছোঁবে না, যতদিন না বাহা পরব হচ্ছে। "বাহা" হচ্ছে আমাদের ধরম পরব, সোহরায়এর মত লটঘটে নয়। ধার্য্য দিন এলে, স্নান করার দিনে ছোকরারা "জাহেরের" চালা তৈরী করে, একটি হ'ল "জাহের-এরা", মঁড়েকো আর মাংরা বুরুর জন্য, আর একটি হ'ল গোসাঁয়-এরার জন্য। নায়কে সমস্ত দেবতার থান গোবর দিয়ে নিকিয়ে আসে, তারপর সকলে স্নান ক'রতে যায়। স্নান করিবার পর নায়কের ঘরে চালা ছাওয়া ছোকরারা আসে। নায়কে হাঁড়িয়া আর ভাত দেয়। খাওয়া দাওয়ার পর শিকারে দল বেঁধে যায় গ্রামের জঙ্গলে। নায়কে খাওয়া দাওয়া ক'রে কুলা, ডালা, তীর, ধনুক, টাঙ্গি, ঝাঁটা, ঠাকুরের শাঁখা, শিকলী মালা, ঘণ্টা আর শিঙ্গা, সেই সমস্ত পুকুর থেকে ধুয়ে নিয়ে আসে। তারপর বাঁটা মেথি আর তেল সেই সমস্ত জিনিসে (দেবতাদের ব্যবহারের জিনিসে) মাথায় আর একটি নূতন কলসী আর একলাছি সুতাতেও মাখাবে। যুবারাও শিকার থেকে ফিরে এল, আর সাঁঝও হ'ল।

তারপর গোডেৎ তিনটি মুরগী নায়কের কাছে ধ'রে নিয়ে যাবে। সেগুলিকে নায়কে মুরগী বলে। সন্ধ্যা থেকেই নায়কের ঘরে নাগারা বাজায় আর শিঙ্গা ফুঁকে, সেটা শুনে দেবতারাও ঝুপার হ'য়ে আসেন, আর গ্রামের লোকও জমা হয়। দেবতারাও "রুম" (ঝুঁপা অর্থাৎ এক জনের উপর ভর করিয়া আসা) হ'য়ে এলেন, আর গ্রামের লোকেরা সমস্ত নায়কের ঘরে জমা হ'ল। নায়কে দেবতাদের জিনিসপত্র বার ক'রে দেয়। ঝুঁপার যারা হয়েছে তাহা হ'ল তিন জন; একজনের উপর ভর ক'রে আসবেন জাহের-এরা; একজন হ'ল মঁড়েকো, আর একজন হ'ল মারাং বুরু। জাহের-এরা হাতড়া-হাতড়ি ক'রে শিকলী মালা পরবেন, ডালা মাথায় নিবেন আর ঝাঁটা ধরবেন; মঁড়েকো তীর ধনুক ধরবেন; আর মারাং বুরু টাঙ্গি নিবেন। তারপর জাহেরে যায়, আর গ্রামের যুবারা পেছন পেছন ধাওয়া ক'রে যায়। জাহেরে পৌছে জাহের-এরা দেবতাদের থান সমস্ত ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করবেন, আর ওরা দুজনে দেখে দেখে যাবেন। এই সমস্ত ক'রে বাড়ী ফিরে আসে।

তারপর নায়কে হাত জোড় ক'রে দেবতাদের কাছ থেকে জিনিসগুলি চেয়ে নিবে। দিলেন। তারপর একটি চাটাইএর উপর তাঁদের বসাবে। বসিবার পর এক মুঠা ক'রে চাউল দিবে, ভাল মন্দ বুঝে দেখবার জন্য। জাহেরে নূতন গ্রামে দেবতা প্রতিষ্ঠার সময় যে রকম "বাঁখেড়" করেছিল, তখনও সে রকম "বাখেড়" করে (মিনতি করে)। ভাল মন্দ জিজ্ঞাসা করার পর নায়কে চাউল চেয়ে নিবে আর কুলাতে রেখে দিবে। তারপর নায়কে দেবতাদের জিজ্ঞাসা ক'রবে; আসুন, গোসাঁই, বর্ষার জল বৃষ্টির জল দেখে যাবেন কি না? তখন দেবতারা বলিবেন: নিশ্চই দেখে যাব শুনে যাব, কেউ নই যে বাদ দিব।

তারপর নায়কে পা ধোয়াইয়া দিবে, প্রথমে জাহের-এরা, তারপর মঁড়েকো আর শেষে মারাং বুরু। ধোয়াবার পর বাকী জলে তিন দেবতাকেই জল ঢেলে ভিজিয়ে দিবে। ঢেলে ভিজাবার সঙ্গেই চীৎকার ক'রে উপরে লাফিয়ে উঠেন। তারপর জাহের-এরা ধোয়াইবেন। প্রথমে মঁড়েকো, তারপর মারাং বুরু, তারপর নায়েকেদের স্বামী স্ত্রী, তারপর মাঝি, পারানিক, নাগরা বাজনদার, শিঙ্গাওয়ালা আর গায়কের পা ধুইয়ে দিবে, আর ধুয়ে অবশিষ্ট জল তাদের মাথায় ঢেলে দিবেন। তারাও চীৎকার ক'রে ডাকবে। নায়কে ধুইবার জিনিসপত্র জাহের-এরার কাছ থেকে ফেরৎ চেয়ে নেয় আর আগের মত চাটাইয়ে বসাবে। তারপর নায়কে "শুমান" [(শান্ত) (চলে যাবার জন্য)] হ'তে বলবে: হে গোসাঁই, এখন বেলা হ'ল, ঘোড়াগুলিও ক্লান্ত হ'ল, অবকাশ লেন (বিশ্রাম করুন)। নাগরা বাজায় আর শিঙ্গা ফুঁকে। "শুমান" (শান্ত) হ'ল। অতঃপর নায়কে একবাটি হাঁড়িয়া তাদের দিবে, আর গ্রামের সমস্ত পুরুষ মানুষ, যারা গিয়াছে, তাদের হাঁড়িয়া আর ভাত দিবে। গায়ককে আলাদা বেশী ক'রে হাঁড়িয়া আর ভাত দেয়, আর ঘরেও ফিরে যেতে দিবে না।

তারপর নাচ আরম্ভ করে, আর গায়ক আগে গান ধরে।

> "হেসাক' মা চটেরে
> জা গোসাঁয় তুদে দোএ রাগে কান,
> বাড়ে মা লাওয়েররে
> জা গোসাঁয় শুতরুৎদয় সাহেদা।"

অশ্বত্থ গাছের উপরে গোসাঁয় "তুদ" (ভরত পাখী) পাখী গান

গাইছে। বট গাছের খোঁদরে "গুতরুৎ" (এক প্রকার পাখী) শিস দিচ্ছে।

দেশ চং আচুরেন

যা গোসাঁয় তুদে দয় রাগে কান

দিশম চং বিহরেণ

যা গোসাঁএ গুতরুৎ দয় সাহেদা।

দেশের অবস্থা বোধ হয় ভাল হ'ল কিংবা পাল্টে গেল সেইজন্য ভরত পাখী গান গাইছে আর গুতরুৎ (পাখী) শিস দিচ্ছে।

আচুরতে হঁ আচুরেন

যা গোসাঁএ তুদে দয় রাগে কান,

বিহুরতে হঁ বিহুরেণ

যা গোসাঁএ গুতরুৎ দয় সাহেদা।

দেশের অবস্থা ফিরেই গেল, দেশের অবস্থা ভাল হোল, সেই-জন্যই গোসাঁই ভরত পাখী গান গায়, গুতরুৎ (পাখী) শিস দেয়।

তকোয়েমে দোয় নাকাড়া আদে

যা গোসাঁএ তুদে দয় রাগে কান

তকোয়েমে দোয় দাদে আদে

যা গোসাঁএ গুতরুৎ দয় সাহেদা।

"তুদ" (ভরত পাখী) যে গান গাইছে কে তার আসর ক'রে দিল, "গুতরুৎ" পাখী শিস দিচ্ছে কে তার বাসা বেঁধে দিল।

মঁড়েঁকোকো নাকড়া আদে

যা গোসাঁএ তুদে দয় রাগে কান

তুরুয়কোকো দাঁদে আদে

যা গোসাঁএ গুতরুৎ দয় সাহেদা

"মঁড়েঁকো" দেবতারা "তুদ" (ভরত পাখীর) আসর ক'রে দিয়েছে, "তুরুইকো" দেবতারা গুতরুৎ পাখীর বাসা বেঁধে দিয়েছে।

নাকড়াতে হোঁএ নাকড়া আদে

যা গোসাঁএ তুদে দয় রাগে কান,

দাঁদে তে হোঁএ দাঁদে আদে

যা গোসাঁএ গুতরুৎ দয় সাহেদা।

হে গোসাঁই আখড়া ক'রে দিয়েছেই সেইজন্য ভরত পাখী গাইছে। বাসা ক'রে দিয়েছেই সেইজন্য গুতরুৎ পাখী শিস দিচ্ছে।

"রিত রিতি রাংকিলো

তিঞগোরে মুদাম দ,

রিত রিতি রাংকিলো

জাঙ্গাঞরে নিয়ুরা।"

চমৎকার আমার হাতের আংটি সুন্দর আমার পায়ের নূপুর।

"তোকোর তাম নাজিঞ হো

তিঞ গোরে মুদাম দ,

তোকোর তাম নাজিঞ হো

জাঙ্গামরে নিয়ুরা।"

দিদি কোথায় তোমার হাতের আংটি, কোথায় তোমার পায়ের নূপুর।

"সু'ত দাঃরেঞ এরুকেৎ আ

তিঞগোরে মুদাম দ,

ডাডি দাঃরেঞ হসরকেদা

জাগাঞরে নিয়ুরা।"

খালের জলে পড়ে গেছে আমার আংটি কুয়ার জলে খসে পড়েছে আমার নূপুর।

"গাতেঞ চোএ হালাং কেৎ আ

তিঞগোরে মুদাম দ,

সাঙ্গাঞ চয় তসাংকেৎ আ

জাংগাঞরে নিয়ুরা।"

আমার সাথী বোধ হয় কুড়িয়েছে আমার আংটি, বন্ধু বোধ হয় পেয়েছে আমার নূপুর।

"এমকাতায় মেতায় পেহো

তিঞ গোরে মুদাম দ,

চাল্‌কাতায় মেতায় পে হো

জাংগাঞরে নিয়ুরা।"

দিতে তাকে বল আমার আংটি, তাকে ফেরৎ দিতে বল আমার পায়ের নূপুর।

"গাতে মরে হঁ বাঙ্‌ঃ আন

তিঞগোরে মুদাম দ,

সাঙ্গামরে হঁ বাঙ্‌ঃ আন্

জাংগামরে নিয়ুরা।"

তোমার সাথীর কাছেও তোমার আংটি নাই, তোমার বন্ধুর কাছেও তোমার পায়ের নূপুর নাই।

সারারাত্রি ধরে নেচে সকাল ক'রে দেয়, আর খুব সুন্দর সুন্দর গান গায়। বাহার সময় শুধু ভাল গানই আছে, অশ্লীল কিছু নাই। নায়েকেরা স্বামী স্ত্রী সেদিন রাত্রে মাটিতে শোয়।

সকাল হইলে নায়কের স্ত্রী স্নান করিয়া আসিয়া গুঁড়ি কুটিবে। আর গোডেৎ গ্রামে মুরগী ধরিবে, ঘরে ঘরে একটি করিয়া, আর মুঠা চাউল আর নুন হলুদ। নায়কে তার পূজার সামগ্রী সাজাবে একটি নূতন ডালায়, একটি ছোট্ট ডালা, তাতে আতপ চাউল রাখবে। তেল সিন্দুর মেথিও তাতে সাজিয়ে রাখবে আর কুলাতে গুঁড়ি আর টাজি। ডালাতে শিকলী, বালা, ঝাঁটা ঐগুলি সাজাবে, আর তীর ধনুক শিঙ্গা আর নূতন কলসী একটি একজন অবিবাহিত ছেলে লইয়া যাইবে। কলসীকে শুভ ঘট বলে। তারপর জাহেরে

যায়। নায়কের পিছনে পিছনে ছেলেমেয়েরা নাচতে নাচতে যায়, আর গান গেয়ে যায় :

"লি পিণ্ডা লিপি পিণ্ডা
তেঁহেঞ দ নায়কে দ জাটিরেগেয়ে গিতিচ্‌লেন্‌
তেঁহেঞ দ নায়কে দ জাটিরেগেয়ে নিয়াড়োলেন।"

লিপি (এক প্রকার পাখীর) পাখীর বাসা, আজকে পুরোহিত ডালার মধ্যে ঘুমিয়েছিল। আজকে পুরোহিত ডালার মধ্যে শুয়েছিল।

"নাঙ্গের মা নাঙ্গের মা হো
পিড়িগর নাঙ্গের দ,
চাকের মা চাকের মা
কি সারিরে রাই দ।"

নাঙ্গের (পুজার আসবাব) হ'ল নাঙ্গের পিড়িগরের (একটি গ্রামের) নাঙ্গের, চাকের (যে ডালার মধ্যে পুজার ফুল থাকে) হ'ল চাকের অতি সুন্দর চাকের।

"তোকায়মে দোএ দহএয়া হো
পিড়িগর নাঙ্গের দ ?
তোকায়মে দোএ নাতাংআ
কি সারিরে রাই দ।"

পিড়িগর নাঙ্গের (পুজার আসবাব) কে ধরবে, সুন্দর পুজার ডালা কে গ্রহণ করবে।

ম'ড়েঁকোকো দহএয়া হো
পিড়িঘর নাঙ্গের দ,
জাহের নেরায় নাতাংআ
কিশারিরে রাই দ।"

"ম'ড়েঁকো" দেবতারা নাঙ্গের রাখবে, "জাহের-এরা" সুন্দর পুজার ফুল গ্রহণ করিবে।

"সায়লে সাগুণ লে হো
বির দিশম দ
দাঁড়ালে নাচুরলে হো
আতোমা ডিহা।"

চারদিক জঙ্গল খণ্ড ঘুরে দেখার পর শুভাশুভ দেখে শুনে তবে গ্রাম পত্তন হয়।

মেনাএয়া মেনাএয়া হো
কারি বাছি গাই দ
মেনাএয়া মেনাএয়া হো
হেড়াংক' সিম কালট।

আছে কালো বকনা গরু, আছে খয়েরী রংয়ের মুরগী।

নায়কে স্নান ক'রে আসে, স্নান ক'রে এসে দেবস্থানে গোবর দিয়ে নিকিয়ে পরিষ্কার করে। সেই সুযোগে দেবতারা রুম হ'ল (ভর ক'রে এল)। দেবতারা যে যার নিজের জিনিস গত রাত্রের মত নিবে ; নিয়ে জঙ্গলে যাবে, ছোকরারা পেছনে পেছনে অনুসরণ করে। যে শাল গাছে চমৎকার ফুল ফুটেছে ম'ড়েঁকো সেটাকে তীরে বিঁধবে, আর মারাং বুরু দেবতা ঐ গাছে উঠে ফুল ডাল কেটে নামাবে। জাহের-এরা সেই ফুল ডালাতে ধরবে। মারাং বুরু গাছ থেকে নামলে পর মহুল কুড়িয়ে নিয়ে আসে জাহেরে। তারপর নায়কে গলা গামছা হ'য়ে দেবতাদের কাছ থেকে নিবে ফুল আর সমস্ত জিনিস।

তারপর নায়কে চালার নিচে চাটাইয়ে দেবতাদের বসাবে, আর নিজে ঐ "রুম" বঙ্গাদের সামনে বসে মুরগী বলি দিবে। "বাঁখেড়" একরকমই (মন্ত্র একই রকম)। "একেন বাহা ঞ্‌তুম্‌ তে" কেবল এই কথাটা নায়কে ঢুকিয়ে দেয়। জাহেরে একটি ক'রে ফুল আর একটি ক'রে মহুল দেবতাদের থানে রাখে। তারপর গান গায় :

:: "ম'ড়েঁকো দ ম'ড়ে বয়হা
তুরুই কোদ তুরুই বয়হা ::
জারগে দাঃ মা হালাএ হালাএ
সিতা নালা পোরোএ পোরোএ" ::

পাঁচেরা পাঁচ ভাই, ছয়েরা ছয় ভাই। বর্ষার জল ঝমঝম ঝরছে, সিতা নালা থৈ থৈ ক'রছে।

"চেতে তেকো গুগুরিজা ?
চেতে তেকো লামাগা ?
:: তওয়া তেকো গুগুরিজা
ডাকে তেকো লামাগা। ::"

কিসে ছ্চ্‌ ছড়া দিবে কিসে চিকণ ক'রবে। দুধে ছ্চ্‌ ছড়া দিবে দই দিয়ে চিকণ ক'রবে।

"নে তাপে সুনুম সিন্দুর
নে তাপে নাএনম্‌ রোড়া।
আতাং তাপে সুনুম সিন্দুর
তেলায় তাপে নাএনম্‌ রোড়া।"

এই নাও তোমাদের তেল সিন্দুর, এই নাও তোমাদের কাজল আঁটি। ধর তোমাদের তেল সিন্দুর, ধর তোমাদের কাজল আঁটি।

তারপর নায়কে ঐ রুম্‌ বঙ্গাদের বলিবে : নেন গোসাঁয় দেখুন, গ্রহণ করুন। তারপর নায়কে সরিয়া যাইবে। ঐ দেবতারা ঝরে পড়া মুরগীর রক্ত চুষবে। ঐ দেবতাদের পা নায়কে ধুইয়া দিবে। জাহের-এরা পুনরায় নায়কের পা ধুইয়া দিবে, তারপর পরস্পরকে জল ঢালিবে। তারপর নায়কে তাহাদের শান্ত করাইবে। ঐ নাচনী মেয়েরা ফুল চাহিবে। গান করে :

"কোয়ে আলাং নাজিঞ কোয়ে আলাং
ম'ড়েঁকোঠেন সারজম বাহা।"

চেয়ে নিব দিদি চেয়ে নিব মঁড়েঁকোদের কাছে শাল ফুল। সেই যুবকযুবতীরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা নায়কের কাছে ফুল লইয়া প্রণাম করিবে। তারপর গান গায় :

"বাইনি গাই, বাইনি গাই
ঞিরগো ওডোং ঞিরগে বল
মাহা সুন্দার বাইনি গাই দ।"
"কাপিল গাই, কাপিল গাই,
ঞিরগো ওডোং ঞিরগো বল
মাহা সুন্দার কাপিল গাই দ।"

বাইনি গাই আসে যায়, মহা সুন্দর বাইনি গাই।
কপিল গাই আসে যায়, মহা সুন্দর কপিল গাই।

তারপর ছেলেমেয়েরা নাচতে নাচতে ঘরে ফিরে আসে।

গান গায় :

"কাঁড়া কাডায় জবেলেনা সিঞজো নাইরে,
সিঞজো নাইরে মানা মাহা নাইরে।"
কানা কাড়া বসেছিল "সিঞজো" নদীতে,
সিঞজো নদীতে নয়লো মহানদীতে।

নায়কে ঐ খয়েরী মুরগীটিকে খিচুড়ি রাঁধিয়া খাইবে, আর গ্রামের লোক অন্য মুরগীগুলি খিচুড়ি রাঁধে। রান্না হইলে নায়কে গিন্নীকে জাহেরে ডাকিয়া লইয়া যাইবে। নায়কেরা স্বামী-স্ত্রী সেই খয়েরী মুরগী খাইবে। আর উপস্থিত গ্রামের লোকেরা বাকী মুরগী-গুলি খাইবে। সকলে বাড়ী চলিয়া যায়, শুধু নায়কে একা জাহেরে থাকে।

গ্রামের লোকেরা নিজের নিজের ঘরে মুরগী শুয়োর পূজা করে। রান্নাবান্না করিয়া খাওয়া দাওয়া করে। বৈকাল হ'ল। দুএকজন "জাহেরে" যায়। সেখানে লাগরা বাজায় ও শিঙ্গা বাজায়। তাতে গ্রামের লোক জানতে পারে যে, নায়কে আসছে; তারপর বলে : চল নায়কেকে অভ্যর্থনা করি। অতঃপর জাহের যায়। জাহের পৌছি-বার পর নায়কে তখন ডালায় ফুল সাজাইবে; তাহা একটি ছেলেকে মাথায় লওয়াইবে (লইতে বলিবে) আর সে নিজে কিছু ফুল আর কুলা বগলদাবা করিবে, আর ঘটি জল হাতে লইবে। আর মঙ্গল ঘট নিজের সঙ্গের ছেলেকে দিয়া বহাইবে। কলসীতে জল আছে। অন্যান্য জিনিস যে কেউ নিয়ে যাবে। গ্রামে আসছে। গ্রামের মেয়েরা নিজের নিজের বাইরের আঙ্গিনায় কলসীতে জল, পিঁড়ি, আর বাটিতে তেল বার ক'রে রেখেছে। নায়কে গ্রামে পৌছে, প্রথম ঘরের আঙ্গিনায় একজন মেয়ে তার পা ধুইয়ে দিবে আর সে তাকে ফুল দিবে। সেটা পেয়ে সেই মেয়ে নায়কেকে প্রণাম ক'রবে, আর সে জল ঢেলে দিবে (ছিটিয়ে দিবে)। প্রতি আঙ্গিনায় ঐরকম করিবে। তাহা শেষ করিয়া নায়কে নিজের বাড়ীতে চলিয়া যাইবে। সেখানেও তাহাকে সেইরূপ ধোয়াইবে। নায়কে ঘরে ঢুকিবার সময় এক ঘটি জল ঘরের চালে ঢালিবে আর ঢুকিবে। তার সঙ্গের লোকেরাও ঢুকিবে। নায়কে দুই খলা করিয়া তাহাদের হাঁড়িয়া দিবে। গ্রামের যুবক-যুবতীরা ধুম লাগিয়েছে, জল ছিটাছিটি চলেছে, আর বুড়ো-বুড়ীরা ও ঠাট্টা সম্পর্কেরা ছিটাছিটি করে। তারপর নায়কের ঘরে আঙ্গিনাতে নাচে, গান গায় :

"তোকোয়ে মা রাচারে না
রাঙ্গি পোণ্ডেগর সাদমদ?
তোকোয়ে মা বাটেরে না
রাঙ্গি পিয়ারে ঘুড়ি?"

কাহার আঙ্গিনায় সুন্দর সাদা ঘোড়া, রাস্তায় কাহার সুন্দর সাদা ঘোটকী?

"নায়কে মা রাচারে না
রাঙ্গি পোণ্ডেগর সাদমদ,
নায়কে মা বাটেরে না
রাঙ্গি পিয়ারে ঘুড়ি।"

নায়কের উঠানে সুন্দর সাদা ঘোড়া, নায়কের রাস্তায় সুন্দর সাদা ঘোটকী।

"লিকিদে লিকিদে না
রাঙ্গি পোণ্ডেগর সাদমদ,
দমগে দমগে না
রাঙ্গি পিয়ারে ঘুড়ি।"

হেলিছে দুলিছে সুন্দর সাদা ঘোড়া, দমকে দমকে চলে সুন্দর সাদা ঘোটকী।

"তোলায়েতাম ঘুণ্ডরা না
রাঙ্গি পোণ্ডেগর সাদমদ,
নিয়াড়ো আয়েতাম না
রাঙ্গি পিয়ারে ঘুড়ি।"

তোমার সুন্দর সাদা ঘোড়াকে ঘুঁগুর বেঁধে দাও, তোমার সুন্দর সাদা ঘোটকীকে নূপুর পরিয়ে দাও।

নাচবার যারা নাচে আর হাঁড়িয়া খাবার যারা তারা হাঁড়িয়া খায়। বেলা অস্ত যাওয়া পর্য্যন্ত বাহা গান গেয়ে নায়কের ঘরে নাচে, আর সূর্য্য ডুববার পর মাঝির আঙ্গিনায় গিয়ে লাঁগড়ে নাচ করে। নেচে ক্লান্ত হ'য়ে নিজের নিজের ঘরে শুতে চলে যায়।

পরদিন "কুডাম নায়কে" গোডেৎকে সঙ্গে নিয়ে খাল ধারে যায়। সেখানে নিজেকে ফুঁড়ে আর রক্ত দিয়ে পারগানাদের পূজা দেয়। সব পূজার সময়ই এইরূপ করে।

আবগে পূজা আমাদের বৎসর বৎসর হয়ে আসছিল, কখনও কখনও অগ্রহায়ণে, আর কখনও কখনও আষাঢ়ে, বর্ত্তমানে নাই।

আবগে দেবতাদের কখনও কখনও মুরগী, কখনও কখনও শুয়োর, কখনও কখনও ভেড়া দিয়ে থাকি। মারাং বুরুরা হ'ল সকলের দেবতা, কিন্তু আবগে দেবতা হ'ল নিজের নিজের। ঐ আবগে দেবতারা নিজের নিজের বংশের লোকদের রক্ষা করে, জ্বর, অসুখ, দেশের দুঃখ, ডাইন আর বিপদ আপদ যেন না হয়। লোকে বলে যে, ডাইনীরা আবগে দেবতাকে হাত ক'রলে গোষ্ঠীর লোকের বাঁচবার আশা থাকে না, মরে যায়, সেইজন্য প্রাণপণে আবগে বঙ্গাকে তৃপ্ত রাখে। আর বিপদের সময় মানসিক ক'রলে রক্ষা করে। আবগে পুজায় কেবল ভায়াদিয়া পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়, কেবল পুরুষেরা, মেয়েদের দেয় না। বাইরে উই ঢিবির কাছে আবগে পুজা হয়, "বাঁখেড়" (পুজার মন্ত্র) আলাদা নয়, সব বাঁখেড়ের মতই। "সিমা বঙ্গা"কেও বছরে বছরে (প্রতি বৎসর) পুজা করে দেবতার জায়গায় যে লোক চাষ করে সে। সিমা বঙ্গারা ভয়ানক কঠিন, তৃপ্ত না করালে বেজায় (লোককে) মেরে ফেলে, এক মুহূর্ত্তেই সাপ জন্ম করাবে, সিংহ জন্ম করাবে, কি রোগ সৃষ্টি ক'রবে, সেইজন্য আমরা ভীষণ ভয় করি আর তাড়াতাড়ি পুজ দিয়ে আসি। মুরগী দুইবার দিই বৎসরকে বৎসর (ধান) লাগাবার সময় আর কাটবার সময়। তাদের পুজায় খড়ও নাই, তেল সিন্দুরও নাই, কোন নিয়ম পালনও নাই, আর "বাঁখেড়"ও দুএক কথা: তাদের বলি ("মেন তবে কালনারেন সিমা বঙ্গা, নঃঅয় ইরঃ'ক সে এরঃ ঞ তুমতেঞ এমাম্ চালাম্ কানা, যাঁহান টাটকা আল, বিড়কি আল হেয়োঃ মা") এই যে অমুক জায়গার সীমা দেবতা, ধান রোয়া (কাটার) নামে দিচ্ছি, কোন টাটকা বিপদ আপদ যেন না হয়। মেয়েলোক ছাড়া সমস্ত পুরুষ মানুষ খায়। প্রবাদ যে, এক গোষ্ঠীর একলা খেলে কি ঘরে নিয়ে গেলে, সিমা বঙ্গা ঘরে গিয়ে ঢুকে, আর সেই বংশের লোককে মেরে ফেলে।

এইগুলি হ'ল আমাদের প্রতি বছরের আসল পরব আর পুজা। অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তিকে "সাহার লুণ্ডাল" বলে। একটি পরবের মত মনে করে পিঠা তৈরী ক'রে খাই কিন্তু পুজা করি না।

দেকোদের (হিন্দুদের) কাছে দিনে দিনে অনেক পরব নিয়েছি, কিন্তু তার মধ্যে শুধু একটি মাত্র পরব গ্রাম শুদ্ধ লোক মানি, যাকে বলে "করম"। সেই সময় "কারম্ আর ধারমুকে" বেলা ফুল, আতপ ধান, দূর্ব্বাঘাস আর তেল সিন্দুর দিই, আর করম গাছে দুই হাত কাপড় টাঙিয়ে দিই। অন্য সব নেওয়া দেকো পরব (হিন্দুদের পরব) যে মানে সেই লোকই পুজা করে, আর আমরা দেখতে যাই, পুজা করি না। দুর্গা পরবে যে রকম লোক দুর্গার পুজা করে, কালী পরবে কালীর পুজা করে। মনসা পরবে মনসার পুজা করে, ছাতা পরবে "ছাতা বঙ্গার" পুজা করে, পাতা পরবে মহাদেবের পুজা করে, আর যাত্রা পরবে যাত্রার দেবতা বান সিংএর পুজা করে। কিন্তু ঐ সমস্ত পরব আমাদের নয় ব'লে যে সব লোক অন্য জাতের দেবতাদের পুজা করে "ভাল করছে না।" সেইজন্য আমাদের দেবতারা আমাদের উপর রাগ ক'রছেন, ছোট্কী বড়কীর মত হচ্ছে, কাহাকেও তৃপ্ত ক'রতে পারছি না। আমাদের দেবতার অনেক গোলমাল হয়েছে। আপনারা সাহেব জাত, আপনাদের শুধু একটি দেবতা, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন সেই ঠাকুরের পুজা ক'রছেন ব'লে ভাল আছেন।

"জমসিম" প্রতি বছর পুজা হয় না, কেবল মাঝে মাঝে। সিঞ বঙ্গাকে একটি ছাগল পুজা দিই আর জমসিম দেবতাকে একটি ছাগল কি ভেড়া বলি দিই সেই সময়। পুজার মন্ত্র আলাদা নাই, শুধু শেষে সিঞ বঙ্গার কাছে প্রার্থনা করি: প্রতি বছর পারছি না, সেইজন্য রাগ ক'রবেন না, ক্রুদ্ধ হবেন না।

পুরান মুরুব্বিরা আমাদের ব'লে গেছেন, যে জীবনে অন্তত একবার সিঞ বঙ্গার পুজা ক'রবে, গরীব হইলেও আর অবস্থা ভাল থাকলে পাঁচ ছয় বৎসর অন্তর পুজা ক'রবেই, তা না হ'লে পরলোকে ভাল বলবে না। আদিতে শুধু "সিঞ বঙ্গা" একলাকেই পুজা করিতেছিলেন পরে জমসিম দেবতাকে যোগ দিয়েছে। হিন্দুদের কাছে "পাইঠানি" রোগ পাওয়ার পর থেকে সেটা ভাল হওয়ার জন্য সিঞ বঙ্গাকে মানৎ করছি, তাকে "জোড়া সামাং" বলে। লোকে বলে যে, সীতাই পাইঠানির নামে মানৎ চলন করেছেন রাবণ তাঁকে লঙ্কায় চুরি ক'রে নিয়ে যাবার সময়। সিঞ বঙ্গা (সূর্য্যদেব) তখন নাকি সীতা মানৎ করেছিল ব'লে তাঁর "পাইঠানি" (এক প্রকার রোগ) রোগ সৃষ্টি ক'রলেন, তাতে সীতার ভরম্ রইল।

মাঃমোঁড়ে পুজা কেবল মাঝে মাঝে হয়, গ্রামের সমস্ত লোক কোন বড় দুঃখের জন্য মানৎ ক'রলে। আর দেশে রটলে যে, গ'ড়েকো, তুরুইকোরা রাগ করেছেন, তখনও মাঃমোঁড়ে করে। গ্রামের সমস্ত দেবতাদের ছাগল আর মুরগী পুজা দেয়। নায়কের স্ত্রী ছাড়া কোন মেয়েলোক পুজার মাংস পায় না, বেটাছেলেরা সব খাবে। মাঃমোঁড়ে জাহেরে পুজা হয়। যুবকযুবতীরা "বাহা" গান গেয়ে সারা রাত নাচে।

"কুটাম ডাঙ্গরা" পুজা হ'ল শুধু একজনের, কিন্তু গ্রামের সমস্ত লোক নিমন্ত্রণ খায়। "কুটামডাঙ্গরা"কারী লোক পূর্ব্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে একটি গরুকে মাথায় কুড়ুলের পাশা (কিংবা অন্য কোন ভারি জিনিস) দিয়ে মেরে ফেলে। ঘরের দেবতার নামে একটি বলদ কাটবে আর মারাং বুরুর নামেও একটি গরু বলি দিবে। বলির বলদকে আসন গাছের নিচে পাতায় চাল খাইয়ে "কুটাম" (মাথায় মারে) করে, আর ঐ দুটি বলদকে শাল গাছের নিচে চাল গুঁড়ি দিয়ে খড় করে আর চাল রেখে খাওয়াবে, তারপর বলি দিবে।

"কুটাম ডাঙ্গরা" পুজা "জমসিম" সময়ে কি মানৎ টানৎ ক'রলে

হয়। দেকোদের অধীনে আসার পর থেকে ভোর রাত্রে "কুটাম ডাক্তরা" করি; কেন না হিন্দু রাজারা ভীষণ জরিমানা করেন, জান্‌তে পারলে পর।

ঘরের দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া গরুর মাংস যে পাশে পুজা দেওয়ার পর বলি পড়ে সেই পাশের মাংস আর মাথা সেই গোষ্ঠির লোকেরাই শুধু খাবে, তা না হ'লে বাকী সমস্ত গ্রামের লোক মিলে। মাঝি, পারানিক আর গোডেৎ ছেঁচে মারা গরুর ডুণ্ডে ও একটি জাং (জানুও) পায়। পারানিক জাংএর গোড়ার দিক পাবে, মাঝি পাবে মাঝখানের আর গোডেৎ হ'ল শেষ দিক। একটি "সেরোম" (পাচটি পাঁজরা সহ একটি ঠ্যাং) কেটে বার করে পাঁচ জনের নামে। তাকে মেয়েদের "সেরোম" বলে। বাইরে কেবল মাথা আর কলিজা খিচুড়ি রাঁধিয়া খায়। মাংস ঘরে ঘরে ভাগ করিয়া আনে, মা ছেলেমেয়ে সকলে মিলিয়া খায়।

৬০। দেবতাতে বিশ্বাস

Bonga Selet Patiau

("বঙ্গা সেলেৎ পাতিয়াউ")

ডাইনী

Danko (ডানকো)

ডাইনী হ'ল আমাদের "হড় হপনের" (সাঁওতালদের) মস্ত জ্বালা। ডাইনের জন্য লোকে শত্রু হচ্ছে, কুটুম্বের দুয়ার বন্ধ হচ্ছে, বাপে ছেলেতে ঝগড়া হচ্ছে, ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ হচ্ছে, স্বামী স্ত্রীতে ছাড়াছাড়ি হচ্ছে, আর দেশে খুন জখম হচ্ছে। ডাইনী না থাকলে আমাদের অনেক সুখ থাকত। সাহেব লোকেরা সবই ভাল বিচার ক'রছেন, যতদূর জানা যায়; কিন্তু ডাইনী সম্বন্ধে কি ক'রে যে অন্ধ হচ্ছেন, বুঝতেই আমরা পারি না। ডাইনীরা আমাদের খায়, আমরা ধ'রে একটু হুড়ুম দুড়ুম করলে, উল্টো আরও হাকিমরা হাজতে দিচ্ছেন; মহা জ্বালায় পড়েছি, কি ক'রলে আমাদের ভাল হবে, দিশেহারা হ'য়ে গেছি। হাকিমদের বুঝালেও তাঁরা বিশ্বাস করেন না। বলেন, কৈ দেখি আমার আঙ্গুল খাক্, তবে তো বিশ্বাস ক'রব, ডাইনী আছে ব'লে—তারপর তোমাকে কয়েদ ক'রে বসল। খাপরি ছুরি নিয়ে ত ডাইনীরা খাচ্ছে না, বিদ্যার জোরে পরপারে পাঠিয়ে দেয়, কি আর একেবারে সোজা। আগে মাঝি, পারানিকরা দমন ক'রছিলেন, আর ভাল না হ'লে, পাঁচ জনে মিলে বে-আবরু ক'রে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিতেছিল, কিন্তু আজকাল হাকিমদেরই বশ ক'রে শেষ ক'রল। সেইজন্য সব পুরুষেই ভয়ে পিছিয়ে গেছে।

পুরুষ মানুষের কথা আর চলছে না, এখনকার যুগে মেয়েরাই রাজা হয়ে গেছে। একটু বেশী কিছু বলেছে কি টক্ ক'রে মুখে পুরেছে, সেই ভয়ে চুপ ক'রে থাকে। ডাইনীরা রাত্রে জমা হয়, কোন বনে কি মাঠে। যাবার সময় ঠুঁটো ঝাঁটা কি কোন কিছু পুরুষের কাছে রেখে যায়, আর তারা মনে করে, ঘরের মানুষ আমার আছেই, কেবল ধাঁধাঁতে ঐ ঝাঁটাকে নিজের লোকের মত দেখে তা না হ'লে ওরা দেবতার কাছে বিয়ে হবার জন্য চ'লে গেছে। জানেন, হেঁটে ওরা যায় না, কোন গাছে চড়ে বিদ্যার জোরে হাওয়ার মত যায়। দেবতাদের আখড়ায় নেমে, দেবতাদের সঙ্গে নাচে, সিংহদের ডাকে। চুল আঁচড়িয়ে দেয়, চুমা খায়, তারপর দেবতাদের কাবু ক'রে দিব্যি দেয়, যেন কোন রকমে খড়ি দেখার সময় না উঠে। এই সব ক'রে মুরগী ডাকের সময় ঘরে ফিরে আসে।

ডাইনীরা অনেক শিষ্য করে, ছোট মেয়েছেলেদেরও ভুলায়, তারা ম'রে গেলে বীজ যেন থাকে। প্রদীপ নিয়ে রাত্রে ঘুরে, লোকের বাড়ীতে ঢুকে শিষ্যা ক'রবার জন্য মেয়েদের তুলে আর তারা স্বীকার না ক'রলে বলে: না শিখলে তুমি মারা যাবে, তা না হ'লে সিংহে খাবে। সেইজন্য ওরা ভয়ে তাড়াতাড়ি শিখে। চেলাদের জাগিয়ে ডাইনীরা ঝাঁটা পরে, আর ভাঙ্গা কুলা কাঁখে নিয়ে জাহেরে যায় প্রদীপ নিয়ে। সেখানে মুরগী পুজা করে আর খিচুড়ি পিঠা তৈরী ক'রে খায়। চেলাদের সিংহের চুল আঁচড়ান করায়, আর তারা ভয়ে স্বীকার না ক'রলে বলে: কিছুই করবে না, বোন্! ভয় করো না, তারপর মন্ত্র আর ঝাড়নি গান শিখিয়ে দেয়, তারপর সিদ্ধি দিবার জন্য বলে: যাও বোন, বাবা কি তোমার বড় দাদাকে খাও। স্বীকার না ক'রলে জ্বর হওয়ায়, কিংবা পাগ্লী ক'রে দেয়। "কাটকম চারেচ্" (এক রকমের ঘাস)এর দ্বারা কলিজা খুঁটে বার করে, আর সেটা সিদ্ধ ক'রে প্রথমে চেলাদেরই আগে খাওয়ায়। সেই দিন থেকে ঐ চেলাদের সমস্ত দয়া মায়া শেষ হবে; রেগে গেলে ছেলে কি বাবা, ভাইদেরও খাবে, আর নিজেদের স্বামীদেরও মায়া করে না, খেয়েও ফেলে!

প্রবাদ আছে যে, পুরাকালে দুটি ছোকরাকে মাদল বাজাবার জন্য ডাইনীরা রোজ তুলে নিয়ে যেত। একদিন একটি ছোকরার কলিজা ডাইনীরা বার ক'রে নিয়ে গেল, আর এক হাঁড়ি হাঁড়িয়া, চাল, নুন, হলুদ, হাঁড়ি, খলা তাদের বাড়ী থেকে সঙ্গে নিয়ে গেল জাহেরে। সেখানে নিয়ে গিয়ে সেই কলিজা সিদ্ধ করে, সেই ছোকরা দুজনকেও বকরা দিল খাবার জন্য। কিন্তু ওরা খেল না, কোঁচড়ে লুকিয়ে রাখল, শুধু হাঁড়িয়াটুকু খেল। দেবতাদের সঙ্গে নেচে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে এল। পরদিন সকাল হ'তেই কলিজা বার করা ছোকরা মূর্চ্ছা গেল। সে সব লোকে দিশাহারা হোলো, বলতে লাগল: শেষ হ'য়ে গেল শেষ হ'য়ে গেল? ঐ ছোকরাদের মায়া হ'ল, সেইজন্য বলল: যাও অমুক অমুক মেয়েদের ধর তাহ'লে মানুষটি ভাল হবে। তারপর মাঝির বৌ, পারানিকের বৌ ইত্যাদি ভাল ভাল লোককে ধ'রে নিয়ে এল ওদের কথামত। ওরা এসে স্বীকার

ক'রতে চায় না, গালাগালি দিতেই চাইছে আর তাদের স্বামীরাও রাগে গরগর করছে, বলছে: প্রমাণ ক'রে দাও তা না হ'লে ভাল বলছি না। তখন সেই ছোকরা দুটি তাদের দেওয়া ভাগ পাঁচজনের সামনে খুলে বলল: এই যে, বাবা বামাল। সেটা দেখে ডাইনী আর তাদের স্বামীরা চুপ্।

তারপর পারগানাকে নিয়ে এল। সে হুকুম দিল: যাও টাঙ্গি নিয়ে এস, আনিল। সেই সময় পারগানা ডাইনীদের বলিল: যাও ভাল কর, তা না হ'লে কেটে ফাঁক্ ক'রবো; তোমরা হ'লে কাঠ ও হোল মরা। তারপর ভয়ে ভাল ক'রে দিল। ভাল না ক'রে দেওয়ার জন্য বহু জায়গায় কেটে দিয়েছে।

মাঝির স্ত্রী কি পারানিকের স্ত্রী ডাইনী থাকলে, প্রমাণ করা বড় শক্ত, কেন না তাদের স্বামীরা গড়াতে দেয় না। পূর্ব্বে, যেমন, একজন ওঝা মানুষ রেগে গিয়ে মাঝি আর পারানিকদের স্ত্রীদের ডাইনী বলেছিল। মাঝিরা তাকে বলল: এটা তুমি প্রমাণ না ক'রলে তোমার মাথা রাখব না। উত্তর দিল: একদিন চোখে দেখিয়ে দিব। তারপর চুপচাপ হ'ল। ওঝা একদিন সন্ধ্যাবেলা খেয়ে দেয়ে তীর ধনুক নিয়ে জাহেরে চলে গেল। সেখানে একটি গাছে উঠে ওৎপেতে রইল।

সন্ধ্যার খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়ার পরই যাদের দোষ দিয়েছিল সেই ডাইনী মেয়েরা জাহেরে গেল। গিয়েই এক পাক নেচে ঘুরল। তারপর তাদের একজন "রুম" (ঝুঁপার) হ'ল। তারপর সিংহকে ডাকল, লুক্‌ নামে নাম ধ'রে। সিংহকে দুইবার শিস দিয়া ডাকিল, তারপর দুইটিই চ'লে এল। তারপর চুল আঁচড়ে দিচ্ছে, চুমু খাচ্ছে, সেই সময় ওৎপেতে বসা লোকটি বড় সিংহটিকেই তীর মারল। তখন সিংহ মনে ক'রল যে,এরাই আমাকে কিছু ক'রল বোধ হয়। সেই রাগে এক এক ক'রে এলোপাতাড়ি কামড়িয়ে মেরে ফেলল ডাইনীদের, আর অন্য সিংহটিকেও বিঁধে মেরে ফেলল,তারপর ঘরে ফিরে গেল।

পরদিন সকাল হ'লে দেখল, তাদের নাই; তখন ঘরে ঘরে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা ক'রছে যে, আমাদের সব কোথায় গেল ব'লে। তখন ওঝা লোকটি তাদের বলল: জাহেরের দিকেই দেখে এস, ওই দিকেই যেতে দেখেছিলাম।

তারপর গেল, দেখে যে, "বিলিয়া বিতিৎ" সিংহ দুটি কামড়িয়ে তাদের মেরে ফেলেছে আর তারাও পড়ে আছে। তখন চারদিকে গোলমাল হ'তে ধারে পাশের লোক জমা হ'য়ে তাদের দেখল। তখন থেকে বিশ্বাস ক'রে আসছি ডাইনীর কথা।

পূর্ব্বপুরুষেরা বলতেন যে, মারাং বুরু বেটাছেলেদের ডাইন শিক্ষা দিচ্ছিলেন, কিন্তু মেয়েলোকেরা ফোরফন্দি ক'রে গুণ (বিদ্যা) আগেই নিয়ে নিল। একদিন যেমন, বেটাছেলেরা জমা হ'ল পরস্পরকে শিক্ষা দিবার জন্য, নিজেদের ঝগড়াটে বৌদের কি ক'রবে ব'লে। বলিল: আমরা হ'লাম বেটাছেলে, কি ক'রে আমাদের কথা চলছে না? দুই এক কথা মেয়েলোকদের বললে বিশ বাখান গাল দিতে আরম্ভ করে, এরকম সহ্য ক'রব না। তারপর ঠিক করল: চল মারাং বুরুর কাছে যাই; তার কাছে কোন গুণ শিক্ষা ক'রে আসি, যেমন করেই হোক এই মেয়েদের যেন কাবু করতে পারি। তারপর দিন ঠিক করল যে, মাঝ রাত্রে কালনা বনে জমা হবো। গেল। মারাং বুরুকে মিনতি জানাল, ডাকল: ও ঠাকুর্দ্দা, একবার আসুন, বহুলোক এসেছি আপনার কাছে নারাজ হ'য়ে। মারাং বুরু চলে এলেন, জিজ্ঞাসা করলেন: কি দুঃখ তোমাদের আছে নাতি? তারপর তাদের দুঃখ জানাল আর মিনতি ক'রল যেন গুণ (বিদ্যা) শিখিয়ে দেন নিজেদের বৌদের শায়েস্তা ক'রতে।

মারাং বুরু বলিলেন: শিখাতে পারি, কিন্তু এই সমস্ত পাতায় তোমাদের রক্তে লিখলে তবে। সেই সব শুনে বিস্তর ভয় পেয়ে বলিল: কাল ফিরে এসে লিখে গুণ নিব। তারপর চলিয়া গেল। কিন্তু তাদের স্ত্রীরা লুকিয়ে লুকিয়ে এসে আড়াল থেকে সব কথা ঠিক শুনে নিল। তখন তারা বলিল: এই পুরুষদের ধর্ম্ম হচ্ছে এই। আমাদিগকে বিয়ে করার আগে কুকুরের মত গোসাঁই গোসাঁই ক'রে পিছনে ঘুরে বেড়িয়েছিল; এখন বুড়ী হয়েছি ব'লে খারাপ দেখছে, মেরে ফেলতেই চেষ্টা ক'রছে: আচ্ছা দেখে নেব, কে কাকে মারতে পারে। এই সব যুক্তি ক'রে গলি রাস্তা দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলে গেল। রাস্তায় ঠিক ক'রে নিল কি ক'রবে ব'লে। পুরুষেরাও পরে ঘরে ফিরে এল। ফিরে আসা মাত্র মেয়েরা তাদের স্বামীদের সোহাগের সঙ্গে অভ্যর্থনা ক'রল, তাতে বেটাছেলেরা মনে ক'রল, নিজে নিজেই ভাল হয়েছে, কি জন্যই বা যাব?

পরদিন মেয়েরা নিজেদের স্বামীদের ভাল ক'রে ভাত তরকারি ক'রে দিল, আর বেশী ক'রে সন্ধ্যাবেলা হাঁড়িয়া দিল। পুরুষেরা খেয়ে মাতাল হয়ে বেহুঁস হ'ল। তখন মেয়েরা একত্র হ'য়ে ধুতি পাগড়ি পরে আর ঠোঁটে ছাগল চুল লাগিয়ে জঙ্গলে মারাং বুরুর কাছে চলল। ডাকিল: ও ঠাকুর্দ্দা, আসুন শীঘ্র তাড়াতাড়ি, আমাদের স্ত্রীরা দিনরাত জ্বালিয়ে মারছে।

মারাং বুরু চ'লে এলেন। তখন তাঁকে বলিল: নিন্ আপনার পাতা বার করুন, নিজে নিজের দাগ কাটব (লিখব), আর সহ্য ক'রতে পারি না মেয়েদের অত্যাচার। মারাং বুরু তাঁর শালপাতা বাহির করিলেন, আর তারা ফুড়ে রক্ত দিয়ে নিজের নিজের পুরুষের ছবি আঁকিল। তারপর মারাং বুরু মন্ত্র আর ঝাড়নি শিখিয়ে দিলেন, সিদ্ধাই দিলেন লোক খাওয়ার জন্য। মুচকি মুচকি হেসে তারা বাড়ীতে ফিরে এল।

পরদিন সকালে পুরুষেরা তাড়াতাড়ি উঠছে না ব'লে ভীষণ গালাগালি দিয়ে মধ শুকনো ক'রে দিল। পুরুষেরা আঁধা ধুঁদা উঠে

চোখ রগড়াতে লাগল, ঘুমও ভেঙে গেল, আর মেয়েরা শান্ত হচ্ছে না তাও বুঝতে পারল। তারপর চলমল বৈঠক বসাল। সেখানে ঠিক ক'রল : চল তো যাই। মারাং বুরু যাই বলুক, গুণ নিশ্চয়ই শিখব। তারপর রাত্রে জঙ্গলে গেল, আর কাক শকুনের মত বিস্তর মিনতি মারাং বুরুকে ক'রল : দাও বাবা, নিশ্চই শিখিয়ে দাও, মেয়েরা আমাদের ভয়ানক জ্বালাচ্ছে।

সেই সব শুনে মারাং বুরু আশ্চর্য্য হ'য়ে তাদের বলিলেন : গুণতো তোমাদের দিয়ে দিয়েছি, কি চাইছ ঘন ঘন? তখন পুরুষেরা একসঙ্গে বলে উঠল : কৈ কখন দিলেন আমাদের? সেদিন থেকে আমরা তো আসি নাই। সে সব শুনে মারাং বুরু মহা চিন্তায় পড়লেন, বললেন : তোমাদের দিয়েছি না তো কি করেছি? এই যে তোমাদের দাগ দেখ তো। পুরুষেরা নিজেদের নিজেদের দাগ দেখে বলল : দাগ যেন আমাদেরই, কিন্তু আমরা তো দাগ কাটি নাই, কারা যেন আমাদের দাগ কেটেছে (ছবি এঁকেছে)।

তখন মারাং বুরু গালে হাত দিয়ে চিন্তা ক'রতে লাগলেন; তারপর বুঝতে পারলেন যে, মেয়েরা আমাকে শুদ্ধ ছেলেমানুষ ক'রে ফেলল। তারপর রেগে গিয়ে ঐ পুরুষদের বললেন : নাও এখানে তাড়াতাড়ি দাগ কাট, ঐ বদমাইস মেয়েদের দেখে নিব! দাগ দিল, আর তিনি ওঝা আর জান হবার সিদ্ধাই দিলেন, যেমন ক'রেই হোক ডাইনীদের ধ'রে যেন সাজা দিতে পারে। তখন থেকে ডাইনী আর ওঝা কি জানদের ভীষণ শত্রুতা আছে। কিন্তু ওঝা আর জানেরা পারছে না; কেন না ডানেরা ওদের দেবতাদের সহজেই কাবু ক'রছে সেইজন্য সহজে ধরতে পারে না, অন্য লোকই খড়ি মাটিতে (খড়ি গুনা) উঠেছে, আর জানেরা আঁধা হ'য়ে অন্য লোকদের বলছে (দোষ দিচ্ছে)।

কতক লোক বলে যে, ডাইন, ওঝা আর জান সকলেই কামরু গুরুর কাছে শিখেছে। হাঁ, বহু পুর্ব্বে আমাদের পুর্ব্বপুরুষেরা তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। ওঝা হওয়ার কথা সত্যই; কেন না ওঝা লোকেরা প্রথমেই তাঁর নাম দেন, তা না হ'লে ডাইন আর জানের কথা জানি না, কামরু গুরুর কাছে শিখেছে কি না জানি না; দোহাইটুকু তাঁর দোহায় দেয় না, সেইজন্য বলছি, তাঁর কাছে শিখে নাই।

৬১। ওঝাকো

Ojhako

(ওঝারা)

ওঝারা সত্যি কামরু গুরুর কাছে শিখেছে বহু পুর্ব্বে। তাঁর দেশ আর আমাদের দেশ লাগালাগি ছিল, মুরুব্বিরা সেকথা আমাদের বলেছেন। ওঝাদের কাজ হ'ল ছয়টি : (১) খড়ি দেখে, (২) চাল ছড়ায়, (৩) কামড়ায় কিংবা "লুণ্ডা" করে, (৪) দেবতা খুঁড়ে, (৫) দেবতা ছাড়ায়, (৬) লোককে ওষুধ দেয়, রোগী ঔষধে যদি ভাল না হয়, গ্রামের লোক ওঝাকে দিয়ে খড়ি দেখায়। তেল আর শালপাতা নিয়ে আসে, আর সে ব'সে দুটি পাতাতে তেল মাখাবে, আর মন্ত্র বলতে বলতে ঘষবে "তেল তেল, রায়ে তেল, মান তেল, কুসুম তেল, ই তেল, পড়হায়েতে, কি উঠো, ডান উঠো, ভুত উঠো, যুগিন উঠো, বিষ উঠো, কে পড়হে, গুরু পড়হে, গুরু আজ্ঞা মাত্র পড়হে।" এরপর মাটিতে একটু রাখবে। তারপর খুলে দেখবে। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করবে : দেন্ বাবা, অনুগ্রহ করুন, কি সব পেলেন্? বললে তবে ত আমরা বুঝব। ওঝা খড়ি দেখবারই আগে ঠিক ক'রে রেখেছে যে, এখানে হ'ল ডান, এখানে হ'ল ঘরের দেবতা, এখানে হ'ল বাইরের দেবতা, এখানে হ'ল দুঃখ, আর এখানে হ'ল বিষ। পাতার যে ঘরে দাগ উঠবে হিজিবিজি, সেইটি ব'লে দেয়, ডাইন হ'লে ডাইন, দেবতা হ'লে দেবতা, দুঃখ হ'লে দুঃখ, আর বিষ হ'লে বিষই। ডাইন যদি উঠে, মাঝি পারানিক সন্ধ্যাবেলা ব'লে যায় : শুন, অমুক, অমুকের অসুখ করেছে, ভাল যেন হয়, তোমাকেই ধরেছি, ভাল না হ'লে তোমাকে বলছি না। তাতে ভাল হ'লে ভালই, তা না হ'লে দুইজন ক'রে মাঝি চারদিকে তেল দেখাতে পাঠাবে। সন্ধ্যা বেলা জমা হয় আর তেল দেখাতে যে সব লোক গিয়েছিল তাদের একে একে জিজ্ঞাসা ক'রবে। তিন দিক থেকে ডাইন ঠিক ক'রে আনলে, বাচবার জন্য ডাল পুঁতিবে, আর যদি মিল না হয়, আরও পুনরায় খড়ি দেখিয়ে আসবে।

ঘরের দেবতা যদি ওঠে তাহ'লে রোগীকে বলবে : নাও তোমার ঠাকুর সামলাও। তারপর জল দিয়ে মানৎ করবে যে ভাল হ'লে পুজা ক'রব। বাইরের দেবতা উঠলে ওঝা মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে দেবতাকে চাল ছড়িয়ে দিবে : ("নে তবে ফালনা বঙ্গা, বুল মায়াম সিটকা মায়াম এমাম্ চালাম্ কানাঞ ফরিয়াক্-ক ফাটিক্ মায়, অকোয়ে আচুলেৎ মেয়া ডোভেলেৎ মেরা উনিরেন সিরা হপনগে সটুকে সামবাড় কেম, তেঁঞে খা-দ নিয়া অড়াঃ দ ছিকেম্ হাড়িকেম, ওকাড়েতাম নান বা থান সেনজং বেরেৎজং মে।") নাও তবে ফালনা বঙ্গা জাংএর রক্ত শিরার রক্ত দিচ্ছি, ভাল যেন হ'য়ে যায়, যে তোমাকে লাগিয়েছিল তার সেরা ছেলেই সাবাড় করুন, আজ থেকে এবাড়ী ছেড়ে দেন, নিজের থানে চলিয়া যান। মারাং বুরু আর পারগানাকেও চাল ছড়ায়ে "বাঁখেড়" (মিনতি) করবে, এই যে অমুক মাঝির ঘরে "জজম বঙ্গা" (যে দেবতা মানুষকে খায়) জজম বুরু লেগেছিল পড়েছিল, ধরে সাবুদ্ করলাম, খুদ চাল তার দিয়ে দিলাম, তারই সাক্ষী সভা করুন, আজ থেকে যেন ভাল হয় রোগী। এইরূপ আলাদা মারাং বুরু আর পারগনাদেরও ওঝা মিনতি করে। শেষে মুড়া ঢ়ড়া সীমা আইনের দেবতাদের চাল

ছাড়িয়ে মিনতি করে : এই নিন্ তবে আপনারা মুড়ার খুঁটির, লাটার, লোপাকের, সিমার আইলের বড় ছোট ঝুলি ঝোলা কাঁধে, খড়ম হাতে যোগি ইত্যাদি, যাদের চলে তাঁরা আসুন, যাঁদের চলে না তাঁরা দূরে থেকে সাক্ষী শোভা করুন।

দুঃখ উঠলে ঔষধ বাঁটিয়া খাওয়ায় আর বিষ হইলে কামড়ায় আর লুণ্ডা করে (ঔষধের গোলা তৈয়ার ক'রে সেটা দিয়ে মালিশ করে)। ওঝারা প্রথমে এক জায়গায় মন্ত্র দ্বারা ঝেড়ে জমা করে, তারপর মুখে কামড় দিয়ে বার ক'রে পাতার থলাতে ফেলবে। কি যেখানে রোগ আছে, গুঁড়ির গোলা তৈরী ক'রে মন্ত্র পড়ে লুণ্ডা করে। লোকটি ভাল হ'লে ওঝাকে "সাফেৎ" (মানসিকের) মুরগী দেয়। সেগুলি বলি দিয়ে খায়, আর গ্রামের দুই একজনকে ভাগ দেয়।

৬২। ঢাউরাঃ বিৎ

Dhaurak' bit'

'ডাল' পোঁতা

ঢাউরা বিৎ হচ্ছে এই রকম : ডাইন কি দেবতা। কি দুঃখ খড়িতে উঠলে, সেটা সঠিক ক'রবার জন্য জলাশয়ের পাড়ে ডাল পোঁতে। সাক্ষী হিসাবে একটি ডাল মাঝখানে প্রথমে পোঁতে তারপর ঘরের দেবতার নামে একটি, তারপর "নাইহার"এর (শ্বশুর বাড়ীর) দেবতার নামে একটি, তারপর ভায়াদি কুটুমের নামে একটি, ওটার পর মেয়ে, বোনদের নামে একটি, সেটার পর প্রতি ঘরের নামে একটি ডাল পোঁতে। প্রতি ডালে সিন্দুর দিয়ে যায়। তারপর চাল ছড়িয়ে "বাঁখেড়" করে : প্রণাম তবে সিঞ বঙ্গা (সূর্য্যদেব)! বেড়ার মত চারদিক ঘিরে রেখেছে, চার খুঁট, সারা পৃথিবী ভরে রয়েছে তবে এই যে ডালিফালি করছি, দোষেরই দোষ ক'রে, সেইটাই যেন শুকনো হয়ে ঝরে যায়, সাক্ষী রহিলেন আর যদি না হয়, সবুজ হ'য়ে নূতন পাতা বাহির হবে, সোনার মত সুন্দর থাকবে (ব'লে ডাল পুঁতবে)।

আরও বলে : যদি দেবতা হন, এটাই যেন শুকনো মচ্‌মচে হয়ে যায়, যদি না হন্ সোনার মত সত্যই (খাঁটি থাকবেন) সাক্ষী রইলেন। সেইরূপ প্রত্যেকের নামে প্রতি ডালে "বাঁখেড়" ক'রবে। এইসব করার পর ঘরে চলে যায়। পাঁচ ঘণ্টা পরে ফিরে আসে ডাল দেখবার জন্য। যে নামের ডাল মরেছে, সেটাই ঠিক হবে। ডাইনে যদি ঠিক হ'ল, যত ঘরের মরে যাবে, ওরাই ডাইন হবে। তারপর অন্য গ্রামের পুনরায় সেইরূপ "সুহি" (বাছাই) করিবে দুই তিন জায়গায়। তারপর সেই দুঃখ পাওয়া লোকটিকে বলবে : এই যে এইটি তোমাকে ঠিক ক'রে দিলাম, এখন গুরুর কাছে নিয়ে যাচ্ছ, না ভাল হয়ে গেছ ? সে উত্তর দিবে : কমছে না, গুরুর কাছ থেকে যাচাই ক'রে নিয়ে আসি। দিন ঠিক ক'রে জানের কাছে চলে গেল।

৬৩। জানুকো

Janko

(জানদের)

জান হচ্ছে আমাদের ডাইনের হাইকোর্ট। ঐ যে যারা ডাইন হয়, ওদেরই সত্যি ডাইন বলি। কি জানি সত্যিই পায়, না মিথ্যা, আমরা বিশ্বাস করি সত্যিই পায় ব'লে, কেননা মারাং বুরুর কাছে সিদ্ধি লাভ করেছে। আর পরীক্ষাও ক'রছি, দেবতার শক্তিতেই বলে না ফন্দিবাজি ক'রে জান হচ্ছে।

কোন লোক ওষুধে ভাল না হ'লে, প্রথমে ওঝার কাছে গিয়ে খাড়ি (গুটি-চালান বা খড়ি দেখা) করাই ; তারপর গ্রামে গ্রামে ডাল পুঁতি, অতঃপর জানের কাছে যাই, গ্রামশুদ্ধ লোকের অসুখ ক'রলে, মাঝি সমস্ত পুরুষ মানুষদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে, আর এক জনের অসুখ ক'রলে সেই মাঝির কাছে কাঁদবে, তারপর রোগীর তরফের দুই এক জন আর খাড়িতে যাকে পাওয়া গেছে তার স্বামী বা ভাই আর গ্রামের পাঁচ ছয় জন সাক্ষী জানের কাছে যাবে। এক সঙ্গেই থাকবে, যেন কেউ লুকিয়ে জানকে কিছু না ব'লতে পারে। জানের কাছে একবারে যাবে না (সোজাসুজি যাবে না), বাইরে ডেরা বাঁধে। কোথাকার লোক, কি জন্য এসেছে, কার জন্য এসেছে, আর কি অসুখ, সে সবের কথা কাউকে কিছু বলে না। জানের গ্রামের মাঝিকে বলবে : ওগো বাবা, গুরুর কাছে তেল পুজা ক'রতে দাও। তারপর সে জিজ্ঞাসা ক'রবে : কতজন পুজা করাবে (দেখাবে) ? বলিল : এতজন অতজন আছি। সেই মাঝি জানের কাছে নিয়ে যাবে। মাঝি তা'দিগকে পুজার জিনিস হাজির করাবে, যেমন : একটি সুপারি, একটি ভাঁউনিচ্ (পাতার খলা বা বাটি) আতপ্ চাল, তেল সিন্দুর, ধুনা আর বেলপাতা।

তখন জান বলিবে : আচ্ছা এস তবে পরে এই এই বেলা। তারা ডেরায় ফিরে যাবে। সেখানে গ্রামের কোন লোক এসে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রলে কথা বলবে না, কি বললেও তাদের দেশ আর তাদের গ্রাম বলবে না, অন্য দেশ আর অন্য গ্রামই বলবে। ধার্য্য সময়ে জানের কাছে যাবে। জান কখনও কখনও তার ঘরেরই দোষ দেয়, আর কখনও কখনও "জাহেরে" কি বাইরে। তারা চুপচাপ বসে আছে, আর নিজ আতপ্ চাউল অনেক জায়গায় দেবতার নামে রেখে রেখে যায়, আর বেলপাতা তাতে রেখে যায় ; ওরপর চাল রাখা জায়গাতে সিন্দুর দিয়ে যাবে তেলে গুলে ; আর ধূপের সরার আগুনে ধুনা ফেলে রাখবে, শাঁখ বাজাবে আর পুজার ঘণ্টা বাজাবে আর দেবতাদের পুজা ক'রে তারপর ভর দেয়, ভর দিয়ে বকতে থাকে।

প্রথমে তাদের দেশের নাম বলবে, ওটার পর গ্রাম, তারপর কুলহি (গ্রামের রাস্তা) কোন কোন দিকে আছে, সেই সব বলে ;

তারপর মাঝি, ওটার পর ফরিয়াদী লোক, ওটার পর তার কাকা জ্যেঠা, ভাই ভগ্নীদের, ছেলেদের, মেয়ে আর ওরা যত জন আছে সকলের নাম বলবে।

তারপর জিজ্ঞাসা করবে : কি বাবা এই সমস্ত ঠিক বলেছে কি না? তারপর তারা বলবে : ঠিকই, বিশ্বাস ক'রলাম, এবারে ভেঙ্গে বলে দেন। জান উত্তর দেয় : দাও "বুন্দা" (ঠাকুরের টাকা) দাখিল কর; তবে তো বলবো। তারপর একটি ক'রে টাকা দেয়। আর চুক্তি ক'রে গিয়ে থাকলে, যত টাকা একরার করেছে, সেটাও চেয়ে নিবে; সে সব দিলে পর তবে বলবে ডাইন কি দেবতা, আর তা'রা কা'রা। তারপর জান বলবে : এত এত জায়গায় "ডালি ঢাউরা" করেছ, এটা ওটা ঠিক ক'রে ছিলে কিনা? তাহারা জবাব দিবে : হেঁ বাবা ঐ গুলিই। তখন জান তাদের বলবে : যদি তৃপ্ত না হ'য়ে থাক তাহ'লে সাত সখার কাছে (সাত জায়গায়) বুঝে দেখ। সাত সখায় আলাদা হ'লে বুন্দা টাকা ফেরৎ দিয়ে দিব। তারপর ঘরে ফিরে আসবে। বঙ্গা ধরা হ'লে, অসুস্থ লোক বলি মানত ক'রবে, আর ডাইন ধরা হ'লে, হুড়ুম তুড়ুম ক'রে জরিমানা করে আর বেআবরু ক'রে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়। এক জানের কাছে ডাইন হয়েছে, লোক খুসী না হ'লে অন্য জানের কাছে নিয়ে যায়, পুনরায় প্রমাণ করবে ব'লে। কিন্তু সেটা আজকাল; কিন্তু ডাইনেরা এক জায়গায় দোষী হ'লে, হাজার জানের কাছে গেলেও সেই কথাই বলে। শুধু দুই একজন ডাইনী গুণে (বিদ্যায়) জানদের কথা গড়বড় করতে পারে। মাঝির স্ত্রী ডাইনী ধরা হ'লে তাড়াতে পারে না : নিজেই উল্টে যে লোকটিকে খাচ্ছে তাকে বলবে : যাও দেখে নাও কোন দিক, সুখ যদি না হচ্ছে ত, আমি গ্রাস করেছি; আমি কোথায় যাব?

আজকাল জানেরা ভীষণ ঠকাচ্ছে, পূর্ব্বের মত ধরম জানদের (ধার্ম্মিক জানদের) মত সত্য এদের নাই। পূর্ব্বে জানেরা জান শিক্ষা করে নাই, আপনা হ'তেই পেয়েছিল। তারা ভার দিচ্ছিল না, রাত্রের বেলা স্বপ্নে পেত কি দিনের বেলা ছলে দেখে। দেবতা এসে ব'লে দেয় যে, অমুক অমুক আসছে এটা ওটার জন্য, তুমি তাদের এই রকম বলবে। আজকাল সেরকম জান নাই, বেশীর ভাগই ফাঁকিবাজি করে সূত্র জিজ্ঞাসা ক'রছে, টাকা খাচ্ছে। সেইজন্য "ফুলধারিয়া" (পূজার ফুল যোগাড় ক'রে জানের পূজা ইত্যাদিতে সাহায্য করে) রেখেছে বেড় কাটাবার জন্য। আর যে জানের "ফুলধারিয়া" নাই তারা দেখে শুনে বলে। আধা নাম ব'লে দেখে, আর জান করতে আসা লোকদের দিকে তাকায়, ঠিক কিনা আর বেঠিক হ'লে আরও নাম ব'লে দেখবে। সেইজন্য আজকাল জানদের মিল খাচ্ছে না। "ফুলধারিয়া" রাখা জান সহজেই বের ক'রে নিতে পারে। সে রকম জান ঠিক না বলতে পারলে বলে : বাবা বেড় আছে, ওটা সরান করাও। তারপর ফুলধারিয়ার কাছে যায়। বেড় কাটাবার জন্য কি কি লাগিবে, সে সব জান ব'লে দিয়েছে। "ফুলধারিয়া" সে সব পূজা ক'রবে, মুরগী, ফড়িং কি ব্যাং কি শেওলা কি সাদা বিড়াল। পূজা ক'রবার আগে জিজ্ঞাসা করে : কার নামে বেড় কাটব? তখন মাঝি পারানিকদের নাম ব'লে দেয়, ফরিয়াদী লোকের নামও বলে, আরও দুই এক কথা ব'লে দিয়ে পূজা করবে। তারপর তাদের বলবে : সন্দেহ তোমাদের থাকলে আমাকে পাহরা দিতে পার, জানের কাছে যাব না। কিন্তু নিজের ঘরে যাবেই, আর তার ঘরের লোক আর জানের ঘরের লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হ'তে পারে, তাতে অনেক চালাকি হ'তে পারে। জানেরা আগের মত একেকবারে ঠিক ঠিক ফুটিয়ে বলতে পারত, তাহ'লে তো কথাই নেই। কৈ সে রকম ক'রছে আজকালকার জানেরা? ফুলধারিয়ারা এক সিকা পায় বেড় কাটাবার জন্য।

৬৪। রুমঃক্

Rumok

দেবতা ভর করা

"রুমের" কথা আগেই বলেছি, যেমন জাহেরে (পূজার স্থান, গ্রামের) দেবতা প্রতিষ্ঠার সময় "রুম" করায়। "বাহা" পরবের সময় আপনা হতেই রুম (ঝুঁপার) হয়; কিন্তু অসুখ-বিসুখের সময়ও "রুম" করায় গ্রাম বুঝবার জন্য। যে লোক "রুম" হয় তার উপর দেবতা ভর ক'রলে, তার উপর ভর করেছে ব'লে ঝুঁপার হয় আর দেবতারা তার মুখ দিয়ে কথা বলে। তারপর তখন দেবতাদের জিজ্ঞাসা করি : ও দেহম গোসাঁই, এই যে খাট ভর্ত্তি, জাতিশুদ্ধ (বংশ শুদ্ধ) হাত পা ভাঙ্গা হ'য়ে শুয়ে গেলাম যে, ছঁ ভঁ, থর থর, কোথা থেকে জন্মাল, কিসে দোষ হ'ল অপরাধ হ'ল, এইটারই একটা ব'লে দাও বুঝিয়ে দাও, বাঁশ চেরা, সুতা ফেলা রাস্তা ক'রে পথ ক'রে দাও বাপু ঠাকুর গোসাঁই আমার। তখন ঝুঁপার হওয়া লোকের উপর ভর করা দেবতারা বলবেন যে, আমরাই একদিন আধদিন লোভ করেছি লালসা করেছি, টাটকা ভেল্কি নিশ্চয়ই করেছি, যেখানে ঠেক্ দিলাম বন্ধ ক'রলাম যেখানে উপলক্ষ করেছি।

তারপর সাঁহাঃ করে ফেলল। লোকেরা তারপর উত্তর দেয় : হা তবে এখন আপনাদের জানতে পারলাম বুঝতে পারলাম, চেতনা হ'ল, তাহ'লে বাহার সময় কি সোহরাএ এর ভাগ আপনাদের দিব, আচ্ছা তাহ'লে এই অসুখ-বিসুখ সঙ্গে ক'রে কাঁধে নিয়ে ভারে নিয়ে যান, আর ওষুধের বাটি ওসুধের থলা লাগাব খাওয়াব, সুস্থ সবল হোক, আজ থেকে যেন ভাত খেতে পারে; দেখুন তাহ'লে আমাদের ঠকাবেন না, যেন আপনাদের সত্য দেখি। তখন সেই সময় দেবতারা জবাব দিবেন : দেখ তাহ'লে, এত দিন এত কাল

আমাদের ঝুঁটা মাঠা হয় নাই, সব কিছু ছেড়েছুড়ে দিলাম কিছুতেই ছাড়ে না পাথরের মত টিলার মত জেঁকে টিপে ধরেছি। তারপর লোকের বিশ্বাস মিললে বলে: আচ্ছা গোসাঁই, এখন বেলা বাতালি হ'ল, ঘোড়া ছাতাও ক্লান্ত হ'ল, অবকাশ লেন। তারপর "রুম্" লোকেরা শান্ত হয়।

পূর্ব্বপুরুষেরা বলেছেন যে, "রুম্" হওয়া লোকেরা, ভর হ'লে পর অচেতন হয়, কিছুই দিশা করতে পারে না। কিন্তু আজকালকার "রুম্" লোকেরা সব কিছুই লক্ষ্য করে। বোধ হয় তারাও আজ-কালকার ফন্দিবাজ জানদের মত আছে কি জানি। লোভী হয়েও আজকাল যুগে "রুম" হচ্ছে, ভাল ভাল হাঁড়িয়া মারবে ব'লে। একজন বলেছে যে, আমি "রুম্" হবার সময় সবই দেখতে পাই, আর সব কথাবার্ত্তাই ঠিক শুনি, আর অনেক ভাল ভাল হাঁড়িয়া খেয়েছি। সেই লোকটি বেনাগাড়ীয়াতে আছে, সকলেই তার নাম জানে। বলেছে: কোন পরবে ভাল ভাল হাঁড়িয়া যদি না পাই, তখন মনে মনে ভাবি, কি ক'রে ভাল হাঁড়িয়া পাব। তারপর বলি (ঠিক করি); ওহো, মাঝি হাড়াম রুম (ঝুঁপার) হব। তারপর রুম্ (ঝুঁপার) হয়ে গেলাম। তারপর আমাকে জিজ্ঞাসা করে: আপনি কে গোসাঁই? তখন বলি: "মাঝি হাড়াম"। তখন ঘরে নিয়ে যায়, ঘরের দরজার কাছে থালার উপরে আমার পা ধুইয়ে দেয়। তারপর ঘরের ভিতরে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসায়। তারপর বাটিতে ক'রে খুব ভাল ঢালা হাঁড়িয়া আমাকে এনে দেয়। বাটি দুই যখন গেলাম, তারপর "শুমান" (শান্ত) হয়ে গেলাম। বহু গ্রামে ঐ রকম ঝুঁপার হ'য়ে ঠকিয়ে খেয়েছি।

সোহরায় খুটানের দিনে কোন শাস্ত্রের নিয়ম ভুলে গিয়ে থাকলে, সেই সব ভালভাবে দেখে ঠিক ক'রে রাখি, কোন রকম "রুম" হয়ে (ঝুঁপার হয়ে) জিজ্ঞাসা ক'রলে ঠিক ঠিক বলতে পারি, মরা মাঝি হাড়াম্ কেন এসেছি ব'লে। ঝুঁপার হ'য়ে তাদের বলি: আমি এসেছি তোমরা এই সমস্ত ভুল করেছ ব'লে। সেই সময় আমাকে বলে: দেখুন গোঁসাই রাগ উপরাগ করবেন না, আমরাই দোষ করেছি, দয়া ক'রে সহ্য করুন ক্ষমা করুন। তারপর আরও এক বাটি দিয়ে দেয়।

৬৫। মেৎ লাগাওঃ

Met' Lagaok'

নজর লাগা

নজর লাগানও আমাদের এক জ্বালা আছে। মেয়েদের চোখেই হিংসায় নজর লাগে। কোন লোককে ভাল অরজন (রোজগার) করতে দেখলে বলে: কি হবে ফাল্নার, বিস্তর ফসল ফলাচ্ছে, তাদের কষ্ট হ'তে পারে না। তাদের সেই কথাই লেগে যায়। তারপর সেই লোকদের অসুখ হয়, তাদের গরুবাছুর মারা যায় আর অনেক কষ্ট পায়।

সেই উদ্দেশ্যে তেল খড়ি দেখালে ওঝারা বলে: তোমাকে হিংসা দ্বেষ লেগেছে। তারপর ওঝাকে মুরগী দেয়, কোন রকম পুজা ক'রে তাদের ভাল করে। সেইজন্য সাঁওতাল যতই বুদ্ধিমান হউক কি কাজ করতে পারুক, বেশীর জন্য চেষ্টা করে না, ক্ষিদা বরং সইবে।

৬৬। আহা রেখাঃ

Aha reak'

আহা (মন্দ) লাগার

"আহাকেও" ভয় করে থাকি। লোকে বলে যে, যার (যে লোকের) জিব কাবরা, তারা খাবার সময় তোমাকে দেখলে, পরে ভীষণ বাহ্যি আর বমি হবে, আর ছেলে হ'লে ভীষণ কান্নাকাটিও করবে। সেই সময় নাড়ী দেখা লোকদের দেখাই। তারপর বলে: ঐ "আহা" হয়েছে। ভেলাই, "লামাঃ হেড়ে", কয়লা, ঠুঁটো ঝাঁটার কাঠি আমাকে দাও। এনে দিল। তারপর এক নিঃশ্বাসে দুই বার ঐ "আহা" লোকের গায়ে বুলাইবে, আর বুলাইবার সময় ঐ সব জিনিস নিজের পায়ের নীচ দিয়া গলাইবে, তারপর সেটাকে পরের বাস্তুতে ফেলে দেয়।

৬৭। বঙ্গা লা রেয়ান

Bong la rean'

দেবতা (ভূত) খুঁড়া

দেবতা খুঁড়াও (খুঁড়িয়া বাহির করা) আমাদের একটি কাজ আছে। ওঝাদেরই খুঁড়ান করাই, দেবতা পুঁতে রাখা হ'লে। ডাইনীরাই দেবতা আপন করে কারও ঘরে কি গোয়াল ঘরে, কোন রকমে ঐ লোকেরা যেন মরে। ওঝারা প্রথমে চারদিক দেখে, খুঁজে বার ক'রবার জন্য কোথায় দেবতা পোঁতা আছে। সেটা ঠিক ক'রে খুঁড়ে বার করে। আমরা দেখেছি তেড়ে বার করা বঙ্গাদের। আপনা বঙ্গা হ'ল দুই রকমের। এক রকম হ'ল সিন্দুর দেওয়া সাদা পাথর চুলে জড়ান, আর এক বঙ্গা হ'ল তসরের গুটিতে ভরান সব রকম চাষের ফসল আর সিন্দুর দেওয়া সাদা পাথর। বঙ্গা খুঁড়ে বার করার পর কখনও কখনও রোগী ভাল হয়, কখন কখনও তাতে বাড়ে।

বঙ্গা তাড়াতে পুজার বলি লাগে, একটি ভেড়া, একটি শুয়োর, একটি ছাগল, পাঁচটি মুরগী, আর এক জোড়া পায়রা। ওঝা থাল কাটি পাঁচ সিকা পয়সা পায়, আর রোগী ভাল হয়ে গেলে, বৎসর পরে ওঝা পাঁচ টাকা আর একটি ধুতি পায়।

৬৮। নাইহার বঙ্গা

Naihar bonga.

শ্বশুরবাড়ীর দেবতা (স্ত্রীর বাবার বাড়ীর)

শ্বশুরবাড়ীর দেবতা পিছু নিলে, ফিরে এলে তবে ভাল হয়, তা না হ'লে অসুখ হয়, আর মারা যায়। স্বামীর ঘরে গেছে "নাইহারে"র দেবতাকে প্রতি বৎসর পূজা ক'রলে তাদের খাবে না, আর পূজা না দিলে, অসুখের সময় তাদের অনেক কিছু লাগবে। বৌ বাপ্ মায়ের ঘর থেকে যা কিছু এনেছে, সেই সমস্ত ফিরিয়ে দিলে তবে "নাইহারের" দেবতারা ছাড়ে, আর দুইটি বলিও বৌয়ের বাপের ঘরে তাহাদিগকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। শ্বশুর বাড়ীর দেবতাকে "আচরাএলে" বঙ্গা বলে। নাইহারের দেবতারা রেগে গেলে ভীষণ খায় (মানুষ), সেইজন্য লোকে ভয়ে পূজা দেয়, তা না হ'লে ফিরিয়ে দেয়।

৬৯। বঙ্গা হুসিৎকো রেয়ান

Bonga husit'ko rean'

দেবতা (ভূত) ছাড়াইবার

দেবতা ছাড়াইতে অনেক সরঞ্জাম লাগে, তা না হ'লে বাহির হবে না। কিঁসাড় বঙ্গাদের (যক্ষ) ছাড়ায়। কিঁসাড় বঙ্গা (যক্ষ) যারা ঘরে নিয়েছে সেই লোকেদের খুব ধনী করে। কিন্তু ভূতাহা (ভূত রেগে গেলে) হ'লে, নির্বিচারে খেয়ে শেষ ক'রবে। সেইজন্য ছাড়ালে তবে লোক বাঁচে, তা না হ'লে গুষ্টিশুদ্ধ মারা যায়। কিঁসাড় বঙ্গা [ধনী দেবতা (যক্ষ)] খাচ্ছে, ওঝাদের কাছে কি জানের কাছে প্রমাণ হ'লে সরঞ্জাম যোগাড় করে: একটি তসরের ধুতি, একটি সিন্দুর কিয়া, খুনসি, সালু, কাজললতা, কুলা, ডালা, লোহার ঠেঙ্গা, পাঁচটি শিকল, পাঁচটি পেরেক, এক জোড়া খড়ম, একটি পিঁড়ি, পাঁচটি টাকা, ছোট গাড়ী, চাষের সমস্ত রকমের ফসলের একটি পুড়া, দুটি গরু, একটি শুয়োর, একটি ছাগল, একটি ভেড়া আর পাঁচটি মুরগী, ভেড়াকে ঘন্টা বেঁধে দেয়। ঐ সমস্ত যোগাড় ঠিক ক'রে ওঝাকে আনে।

তখন ওঝা দেবতাকে তলব ক'রবে। একজন লোক সেই "বঙ্গা" (দেবতাকে) ভর করাবে। "রুম" হবার জন্য লোকটিকে ভাঙ্গা কুলা ওঝা সামনে দিবে, সেই কুলাতে এক আজলা মত আতপ্ চাল রাখে, তারপর বলে: এস গোসাঁই, ফালনা ঘরে এস ফালনা দেবতা, মিনতি করছি গুহা থেকে পাহাড় থেকে চলে আসুন, চেলা চামুণ্ডা অপেক্ষা ক'রে বসে আছে (যে রুম্ হবে)। তারপর সেই লোকটি "রুম" হয়ে যায়। তারপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করে: আচ্ছা গোসাঁই, এখন মালিক তোমার তৃপ্ত হয়েছে, সেবা দেবা ক'রে আসুন, আর রাখবে না, কি বলছেন ? তারপর দেবতা "সাঁইাক" বলিবে। তারপর বলিবে: না যদি রাখে তো চলে যাব, দাও আমার সব কিছু দিয়ে দিক।

তারপর সমস্ত সরঞ্জাম বাহির ক'রে দেয়। অতঃপর তাকে বলবে: এই যে সব, কি খুসী হচ্ছেন কি না ? তখন বলিবে: খুসীই। তারপর গরু বাছিয়া লইবার জন্য গোয়ালে ঢুকিবে। দুইটিকে থাবড়ে (ছুঁয়ে) দিয়ে আসবে। তারপর বেরিয়ে আসবে। তারপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে: কি সব পেয়েছেন ? বলিবেন: হাঁ পেয়েছি। তারপর আগল খুলে, তখন সেই বেছে রাখা গাই দুটি আপনা হতে বেরিয়ে আসবে। তারপর তাদের দড়ি দিয়ে বাঁধবে। তারপর সমস্ত সরঞ্জাম হাতে নিবে, তারপর তাঁকে বলবে: চলুন, যেখানে আপনার থান বাথান আছে, সেখানে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। তারপর সুমান (শান্ত) হইবে। তারপর গাই দুইটি আপনা হইতেই আগে আগে যাইবে, আর লোকদের পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে। সেই কুলাটি ওঝা কাঁধে করিয়া লইয়া যাইবে। ঐ গরু দুইটি যেখানে থামিয়া বসিবে, সেইখানেই বলি কাটিবে, পূজা দিবে। ভেড়ার মাথা শিকল দিয়ে বেঁধে চাটাই আর গাছে পেরেক দিয়ে পুঁতে রেখে আটকে রেখে দেয়। বলির সমস্ত মাংস রাস্তাতেই খিচুড়ি রাঁধিয়া খাইয়া শেষ করে। আর জিনিসগুলি সেইখানেই ফেলিয়া আসে। সেগুলি কেও ছুঁবে না ; যদি ছুঁয়েছে তাহ'লে "কিঁসাড় বঙ্গা" (যক্ষ) ওদের পিছু নিবে। আর যে লোকটিকে ছাড়ান হ'ল সে বৎসর না ঘুরতেই গরীব হ'য়ে যাবে। গরু কাড়াও সব মরে শেষ হ'য়ে যাবে, ধান চালও কোথায় উড়ে যাবে, গরীব হ'য়ে যাবে সেই ঘরের লোকগুলি। ওসব চোখে দেখা। বেধরম ধন থাকে না।

৭০। বঙ্গা আঃঙ্গেন

Bonga akngen

দেবতায় নিয়ে যাওয়া

দেবতায় ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়াকে ভীষণ ভয় করি। লোককেও চুরি করে আর জিনিসও অদৃশ্য করে। ভুলিয়ে (চুরি ক'রে) নিয়ে যাওয়া দেবতা হ'ল মেয়ে দেবতারা। যুবকদের চুরি ক'রে (ফুসলিয়ে) নিয়ে যায়। কতক জলে আছে আর কতক পাহাড়ের গুহায়। ছোকরা লোককে নাকি খুব পছন্দ করে, সেইজন্য চুরি ক'রে (ভুলিয়ে) নিয়ে যায় ওদের সঙ্গে বিয়ে হ'বার জন্য। মেয়েলোকের রূপ ধ'রে এসে ভুলিয়ে ঢুকিয়ে নেয়। জলের ভিতরে নাকি রাজার দালানের মত আছে, আর পাহাড়ের গুহাতেও ঐ রকমই। খুব ভাল ভাত তরকারি দেয়। কিন্তু পৃথিবীতে সেই সমস্ত জিনিস ফুসলান ছোকরারা আনতে গেলে মাটি হয়ে যায়। পূর্ব্বে নাকি মেয়ে দেবতার সঙ্গে মানুষের ছেলেপুলে হয়েছিল। এক মেয়ে দেবতা

(দেবী) মানুষ যুবকের কাছে পালিয়ে এসেছিল। বহুদিন তারা ছিল. ছেলেপুলেও হ'ল। বিয়ে ক'রে দেবী যুবককে বলল : কোন কিছুর জন্য ঝগড়াঝাটি কি গালাগালি হয়, যে কোন জিনিসেই মার, কিন্তু পায়ে লাথি মেরো না। দুটি কি তিনটি ছেলে হওয়ার পর একদিন স্বামী গরু দুইছে গোয়ালে, সেই সময় গোয়ালের দরজার কাছে সেই "বঙ্গা কুড়ী" (দেবী) ছেলেকে মাই দিতেছিল। কি ক'রে যে ছেলেকে কাঁদাইয়াছিল, সেই রাগে ছোকরা তাকে লাথি মেরে ফেলে। তাতে সেই "বঙ্গা কুড়ীর" ধিক্কার এল। ভীষণ কান্নাকাটি ক'রল। সেই দিনেই বেরিয়ে চলে গেল। ছোকরা ফিরাবার অনেক চেষ্টা ক'রল, ফিরাতে পারল না। "বঙ্গা কুড়ীরা" নাকি মানুষের সঙ্গে বিয়ে হ'লে সব রকমই কাজ করে, শুধু গোবর ফেলায় না আর নুনের সঙ্গে ভাত তরকারি খায় না, নুন খেলে ক্ষয়ে যায়। "বঙ্গা কুড়ীরা" (মেয়ে দেবতারা) ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এমন ছোকরা বহু লোক ফিরে এসেছে, জল থেকে ও আর পাহাড়ের গুহা থেকেও। এখনও কিছু লোক বেঁচে আছে। "বঙ্গা কুড়ীদের" নাকি গোড়ালিটাই সামনের দিকে, পাতা হ'ল পেছন দিকে।

৭১। বঙ্গা উপেল : রেয়ান্

Bonga upelok' rean

দেবতা আবির্ভাবের

দেবতার আবির্ভাবও দেখেছি, সাবেক মতই দেখায়, কিন্তু দেখতে দেখতেই মিলিয়ে যায় সেই দেবতারা। পূর্ব্বকালে দেবতারা ধরম জানের কাছে ছল ক'রে এসে তাঁদের বলার কথা ব'লে গেতেন।

ঐ আবির্ভূত দেবতাদের অন্য দেবতাদের মত ধরা যায় না। কথা কিন্তু বলেই। দেশের লোক, কি কোন গ্রামের লোক কোন কিছু খারাপ ক'রলে, দেবতারা এসে ব'লে যান যে, এটা ওটা খারাপ (কাজ) করেছ: যাও ধরম ক'রে (আচার পালন ক'রে) এরকম ওরকম কর, তা না হ'লে বুঝবে।

৭২। ভুত আর চুড়িনকো রেয়ান

Bhut ar Churinko rean

ভূত আর (চুন্নির) পেত্নী

ভূত আর চুড়িন (পেত্নী)ও আছে, পোয়াতী অবস্থায় মারা গেলে মেয়েরা পেত্নী হয়, আর পেটের মরা ছেলেটি ভূত হয় যেমন। বিনা লগ্নায় মরা ছেলেও ভূত হয়। পেত্নীদের যেমন, চরখার মত ঝাঁকড়া মাথা দেখায়, আর ভূতেরা হ'ল ছোট ছোট আবছা আবছা। চুড়িনেরা মানুষকে চুষে খায় একলা পেলে, আর ভূতেরা ভয় দেখায় হাজার রূপ ধরে।

আরও অনেক কিছুর বিশ্বাস আমাদের আছে। লোকে বলে, স্বামী স্ত্রী পরস্পরের নাম ধরলে ছেলেরা কালা হয়, সেইজন্য নাম ধরে না। আর ভাশুর কি স্ত্রীর বড় বোনেরা নাম ধরলে মরে গেলে পুড়াবার সময় পুড়ে না, সেইজন্যে তারা নাম ধরে না। স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে ডাকে ফলনার বাবা কি মা ব'লে, আর ছেলে না হওয়ার আগে নানা রকম ভাবে পরস্পরকে ডাকে।

৭৩। গুজুঃ আর ভাণ্ডান

Gujuk' Ar Bhandan

মৃত্যু আর শ্রাদ্ধ

আমাদের লোক মারা গেলে, আমাদের মেয়েরা বেজায় কাঁদে, হায় হায় করে, জোরে জোরে করে, বুক চাপড়ায়, কপাল ঠুকে, আর অনেক রকম তুলনা ক'রে কাঁদে।

মা মারা গেলে কাঁদে :

"হায়রে হায়রে তওয়া দারে তিঞ্ঞ দ,
তোয়া দারে দ, গো, গুরেন তিঞ্ঞ দ
তকা কঁড়িঞ্ঞ দাঁদালেরে
তোয়া দারে রেয়াঃ রূপ দইঞ্ঞ ঞেল ঞামতায়া ?"

হায়রে হায় আমার দুধ গাছ মরে গেল, কোথায় গেলে দুধ গাছের রূপ দেখতে পাব ?

"হায়রে হায়রে নিন দারা দ
সিম এঙ্গা লেকার গুঁ-গুঁৎ লেৎলেয়া,
তেহেঞ্ঞ দ গো সিম হপন লেকা,
তেহেঞ্ঞ দ গোম কটা বাগী হটকাৎলেয়া।"

হায় হায় এতদিন মুরগীর ধাড়ীর মত ডানার নীচে আশ্রয় দিয়েছিলে রক্ষা করেছিলে আজ মুরগী বাচ্চার মত ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেলে।

"হায়রে হায়রে নিন দারা দ
যাহা খোনলে হিজুঃ আ
এঙ্গাঞ্ঞ দ দুয়াররে দুড়ুপ্ কাতে
কিসনি হপণ লেকার চেরেচ্ দারামলে।"

হায় হায় এতদিন যেখান থেকেই আসি, মা দুয়ারে বসে শালিক পাখীর মত আমাদের আদর অভ্যর্থনা করতেন।

বাবা মারা গেলে ঐরকমই কাঁদে—

"হায়রে হায়রে জানাম দাতা তিঞ্ঞ দ
জানাম দাতা দ তেঁহেঞ্ঞ দোঁএ বাগিয়াৎলেয়া
তেকো কাঁড়িঞ্ঞ দাঁড়ালেরে—
ছাতার উমুল রেয়াঃ রূপ দইঞ্ঞ ঞেল ঞামতায়া ?"

হায়রে হায় জন্মদাতা আজ ছেড়ে চলে গেলেন, কোথায় গেলে ছাতার ছায়ার রূপ দেখতে পাব।

স্বামী মারা গেলে তার স্ত্রী কাঁদে—

"হায়রে হায়রে ছাতার উমুল তিঞ দ
ছাতার উমুল তিঞ দগো অটাংএনতিঞ দ
তেকো কাঁড়িঞ দাঁড়ালেরে
ছাতার উমুল করয়াঃ রূপ দইঞ ঞেল ঞামতায়া?"

হায় হায় আমার ছাতার ছায়া, ছাতার ছায়া আমার আজ উড়ে গেল, কোন কোণে গেলে ছাতার ছায়ার রূপ দেখতে পাব?

"হায়রে হায়রে পাওরা জুড়ি তিঞ দ
পাওয়া জুড়ি তিঞ দ ভাঁগাওএনা
তেকো কঁড়িঞ দাঁড়ালেরে
পাওয়া জুড়ি রেয়াঃ রূপ দ ঞ ঞেল ইঞামতায়া?"

হায় হায় আমার পায়রা জোড়, পায়রা জুড়ি আমাদের জোড় ভেঙে গেল। কোন কোণে গেলে জুড়ির রূপ দেখতে পাব?

ছেলে মারা গেলে মায়েরা কাঁদে—

"হায়রে হায়রে কুঁইডি মিরু তিঞ দ
কুঁইডি মিরুদ, গোএ কারকাও এনতিঞা
তোকা কঁড়িঞ দাঁড়ালেরে
কুঁইডি মিরু রেয়াঃ রূপ দঞ ঞেল ঞামতায়া?"

হায় হায় মহুয়া বনের টিয়া আমার, মহুয়া বনের টিয়া আমার উড়ে গেল। কোন কোণে গেলে আমার মহুয়া বনের টিয়ার রূপ দেখতে পাব?

নানা রকমে মনের কষ্ট দুঃখ প্রকাশ করে, শিখান নয়, সেই সময় মনে যা কিছু জাগে সেই রকম ব'লে কাঁদে।

৭৪। রাপাঃ
Rapa'k
পোড়ান

মানুষ মরলে সেই দিনই পোড়াই, মাঝি পারানিকদের সংবাদ দিই, আর তারা গোডেৎকে হুকুম দেয়: যাও লোক ডেকে জমা কর, অমুক লোকের ঘরে মরা পুড়াতে যাব। তারপর মৃতের ঘরে জমা হয় কুড়াল নিয়ে। তারপর সেই ঘরের মেয়েরা হলুদ বাঁটবে, কাপাস বীজ আর ধান (খই) ভাজে। পুরুষেরা একটি মুরগী ধরবে। খড়ে আগুন লাগায়, আর চালের খড় নেয়, সেই কাপাস বীজ আর খই আর সেই চালার খড় আর একটি মুরগী একটি ভাঙ্গা কুলায় সাজাবে (রাখবে)। তারপর মরা লোকটিকে যে সব সঙ্গে দিবে, সেগুলি সব খাটে সাজাবে, যেমন কাপড়, বাটি, টাকা, পয়সা, টাঙ্গি, তরওয়াল, তীর, ধনুক, ঠেঙ্গা, বাঁশী, তার সমস্ত ব্যবহৃত জিনিস। সে সমস্ত সাজিয়ে শেষ ক'রে চারজন ঢুকবে, তারপর চারটি পায়ায় ধরে সেই মরা লোকটিকে তুলে বাইরে আনবে। উঠানে বার ক'রে এনে খাটে ক'রে বয়ে নিয়ে যাবে কুলি মাথার দোবাটিতে (ত্রিরাস্তা কি চৌরাস্তার মাথি), সেখানে একটু রাখবে। সেখানে ঘরের আর গ্রামের সমস্ত মেয়েমানুষ তাকে তেল হলুদ মাখাবে, আর এক টিপ সিন্দুর কপালে টিপ দিয়ে দিবে, আর কাপাস বীজ আর খই চার পায়ার কাছে ফেলবে (রাখবে)।

তারপর ওঝা লোক ঐ মুরগীতে মরা মানুষ তিনবার বুলাবে এমাথা ওমাথা। তারপর মেয়েরা বাড়ীতে ফিরে আসে, আর পুরুষেরা ঐ মরা মানুষকে নিয়ে গেল পোড়াবার জায়গায়। কারও জমি থাকলে, সেইখানেই পোড়ায়, আর না থাকলে খালে। সেখানে কাঠ কেটে সারা তৈরী করে উত্তর দক্ষিণে। চারটি খুঁটি চার কোণে গাড়ে যাতে ধ্বসে না পড়ে। তাকে "তররে" খুঁটি বলে। তারপর মরা লোকের ওয়ারিস হাত পা ধুইয়ে দেয়, চোখমুখ মুছে দেয় আর মুখে একটু জল দেয়। তারপর বাহকেরা তিনবার সারার চারদিকে ঘুরাইবে। তুলে ঘুরাবার পর সারাতে উঠাবে; দক্ষিণের দিকে মাথা রাখবে।

দেহের কাপড়, মালা, ঘুনসী ইত্যাদি খুলে, আংটি পাগরা সব খুলে নেয়, পাঠান জিনিস সরিয়ে নেয়, তারপর গাছের ডালে তার ভরম ঢাকে, আর চারটি কাঠ, বুকে একটি, পেটে একটি, কোমরে একটি আর পায়ে একটি দিয়ে চাপা দেয়; তাকে "দানাপাল" (ঢাকা দেওয়া) কাঠ বলে।

গ্রামের লোক সারার চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াবে। যাদের ঘরের লোকের "আসিয়াড়" (ঘরে পোয়াতী) আছে, তারা একটু দূরে দাঁড়ায়। তারপর ওঝা ঐ মুরগী দিয়ে তিনবার চারদিকে তাদের বুলাবে, তারপর সেই "তররে" খুঁটিতে মুরগীকে কাঁটা দিয়ে গিঁথে রেখে দিবে, আর খাটে কোপ্ (কুড়ুলের) দিয়ে আসবে। তারপর ওয়ারিস লোক একটি "সুড়া" খাড়ী ভেঙ্গে মৃত লোকের কাপড় খুঁটের সুতা বার ক'রে "সুড়াতে" জড়াবে। সেটাতে আগুন লাগিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে মুখে আগুন দিবে। তাকে আগ্‌মুখ বলে।

তারপর সমস্ত ভায়াদি একখণ্ড ক'রে কাঠ আগে ফেলবে, তারপর গ্রামের সমস্ত লোক। তারপর মন্ত্র বলে: ("নে বাবা মিমিৎ ডার সাহানলে এমাৎ মেয়া জত হড়তে, আদো আলম বিলমলেয়া হোয় লেকা চালাঃ মে।") নাও বাবা একটুকরা ক'রে কাঠ সকলে দিলাম আর বেশী দেরী করাবেন না, বাতাসের মত উড়ে চলে যান। তারপর চারিদিকে আগুন লাগিয়ে দেয়। তারপর দূরে গিয়ে বসে থাকে। সেখানে একজন (চুলদাড়ি) কামায়। কামান শেষ হ'ল, সেও পুড়ে শেষ হ'ল। তারপর জল ঢেলে আগুন নিবিয়ে দেয়। তারপর ওয়ারিস হাড় জলে ধুয়ে হলুদ জল আর

দুধ ঢেলে দিবে, আর হাঁড়িতে ভরে রাখে। আজকাল নদী থেকে বহুদূরে আছি ব'লে শুধু খুলির হাড় আর গলার কাছের প্রথম পাজরা হাড় তিন টুকরা ভাঁরে ভরে রাখে। ভাঁড় পেলাম খুঁচি (হাঁড়ি কলসী ভাঙ্গা) দিয়ে বন্ধ করে, তার মাঝখানে মরা লোক নিঃশ্বাস নিবার জন্য ছেঁদা থাকে; আর সেই ছিদ্রে "কাটকম চারেচ্" (এক রকম ঘাসের কাঠি) গিঁথে দেয়, মরা লোকটি সেটা বয়ে ঢুকবে আর বের হবে। চারদিক হলুদ দিয়ে লেপে বন্ধ ক'রে দেয়। বাকী হাড়, ছাই, কয়লা, খালের জলে ঠেলে ফেলে দেয়। সেই হাড় কুড়াবার সময় গান করে :—

"পালগাঞ্জা ডুঙ্গুরি যো
গিদিনী যো মাড়ে রাএ
বাবা কেরা হাডা যো
চিনাএ দেহোরে।
লে সেরে গিদিনী
কানে রো সোনাআ যো
বাবা কেরা হাডা যো
চিনাএ দেহোরে।"

পালগাঞ্জা পাহাড়ের উপরে শকুনি উড়ে, বাবার হাড় চিনিয়ে দাওরে। ওরে শকুনি কানের সোনা দাও, আমার বাবার হাড় চিনিয়ে দাও।

তারপর পোড়ান জায়গার মাঝে কুলা উপুর করিয়া রাখিবে সেটার উপরে দাঁড়িয়ে বাহকেরা চারদিকে মাটি কোপাবে, আর শেষে যে কোপাবে সে কুলার মাঝখানে কোপ দিয়ে আসবে। তারপর একজন গোবরজল ঘেঁটে সে সব জায়গায় ছিটাবে যেখানে রেখেছিল সেখান পর্য্যন্ত। তারপর বাকী কাপাস বীজ আর ধান ভাজা (খই) পোড়ান জায়গায় ছড়িয়ে দেয়। তারপর বলে : পৃথিবী এতক্ষণ বদ্ধ (অশুদ্ধ) ছিল, এখন তোমাকে শুদ্ধ ক'রে দিচ্ছি। তারপর তিনজন মত সেই "জাং বাহা" (অস্থি) ভরান ভাঁড়টি গ্রামের মাথায় খালের ধারে পুঁতে দিয়ে আসে। সেই জায়গায় ভাঁড়ের উপরে ছালের (বাকলের) উপরে পাথর চাপা দিয়ে মাটি দিয়ে পুঁতে রাখে। তারপর সকলে স্নান করিতে যায়। স্নান ক'রে গ্রামের মাথায় আসে। সেখানে দাঁড়ায়। ধুনা ছাড়িয়ে সঙ্গে এনেছে। একজন গ্রাম থেকে আগুন চেয়ে নিয়ে আসবে। সেই আগুনে ধুনা ফেলবে, তারপর সকলে সেই ধুনা দিয়ে ধুপ হবে। তারপর নিজের নিজের বাড়ীতে চলিয়া যায়। মৃত লোকের সঙ্গে পাঠান (জিনিস) সমস্ত বিক্রি ক'রে খাসি কিনে পাঁচজনে সেদিন খাবে। মৃতের ঘরের লোকেরা খাবে না।

সন্ধ্যা হ'লে বুড়ো বুড়ো লোকেরা মরা লোকের বাড়ীতে যাবে, সেই ঘরের লোকের প্রাণে শান্তি দিবার জন্য। তাদের বলে : এক রকম ভাবনায় থেকো না; সে চলে গেছে, সুখী হয়েছে, আমাদিগকেও একদিন যেতে হবে। এক রকম কাঁদতে থাকলে শরীরও খারাপ হবে, কাজ কর্ম্মও ঢিলা পড়বে। রাজা আছে, সাউ মহাজন আছে, কুটুম্ আছে, নিজের পেট আছে জীবন আছে; প্রাণ যতদিন থাকবে খেতে পরতে তো ছাড়ব না, এখন কাম কাজ কর। তারপর আজ থেকে পাথরের চাটানি দিয়ে প্রাণ চাপা দিয়ে রাখ। লোকে বলে : দিনরাত্রি কাঁদিলে চলে যাওয়া লোককে "কাড়রুর" মত মাথায় ঠোকরায়। পরলোকে তাকে বলবে : এস হে নাচ, তোমাকে গান শোনাচ্ছে। সেইজন্য মাঠে ঘাটে কাঁদবে না, তা হ'লে ওকে বিস্তর কষ্ট দিবে।

৭৫। তেলনাহান

Telnahan

(ছোট শ্রাদ্ধ)

পাঁচদিনের দিনে ছোট শ্রাদ্ধ করে। মৃত লোকের ঘরে জমা হ'য়ে হাজামত হয়। ঘরের লোক চিড়া কুটে আর তিনটি পিঠা করে। তারপর গ্রামের লোক স্নান করিতে যায়। একটু মাথা ঘসা মাটি, খইল, তেল, তিনটি দাঁতন আর তিন চারটি পাতা নিয়ে যায় সঙ্গে স্নানের ঘাটে। মেয়েরা আলাদা জায়গায় যাবে। পুরুসেরা ঘাটে নিয়ে যাওয়া মাটি, খইলের চাপ তিনটি পাতায় ভাগ করে, আর দাঁতনও তাতে রেখে যায়। তারপর সেই মাটি বাঁ হাতে পুজা করবে মন্ত্র ব'লে : ("নে তবে আম গচ্ আকান গুর আকানিচ্ তেঁহেঞ দ তেল নাহান ঞুতুমতে উমকান নাড়কান কানালে, আম হঁ উমকঃ ক' নাড়াকাকঃ'ক মে") গ্রহণ করুন আপনি মৃত, আজ শ্রাদ্ধের নামে স্নান, মাথা পরিষ্কার করছি, আপনিও স্নান ক'রে পরিষ্কার হউন। তারপর পিলচু বুড়া পিলচু বুড়ীদের পুজা ক'রে প্রার্থনা করে : এই নিন্ পিলচু হাড়াম শ্রাদ্ধের নামে স্নান করছি, আপনারাও স্নান করুন, মাথা ধুন, তবে এই মৃতকেও সঙ্গে ক'রবেন, হাতে ধরে কাছে টেনে নিয়ে যাবেন, এর ছাঁচায় ওর ছাঁচায় রাখবেন না। শেষে মারাং বুরুর পুজা দেয়, প্রার্থনা করে : নিন্ তবে মারাং বুরু শ্রাদ্ধের নামে স্নান মাথা পরিষ্কার করছি, আপনিও মাথা ঘষে স্নান করুন; আর এই মৃত লোকটিকেও কাছে টেনে নিবেন, হাতে ধরে কাছে টেনে নিবেন।

তারপর স্নান ক'রে বাড়ী আসে। মেয়েরাও এল। মৃত লোকের স্ত্রী ভিজা কাপড়ে আসবে; আর তার স্বামী যেখানে মারা গিয়েছিল সেখানে নিংড়াবে।

গ্রামের লোক ভাত খেয়ে মৃত লোকের বাড়ীতে আরও জমা হবে। তারপর সেই মরা লোকটিকে ডাকবে, তিনজন ঝুঁপার হবে, একজন হ'ল মরা লোক, একজন "পুরুধুল" আর একজন "মারাং

বুরু।" "রুম্‌" লোককে (যাকে দেবতা ভর করেছে) ভর ক'রলে গ্রামের লোক জিজ্ঞাসা ক'রবে : আচ্ছা গোসাঁই, আপনি কে এলেন, আপনার জাত জন্ম বলুন দেখান, তবেই ত বুঝতে পারব, অমুক দেবতা, অমুক "বুরু" বলে, তবে ত সেবা দেবা করব। দুইজন "সাঁহাঁগা" করিবে। আর তাহাদের বলিয়া দিবে যে, আমি "পুরুধুল", আর আমি হলাম "মারাং বুরু"। তখন জল ছিটাইয়া দেয় আর মুখ ধুইয়ে পিঠ চাপড়ে দেয়। তখন "সাঁহাঁগ" করিবেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিবে : আচ্ছ গোসাঁই, কে এসে পৌছলেন, জাত জন্ম বলুন। তখন বলিবেন আমিই সেই লোক এসে পৌচেচি। তারপর তিন দেবতাকেই চাউল দেয়, তারপর তাদের বলে : ("নে-ভালা গোসাঁই চাওলে জাং খোদে জাং বুঝাউলে কাঁধাও লেপে, বাং মেঁৎআন লুতুরানা") আচ্ছা গোসাঁই চোখ কানবিহীন এই চাউল খুদ দেখুন বুঝুন। তারপর তাঁরা নিজেদের মধ্যে বুঝেন। বুঝবার পর সেই চাউল কুলাতে রেখে দেন। তারপর জিজ্ঞাসা করে : আচ্ছা গোসাঁই কি রকম বুঝলেন সুঝলেন, বলে দেন বুঝিয়ে দেন, এই যে কি ক'রে মারা গেলাম ? তখন উত্তর দেন : একদিন আধদিন অসুখ বিসুখ করেছিল। তারপর মরা লোকটিকে জিজ্ঞাসা করে : আচ্ছা গোসাঁই, আপনি মরে যাওয়া সরে যাওয়া, কি ক'রে চলে গেছেন ? তখন বলেন : নিজের ইচ্ছায় গেছি ; কি ডাইনে খাইয়া থাকিলে বলিবে : আমি লোকের চোখে অসহ্য হয়েছিলাম, সেইজন্য চলে গেলাম। তারপর তাকে বলবে : জল চাইবে না ? উত্তর দিবে : চাহিব। তারপর গ্রামের এক একজন লোককে জল চাইবে, নিজের ঘরের লোকের কাছে আরম্ভ করে। তারপর হাঁড়িয়া দেয় দুই এক বাটি পেট না ভরা পর্যন্ত। "মারাং বুরু আর পুরুধুলকে"ও এক খালা ক'রে জল আর হাঁড়িয়া দেয়। তারপর সেই মরা লোকটিকে জিজ্ঞাসা করে : এই যে নদীতে তোমাকে নিয়ে যাব (দামোদরে অস্থি নিয়ে যাব) কোথাও যেন পেট ব্যথা মাথা ব্যথা রাস্তা ঘাটে না হয় না জন্মে। তখন সে বলিবে : যাও কিছু হবে না, বাতাসের মত চলে যাবে, বাতাসের মত ফিরে আসবে। এই সমস্ত ব'লে "সুমান" হয় (দেবতা চলিয়া যায়)।

তারপর এক পাই চিড়া, তিনটি পিঠা আর এক পাই চাল পুঁটুলি বাঁধে। মৃতের কাপড়ের থলিয়া সেলাই করে, সেই সব নিয়ে গ্রামের মাথায় যায়। মেয়েরা বাটিতে জল আর হলুদ নিয়ে যায়। তারপর গ্রামের মাথায় পৌছে রাস্তার চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়ে জমা হয়। তারপর তিন জন অস্থি আনিতে যায়। আগুন সঙ্গে নিয়ে যায়। সেটা তুলে চাপান মাটিকে পুড়িয়ে দিয়ে আসে। সেই সময় বলে : বুড়ীর কুঁড়ে পুড়ছে রে ! তারপর এক মুখে চলে আসে, পিছন ফিরে তাকায় না। তাকে "বুঢ়ী কুম্বা" পোড়া বলে। তিনটি খাট খাট (ছোট ছোট) কেঁদ লাঠি কেটে নিয়ে আসে ; সেই তিনটিকে বোঝা বাঁধে, তার উপরে ভাঁড় রাখে। অস্থি বার ক'রে নেয়, তারপর মেয়েদের কাছে ডাকে। তারা পাতার খলায় ক'রে অস্থিতে জল ঢালে, তারপরে হলুদ জল, ওর পর দুধ। অস্থি মরা লোকের ওয়ারিস থলিয়াতে ভরে রাখে। তারপর লোকেরা সরে গেল। সেই অস্থি আনা তিনজনের মধ্যে একজন একটি কেঁদ লাঠি ধরে ভাঁড়ের চারদিকে তিনবার ঘুরবে, তারপর বাঁ হাতে ভাঁড়টিকে লাঠি মেরে ভেঙ্গে দিবে, তারপর ঐ তিনজন অস্থি নিয়ে কিছু দূর যায়, এক সীমা (এক গ্রামের সীমা) পার পর্যন্ত। অন্য লোকেরা স্নান ক'রে মৃতের ঘরে ফিরে আসে। দুই এক খলা হাঁড়িয়া খায়।

তারপর সন্ধ্যা হচ্ছে। তখন কিছু (সামান্য) মাছ ধরে নিয়ে আসে। এসে সেইগুলি আর একটি মুরগী রান্না ক'রবে বিনা নুনে। মুরগী কাটবার সময় একটি ঠ্যাং আর একটি পাখা কেটে রাখে। তারপর সেই ঠ্যাং আর ডানা একটি কাঠিতে বাঁধে, আর আঁধার হওয়ার পর তিন জনে গ্রামের মাথার "দোবাটি"তে (রাস্তার চৌমাথানীতে) যায়, দুই তিনটি আলাদা কাঠি, চালের খড় একটু আর আগুন সঙ্গে নিয়ে যায়, আর তাদের মধ্যে একজন সেই কাঠিতে বাঁধা পা আর ডানা মাটির উপর দিয়ে ঘঁসড়িয়ে (টেনে) নিয়ে যায়। দোবাটি পৌছে একটি মিছা নকল ঘর তৈরী ক'রবে, সেই খড়ে ছাইবে আর সেই ঘরে মুরগীর ঠ্যাং আর ডানা ফেলে দিয়ে (রেখে) কুঁড়েতে আগুন লাগিয়ে দেয়। আর বলে : বুড়ীর কুঁড়ে পুড়ছে রে। তারপর এক মুখো ঘরে চলে আসবে। মরা লোকের ঘরের আঙ্গিনার দরজার কাছে এসে দেখবে যে, উড়ুখলে জল ভ'রে রেখেছে, তাতে তাদের বাঁ পা ডুবায় আর আঙ্গিনার ভিতর দিকে যায়। পেছনের যে সে উড়ুখলে পা ডুবিয়ে লাথি মেরে উল্টে দেয়। তারপর উপস্থিত সকলে ভাত খাইতে বসিবে। বংশের দুইজন করম পাতায় ভাত খাইবে আর গ্রামের লোক অর্দ্ধেক বোনা শাল পাতায় খাইবে। এক পাতার খালায় ডাল, একখালা তরকারি আর একখালা জল একটি ঝুড়িতে ভরে রেখে যেখানে লোক মরেছিল সেখানে টাঙ্গিয়ে রাখে। ঘরের (বংশের) লোকেরা মিছামিছি বাঁ হাতে খাচ্ছে, সেই সময় গ্রামের লোক বেনা মূলে ক'রে জল ছিটিয়ে দেয় ছুঁৎ মেটাবার জন্য। ঐ ভাত যেটা খেল তাকে "বাঃরোঁয়া দাকা" বলে।

ঐ অস্থি নিয়ে যাবার জন্য যে তিনজন কিছুদূর গেছে তা'রা অন্য গ্রামের সীমানায় সঙ্গে নিয়ে যাওয়া চিড়া আর পিঠা খেয়ে ফেলে, তারপর অস্থি নিয়ে ঘরে ফিরে আসে। ঘরে খাট, পিঁড়ি ইত্যাদি বিছিয়ে দেয়, জল দেয়, জোহার করে। তারপর ঘরের ভিতর ঢুকে, সেই অস্থি নূতন ভাঁড়ে ভ'রে উপরে ঝুলিয়ে যত্নে রাখে। তারপর তাদের ভাত দেয়। এরপর গ্রামের লোক নিজের নিজের ঘরে যায়। সকাল হ'লে, যে খালা ভাত শিকায় ঝুলিয়ে রেখেছিল নামিয়ে

দেখবে, আচ্ছা খেয়েছে কি আছে। যদি পেয়েছে তাহ'লে থালার জলে একটি সকড়ি পাবে, আর যদি না খেয়ে থাকে, নাই। তারপর সেই সমস্ত আর সন্ধ্যাবেলার খাওয়া পাতা একটি ভাঙ্গা ঝুড়িতে ভরে গ্রামের মাথার দোবাটিতে ফেলে দিয়ে আসবে ঝুড়ি সহ।

৭৬। নাইতে চালাঃ

Naite Calak

অস্থি নিয়ে যাওয়া

অস্থি নিয়ে যাবার দিন নাই। নদী ধারের লোক মরা পুড়বার দিনেই অস্থি ভাসিয়ে দেয়। কেও এক মাস পরে, কেও বা পাঁচ মাস পরে তবে অস্থি নদীতে নিয়ে যায়। বেশী অগ্রহায়ণ মাসে যায়। যাবার জন্য খাবার যোগাড় করে। সামগ্রীও (দরকারী জিনিস) জুটায়: একটি তিন হাত কাপড়, পাচটি ফুটো কড়ি, একটি বালা, একটু সিন্দুর, এক সের চিড়া, তিনটি পিঠা, আর এক সের চাউল। জঙ্গল আর চোরের ভয়ে এক গ্রামের একা অস্থি দিতে যায় না। যে সব জায়গার লোক মরেছে, দুই তিন গ্রামের এক সাথে জুটে যায়, আপন আপন অস্থি নিয়ে। যে বলি বড় শ্রাদ্ধের (ভদ্‌রির) সময় দিবে, তার কান কেটে রক্ত চালে মেশায়, সেই চাল অস্থির সঙ্গে ভরে।

আমাদের নদীর (দামোদরের) পুরান ঘাট হচ্ছে "গাই"ঘাট, ওটার পর "তিরিও" ঘাট, তার পরে "তেল কুপি বারনি" ঘাট, ওটার পর নীচে আরও একটি ঘাট করেছে, ওটাকে "হাত কুণ্ডা বান্দা" ঘাট বলে। শেষ ঘাট হ'ল "হাডা ভাঙ্গা" আর "জমালিয়া"। কতক লোক গুয়া নদীতে অস্থি নিয়ে যায়, যেমন হেম্বম লোকেরা। নদীতে যাত্রী সেখানে পৌছে ফুটো কড়ি দিয়ে প্রথমে ঘাট কিনে, যেমন ঘাটে সেগুলি রাখে আর তিন টিপ সিন্দুর ঘাটে দেয়, বালাও সেখানে রাখে। তারপর নদীতে নামে। প্রথমে বালিতে ছোট কুয়া তৈরী ক'রে, খুঁড়ার পর নূতন কাপড় পরে আর মৃত লোকের ওয়ারিস অস্থি হাতে রাখবে, নিয়ে গভীর জলে ঢুকবে, তারপর পূর্ব্বদিকে মুখ ক'রে ডুবে সেটা ভাসিয়ে দেয় সেই রক্ত মেশা চাউলের সঙ্গে। তারপর স্নান ক'রে ছোট কুয়ার কাছে ফিরে আসবে। তারপর অন্য কাপড় পরবে। ছাড়া কাপড় সেখানকার ডোমেরা নেয় আর ফুটো কড়ি আর বালাও।

তারপর সেই ওয়ারিস মাটি পুজা দিবে। প্রথমে তিনটি পাতায় মাটি রাখবে আর রাস্তায় তিনটি দাঁতন ভেঙ্গে সঙ্গে নিয়ে গেছে, সেগুলিও পাতার উপর রাখে। তারপর মিনতি জানায় (বাঁখেড় করে), জোহার তবে আপনি মৃত, এই যে আমি আপনাকে গঙ্গা গয়া করছি, আমিও স্নান ক'রে শুদ্ধ হ'লাম আপনিও স্নান ক'রলেন। এর পর "পিলচু হাড়াম, পিলচু বুঢ়ী"কে মাটি পুজা দিবে। মন্ত্র বলে: এই নিন্ পিলচু বুড়া পিলচু বুড়ী, আমি স্নান ক'রে শুদ্ধ হ'লাম, আপনারাও স্নান করুন মাথা ধোউন, যিনি মারা গেছেন তাঁকে গয়া কর'লাম গঙ্গা ক'রলাম, এখন কাছে টেনে নেন্, হাত ধরে কাছে টেনে নেন্ আজ থেকে। তারপর "পুরুধুলকে" পুজা করিবে, "বাঁখেড়" করে, এই নিন্ পোরোধোল, আমি স্নান ক'রে শুদ্ধ হ'লাম আপনিও স্নান করুন, এই যে মৃতকে গয়া কর'লাম গঙ্গা ক'রলাম, কাছে টেনে নেন্, হাতে ধরে সঙ্গে টেনে নেন্।

তারপর তিনটি পাতায় চিড়া রাখে, আর প্রত্যেক পাতায় একটি ক'রে পিঠা রাখে। তারপর পুজা করে, ঐ রকমই মন্ত্র বলে। তারপর নিজে আর নিজের সঙ্গে যাওয়া আপন গ্রামের লোক সেই চিড়া আর পিঠা খায়। অন্যান্য লোকেরাও ঐরূপ করে। তারপর পুজার বাকী পোঁটলার চাল চিড়া সেই ঘাটের ডোমেরা নেয়। ঘরে ফিরবার সময় নদীতে তিনবার "হরিবোল" ব'লে আসে। ঘরে ফিরে এল। ঘরের লোক মাঝি আর পারানিককে ডেকে এনে তাদের আর নদী (দামোদর) থেকে ফিরে আসা লোকদের হাঁড়িয়া দেয়। আর ভালমন্দ জিজ্ঞাসাবাদ হয়। তারপর যে যার চলিয়া যায়।

৭৭। ভাণ্ডানতেৎ

Bhandanlet

বড় শ্রাদ্ধ (ভদরী)

ভাণ্ডানতেৎ হ'ল মৃতের শেষ কাজ। ভাণ্ডানের দ্বারা মৃত লোকের প্রায়শ্চিত্ত করি। হাঁড়িয়া রাখি, ভোজ দিবাব জন্য সব কিছু দরকারী জিনিস যোগাড় করি। ধার্য্য দিনে আত্মীয় কুটুম্ব, গ্রামের লোক জমা হয়। পরে স্নান ক'রে আসি, সন্ধ্যাবেলায় মৃত, আর মারাং বুরুদের ডাকি, ঝুপান (রুম্) করিয়ে জিজ্ঞাসা করি: গোসাঁই, এই যে আজকে মৃতের ভাগ বাঁটোয়ারা দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা মারাং বুরু আর পোরোধোল দেখে শুনে রাখুন। তাঁহারা জবাব দিবেন: ভালই। তারপর সেই মৃতকে বলি: এই যে আপনার বাঁটোয়ারা হাতে তুলে দিচ্ছি আজ, খুসী মনে গ্রহণ করুন। সে উত্তর দিবে: ভালই। তারপর জল আর হাঁড়িয়া দেয়। খায়। তারপর "সুমান" করায়।

উঠানে শাল ডাল পোঁতে, সেখানে গোবর দেয়, পাতায় চাল রাখে; তারপর নদীতে যাবার সময় (দামোদর যাবার সময়) কান-কাটা বলিকে প্রথমে "কুটাম" (মাথায় কুড়ুলের পাশা দিয়ে মারবে) করবে। সেই সময় মন্ত্র বলে (বাঁখেড় করে): নাও তবে ফালনা (মৃত)' আপনার ভাগের দিচ্ছি, খুসী মনে গ্রহণ করুন, এতেই আনন্দিত হউন, বাপু ঠাকুর আমার (দেবতা হ'য়ে গেল কিনা ?) (**Ne tobe Phalna (goic') batak' bakhrāwak' emam chalam kanale, kusite kusalte atan'a. Telæam, Niogem cere'cke marasikea gosai, bapu Thakurtin do.**)। তার-

পর সমস্ত কুটুম্ব আর গ্রামের লোক যত বলি এনেছে (হাঁড়িয়াও এনেছে) সেই রকম বাঁখেড় ক'রে মাথায় কুড়ুলের পাশা দিয়ে মেরে পুজা করে মৃতের নামে। অন্য দেবতাদের বলি দেয় না। তারপর হাঁড়িয়া পুজা দেয়। "বাঁখেড়" করে: ("মেন তবে থান দ ইনা তায়মতে ঢাল দাঃ তাপাম দাঃ উপ্‌ভরা আরেচ্‌ তরাআম কানালে, নিয়াগে সুকক':ক্‌ রেবেন্‌ ক:'ক্‌ মে, গোসাঁএ বাপু ঠাকুর ত্তিঞ দ।") আবার তারপর ঢালা জল, ছাঁকান জল সেই সঙ্গে ঢেলে দিচ্ছি ছিটিয়ে দিচ্ছি, এটাই আনন্দের সঙ্গে ঢেলে গ্রহণ করুন গোসাঁই বাপু ঠাকুর আমার। মারাং বুরু আর পোরোধোলকেও হাঁড়িয়া পুজা দেয়, ঐ রকম "বাঁখের" ক'রে।

বলি সমস্ত ছাড়াইবার এবং কাটিবার সময় প্রথম যেটিকে পুজা দেয় তার সামনের একটি পা ছাড়িয়ে রেখে দেয়, আর মাথা এবং কলিজা পুজার জন্য মালিকের ঘরের মধ্যে নিয়ে যায় আর "সেরম" কেটে রেখে দেয় তারপর পাঁচজনে মালিকের বাড়ী বার করবে: এক হাঁড়ি হাঁড়িয়া, তিন পাই চাউল, তিন ছড়া হলুদ, নুন, দোক্তা, এক গোছা পাতা, খাঁচি, এক আঁটি কাঠ, একটি হাতা আর এক কলসী জল। তারপর মৃত ঘরের মালিককে দাঁড়িয়ে সেই কাটা (ছাড়ান) পা ধরান করাইবে (ধরিতে বলিবে); "পুরখা" লোকেরা (গ্রহাচার্য্যেরা) চারদিকে বসে মাঝখানে রাখিবে, তারপর প্রথম থেকে আজ পর্য্যন্ত যত দেশ ঘুরে এসেছি, আর পুর্ব্বপুরুষেরা যে সব নিয়ম কানুন (বিধান) ক'রে এসেছেন, সেগুলি সমস্ত বলে "ছাটিয়ারের" সময়ের মত (নপ্তার সময়ের মত)। সেই সমস্ত "বিন্তি" শেষ ক'রে বিন্তি করে: একজন ফালনা মাঝি "চিতরি খুটু" দেখে এল (সন্ধান ক'রল), বলিল: চল আয়মা জমি আয়মা জঙ্গলের সন্ধান করেছি, জমি জায়গা তৈরী ক'রে নিবে, খেয়ে পরে বেঁচে থাকবে। তাই শুনে ওড়ে (পাখী) ঝাঁক কপোত ঝাঁকের মত এসে জমা হ'লাম, ফালনা মাঝির পায়ের তলায় বসবাস করব ব'লে; চারাই দেখলাম, ফাঁস দেখলাম না, এখানে মরব কি ওখানে মরব জানতে পারি নাই, বাপধন। তারপর এই যে মারা গেলাম, বাপধন, তারপর ফালনা মাঝিই, বাপধন, তার পায়ের তলায়, বাপধন, মারা গেলাম, বাপধন। তারপর এই যে হাঁকালাম ডাকালাম, বাপধন। এই যে এসে পৌছলেন, সমবেদনা জানাতে, সান্ত্বনা দিতে, বাপধন, তাতেও আমরা পুরণ, বাপধন। চোখের জল, ফোঁটা জল, তাতেও আমরা পুর্ণ (সবই পেয়েছি) বাপধন। কাঁধে বয়ে বার করান, হাতে ধরে বাইরে বের করান, তাতেও আমরা পুর্ণ (সবই পেয়েছি), বাপধন। এক টুকরা কাঠ, তাতেও আমরা পুর্ণ, বাপধন। মাটি কাটা মাটি কোপান, তাতেও আমরা পুর্ণ, বাপধন (সব বিষয়ে সহানুভূতি পেয়েছি) তারপর ফালনা মাঝি আমাদের, বাপধন, হাঁকালাম ডাকালাম, বাপধন; আসলেন পৌছলেন, বাপধন। তারপর বাপধন এই যে মাথা ভর্ত্তি ছাই ছিল আমাদের, মুখ ভর্ত্তি রক্ত ছিল, বাপধন; কাঁধ ভর্ত্তি কাঠ বোঝা ছিল, আজকের আমাদের অমুক মাঝি, বাপধন, বকের মত সাদা করলেন, আমরা কাকের মত ছিলাম। নিজের পায়ে এলেন, আসনে বসনে, সবেতেই কমতি হয়েছে, উঁচু বারান্দা তাতেও আমরা খাটো আছি (দিতে পারি নাই), বাপধন, এক ঘটি জল আর এক ছিলিম তামাকু, তাতেও খাটো হ'লাম বাধো হ'লাম, বাপধন—সব কিছুতেই খাটো হ'লাম বাধো হ'লাম, বাপধন, সেইজন্য আপনারা পাঁচজন খুব মনঃকষ্ট করুন, কেননা, এই সমস্ত কুটুমেরা কোথায় যে শোয়া, উঠা, বসা কচ্ছেন, এই সময় এই সব জিনিস হয়ত পেতাম, সব কিছুই মরার সঙ্গে নিয়ে চলে গেছে।

তারপর পাঁচজনে উত্তর দেয়: মনঃকষ্টকারীরা সমায়ের বিলের বালির চরে কুঁড়ে ঘর ভাঙতে এগিয়ে গেছে (খেয়ে দেয়ে পেট মোটা ক'রে বসে আছে)। বরং আপনারা বলুন: এই সব কুটুমেরা কোথায় যে উঠা বসা কচ্ছে, যা নিয়ম নয় তাই করল, যা রীতি নয় তাও চালাল, অনেক খরচ করাল, দণ্ড ক'রল আমাকে, এই সব হয়ত লাগত না। এটাই বেশী করে মনঃকষ্ট করুন। তখন উত্তর করিবে: মনোদুঃখকারীরা বাবা, সমায়ের বিলে কুমীর চরাতে গিয়েছে।

তারপর ছাড়ান ঠ্যাং, চাউল, হাঁড়িয়া, জল, সব কুলিতে (বাইরে) নিয়ে যাবে। সেটা গ্রামের পাঁচজনা খায়। তাহাকে "কান্দকাঠি দাকা" বলে। মালিক মাথা আর মেটিয়া খিচুড়ি রাধিল, উঠানে বলি দেওয়া জায়গায় মৃতদের পুজা দেয়। "বাঁখেড়" করে: প্রণাম তবে আপনি ফালনা, পচা ভাত, পচা পান্তা আপনাকে নিবেদন করি খুসী মনে গ্রহণ করুন, এতেই সুখী হউন, রাজী হউন। আমরাও খাব মুখে দিব, পেটব্যথা মাথাব্যথা না জন্মে, সৃষ্টি না হয়, গোসাঁএ বাপুঠাকুর আমার। যত জানা পুর্ব্বপুরুষ সকলকে ঐরূপ মন্ত্র বলিয়া পুজা করে। তারপর রান্না করিবার জন্য বলিগুলি কাটে। কুটুমদের বলিগুলিকে মাঝামাঝি চিরে দুই ভাগ করে, এক ভাগ পাঁচজনার অংশে কাটে, আর এক ফালি রেখে দেয়। ভাত-তরকারি ছোট বড় সকলে খায়। খেয়েদেয়ে ঘুমায়। ছেলে-মেয়েরা নাচ গান করে না ভদ্‌রির সময়।

সকাল হ'লে কুটুমদের দুই এক খলা হাঁড়িয়া দেয় আর ভাতও। ঐসব খেয়েদেয়ে বিদায় দেয়। ফড়িয়া (ঠ্যাং গোটা) সঙ্গে নিয়ে যায়। বেয়াইএরা ভদ্‌রিতে এসে থাকলে বলি বাদে দুটি হাঁড়িয়া, দুই সলি চাল, দুই সলি চিড়ামুড়ি আর নুন তেল ইত্যাদি সঙ্গে এনেছিল। তাদের বিদায় দিবার সময় ঘরের মালিক একটি ছাগল কেটে সঙ্গে দিয়ে দেয়, শুধু ঠ্যাং আর মাথা রাখে। এক সলি চাউল, এক সলি চিড়ামুড়ি, একটি হাঁড়িয়া, আর নুন, তেলও সঙ্গে পাঠিয়ে দেয় বিদায় দিল।

কুটুমেরা যাবার পর মাঝি, পারানিক আর গ্রামের দু'চার

জনকে এনে জমা হয়ে সন্দেশ হাঁড়িয়া দেয়। "সেরম" যেটা রেখেছে সেটা নাপিত পাবে ; এক পাই চাউল, এক পাই চিড়ামুড়ি, তিন ছড়া হলুদ, নুন্, তামাকু আর এক ভাঁড় হাঁড়িয়াও তার সামনে রেখে দিবে। তারপর তাকে বলবে: এই যে বাবা, তুমিই নাপিত, বার বৎসর আমাদের ছুঁৎ ছিল, ধরম পাঁঠার মত চুল রেখে-ছিলাম, সেই ছুঁৎ তুমিই নামিয়েছ, অন্য কোথাও হ'লে খেটে কুড়িয়ে বাড়িয়ে কত কি পেতে জানি না, এই যে আমরাই কামাই করালাম, কোন কিছুই পুরণ করতে পারলাম না (কিছুই দিতে পারি নাই)। এটাই বেশী ক'রে মনে কষ্ট কর। সে উত্তর দিবে: মনোদুঃখকারীরা ভবপারে চলে গেছে। তারপর পাওয়া জিনিস ঘরে নিয়ে যাবে, আর মাঝি, পারানিকরাও চলে গেল।

লোক মরে গেলে "ভাণ্ডান" না হওয়া পর্য্যন্ত সেই ঘরের লোক পুজাও করে না, সিন্দুরও পরে না, হাঁড়িয়াও পুজা করে না আর বিয়েও হয় না।

লোকে বলে যে: ভাণ্ডানের সময় মৃত লোককে সবকিছু দেয়, গাই, ছাগল, শূকর, মুরগী, ইত্যাদি সবকিছু খেদিয়ে নিয়ে যায়, আর পরলোকে দেখে।

৭৮। হানা পুরি রেয়ান্

Hana puri rean

পরলোকের কথা

পুর্ব্বপুরুষেরা বলেছেন, ঠাকুর আমাদিগকে পাঠিয়েছেন, তিনিই আমাদের "সের" (আয়ু, দানাপানি) মেপে দিয়েছেন। আর সেই "সের" ফুরিয়ে গেলেই পরলোকে নিয়ে চলে যাবেন। সেখানে আমাদের ভালমন্দের বিচার করেন, আর সেই রকম ঠাঁইও দিবেন। যারা ভাল লোক থাকে তারা ভাল ঠাঁই পায় আর যারা পৃথিবীতে খারাপ ছিল তারা খারাপ ঠাঁই পায়। ভাল লোকের উপরে দেবতাদের কোন অধিকার নাই, কিন্তু খারাপ থাকা লোককে ভীষণ শাস্তি দেয়। আমি পাণ্ডা দেশের আসনলিয়া গ্রামে থাকার সময় জর হয়ে তিন দিন মরে রয়ে ছিলাম। চিতরাগাড়ির বুধান বুড়া আর যুগিয়া বুড়া সেই সময় সেই গ্রামে ছিল। একথা তারা জানে। মরার পর পরলোকে গেছলাম, মন্দ ঠাঁয়ে (নরকে)। সেই কয়েদ ঘরে মস্ত বড় দরজা ছিল। আমি ঢুকবার পর কপাট লাগিয়ে দেয়। মস্ত বড় ঘর দেখলাম, একটা দেশের মত। ভিন্ন ভিন্ন শাস্তির জায়গা দেখলাম। একটি মস্ত বড় জালাখালের মত গর্ত্ত দেখলাম। তাতে আগুন ছিল, আর সেই আগুনে অসংখ্য লোক পড়ে আছে। "রাগড় বাগড়" উঠবার চেষ্টা করছে, কিন্তু মারাং বুরু লোহার ডাণ্ডা দিয়ে গুঁতা মেরে ফেলে দিচ্ছে, তাতে আরও বেশী কষ্ট পাচ্ছে।

সেই সব দেখে আমার ভীষণ ভয় হয়েছিল, আর বাহির হবার জন্য ছট্‌ফট্ করছি ; বের হ'তে পারলাম না ; কেননা কপাট লাগান ছিল, আর সিপাহীরা দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে। সেই সময় একটি নূতন লোককে ঢুকাবার জন্য কপাট খুলিল: ওমা দেখি, আমার শরীর থেকে একটি সরু সুতা বাইর পর্য্যন্ত লাগান! সেই সুতা ধরে ধরে তাদের পায়ের নিচ দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ফস্‌কে গেলাম, ভীষণ ছুটলাম, পৃথিবীতে ফিরে এলাম। ভাল হ'লাম। লোকে বলে যে, পৃথিবীতে যেসব পাপ করেছে, পরলোকে সেই সব অপরাধ ক'রতে ভীষণ ইচ্ছা করে, কিন্তু অপরাধ ক'রতে পায় না, সেইজন্য সেখানে ভীষণ কষ্ট মনে করে। পৃথিবীতে যাদের মাংসের লোভ বেশী, তারা পরলোকে দিন রাত্রি হাঁড়া হাঁড়া মাংস মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ভীষণ গন্ধ, খেতে পারে না। এই পৃথিবীতে কেউ ঋণ শোধ না ক'রে গেলে, পরলোকে তাগাদা দেয়, আর দিবার কিছু না থাকার জন্য পিঠের চামড়া তুলে নুন্ ছড়িয়ে দেয়, আর ভাল হ'য়ে গেলে আরও ঐরকম করে।

পুর্ব্বপুরুষদের কথা শেষ হ'ল। আমি পাণ্ডা দেশের পারেয়া গ্রামের বাকু গুরুর কাছে শিখেছিলাম, আর আপনি কেরাপ সাহেব আর যুগিয়া বুড়াকে শিষ্য ক'রলাম।

আপনারা গুরু হ'য়ে দেশে শিষ্য করুন, কোন রকমে কথা যেন হারিয়ে না যায়, বংশের পর বংশ যেন রয়ে যায়।

আমরা কেরাপ সাহেব আর নানকার চিতরাগাড়িয়ার যুগিয়া হাড়ামকে আমাদের গুরু কোলেয়ান হাড়ামের ১৮৭১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বলে শেষ করা পুর্ব্বপুরুষদের কথা লিখলাম বইএর আকারে।

গুরু হাড়াম বর্ত্তমান নাই, সেইজন্য সেই সময়ে দুই একটি কথা যেটা লিখা হয়েছিল না নীচে লিখে দিচ্ছি: হড়হপনদের (সাঁওতালদের) বারটি পদবী চম্পাতে পুনরায় ভাগ হয়। এক একটি খুঁট (পদবী) হতে আরও বারটি খুঁট করে। সাঁওতালরা নিজের (পদবীর) গোত্রের মধ্যে বিবাহ করিতে পারে না। আর তাদের মা, কি কাকীমা, কি মামী, ওদের ছেলেদেরও না। চাম্পাতে কিস্কু এবং মাণ্ডিতে ঝগড়া হয়েছিল ব'লে আজও পর্য্যন্ত বিয়ে হয় না, আর টুডু আর বেশ্রাদেরও সেখানে বিবাদ হয়েছিল ব'লে আজ পর্য্যন্ত "ঘার ঘারাই" জুড়ছে না (বিয়ে হচ্ছে না)। জোর জুলুম ক'রে জুড়লেও ভোগ করতে পারছে না।

৭৯। যুগিয়া হাড়ামাঃ জুটুচ্ কাথা হুল রেয়াং

Jugia Haramak' Jutuc Katha Hul rean

যুগিয়া বুড়ার বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার কথা

হিন্দুদের দুর্ব্যবহার আর পেটের জালায় অজয় পেরিয়ে দিনের পর দিন উত্তর আর পুর্ব্বদিকে ছড়িয়ে পরলাম সমস্ত পাহাড় অঞ্চল,

উত্তর পুর্ব্বদিকে গঙ্গা নদী পর্য্যন্ত। সেই সময় শুধু জঙ্গল ছিল, আর এখানে ওখানে ভূঁয়া লোক আর পাহাড়ের উপরে মাঁড় মুণ্ডা। সেই মুণ্ডাদের সাউরিয়াও বলে। ভূঁয়ারা আর মাঁড় (মালা) মুণ্ডারা সে সময় রাজা ছিলেন। তারা ভালয় ভালয় আমাদের জায়গা ছেড়ে দিয়েছিল, আর আমাদের খাজনাও খুব কম লইতেছিল। ওদের অধীনে আমাদের কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু দিনের পর দিন হিন্দুরা ব্যবসা বাণিজ্য করিতে করিতে ঢুকিল, আর শেষে মহাজন ব'লে বসবাস করিল। রাজাদের মহাজনও হইল। রাজারা তাদের কাছে টাকা কাপড় নিয়ে জায়গা বন্দোবস্ত দিলেন। এই রকম ক'রে সেই হিন্দু মহাজনেরা দেশ ঠকিয়ে নিয়ে নিল, তাঁরা রাজা হ'লেন আর আসল রাজারা গরীব হ'য়ে গিয়ে আমাদের মত হ'ল। পাহাড় অঞ্চলের কাছের হিন্দু রাজাও মালদের দেশ অধিকার ক'রল।

আমরা মহাজন ক'রে নিজের খরচে জঙ্গলগুণ্ড নূতন রাজাদের ফাঁকা ক'রে দিলাম, আর তারা আমাদের খাজনা চাপিয়ে দিতে লাগল (বাড়াতে লাগল)। মহাজনেরা আমাদিগকে অল্প অল্প দেয়, আর অনেক বেশী নেয়। আমাদের বৎসরের চাষ ওরাই সব নিয়ে চলে যায়, আর আমরা তাদের কাছে ঋণ ধারে দিন চালাই। যতই উসুল করি না কেন, তবুও শোধ হয় না। বৎসরের (সারা বৎসরের) চাষে তাদের পেট না ভ'রলে আমাদের গরু ছাগল নিয়ে চলে যায়। আর তাতেও না ভ'রলে, গোলামের মত নিজের কাছে দু'এক পাইয়ে স্ত্রী পুত্র সকলকে খাটায়। তখন তো হাকিমেরা ছিলেন না, কার কাছে নালিশ ক'রব? পরে হিন্দু পুলিশেরা ঢুকিল; কিন্তু তারা নিজেদের জাতের সাদা পয়সায় (টাকা নিয়ে) আমাদের মামলা ডিস্‌মিস্ ক'রে দিত। আমাদের অনেক জ্বালা ছিল। দেশশুদ্ধ আমরা (অতিষ্ঠ) পাগল হ'য়ে গেলাম।

তখন নানারকম গুজব উঠেছিল। প্রথম হ'ল "লাগ লাগিন" সাপেরা আসছে (নাগ, নাগিনী সাপ আছে) লোকদের গিলে খাবে। সেই বিধি খণ্ডনের জন্য পাঁচ গ্রামের লোক একত্র হ'য়ে অন্য পাঁচ গ্রামে ঘুরবে, এক রাত্রের মধ্যে, অনেক নিয়ম ধরম পালন ক'রে। আমাদের গ্রামে পাঁচ গ্রামের লোক, ঘরে ঘরে একজন ক'রে এসেছিল। মাঝির আঙ্গিনায় নাচগান ক'রল লাগরা বাজিয়ে। কোমরে কাঠের ঘণ্টা (ঠরকা), আর ঘণ্টা বেঁধে। দুলিতে দুলিতে তাহা ভীষণ শব্দ হইল। দুইটি অবিবাহিত যুবক পৈতা লইয়াছে, আর দুইটি ছোট ছোট সিন্দুর দেওয়া লাঙ্গল, নিম আর বেল কাঠের তৈরী, একটি ডালায় ভ'রে নিয়ে ফিরছে। ওদের পাঁচ গ্রাম বেড়ান শেষ হ'লে শেষের গ্রামের ফাঁকাতে আমদের পাঁচ গ্রামের জমা ক'রল। সেখানে "লাগ লাগিনের" নামে বেলপাতা, আতপ্ চাউল আর তেলসিন্দুর পূজা দিল। তারপর চলে আসা গানগুলি শিখিয়ে দিয়ে গেল, তারপর আমাদের দুইজন ডাঙ্গুয়া (অবিবাহিত) ছোকরাকে পইতা পরিয়ে আর লাঙ্গল দুটি হাতে তুলে দিয়ে নিজের নিজের ঘরে চলে গেল। এরপর আমরাও ঐরূপ পাঁচ গ্রাম ফিরি, ঘুরে শেষ ক'রে সেই পাঁচগ্রামের লোকদের লাঙ্গল দুটি দিয়ে দিই, ওদের দুই জন অবিবাহিত ছোকরাকে পৈতা পরিয়ে দিই, "লাগ লাগিনের" নামে পূজা দিই; আর গান শিখিয়ে দিয়ে বাড়ী ফিরে আসি। ফিরে এসে আমরা পুরুষেরাই গোবর ফেললাম, ঝাঁট-পাট দিলাম, আর এক কলসী জল এনে রাখলাম। আমাদের পরিবারেরা, অর্থাৎ ছেলের মায়েরা, আমরা না থাকা রাতগুলিতে মাটিতে পা ছুঁইয়ে ছিল না, খাটের কাছে গোবর রেখেছে, তাতে পা রেখে ছেলেদের মাই দিয়েছে (দুধ খাইয়েছে)।

সেটার পর আরও একটা গুজব তুলিল যে, সমান সমান ছেলে হয়েছে যে মেয়েদের তারা দুই জন ক'রে সই পাতাবে। কাপড় দেওয়া নেওয়া হবে, আর খাওয়া দাওয়া ক'রবে। কি জন্য জানি না। বোধ হয় সকলে আত্মীয়তা ক'রে এক প্রাণ যেন থাকে, কোন রকম বিদ্রোহ হ'লে যেন বিশ্বাসঘাতকতা না করে, আর কোন কথা হ'লে গোপন যেন থাকে।

ঐ দুটি গুজব হ'ল। আরও একটি উড়ো এল যে, একটি মহিষ আসছে। যার (ঘরের সামনে) আঙ্গিনায় ঘাস পাবে, সেখানেই চরবে শু'বে। সেই বংশের লোক ম'রে শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উঠবে না। সেই ভয়ে সমস্ত দেশ গ্রাম চেঁছে পরিষ্কার ক'রল।

তারপর ডোমদের একটি গুজব হয়েছিল যে, গঙ্গা নদীতে সোনার নৌকায় ডোম চামড়ার দড়ি বেঁধে ছিল ব'লে নৌকা ডুবে গেছে। সেইজন্য সব ডোমদের কেটে ফেলছে। ডোমেরা সেই ভয়ে বনের জানোয়ারের মত পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, সাঁওতালের মত বেশ ধরেছিল আর সাঁওতালদের ঘরে থাকত।

তারপর গুজব হ'ল যে, লায়োগড়ে কুমারী মেয়ের গর্ভে সুবা জন্মেছে, সকলে সেখানে শিকারের জন্য যেন যায়। লায়োগড় হ'ল হাজারিবাগের উপরে। কিছু লোক গিয়েছিল, সুবাকেও দেখল, আর তার সঙ্গে কাঞ্চন বনও শিকার ক'রল। শিকার করা (মারা) জানোয়ার এক জায়গায় জমা ক'রে কাটল। আর লোকে ভাগ লইবার জন্য একটি ক'রে পাতা নিয়ে গিয়েছিল। সেই পাতা গোনা হ'ল; দে'খল কত হাজার দেশের লোক জমা হয়েছে। সুবা সমস্ত খরচ দিলেন। বেরিয়ে চলে আসার সময় সুবা আমাদের বললেন যে, দেওঘরের কাছে তিরপাহাড় শিকার ক'রব, সেখানে সকলে জমা হবে। কিন্তু কি জন্য জানি না সেখানে শিকার ক'রল না।

তারপর খবর এল যে, কারা যেন আসছে হিন্দুদের মারবার জন্য। তোমরা কুলিমাথার (গ্রামের মাথায়) একটি গরুর চামড়া

আর একজোড়া বাঁশী টাঙ্গিয়ে (ঝুলিয়ে) রাখবে, যেন বুঝতে পারে তোমরা সাঁওতাল ব'লে, তা না হ'লে তোমাদিগকে শুদ্ধ কাটবে। সেই ভয়ে প্রত্যেক গ্রামে ঝুলিয়ে রাখলাম।

তারপর শুনা গেল যে পাড় দেশে ভগনাডিতে সুবা ঠাকুর জন্মেছেন। তাই শুনে দেশের লোক যেতে আরম্ভ ক'রল, এক পাই ক'রে আতপ চাউল আর একটি গরুর দুধ নিয়ে। সেখানে দেখল যে, বেদী তৈরী করেছে, আর চারদিকে ঘেরা দিয়ে রেখেছে। মাঝে সেই গ্রামের সিদোর বেশে ঠাকুর বসে আছেন। তার সামনে উপুর হয়ে দেশের লোক পূজা ক'রল, আর চাউল আর দুধ তার নামে এক জায়গায় জমা ক'রল। তারপর হাকিমদের এক দারোগা গিয়েছিল। সে তাদের ব'লল, তোমাদের কি হুকুম আছে? তোমাদের সনদ দেখি। তখন সিদো, এই আমার সনদ ব'লে ছোরা দিয়ে দারোগাকে কেটে ফেলল। তারপর বিদ্রোহ আরম্ভ হ'ল। দারোগাকে কাটা হয়েছে শুনে সিপাহীরা এল। তাদের সঙ্গে কঁচপাড়া হাটে সিদো আর তার ভাই কান্হু আর দেশের লোকের সঙ্গে লড়াই হ'ল। সিপাহীরা হেরে গেল, তাতে সিদো কান্হুদের সাহস অনেক বেড়ে গেল। তখন সিদো আর কান্হু হুকুম দিলেন: রাজা আর মহাজনদের সকলকে কেটে ফেলব, আর বাকী অন্য হিন্দুদের গঙ্গার পরপারে তাড়িয়ে দিব, আমাদের রাজত্ব হবে। তারপর দেশের লোকেরা আরম্ভ করিল, অনেক সুবা ঠাকুর জন্মাল।

তারপর পাকুড় আর মহেশপুরে লড়াই হয়েছিল; সেখানেও সিপাহীরা হেরে গেল। এর পর নানকারে যামোল পানি মানি পরগনাইত আর বারমাসিয়ার রাম মাঝি সুবা হলেন। দেশের ফৌজ নিয়ে নায়ানপুর আর মোলহটি লুট করলেন। বেলপারতা তিলাবনীর বিশুদ মাঝি সুবা হলেন, আর দেশের ফৌজ নিয়ে দেওচা আর গুণপুরা লুট করলেন। গুণপুরাতে সাঁওতালেরা হেরে গেল। তারপর নাগোলিয়া থানাতে লড়াই হয়েছিল। সেখানে সাঁওতালেরা অনেক মারা পড়ল। সেখানের পর মরগদা পেরিয়ে লাউবাড়িয়া লড়াই হ'ল। সেখানে সিপাহী অনেক মারা গেল, আর একজন সাহেবও কাটা পড়ল, আর সাঁওতালেরাও প্লোট-পালোট গুলি খেয়ে মরল। সাঁওতালেরা পারল না, সাঁপতলা জঙ্গলে আর সাতবেহর পর্ব্বতে দেশের লোক পালিয়ে গেল। সেখানে প্রায় দুই মাস ছিল, আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে। সেখানে ক্ষুধার জ্বালায় সাঁওতালে সাঁওতালে লুটপাট হ'ল। তখন সাহেবরা আমাদের ঘিরে ফেলল, আমাদের তাড়িয়ে বার ক'রল, সিকারপুর আর রামঘুরি গ্রামে।

আমরা পুরুষমানুষদের এক এক ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল ধাসনিয়া রাজগ্রামে, যারা ধরা পড়েছিল। সেখানে এক মাসের মত রেখে "মরগাডা" মর নদীর কাছে কুমড়াবাদে নিয়ে এল। সেই সময় সাহেবরা আমাদের মিথ্যা আশ্বাস দিল, বলিল, কেন কষ্ট পাবে? সুবাদের নাম বল, এক্ষণি ছেড়ে দিব। তখন দেশের লোক ব'লে দিল। সাহেবরা সুবাদের ধরে। কয়েক জনকে ধ'রে সেখানেই ফাঁসি দিল, আর কতককে দ্বীপান্তর ক'রল। সিদো লড়াইয়ে ম'রে গিয়েছিল। আর কানহুদের পরে ধরেছিল। কানহু আর দুই একজনের ফাঁসি দিল। আর কয়েক জনকে বোধ হয় দ্বীপান্তর ক'রল। রাম মাঝি আর বিশুদ এরা পালিয়ে গেল। আমাদের দেশের লোকের, লাট সাহেব এসে মীমাংসা ক'রে দিলেন। আমরা আমাদের গ্রামে ফিরে গেলাম।

বিদ্রোহের সময় অনেক কষ্ট পেয়েছিলাম, আষাঢ় থেকে তিন মাস পাহাড়ে গাছের তলায় ছিলাম। ঝমর ঝমর ভীষণ বৃষ্টি হয়েছিল, আর অনাহারে মারা যাচ্ছিলাম, ঐ ফন্দিবাজ সুবাদের উস্কানিতে। বিদ্রোহের সময় আমাদের অনেক লোকের গরু ছাগল হারিয়ে গেল, সেইজন্য গ্রামে ফিরে এসে অনেক কষ্ট পেলাম, হালের বলদ নাই, খাবার নাই, আর হিন্দুরা বিস্তর খারাপ গালাগালি দিল। আরও সেই মহাজনদের হাতে প'ড়তে হ'ল। অনেক লোক অধর্ম্ম ক'রে বিদ্রোহের সময় ধনী হ'ল, পরের গরু কাড়া মেরে নিয়ে।

বিদ্রোহের পর থেকে সাহেবেরা সাঁওতালদের দেশ অধিকার ক'রল। প্রথমে তেলবর সাহেব আমাদের হাকিম ছিলেন। তখন বিনা টাকা পয়সাতে বিচার ক'রলেন, কিন্তু আজকাল নালিশ ক'রতে অনেক টাকা লাগছে। লেখকরা দুই এক টাকা নেয়, মুক্তার বাবু প্রথমে বায়না নেয়, টিকিট লাগে, আরদালিদের কিছু না দিলে জোর করে আটকে রাখে, আর তিন চার বার ঘুরে ফিরে না গেলে মীমাংসা হয় না। সেটাই ভীষণ বিরক্তি মনে করি। তা না হ'লে সাহেবেরা ভালই বিচার ক'রছেন।

নিচে ছাপান কথাগুলি আম্বাজুড়ী গ্রামের সিদো দেশমাঝি সরদারের সৌজন্যে যোগ দেওয়া।

৮০। পারিসের মধ্যে নেওয়া

কোন লোক দ্বিতীয় বিবাহের সময় (ছোটকী আনার সময়) সেই ছোটকীর প্রথম পক্ষের (আগেকার স্বামীর) স্বামীর বেটাছেলে থাকিলে, সেই ছেলেকে যদি নিজে পারিসে লইতে ইচ্ছা করে, সেই লোকটি এই সম্বন্ধে গ্রামের মাঝিকে বলিবে, মনে করুন যেটা তারা (স্বামী স্ত্রী) যুক্তি করেছে সেটা খুলে বলে। তারপর গ্রামের মাঝি সেই ছেলের ওয়ারিসদের ডাকবে আলোচনা ক'রবার জন্য, মাঝির সামনে আলাপ আলোচনা করে ছেলেকে ছাড়বে কিনা। যদি ছাড়বে (দাবি ছাড়িতে রাজী হয়) তাহ'লে বলবে, শুন মাঝি বাবা, আমরা ওয়ারিসেরা আপনার সামনে আর পাঁচজনের সামনে আমাদের এই ছেলের দাবী নাশ্ করলাম (দাবী ছেড়ে দিলাম)। তাহ'লে আজ থেকে এই সৎ বাবারই হোলো। তবে তার নিজের

জন্মদাতা বাবার জমি জায়গা, কি ছাগল গরু, টাকা পয়সা ইত্যাদির হক নাই, পাবেও না।

এই সমস্ত কথার পর সৎবাপ্‌কে পাঁচজনে বসার মান্য পাঁচ সিকা চায়। তারপর নমস্কার ক'রে যে যার চলে যায়।

তারপর সেই সৎবাবা ঐ ছেলেকে পারিসে (গোত্রে) নেবার জন্য দিন ঠিক করে। তারপর ধার্য্য দিনে জন্মের পর লগ্নার মত কামাতে (নখ চুল দাড়ি কাটতে) ডাকবে। তারপর সেইরকমই কামায় (নখ চুল দাড়ি কাটে) আর সেই রকমই নিম ভাত (তেতো ভাত) খায়। আর সেই সময়ই ধাইবুড়ী উপস্থিত সমস্ত পুরুষ স্ত্রীদের কাছে সৎবাবার জাত (পারিস) বলবে। তারপর যে যার চলে যায়।

তারপর "বাহা সোহরাএ" তার মানে আসল মূল দেবতা পুজার মাংস ভাত দিবে (খেতে দিবে)। সেই থেকে ঐ ছেলে তার নিজের ছেলে হ'য়ে গেল।

এরপর সেই ছেলে সৎবাবার (কাঠবাপের) জমি জায়গা, টাকাকড়ি, গরু ছাগলের বাট বখরা নিজের ঔরসে জন্মান ছেলের মত ভাগ পাবে। তবে নিজের ছেলেদের যে রকম কাকাখুড়া ভাই মারা গেলে তাদের ধনের উপর হক আছে, সে রকম তাদের ধনের উপর তাদের কোন হক নাই ; শুধু সৎবাবার ধনের উপরেই তার পুরা হক।

৮১। পালিত পুত্রের কথা

"বাধা হপণ রেয়ান্"

কখন কখনও বাপমা মরা (অনাথ) ছেলেদের রাখে ও পালন করে। আর বয়স হ'লে, তারাও ঔরসে জন্মানো ছেলের মত জমি জায়গা, টাকা কড়ি, গরু ছাগল ছেলের মত সমান ভাগ পায়। যদি সেই ছেলে মরে যায়, সেই ধন কি বৌএর (স্ত্রীর ধন) সেই পালক (পিতা) অথবা তার ছেলেরা পাবে। কিন্তু সেই পালিত ছেলের কাকা খুড়ার ছেলেরা পাবে না। তবে পালকের ছেলেদের শ্রাদ্ধ ইত্যাদির খরচ লাগে। আর তার ছেলেপুলে থাকলে তো তাদেরই (তারাই পাবে)। আর কোন স্বামী স্ত্রীর ছেলে না থাকলে, দুই তরফের ছেলে, যেমন স্ত্রীর ভায়ের ছেলে, স্বামীর ভায়ের, কি দাদার ছেলে, তাদের কাছে শেষ দিন পর্য্যন্ত সেবা শুশ্রূষা খাওয়া পরা পাবার জন্য পালিত পুত্র বলে রাখে। সেই পালিতেরাও জমির ভাগ পাবে, পালকদের ছেলেপুলে হ'লেও। আর যদি তাদের না হয় (ছেলে না হয়) তাহ'লে তো সব ধনই সেই পালিত ছেলের। বেশীর ভাগ ঐ রকম "ছাড়্হাতুয়া" লোক (সন্তানবিহীন লোক) পালিত পুত্র রাখে।

আসল "বাধা" (পালিত পুত্র) কখনও (কদাচিৎ) রাখে। ঐ যে পুর্ব্বে আজ প্রায় তিন কুড়ি (ষাইট) বৎসর হচ্ছে, বিদ্রোহের সময়, তখন অনেকে পালিত পুত্র রেখেছিল। এখনও কখনও কখনও বাধা ক'রছে (পালিত পুত্র রাখছে)। আজকাল এই পাদ্রি সাহেবেরা উঠে আসার পর (আবির্ভাব হবার পর) এরাই অনাথদের উপরে দয়া দান ক'রছে (দয়া দেখাচ্ছে) বরং ঐ গুরু সাহেবরাই ওয়ারিসের মত তাদের জমিজায়গা খুঁজে বার ক'রে দিচ্ছে। এটাই সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম ক'রছে। তাদের নিজেদের পয়সায় বিদ্যা (লেখা পড়া) শিখাচ্ছে। এরা আমাদের মত খাওয়া পরা সেবা শুশ্রূষা চাইছে না ; তারাই বরং খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে।

৮২। সাঙ্গা লটম

সাঙ্গাতে ঢাকা পড়া

কোন লোক ছোট্কী (দ্বিতীয় স্ত্রী) করার সময় আর একবার কোন মেয়ের বিবাহ' হবার পরে দ্বিতীয় বার বিবাহ হ'লে তাকে "সাঙ্গা" বলে। সাঙ্গা করা স্ত্রীর তার মানে আগেকার পুরুষের (স্বামীর) ছেলে সঙ্গে ক'রে এনে থাকলে (আনলে) সেই ছেলেদের "সাঙ্গা লটম" ছেলে বলি। বেটাছেলে থাকলে, সেই ছেলেদের ঐ সৎবাপের জমি জায়গা ইত্যাদি পাবার হক নাই। তবে সৎবাপ (কাঠ বাপ) খুসী হ'য়ে গ্রামের মাঝির কাছ থেকে জমি জায়গা ক'রে দেয়, নিজের ঘরের পয়সায় সেলামি দিয়ে। আর ঐ সাঙ্গা করা বৌএর কোন বাড়্ বিরিত (ধান, চাল, ছাগল, গরু বাইড়ে সুদে দেওয়া থাকলে) সেগুলি সেই সঙ্গে আনা ছেলেদেরই হয়। তবে ঘরে রাখিবার জন্য দুধ-ভাইদের (গর্ভজ ভাইদের) এক হিস্যা দেয়, তাহা ছাড়া সেটার উপর তাহাদের কোন অধিকার নাই।

৮৩। বেরেল লটম

পত্তনি অধিকার লোপ

কোন লোক ইস্তফা দিয়া স্থান ত্যাগ করিলে, আর সেই গ্রামের মাঝি ঐ পলাতক লোকের জমিতে, বাস্তভিটাতে অন্য লোককে বসাইলে (পত্তন করিলে), তখন সেই বাস্তুতে কি আঙ্গিনায় কি জমিতে মহুল গাছ কি পুকুর ইত্যাদি থাকিলে তাহাও সেই নূতন প্রজা পাইবে। যদি সেই গ্রামে ঐ পলাতকের ওয়ারিস থাকিলেও, সেই সমস্ত দাবি করিতে পারে না ; কেননা সেই নূতন লোক বসতি ক'রে অধিকার করিল (পুর্ব্বের প্রজার স্বত্ব নষ্ট ক'রে অধিকার করিল)। আর কোনদিন যদি ঐ পলাতক লোক সেই গ্রামে ফিরিয়া আসিলেও, সেই সমস্ত গাছ, পুকুর কি জমি রাজ দরবারে নালিশ করিলেও পায় না ; কেননা সেই লোকটি "বেরেল লটম" করিয়াছে (বসতি করিয়া দখল করিয়াছে)।

৮৪। গুর লটম

কেহ মৃত হইলে তাহার প্রতিশ্রুতি নষ্ট

"গুর লটম" (কেহ মরিয়া গেলে তাহার প্রতিশ্রুত দাবী নষ্ট) দুই রকমে হয়, কোন লোক জমসিম পুজার জন্য খাসি রাখিলে আর সেই খাসিগুলি বলি (পুজা) দিবার পূর্ব্বে সেই বংশের মুরুব্বিরা মারা গেলে, সেই সময় খাসিগুলিকে "গুর লটম" হয় ; সেই খাসিগুলি বলি (পুজা) দেওয়া হয় না ; শুধু সেই সঙ্গে কাটে (পুজার সময় পুজা না ক'রে এমনি কাটে)।

দোশরাটি (দ্বিতীয়টি) হচ্ছে মেয়ে কি বোনেদের হকের (পাওনার)। কোন লোক নিজের ছেলেদের পৃথক করার সময় কি ভায়াদিরা (ভাইয়ে ভাইয়ে) পৃথক (আলাদা) হ'বার সময়, বাবা বেঁচে থাকা কালে একটি ক'রে গাই পায় ; সেই মেয়ে কি বোনেদের না দিয়ে বাবা মারা গেলে, তারপর সেই মেয়েরা ভাইদের কাছে তাদের হক চাইলে, সেই সময় মজলিসের (বিচার সভার লোকেরা বলে : বাবা বেঁচে থাকতে চেয়ে নিলে না কেন ? এখন তোমার দাবী "গুর লটম" হয়েছে (মৃত্যুর সঙ্গে নষ্ট হয়েছে)। কিন্তু ঐ দাবীদার মেয়েরা বলে, না, বাবা আমার পাওনা "গুর লটম" করো না, লোকটি না হয় মারা গেছে বিচার তো মারা যায় নি, এর আসল হ'ল সত্য বিচার।

আর বিয়ের সময়ের কোন দাবী হ'লে বলে : না বাবা, "গুর লটম" করবেন না ; এটা আমার হকই।

৮৫। মেয়েদের হকের

(পাওনা জিনিসের) আইনের কথা

কোন লোক তার ছেলেদের পৃথক করার সময়, তখন মেয়েদেরও একটি ক'রে গরু কি বাছুর, কি ভেড়া কিংবা ছাগল দেয়। বিবাহিত কি অবিবাহিত যাহাকেই দিবে সামনেই (সকলের সম্মুখে) দেয়। তারপর তাদের সেই হক, কি ছাগল ভেড়ার বংশ বাড়লে, সেই বাড়তির উপর স্বামীর ভায়াদিদের কোন দাবী নাই। কেননা সেটা মেয়ের বাবা খুসী হ'য়ে তাদের দিয়েছে। নিজের বেটাছেলেদের পৃথক করার সময়ে, তখন তার ভাইদের সামনে থেকে সে পেয়েছে নিজের বাবার কাছ থেকে। সেই সময়েই বাবা এবং ভাইদের কথা শেষ হয়েছে (দাবী ফুরিয়ে গেছে)। তবে ভাইয়ের ছেলে কি মেয়েরা চরাইলে (দেখাশুনা করিলে), তাহারা দাহনা (ব্যক্তিগত-ভাবে কিছু) পাইবে। আর নিজের স্বামীর ঘরে বাড়্ বিরিত (বংশ বাড়িলে) হইলে, সেই মেয়ের দেওরের ছেলে কি ভাশুরের ছেলেরা চরায় (দেখাশুনা করে)। তাহাদেরও সেইরকম দাহনা দেয় ; আর তাদের ইচ্ছা হ'লে দুই তরফের ছেলেদের নামে বাছী (মাই বাছুর) কি দামড়া দেয়। কিন্তু পাইবার দাবী দাওয়া (উভয়) দুই তরফেরই নাই। যদি ছাগল গরু নাই, তাহ'লে একটি ক'রে বাটি (ভাত খাইবার বাটি) দেয়। সেই বাটি বিক্রি ক'রে ঐ টাকাতে বাছুর কি ছাগল কিনলে আর তাদের বংশ বাড়্লে, সেই রকমই তাতেও দুই পক্ষের ওয়ারিসদের পাবার দাবী নাই। শুয়ার কি ছাগল, ভেড়া কি গরুগুলি মেয়েটাই কেনাবেচা করে আর টাকা পয়সা রেখে জমা করে (সঞ্চয় করে), আর গয়নাগাটি পোষাক কাপড়ও পরে। সেইরকম লোকই সময়ে সময়ে বলদ কি দুধাল গাই সেলামিরূপে দিয়ে আলাদা জমি জায়গা ক'রে নিয়েছে, আবার কোন কোন জায়গায় মৌজা পর্য্যন্ত করেছে সেলামি দিয়ে। পূর্ব্বে এদেশে পাহাড়ীয়া রাজারা থাকার সময়, তারা শুয়ার কি ছাগল খাসী খুব ভালবাসিত। ভীষণ মাতাল ছিল, মদের সঙ্গে চাট্ করিত (খাইত)। তারা ছাগল খাসি কি শুয়ারেও ভুলিয়া যায়।

৮৬। গাহনা ছাডাও

গ্রহণ ছাড়ান

গ্রহণ ছাড়ান হচ্ছে এই রকম। যে বৎসর দিনের চাঁদ (সূর্য্য) কি রাত্রের চাঁদ (চন্দ্র) গ্রহণ হইলে মা ছেলেদের বলিবেন, যাও বেটা জি মাই (খোকা কি খুকী) মামাদের কাছে (মামা বাড়ী) গ্রহণ ছাড়াবার জন্য যাও। গ্রামে থাকিলে সেই দিনই মামাদের কাছে যায়। তারপর গিয়া বলে, গ্রহণ ছাড়াতে এসেছি মামা। তারপর তাদের বলে, বেশ্ বাবু কি মাই। তারপর সেই ছেলেদের মা, হাঁড়িয়া রাখিয়া পচাইয়া "নাইহারে" (বাপ্ মায়ের বাড়ী) লইয়া যায়, তারপর সেটি পুজা করিয়া (দেবতার উদ্দেশ্যে পুজা দিয়া) খায়। বাবা থাকিলে তাহাকে বলে, কি সব মনে ক'রে এসেছ মাই (খুকী) ? বাবা না থাকিলে ভাইয়েরাও ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিবে। তখন বলিবে, ঐ যে ভাগ্নারা কি তোমার নাতিরা গ্রহণ ছাড়াতে এসেছিল, সেটা মনে করেই এসেছি। তারপর বুড়ো বাঁচিয়া থাকিলে, সমস্ত ছেলেদের ডাকিয়া একত্র করিবে। না থাকিলে, ভাইয়েরা সব একত্র হয় আর যুক্তি করে। তারপর মুরগী কি ছাগল কি ভেড়া কিংবা শুয়োর দেয়। সেগুলির বংশ বাড়িলে, সেই ধনে কেবল ঐ ছেলেগুলিরই হক্ (প্রাপ্য)। ঐ গ্রহণ ছাড়ান সব ছেলেদের বৌএরাই বাবা ভাইএর বাড়ী থেকে নিয়ে আসে। সেইজন্য সেটার (ঐ ধন) বাইড়ের উপর দুই তরফের ওয়ারিসদের পাইবার অধিকার নাই। কেবল নিজের খুসীতে সেই ছেলেরা দুই তরফের ভাইদের বলদ কি মাইবাছুর দেয়। পুরাকালে শুনা যায়, গরু কি ভেড়া ছাগল নাইহারে (স্ত্রীর বাপের বাড়ীতে) বংশ বাড়িলে, সেই দেওয়া ধন ঐ মেয়ে সেখান হইতে স্বামীর বাড়ীতে সেগুলি আনিলে, সেই সময় "নাইহার বঙ্গা" (মেয়ের বাপের বাড়ীর দেবতা) সঙ্গে আসিতে পারে। তারপর যদি ঐ বঙ্গা না ফিরে

যায়, স্বামীকে "নাইহার বঙ্গা" মানতে হবে (নাইহার দেবতার পুজা করতে হবে)।

৮৭। ইর্ আরপা রেয়ান

আলাদা ভাবে সঞ্চয়ের

"ইর আরপা" হচ্ছে এই রকম। একটি মেয়েছেলে অবিবাহিত থাকার সময় কিছু আলাদা সঞ্চয় ক'রলে সেই আলাদা সঞ্চয় করা ধান বাবা-ভাই-এরা কারও কাছে সুদে বাইড় দেয় (ঋণ দেয়)। আর সেই আলাদা জমা ধান বাড়্তি হ'লে, আর সেটা থেকে গরু ছাগলও বাড়লে, "নাইহারের বাড় বিরিত" (বাপ মায়ের ঘরে রাখা ধন) স্বামীর বাড়ীতে আনবার সময় কোন কোন লোকের দেবতাও না কি সেই ধনের সঙ্গে চলে আসে। সেইজন্য কোন লোক বেশী দিন পর্য্যন্ত সেখানে রাখে না, দেবতা চলে যাবার ভয়ে। আর কেউ তাদের বিয়ে ক'রলে সেই "ইর্ আরপা" ধনে স্বামীর ভায়াদিদেরও হক্ আছে। তবে মেয়ের বাবা ভাইয়েরা বেশী পণ নিতে চায়। কেননা বলে, আমাদের এই মেয়ে কি বোন্‌কে আমাদের অর্দ্ধেক ঘর দুয়ার পাঠিয়ে দিচ্ছি (ঘরের অর্দ্ধেক ধন পাঠিয়ে দিচ্ছি) কিংবা তার আছে। সেইজন্য বাড়তি পণ নিয়ে থাকি আর তার জন্য কিছুই ফিরে পাবে না (কোন যৌতুক পাবে না)। আর বিধবা কিংবা পরিত্যক্তা হ'য়ে "ইর্ আরপা" ক'রলে, আর সেটা বেড়ে গেলে, সেই সময় ঐ মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ হ'য়ে "সাঙ্গা" (এক স্বামী মৃত্যুর পর দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ) করিলে, সেই বাড়্ বিরিত (ধন) ঐ মেয়ের একলার এক্‌তিয়ারি হক্ হবে। তার উপরে "সাঙ্গা" করা স্বামীর ভায়াদিদের (বংশের) কি ওয়ারিসদের কোন অধিকার নাই। যদি তাদের কোন বংশধর না থাকা অবস্থায় মৃত্যু হ'লে তাদের জিনিসপত্রের আসল দাবীদার হ'ল ওয়ারিসেরাই।

৮৮। চুমান্ রেয়ান্

চুমানের কথা

"চুমান্" হচ্ছে এই রকম। কোন লোক তার ছেলের বিয়ে দিবার সময়, সেই সময় সেই ছেলের দিদি, কি বোন্ কি মাসতুতো, কি মামাতো কিংবা পিস্‌তুতো দিদি কি বোন্ "গিড়ি চুমাউড়ার" সময় (দ্বিতীয় বার বরণের সময়) বরের থালায় টাকা রাখে। তাহাকে "চুমান্ টাকা" বলে। তারপর ঐ মেয়েকে সেই টাকার একটি বাছুর দেখিয়ে দেয় (দিয়ে দেয়)। সেই বাছুর হইতে বাড়্ বিরিত হইলে, সেগুলি ঐ মেয়ের ছেলেরাই কেবল পাইবে। স্বামীর ওয়ারিসরা পাইবে না। আর ছেলেপুলে না হ'য়ে মারা গেলে তো ওয়ারিসরাই হবে (পাবে)।

৮৯। নাওয়া কাথা

নূতন কথা

১৯১৬ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দুমকা এলাকার পরগনাইতগণ, দেশ মাঝিগণ, সর্দ্দারগণ এবং অন্যান্য লোক দুমকায় একত্র হ'য়ে নিজেদের মেয়েদের আর বিধবা মেয়েদের সম্বন্ধে আলোচনা (মিটিং) করেন। মিটিং ক'রে ঠিক করলেন, নিচে (পরে) ছাপান কথা দেশে চললে (প্রচার হ'লে) খুব ভাল হবে ব'লে মনে হয় :—

৯০। হপন এরাকো

মেয়েদের

(১) কোন লোকের শুধু মেয়ে থাকলে, বিয়ের পর তারাই ওয়ারিস হবে, কিন্তু তাদের স্বামীরা জমিজায়গা পাবে। বাবার ভায়াদীরা ছাগল গরুর অর্দ্ধেক পাবে।

মুখাগ্নি যে ক'রবে সে একটি বাছুর পাবে।

ঘরজামাই আনা মেয়ে মারা গেলে ঘরজামাই কিছুই পাবে না, নিজের গরু নিয়ে চলে যাবে।

(২) কোন লোকের ছেলে ও মেয়ে থাকলে, ছেলেরা পুত্র কন্যা না হ'য়ে মারা গেলে, মেয়েরা ওয়ারিস হবে, বলতে গেলে বাবা কিংবা ভায়াদিরা মেয়ের জন্য ঘরজামাই আনতে পারে কি স্বামীকে মেয়ের বাপমায়ের বাড়ী এনে এক সঙ্গে রাখতে পারে।

(৩) ঘরজামাই না এনে কোন মেয়ে বিয়ে ক'রলে, সে ওয়ারিস হবে না।

(৪) ঘরজামাই না থাকলে, তার দাবী শেষ হবে (থাকবে না)।

(৫) ঘর জামাই এনে মেয়েছেলে (সন্তান) রেখে মারা গেলে, ছেলেরা মায়ের সম্পত্তি পাবে (হক পাবে)। আর ঘরজামাই পুনরায় বিয়ে না করা পর্য্যন্ত সেখানেই থাকবে, আর তার ছেলেরা তাকে পালন ক'রবে; যদি খুঁজে নেয় (বিয়ে করে) তাহ'লে চলে যাবে।

৯১। রাণ্ডি মাইজুকো

বিধবা মেয়েরা

মেয়ে বিধবা হ'লে, স্বামীর ঘরে আজীবন প্রতিপালন হ'বার অধিকার আছে। যদি সাঙ্গা হয়, স্বামীর ঘরের হক (দাবী) তার শেষ হয়ে যাবে।

বিধবা মেয়ে পুনরায় সাঙ্গা না করা পর্য্যন্ত স্বামীর সংসার চালাতে পারে; কিন্তু ঐ মেয়ে মারা যাবার পর কি বিয়ে ক'রলে জমি জায়গাগুলি স্বামীর ভাই কিংবা ওয়ারিসদের হবে।

সমাপ্ত